১৮৬-৯২

# ইমাম আহমাদ রেজা

( রাদিয়াল্লাহু আনহু )

প্রথম সংখ্যা—১০০০

৩১ / ১ / ৮৯

মূল্য—৫-৫০

pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যাঙ্কের সুদ

ঐতিহাসিক মামলা

আমি মোবাহালা চাই

সম্পাদক—মাওলানা মোহাম্মাদ গোলাম ছামদানী রেজবী

pdf By Syed Mostofa Sakib

# বাশারিয়াতে মুস্তফা

"হে মাহবুব তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও আমি তোমাদের মত বাশার।" আরবী ভাষায় মানুষ অর্থে কয়েকটি শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে। যথা—ইনসান, নাস, বাশার ইত্যাদি। বর্তমান আয়াতে বাশার শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। অতএব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম একজন বাশার ছিলেন। ইহাতে আদৌ সন্দেহ নাই। কাহারো দ্বিমত নাই। তবুও তাহার বাশারিয়াতের সহিত পৃথিবীর কোন বাশারের তুলনা হয়না। কোন বাশার তাহার বাশারিয়াতের সঙ্গে মুকাবিলা করিতে কস্মীনকালেও সক্ষম নহে। কেননা আকার আকৃতিতে রূপে ও রঙে রক্তে ও মাংসে তিনি যদিও নাকি বাহিয্যিক ভাবধারায় আমাদের মত ছিলেন। তথাপিও তিনি এক অসাধারন, বে-মেসাল ও বে-নজির ছিলেন। তাঁহার আপাদ মস্তক তথা মল মুত্র পেশাব পায়খানাতে যে বৈশিষ্ট ছিল, জগতের বুকে কোন মানুষের মধ্যে তাহা ছিলনা। তিনি কে! তাঁহার হকীকত কি! তাহাকেহ জানিতে সক্ষম নহে। তাঁহার পূর্ন পরিচয় জগৎ মাঝারে কেহ পায়নাই। তাঁহার পরিচয় যে যতটুকু পাইয়াছে সেততটুকুই পাইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে যে যতটুকু পরিচয় দিয়াছে সে ততটুকুই দিয়াছে। কিন্তু তাঁহার পরিচয় ইহার অনেক উর্দ্ধে। তাই তিনি দৃঢ়তার সহিত পরম শিষ্য আবুবাকারছিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু কে বলিয়াছেন "হে আবুবকার, আমার প্রভু ব্যাতিত আমার হকীকত কেহই চিনিতে পারেনাই।" (মাতালেউল-মুসার্রাত) মোট কথা তিনি ছিলেন সৃষ্টি সেরা বিশ্ব সৃষ্টির একমাত্র মুল উৎস। তাঁহার সৃষ্টিছিল বিশ্ব সৃষ্টির একমাত্র পরিকল্পনা। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন আল্লাহপাক। এমনকি স্বয়ং আল্লাহপাক তাঁহাকে মাধ্যম করিয়া সৃষ্টির নিকট নিজের পরিচয় দান করিয়াছেন। এইরূপ মর্ম বহন কারী বহু হাদিস "খাছায়েছে কুবরা, মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া" ইত্যাদি কিতাবে বর্নিত হইয়াছে। যিনি বিশ্ব সৃষ্টির একমাত্র মুল উৎস, যাহার সৃষ্টি ছিল বিশ্ব সৃষ্টির একমাত্র পরিকল্পনা, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া এই নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি হইয়াছে, যাঁহার মাধ্যমে সয়ং আল্লাহ পাক স্বীয় মাখলুকের নিকট নিজের পরিচয় দান করিয়াছেন। তাঁহাকে আমাদের মতই মানুষ ধারনা করা আদৌ উচিৎ হইবেনা। তুনইয়াবী হুকুম, তাঁহাকে বাশার বলিতে হইবে, তাই তাঁহাকে বাশার বলিতে বাধ্য। অন্যথায় তাঁহার বাশার বলিবার অধিকার কাহারো নাই। কারন সয়ং আল্লাহপাক বাশার বলিয়া সম্বধন করেন নাই। বর্তমান আয়াতে কেবল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলা হইয়াছে—'তুমি বলিয়া দাও, আমি তোমাদের মত বাশার।"

অন্য কাহাকেও বলিবার অধিকার দেওয়া হয়নাই। সয়ং আল্লাহ তায়ালা ওকোলাম মাজিদের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বাশার বলিয়া সম্বোধন করেন নাই। শহিদ, বাশির, নাজির, মুজ্জাম্মেল, মুদ্দাসির ইত্যাদি বলিয়া সম্বধন করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা কেন তাঁহাকে বাশার বলিতে আদেশ করিলেন? এবং তিনি বা কেন নিজেকে বাশার বলিয়া পরিচয় দিলেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যেহেতু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সল্লাম কাফের মুশরিক দিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেইহেতু তিনি নিজের বিনয়ী প্রকাশ করতঃ তাহাদিগকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য বলিয়াছেন—"হে কাফের গণ তোমরা আমাকে ভয় করিওনা। আমি তোমাদের মত বাশার।" যেমন শিকারী সময়ে শিকার করিবার উদ্দেশ্যে পাখির কণ্ঠে আওয়াজ দিয়া থাকে। অনুরূপ এখানে কাফের দিগকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য ছিল। তোতাপাখির সম্মুখে আয়না রাখিয়া আয়নার পিছন থেকে কথা বলিলে তোতা নিজের প্রতিবিম্ব আয়নার মধ্যে

pdf By Syed Mostafa Sakib



দেখিয়া নিজের স্বজাতির আওয়াজ ধারনা করে থাকে। হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তথা সমস্ত নবীগন ছিলেন খোদাই আয়না। জবান ছিল নবীগনের কিন্তু কালাম ছিল আল্লার। "হে মাহবুব তুমি বলিয়া দাও, কাহাদিগকে বলিবেন! আবুবাকার, উমার, উসমান, তথা সমস্ত ছাহাবাগান রাদি আল্লাহ আনহুমকে বলিবেন, না প্রত্যেক মুসলমানকে বলিবেন! ইহাদের বলিবার কোন কারণ থাকিতে পারেনা। কেননা ইহারাতো প্রত্যেকেই মুস্তকার কালেমা পাঠ করিয়া ইসলামের সুশীতল ছায়াতে আশ্রয় লইয়াছেন। বরং যাহারা ইমান হইতে দুরে থাকিয়া ইসলামের বিরুদ্ধ চারন করিতেছে তাহাদিগকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য বলিয়া ছিলেন বলিয়া ধরিতে হইবে।

.....ক্রমশঃ

# ব্যাঙ্কের সুদ

আরবী ভাষায় সুদ অর্থে "রিবা শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে। পবিত্র কোরানে ও হাদিশ শরিফে এই রিবা অর্থাৎ সুদকে হারাম ও সুদখোরকে চরম পর্য্যায়ের অপরাধী বলিয়া ঘোষনা করা হয়েছে। যথা– সুরা বকর ও আলে ইম্রানের মধ্যে সুদকে স্পষ্ট হারাম' সুদখোর কিয়ামতের দিবস পাগলের ন্যায় উঠিবে, এবং জাহান্নামী হইবে এবং যহারা সুদ ত্যাগ করবেনা, তাহাদিগকে আল্লাহ ও তাঁহার রাসুলের সহিদ যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলা হইয়াছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সুদ গ্রহিতা, দাতা সুদের সাক্ষী ও লেখকের প্রতি অভিসম্পাৎ করতঃ বলিয়াছেন ইহারা গোনাহের দিকদিয়া সমপর্য্যায়। মুসলিম শরিফ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সল্লাম আরো বলিয়াছেন—সুদের গোনাহ এইরূপ সত্তরটি গোনাহের সমপর্য্যায় যাহার মধ্যে সবচাইতে ছোট গোনাহ নিজ মাতার সহিত ব্যাভিচারে লিপ্ত থাকা। (ইবনো মাজা) মাসনাদে ইমাম আহমাদ ও মিশকাতের মধ্যে বর্নিত হইয়াছে—"হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, ইচ্ছাকৃত সুদের একটি পরসাভক্ষন করা ছত্রিশবার ব্যাভিচার করা অপেক্ষা নিকৃষ্ট।"

যেহেতু অকাট্য দলিলে সুদ হারাম বলিয়া প্রমান হইয়াছে। সেহেতু সুদ খাওয়া কবিরাগোনাহ। সুদখোর ফাসেক, সুদ হারাম হওয়া অস্বীকারকারী কাফের। প্রকাশ থাকে যে, কোরান শরিফে সুদঅবৈধ-হারাম বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে। কিন্তু সুদের সংজ্ঞা বর্নিত হয়নাই। "রিবা"শব্দের আবিধানিক অর্থ হইল "বেশি"। তাই বলিয়া প্রত্যেক "বেশি"টাই হারাম নয়। কোরানে যে "রিবা"কে হারাম বলা হইয়াছে। উহার একটি নির্দিষ্ট ইসলামীক অর্থ রহিয়াছে। ওজনে ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে এইরূপ একজাতীয় দুইটি জিনিষের মধ্যে কম বেশি হওয়াকে ইসলামে "রিবা" – (সুদ) বলাহয়। (দুর্রেমুখতার) মোট কথা, সুদ হইবার জন্য কয়েকটি মৌলিক শর্ত রহিয়াছে। যথা,-(১) ওজন (২) একজাতীয় হওয়া ইত্যাদি।

অতএব যাহা গননায় ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে, উহাতে কম বেশী হইলেও সুদে গণ্য হইবে না, যথা একটি ডিমের পরিবর্ত্তে দুইটি ডিম অথবা একটি আখরুটের পরিবর্তে দুইটি আখরুট লইলে সুদ হইবে না। কারণ, এই জিনিষগুলি এক জাতীয় হইলেও প্রথম শর্তটি ( ওজন ) পাওয়া যাইতেছে না। অনুরূপ এক কিলো গমের বদলে দুই কিলো চাউল লইলে সুদ হইবে না। যেহেতু গম ও চাউল এক জাতীয় নয়, সেই হেতু প্রথম শর্ত ( ওজন ) পাওয়া যাওয়া সত্বেও সুদ হইবে না। ( হিদায়া ) তবে ইহা মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন যে, এই জিনিষগুলি ধারে ক্রয় বিক্রয় করিলে সুদ হইবে। সুদ না হইবার আরো একটি বিশেষ কারণ হইল হারবী কাফের হওয়া। ইসলামের পরিভাষায় কাফের তিন প্রকার।

১। "মুস্তামিন কাফের" উহাকে বলা হয়—যে কাফের সাময়িক কালের জন্য দারুল ইসলামে আশ্রয় লইয়া আসে।

pdf By Syed Mostafa Sakib



২। "জিম্মী কাফের" উহাকে বলা হয়—যে কাফের চুক্তির মাধ্যমে দারুল ইসলামে স্থায়ীভাবে থাকে। ৩। হারবী কাফের উহাকে বলা হয়,—যে কাফের আশ্রয় না লইয়া অথবা মুসলিম বাদশার সহিত চুক্তি না করিয়া আসে। সমস্ত প্রকার অবৈধ ব্যবসা যথা—একটি টাকা দিয়া দুইটি টাকা নেওয়া, মরা পশু বিক্রয় করা ইত্যাদি যেমন মুসলমান মুসলমানের সহিত হালাল নয়। অনুরূপ মুস্তামিন ও জিম্মী কাফেরের সহিতও হালাল নয়। কিন্তু হারবী কাফেরের সহিত সমস্ত প্রকার অবৈধ ব্যবসা হালাল অর্থাৎ হারবী কাফেরের নিকট হইতে এক টাকা দিয়া দুই টাকা নেওয়া, কিংবা উহার নিকট মরা পশু বিক্রয় করা হালাল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন—"মুসলমান ও হারবী কাফেরের মধ্যে সুদ বলিয়া কিছুই নাই।" (হিদায়া) হারবী কাফেরের নিকট হইতে এক টাকা দিয়া দুই টাকা নেওয়া হালাল হওয়া সম্বন্ধে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ হইলেও ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) উহা হালাল বলিয়াছেন। (তাফসিরাতে আহমাদিয়া, হিদায়া) মুসলমান হারবী কাফেরের নিকট চুক্তির মাধ্যমে যাহা কিছু গ্রহণ করিবে তাহা হালাল হইবে। (হিদায়া, ফতহুল কাদীর, বাহরুর্রায়েক, শামী ইত্যাদি)

ভারতবর্ষের অমুসলিমরা নিঃসন্দেহে হারবী কাফেরের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, ইহারা মুসলিম বাদশার নিকট আশ্রয় লইয়া সাময়িক কালের জন্য আসে নাই। অথবা ইহারা মুসলমান বাদশাকে জিজিয়া দেওয়ার শর্তে চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করছে না। তাই ইহারা আদৌ মুস্তামিন ও জিম্মী কাফেরের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। কারণ মুস্তামিন হইবার জন্য মুসলিম বাদশার আশ্রয় গ্রহণ করা ও জিম্মী হইবার জন্য মুসলিম বাদশার সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া জিজিয়া প্রদান করা শর্ত। এখানকার কাফেররা সর্বদিক দিয়া স্বাধীন। তাই ইহারা নিঃসন্দেহে হারবী কাফের বলিয়া প্রমাণিত হইল। ইসলামী বিধানমতে এই হারবী কাফেরদের নিকট হইতে চুক্তির মাধ্যমে সরাসরি ১ টাকা দিয়া ২ টাকা নেওয়া অথবা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে অথবা এল, আই, সি পিয়ার লেস ইত্যাদির মাধ্যমে নেওয়া হালাল।

প্রশ্ন ঃ- দারুল ইসলাম ও দারুল হার্‌ব কাহাকে বলে? ভারতবর্ষ দারুল ইসলাম হইবে, নাদারুল হারব হইবে?

উত্তর ঃ—যে দেশে ইসলামী আইন কানুন ব্যাপকভাবে চালু থাকে ঐ দেশকে ইসলামের পরিভাষায় দারুল ইসলাম বলাহয়। দারুল হারব হইবার জন্য অনেকগুলি শর্ত আছে। যতক্ষন পর্যন্ত ঐ শর্ত গুলি পূর্ণভাবে পাওয়া না যাইবে। ততক্ষন পর্যন্ত কোন দেশ দারুল হারব হইবেনা। যথা,-(১) কাফের মুশরিকদের দেশ শাসন করা,(২) মুশরিকদের মুশরিকানা কানুন প্রকাশ্যে চালু হওয়া, (৩) ইসলামী কানুন মুলতঃ চালু না থাকা, (৪) দারুল হারবের নিকটে কোন মুসলীম দেশ না থাকা, (৫) কোন মুসলমান অথবা জিম্মী তার পূর্বেকার চুক্তিতে কায়েম না থাকা, (৬)মুসলমান ও মুশরিক উভয়ের কানুন চালু না থাকা। (দুর্রেমুখতার, শামী, বাহারে শরিয়ত ইত্যাদি) উপরের শর্ত গুলি সামনে রাখিয়া ভারতবর্ষের দিকে লক্ষ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভারতবর্ষ আদৌ দারুল হারব নয়। কারন, এখানে কেবল কাফের মুশরিকরাই দেশ শাসন করছে না। মুশরিকানা কানুন প্রকাশ্যে চালু থাকিলেও ইসলামী কানুন ও চালু আছে। ভারতবর্ষের পার্শ্বে ই বাংলাদেশ, পাকিস্তান ইত্যাদি মুসলিম দেশও আছে। ভারতবর্ষ নিঃসন্দেহে দারুল ইসলাম।

প্রশ্ন ঃ—যদি ভারতবর্ষ দারুল ইসলাম হয় তাহা হইলে এখানকার কাফেররা হারবী হইবে? দারুল ইসলামে কাফেরদের নিকট হইতে ১ টাকা দিয়া ২ টাকা নেওয়া হালাল হইবে?

উত্তর ঃ—দারুল হারব হইবার জন্য যে শর্তগুলি আছে তাহা না পাওয়া যাইবার কারণে ভারতবর্ষ দারুল ইসলাম। কিন্তু এখানকার কাফেররা নিঃসন্দেহে হারবী। কারণ, জিম্মী হইবার জন্য মুসলমান বাদশার সহিত চুক্তি করা ও তাহাকে জিজিয়া প্রদান করা শর্ত। এই শর্ত ভারতীয় কাফেরদের মধ্যে পাওয়া যায় না। বরং ইহারা নিজেদের ধর্ম পালন করিবার

pdf By Syed Mostafa Sakib



দিক দিয়া পূর্ণ স্বাধীন। অতএব ইহারা হারবী কাফের। ইসলামী বিধানানুসারে চুক্তির মাধ্যমে হারবী কাফেরের নিকট হইতে ১ টাকা দিয়া ২ টাকা নেওয়া হালাল।

প্রশ্ন :—জিজিয়া ও জিম্মী কাহাকে বলে? জিম্মি কাফেরের নিকট হইতে সুদ নেওয়া জায়েজ কি না?

উত্তর :—দারুল ইসলামে নিরাপদে থাকিবার জন্য মুসলিম বাদশার সহিত চুক্তির মাধ্যমে বাদশাকে যাহা কি প্রদান করা হয় ইসলামের পরিভাষায় উহাকে জিজিয়া বলা হয়। প্রকাশ থাকে যে, জিজিয়া প্রদান করিবার বিশেষ ইসলামীক নিয়ম রহিয়াছে। ১) যথা বাদশার দরবারে সরাসরি উপস্থিত হওয়া ২) উট, ঘোড়া ইত্যাদিতে আরোহণ না করিয়া পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া ৩) মস্তক নীচু করিয়া যাওয়া ৪) জিজিয়া প্রদান করিবার সময়ে মস্তক নীচু রাখা ৫) জিজিয়া প্রদান করিবার সময় প্রদানকারীর হাত নিচুতে থাকা ৬) বাদশা অথবা উহার প্রতিনিধির হাত উপরে থাকা ৭) বাদশা অথবা উহার প্রতিনিধি জিজিয়া গ্রহণ করিবার সময় "হে জিম্মী, জিজিয়া দাও" অথবা এইরূপ কোনো ভাষা ব্যবহার করা ইত্যাদি। (তাফসীরাতে আহমাদীয়া) এইরূপ নিয়মের মাধ্যমে যে কাফের মুসলমান বাদশাকে জিজিয়া প্রদান করিয়া থাকে তাহাকে জিম্মী বলা হয়। যেহেতু জিম্মী কাফের ইসলামের নিকট নতি স্বীকার করিয়া মুসলমান বাদশাকে জিজিয়া প্রদান করিয়াছে এবং বাদশাহে ইসলাম তার জান ওমালের হিফাজতের দায়িত্ব লইয়াছে। সেইহেতু উহার নিকট হইতে সুদ গ্রহণ করা হারাম।

প্রশ্ন : ভারতবর্ষে সমস্ত ব্যাঙ্ক হইতে সুদ নেওয়া জায়েজ কি না? এল, আই, সি—পিয়ারলেস, পি, এফ হইতে সুদ নেওয়া জায়েজ কি না?

উত্তব :—কোরাণ শরিফে মূলতঃ সুদকে হারাম বলা হইয়াছে। সুদ কোনো সময় জায়েজ নয়। ব্যাঙ্ক ইত্যাদি হইতে যে মুনাফা দেওয়া হয়, উহা আদৌ সুদে গণ্য নয়। যদিও লোকে উহা সুদ বলিয়া থাকে। যেমন গরু, ছাগলকে শূকর বলিলে গরু, ছাগল শূকর হইয়া যায় না। তদ্রুপ ব্যাঙ্কের মুনাফাকে সুদ বলিলে সুদ হইবে না। যেমন হালাল পশুকে হারাম বলিয়া ত্যাগ করা গোনাহের কাজ। অনুরূপ ব্যাঙ্কের মুনাফা, যাহা শরিয়তের দিক দিয়া সুদে গণ্য নয়। উহা সুদ বলিয়া ত্যাগ করা গোনাহের কাজ। ব্যাঙ্ক, এল, আই, সি—পিয়ারলেস ইত্যাদির কোম্পানী যদি কাফের হয়, তাহা হইলে মুনাফা গ্রহণ করা নিঃসন্দেহে হালাল। মুসলমান কোম্পানী হইলে হারাম হইবে। এখানকার প্রায় সমস্ত প্রকার ব্যাঙ্ক, এল, আই, সি পিয়ারলেস ইত্যাদির কোম্পানী কাফের। অতএব এই সমস্ত হইতে মুনাফা নেওয়া হালাল। হালাল পয়সা সমস্ত প্রকার ভাল কাজে ব্যয় করা জায়েজ।

প্রশ্ন :—ভারতবর্ষে জিম্মী কাফের আছে কি না? ব্যাঙ্কের মুনাফা ত্যাগ করিলে গোনাহ হইবে কেন?

উত্তর : মোঘল যুগ হইতে অদ্যবধি ভারতবর্ষের কাফেররা হারবী হইয়া আছে। যদিও বাদশা আলমগির তাহাদের নিকট হইতে কর নিতেন কিন্তু উহা ইসলামী জিজিয়া ছিল না। সেইহেতু উহারা জিম্মী কাফের ছিল না। (তাফসিরাতে আহমাদীয়া)

প্রকাশ থাকে যে, মুসলমানের পয়সা প্রত্যক্ষ ও পরক্ষ মন্দ কাজে ব্যয় হইলে গোনাহ হইবে। ব্যাঙ্ক ইত্যাদির মুনাফা ত্যাগ করিলে উহা পচিয়া যাইবে না। বরং উহা মন্দির, মিশন ইত্যাদিতে খরচ হইবে। মোট কথা দুশমনে ইসলামকে সহায়তা করা হইবে ইত্যাদি কারণে ব্যাঙ্কের মুনাফা ত্যাগ করা গোনাহের কাজ!

প্রশ্ন :— ব্যাঙ্ক, বীমা ইত্যাদি সম্পর্কে উলামায়ে আহমে সুন্নাতের মতামত কি? লটারী কি জায়েজ?

উত্তর :—উলামায়ে আহলে সুন্নাত ব্যাঙ্ক, বীমা ইত্যাদি হইতে মুনাফা নেওয়া হালাল বলিয়া ফৎওয়া প্রদান করিয়াছেন। যথা আহকামে শরিয়ত, (লেখক ইমাম আহমাদ রেজা (রঃ)) বাহারে শরিয়ত, আনওয়ারুল হাদিস, ফতওয়ায়ে পাসবান ইত্যাদি কিতাবে ইহার ফতওয়া পাইবেন। বিস্তারিত জানিতে

pdf By Syed Mostafa Sakib



হইলে তাফসিরে নাইমী তৃতীয় খঃ দেখুন। এই কিতাবগুলি "কুতুবখানায় রেজবীয়া"-তে যোগাযোগ করিলে পাইবেন।

লটারী কাটা জায়েজ নয়। কারণ, লটারীতে নিশ্চয়তা নাই। হইতে পারে, না হইতেও পারে। না হইলে পয়সাটি ক্ষতি হইয়া যাইবে। ইসলাম মুসলমানের ক্ষতি সাধন করিতে চায় না।

৭) ব্যাঙ্ক, ব্লক ইত্যাদি হইতে লোন লইয়া সুদ দেওয়া জায়েজ হইবে কি না ?

উত্তর ঃ—সুদ দেওয়া মূলতঃ হারাম। ব্যাঙ্ক, ব্লক ইত্যাদি হইতে লোন লইয়া সুদ দেওয়া হারাম। বিশেষ কারণে সুদ দেওয়া যাইতে পারে। বিশেষ কারণ বলিতে ঐ কারণ বুঝায়, যাহা শরিয়ত মানিয়া লইবে। যথা—কোনো ব্যক্তির অবস্থা এমন পর্য্যায় পৌঁছিয়াছে যে, সুদ না দিলে কোনো প্রকার জীবন যাপন হইবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে সুদ দেওয়া জায়েজ হইবে। তাই বলিয়া ব্যবসায় উন্নতি করিবার জন্য লোন লইয়া সুদ দেওয়া জায়েজ হইবে না।

প্রকাশ থাকে যে, ইসলাম বিশেষ কারণ বশতঃ হারাম কার্য্য করিবার অনুমতি দিয়া থাকে যথা,—ফটো তোলা হারাম। কিন্তু বিনা ফটোতে হজ করা যাইবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে ইসলাম ফটো তুলিবার অনুমতি দিয়াছে। আরো যেমন মরা পশু হারাম। কিন্তু মরা পশু ভক্ষণ না করিলে যদি কাহারো প্রাণ যাইবার আশংকা থাকে। এইরূপ অবস্থায় মরা পশু খাইবার অনুমতি আছে।

প্রশ্ন ঃ—ব্যাঙ্কের মুনাফা সুদে গণ্য হইবে না ইহার সাধারণ যুক্তি কি ?

উত্তর ঃ—সুদ হইবার জন্য একটি বিশেষ শর্ত হইল দাতা ও গ্রহিতা নির্দিষ্ট হওয়া। ব্যাঙ্ক হইতে মুনাফা গ্রহণকারীকে নির্দিষ্ট করা যায় অর্থাৎ যে ব্যক্তি টাকা রাখিয়াছিল। কিন্তু দাতার অন্বেষণ পাওয়া যায় না। কারণ, ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ এই টাকার মালিক নয়।

# শবেবরাতের হালুয়া ও মুহার্রমের খিচুড়ি

শবেবরাতে হালুয়া তৈয়ার করা ফরজ ও সুন্নাত নয়, হারাম ও নাজায়েজ ও নয়। বরং অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের ন্যায় হালুয়া তৈয়ার করা হালাল ও জায়েজ কাজ। তবে যদি এই নিয়াতে করা হয় যে, এই উত্তম খাদ্যটি তৈয়ার করিয়া ফকির মিসকিন ও আত্মীয় স্বজনদিগকে ভক্ষণ করাইয়া সওয়াব অর্জন করিবো, তাহলে উহা সওয়াবের কাজ হইবে। প্রকৃতপক্ষে এই রাতে হালুয়ার প্রচলন এইরূপে হইয়াছে যে, শবেবরাতের রাতটি বরকাতময় ও ইসালে সওয়াব করিবার রাত। অতএব মানুষ স্বভাবগত ভাবে খাদ্য করিয়া খাইতে ও দান খয়রাত করিতে চায়। বোখারী শরিফের একটি হাদিসের প্রতি কিছু আলেম দৃষ্টিপাত করিলেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হালুয়া ভাল বাসিতেন। উলামায়ে কেরামগণ এই হাদিসের প্রতি আমল করতঃ এই রাতে হালুয়া পাকাইতে আরম্ভ করিলেন। সাধারণ মানুষ ও উলামাদিগের অনুকরণ করিয়া হালুয়া করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে ধীরে ধীরে ব্যাপকভাবে হালুয়ার প্রচলন হইয়া গিয়াছে। শায়েখ আবদুল আজিজ ( রঃ ) ইহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন—শবেবরাতে হিন্দুস্তানে "হালুয়া" "রুটি" বোখারা ও সামরকন্দ দেশে "কতলামা" নামক মিষ্টি করা হইয়া থাকে।

আশুরার দিবস খিচুড়ি করা ফরজ ও অয়াজিব নয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib



কিন্তু উহা নাজায়েজ হইবারও কোনো শারয়ী দলিল নাই। বরং একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, নির্দিষ্ট আশুরার দিবস খিচুড়ি করা হজরত নুহু আলাইহিস্ সালামের সুন্নাত। যখন নুহু আলাইহিস্ সালামের জাহাজ তুফান হইতে নাজাত পাইয়া আশুরার দিবস জুদি পাহাড়ে থামিয়াছিল। তখন তিনি জাহাজ হইতে সাত প্রকার জিনিষ বাহির করিয়াছিলেন, যথা—মটর, কালাই, গম, যব, মশুর, চানা, চাউল ও পেয়াজ। এই-সব জিনিষগুলি একত্রিত করিয়া রান্না করিয়াছিলেন। আল্লামা শাহাবুদ্দিন কালুবী ( রঃ ) লিখিয়াছেন যে, আশুরার দিবসে মিসরে খিচুড়ি তৈয়ার হয়। মোট কথা, হালুয়া, খিচুড়ি ও সামুই ইত্যাদি কেহ ফরজ, অয়াজিব ধারণায় করে না। অতএব এই জিনিষগুলি নাজায়েজ ওবিদাত বলা মুর্খামি বই কিছুই নয়। জানিয়া রাখিবেন, হালালকে হারাম বলা চরম পর্য্যায়ের গোনাহ, কোরাণে ইহা কঠিনভাবে নিষেধ করা হইয়াছে।

( জান্নাতী জেওর )

# রেডিও সংবাদে ঈদ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন—চাঁদ না দেখিয়া রোজা রাখিবে না ও ইফতার করিবে না। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে ৩০ দিন পূর্ণ করিয়া লইবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরো বলিয়াছেন—কখনো ২৯ দিনে মাস হইয়া থাকে। সুতরাং, চাঁদ না দেখিয়া রোজা রাখিবে না। আকাশে মেঘ থাকিলে ৩০ দিন পূর্ণ করিয়া লইবে। (বোখারী, মুসলিম) অন্য বর্ণনায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন—আকাশে মেঘ থাকিলে শা'বান মাস ৩০ দিনে পূর্ণ করিতে হইবে। (বোখারী, মুসলিম) মসলা ২৯শে সাবান আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে একজন পুরুষ অথবা একজন নারীর সংবাদে রমজান মাসের চাঁদ প্রমাণিত হইবে। আকাশ পরিস্কার থাকিলে বহু সংখ্যক মানুষের দেখিতে হইবে! রমজান মাস ছাড়া অন্যান্য মাসের চাঁদ প্রমাণিত হইবার জন্য কয়েকটি শর্ত রহিয়াছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে পরহিজগার মুত্তাকি দুইজন পুরুষের সাক্ষী জরুরী। আর আকাশ পরিস্কার থাকিলে এত সংখ্যক মানুষের সাক্ষীর প্রয়োজন। যাহাদের প্রতি কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

প্রশ্ন :—তার, টেলিফোন, রেডিও ইত্যাদির সংবাদে ঈদ পালন করা জায়েজ কি না ?

উত্তর :—তার, টেলিফোন, রেডিওর সংবাদ গ্রহণ যোগ্য নয়। ( জান্নাতী জেওর ৩৬৭ পৃঃ ও ( কানুনে শরিয়ত ১ খঃ ১৩৭ পৃঃ ) তার, টেলিফোন, পঞ্জিকা, সংবাদপত্র ও গুজব এবং বাজারি সংবাদের উপর নির্ভর করতঃ ঈদ করা নাজায়েজ হারাম। ( বাহারে শরিয়ত ৫ম খঃ ৭৭ পৃঃ ) তারের সংবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। ( ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ ৮ খঃ ৪৫ পৃঃ, আনওয়ারুল হাদিস ২৮৫ পৃঃ )

প্রশ্ন :- তার, টেলিফোন, টি, ভি, রেডিও ইত্যাদির সংবাদে ইফতার ও ঈদ করা যাইবে না কেন ?

উত্তর :—যতক্ষণ পর্যন্ত চাঁদ দেখার শরিয়ত সাপেক্ষ সাক্ষী পাওয়া না যাইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঈদ ইফতার ও ঈদ পালন করা চলিবে না। অর্থাৎ দুইজন ন্যায়পরায়ণ ধার্মীক ব্যক্তিকে চাক্ষুস চাঁদ দর্শনের সাক্ষীপ্রদান করিতে হইবে। কেবল চাঁদ দেখিয়াছি বলিলেও হইবে না। বরং "সাক্ষ্য শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। যথা—আমি সাক্ষপ্রদান করিতেছি। তার,

pdf By Syed Mostafa Sakib



টেলিফোন, রেডিও ইত্যাদি হইতে যাহা প্রচার হইয়া থাকে তাহা সংবাদ মাত্র। ইসলামী সাক্ষ্য নয়। ইসলামে চাঁদের ব্যাপারে "পঞ্জিকা" আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। ( শামী ) সংবাদপত্রগুলিও হইতে পঞ্জিকা খারাপ। কারণ, অধিকাংশ সময়ে মিথ্যা সংবাদ প্রচার হইয়া থাকে। "চিঠি গ্রহণযোগ্য না হইবার কারণ হইল যে, চিঠির নকল হইতে পারে। ( হিদাইয়া, দুর্রে মুখতার ) "তার, টেলিফোন" গ্রহণযোগ্য না হইবার কারণ হইল যে, বক্তা অদৃশ্যে থাকে। পর্দার আড়াল হইতে সাক্ষ্য দিলে ইসলামে গ্রাহ্য নয়। কারণ, স্বর নকল করা যায়। ( আলমগিরী ) চিঠিতে কমপক্ষে প্রেরকের স্বাক্ষর থাকে, তার ও টেলিফোনে তাহাও থাকে না। আবার তার ও টেলিফোনে কমপক্ষে প্রশ্নোত্তর করা সম্ভব হয় কিন্তু রেডিও টেলিভিশনে তাহাও সম্ভব হয় না। মোটকথা এই আধুনিক জিনিষগুলি সংবাদ পৌঁছানোর কাজে আসে। ইসলামী শাহাদাতের জন্য আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। চিঠি, তার, টেলিফোন, রেডিও টেলিভিশনের সংবাদ কোর্ট কাছারীতে গ্রাহ্য হয় না। বরং সাক্ষীর উপস্থিত হইতে হয়। যখন দুনইয়াবী বিষয় এই জিনিষগুলির দ্বারা সাক্ষী গ্রাহ্য না হয় তাহলে শরিয়ত এইগুলির সাক্ষী কেমন করিয়া মানিয়া নিবে। কলিকাতা, দিল্লী ইত্যাদি স্থান হইতে রেডিওর মাধ্যমে সংবাদ শুনিয়া ঈদ করা কঠিন হারাম।

প্রশ্ন :—যদি রেডিও সংবাদ শরিয়ত সমর্থন না করে তাহলে ভারতবর্ষে একই দিনে কেমন করিয়া ঈদ পালন হইবে ?

উত্তর :—একই দিনে ঈদ পালন করিতেই হইবে ইসলামে ইহার নির্দেশ নাই। হাদিস পাকে আছে—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে ৩০ দিন পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। প্রকাশ থাকে যে, একই দিনে সর্বত্র মেঘাচ্ছন্ন থাকে না। অর্থাৎ যাহারা চাঁদ দেখিবে তাহারা ঈদ করিবে আর যাহারা দেখিবে না তাহারা করিবে না। বিশেষ কোন কারণ, থাকিলে ঈদুল ফিতারের নামাজ দ্বিতীয় দিনে এবং ঈদুল আজহার নামাজ তৃতীয় দিনে পড় জায়েজ আছে। ( আলমগিরী, শহরে বিকাইয়া ১ খঃ )

প্রশ্ন :—অনেক আলেম তো রেডিও সংবাদে ঈদ পালন করিয়া থাকেন। ইহারা কি মসলা জানেন না ?

উত্তর :—কিছু সংখ্যক আলেম প্রকৃতই মসলা জানেন না। আবার কিছু সংখ্যক আলেম কোরান হাদিসের উপর দৃঢ় থাকিতে পারেন না। বরং সমাজের ঢেউতে ভাসতে থাকেন। এই শ্রেণীর আলেমদের অনুসরণ করা নাজায়েজ। বিগত ১৯৮৫ সালে শরিয়ত সাপেক্ষ সাক্ষী না পাইবার কারণে ঈদুল আজহার নামাজ আমি বুধবার পড়িয়াছিলাম। কিন্তু এলাকার আলেমরা বাজারী সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া মঙ্গলবার ঈদ করিয়াছিলেন। ইহারা সাধারণ মানুষকে উসকানী দিয়া বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং আমার প্রতি সাধারণ মানুষের এমনই কুধারণাই জন্মাইয়া দিয়াছেন যাহার জের এখনো পর্যন্ত চলিতেছে। আমি বাধ্য হইয়া সাধারণ মানুষের ভুল ভাঙ্গাইবার জন্য একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছিলাম। যথাক্রমে বিজ্ঞাপনটির নাম ছিল "অপ প্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না।" এ ব্যাপারে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে ফতওয়া সংগ্রহ করে ছিলাম। উলামায়ে দেওবন্দ ও উলামায়ে আহলে সুন্নাত বেরেলীগণ ফতওয়া দিয়াছিলেন—"মাওলানা গোলাম ছামদানী সাহেব কোরান, হাদিসের উপর আসল করিয়াছেন। যাহারা শরিয়ত সাপেক্ষ সক্ষী না পাইয়া মঙ্গলবার নামাজ পড়িয়াছেন তাহাদের নামাজ হয় নাই। যাহারা মাওলানা গোলাম ছামদানী সাহেবের কুৎসা রটাইতেছে তাহাদের তওবা করা ফরজ ও উহার নিকট ক্ষমা চাওয়া অয়াজিব।"

## জামা'তে ইসলামী

ইসলামের নামে মাওদুদী সাহেব মুসলিম সমাজে মুনাফেকী চাল চালিয়া মুসলমান দিগকে বিরাট বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলিয়াছেন। প্রায় এক শতাব্দি হইতে উলামায়ে দেওবন্দের ভ্রান্ত আক্বীদাহগুলি খণ্ডন করিয়া উলামায়ে আহলে সুন্নাত এখনো

pdf By Syed Mostafa Sakib



পর্যন্ত স্বস্তির শ্বাস ফেলে নাই। ঠিক সেই মূহুর্ত্তে ঘোর চক্রান্ত মাওদুদী সাহেব মুসলমানদিগের সামনে "জামা'তে ইসলামী" নামে একটি বাতিল ফিরকা জন্ম দিলেন। ইসলামের পাহারাদার উলামায়ে আহলে সুন্নাতগণ এই বাতিল ফিরকা জামা'তে ইসলামীর ইসলাম বিরুদ্ধ আক্বীদা (ধারণা) গুলির পূর্ণ প্রতিবাদ করতঃ উহাদের বেইমানী স্বরূপ জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। তথাপিও ইসলামী লেবেল দেখিয়া এক শ্রেণীর মানুষ বিভ্রান্তির মধ্যে পড়িতেছেন। জনাব মাওদুদী সাহেবের কলমে আউলিয়ায়ে কিরাম হইতে আরম্ভ করিয়া আম্বিয়ায়ে কিরাম পর্যন্ত সবাই কলংক হইয়াছেন। এখানে মাওদুদী সাহেবের কতিপয় ইসলাম বিরুদ্ধ ধারণা লিপিবদ্ধ করা হইল—হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অগ্র পশ্চাতে গোনাহ ছিল। (তরজমাতুল কোরান তিনি দাজ্জাল সম্পর্কে যাহাকিছু বলিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। কারণ তিনি সন্দেহাতীত ভাবে আন্থমানিক বলিয়াছেন। (রসায়েল ও মাসায়েল তরজুমান ফ্রেঃ ১৯৪৬ সাল) ইমাম মাহদী সম্পর্কে হাদিসে যাহা বর্ণিত হইয়াছে আমার বিশ্বাস হয় না যে, এগুলি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন। (॥) ইউরোপ, হিন্দুস্তান ইত্যাদি দেশের কাফেররা যেগুলিকে দেব দেবী বলিয়া থাকে ইসলামের পরিভাষায় ঐগুলি কে ফেরেস্তা বলাহয়। (তাজদীদও এহিয়ায় দ্বীন)কোরানের জন্য কোন তফসিরের প্রয়োজন নাই। একজন প্রফেসার হইলে যথেষ্ট। সবকিছু নতুন করিয়া সাজাইতে হইবে। হাদিস তফসিরের পুরাতন ভাণ্ডারে কাজ হইবে না। (তানকীহাত) সিনেমা দেখা জায়েজ। (রসায়েল ও মসায়েল) যে ব্যক্তি নামাজ নাপড়ে সে মুসলমান নয়। (হক্কীকাতে সাওম ওসলাত)আল্লার নবী আরবের নিরক্ষর, জঙ্গলী মানুষ যিনি সারা দুনইয়ার লিডার হইয়াছেন। (তাফহীমাত) আমি নির্দিষ্ট কোন মাজহাবের অনুসরণ করিনা। বেরাসাত সুত্রে যে প্রানহীন মাজহাবীয়াত পাইয়া ছিলাম তাহা ত্যাগ করিয়া'ছ। (মুসলমান অওর মাওজুদা সিয়াসি কাশমাকাশ) জামা'তে ইসলামী ধর্মীও দল নয় বরং রাজনৈতিক দল। এই জামা'তের উদ্দেশ্য সত্য সন্ধান করা নয় বরং শক্তি সঞ্চয় করা। ("আফাক" লাহোর ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ সাল) কোন ইমামের অনুসরন করা কঠিন গোনাহ। (রসায়েল মাসায়েল) উলাসায়ে আহলে সুন্নাতের নিম্নের কিতাবগুলি হইতে সহায়তা লইয়াছি। "জামা'তে ইসলামীকা শিশমহল" লেখক আল্লাম মুস্তাক আহমাদ নিজামী, 'জামা'তে ইসলামী" লেখক আল্লামা আরশাদুল কাদেরী, "ইসলামকা নাজরিয়ায়ে ইবাদত," "ইসলামকা তাসাউওয়ারে ইলাহ" লেখক শাইখুল ইসলাম মোহাম্মদ মাদানী ইত্যাদি। উলামায়ে দেওবন্দ গোমরাহ হওয়া সত্ত্বেও জামা'তে ইসলামীর গোমরাহী সম্পর্কে কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। এই জামা'ত হইতে সর্বপ্রকার ধর্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ইমানী ফরজ।

# ঐতিহাসিক মামলা

১৮৫৭ সালে ইংরেজরা ভারতবর্ষে আফিনের গুলিখাইয়া আসিয়া ছিলনা। প্রথমতঃ তারা বিদেশি ও সাতসমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ভারতবাসীর উপর রাজ কায়েম করিতে হইবে। যাহাছিল তাহাদের মুল উদ্দেশ্যে। আবার যহেতু মুসলমানদের নিকট হইতে রাজত্ব লইয়াছে। সেইহেতু মর্মেমর্মে তাহারা মুসলমানদের দেখিয়া চরম ভয় পাইত। ইংরাজরা ভারতবর্ষের মুসলমানদের দিকে লক্ষ করিয়া অনুভব করিয়াছিল যে অধিকাংশ মুসলমান উলামা ও আধ্যাতিক সম্পন্ন মাশায়েখদের

pdf By Syed Mostafa Sakib



দ্বারায় পরিচালিত হইয়া থাকে তাইতাহারা উলামাদিগের কাঁধে বন্দুক রাখিয়া গুলি চালাইতে চাহিয়াছিল। ইংরাজরা প্রকাশ্যে মুসলমানদের সামনে আসিতে ভয় পাইত। কেননা মাত্র কিছু-দিন হইল, তাহারা মুসলমানদের রক্তে হুলি খেলিয়াছে। এখনো তাহাদের হাতের লালি মুছিয়া যায় নাই। তাই প্রকাশ্যে মুসলমান-দের সামনে আসা অসম্ভব ছিল। এইসব কারনে তাহারা সন্ধান করিতেছিল, কাহার ঘাড়ে বন্দুক রাখিয়া গুলি চালাইবে। অবশেষে তাহারা এমন দুটি খান্দানের সন্ধান পাইল যাহারা সারা ভারত-বর্ষের মুসলমানদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। প্রথমটি ছিল ওলিউল্লাহী খান্দান, দ্বিতীয়টি হইল আল্লামা ফজেলহক খয়রাবাদী (রঃ)। ইংরেজরা হজরত আল্লামা ফজলেহক খায়রাবাদীর (রঃ) কপালের উপর তাহাদের ভবিষ্যত পড়িতে ছিল যে, এই সেই নির্ভীক সিংহ। যাঁহার ফতওয়ায় সারা ভারতবর্ষ কাঁপিবে। ইংরেজদের রাজত্ব নিপাত যাইবে। ইংরাজরা তাঁহাকে বহু নির্যাতন করিবে, আন্দামান পাঠাবে, কারাগারে আবদ্ধ করিবে। সবকিছু নিরবে মানিয়া লইবেন। কিন্তু ইংরাজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতওয়া ত্যাগ করিবেননা। বাস্তবে ইহাই হইয়াছিল। যখন আল্লামা ফজলেহক খয়রাবাদী আন্দামানে শয্যাশায়ীবস্থায় পড়িয়া ছিলেন। পাশ ফিরিবার ক্ষমতা ছিলনা। কাহারো সাহায্য নালইয়া বসিয়া ঔষধ পান করিতে সক্ষম ছিলেন না। এই অন্তিম সময় জনৈক ইংরেজ অফিসার আসিয়া বলিয়াছিল—"যদি আপনি এতটুকু বলিয়া দেন যে, আমি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে জিহাদের ফতওয়া প্রদান করিয়াছি। সেই ফতওয়ার প্রতি আমি অনুতপ্ত। তাহা হইলে আমি এখনই আপনাকে ছাড়িয়া দিব।" এতদ শ্রবণে সেই শায্যাশায়ী দুর্ব্বল, যিনি বসিয়া ঔষধ পান করিতে অক্ষম ছিলেন। সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া উঠিয়া বসিয়া ইংরেজকে বলিয়াছিলেন—"আমাকে এইরূপ এক নয়, হাজার জীবন যদি দেওয়া হয়। তবুও ফজলে হক ইহাই বলিবে—ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ ফরজ।"

ইংরাজরা দেখিয়াছিল, আল্লামা ফজলে হকের দরওয়াজা তাহাদের জন্য চিরতরে আবদ্ধ। তবে এখনো তাহাদের সম্মুখে একটা দরওয়াজা আছে। তাহা হইল ওলিউল্লাহ খান্দানের ইসমাইলী দরওয়াজা। ইংরেজদের পক্ষে ইসমাইলী দরওয়াজা উন্মুক্ত করা কয়েকটী কারণে সহজ হইয়াছিল। প্রথমতঃ ইসমাইল দেহ লবী সাহের ছিলেন দুন্ইয়াদার ও খোশামদ প্রিয়। দ্বিতীয়তঃ ইসমাইল দেহ লবীর সহিত আল্লামা ফজলে হক খয়রাবাদীর (রঃ) দিল্লীর জামে মাসজিদে "ইমতেনাউন নাজিরের" মসলা লইয়া বাহাস হইয়াছিল অর্থাৎ আল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ন্যায় আরো হাজার ২ মোহাম্মদ পয়দা করিতে পারেন কি না। এই বাহাসে ইসমাইল দেহলবী সাহেবের চরম ভাবে পরাজয় হইয়াছিল। ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য ইসমাইল সাহেব ও তাহার অনুসরণ কারীগণ আল্লামা ফজলে হকের বিরুদ্ধাচারণ করিতে আরম্ভ করিল। এই সমস্ত কারনে ইংরেজদের সহিত ইসমাইল দেহলবীর সম্পর্ক ভাল হইয়া গেল। এইভাবে ইংরেজদের জন্য ইসমাইলী দরওয়াজা ও খুলিয়া গেল। ইসমাইল দেহলবী ইংরেজদের হাতের কাঠের পুতুল হইয়াগেল। এই মূল্যবান সুযোগে ইংরেজরা ইসমাইলের ঘাড়ে বন্দুক রাখিয়া গুলি চালাইতে আরাম্ভ করিল।

ইংরেজরা সুট, কোট, নেকটাই পরিধান করিয়া মুসলমানদের সামনে আসিতনা। বরং জুব্বা ও পাগড়ি পরিধানকারী, দুনইয়া-দার আলেম ইসমাইল দেহলবী ও তাহার অনুসারীদের আড়ালে থাকিত। জবানহেলিত ইসমাইল সাহেবের আর কথাগুলি বাহির হইত সাত সমুদ্র পার ইংরাজদের। সাধারণ মুসলমানেরা কেমন করিয়া বুঝিবে যে, এই জুব্বাধারী আলেমরা ইংরেজদের হাতে আমাদের বিক্রয় করিয়া দিবে। যেহেতু আল্লামা ফজলেহক খয়রাবাদী (রঃ) ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতওয়া প্রদান করিয়াছেন। সেই-হেতু ইসমাইল দেহলবী ইংরেজদের স্বপক্ষে লড়াইকরা ফরজ বলিয়া ফতওয়া দিয়েছিল। নিম্নের উদ্ধৃতি ইহার শাক্ষ প্রদান করে। —"যখন ইসমাইল দেহলবী সাহেব কলিকাতায় জিহাদ সম্পর্কে বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছিল। এবং শিখদের অত্যাচার ও দুর্নিতি প্রসঙ্গে আলোচনা করিতেছিল। সেই সময় জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করিয়াছিল—আপনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতওয়া কেন দেননা? ইহার উত্তরে বলিয়াছিল, উহাদের সহিত জিহাদ করা কোন প্রকার ওয়াজিব নয়। প্রথমতঃ আমরা তাহাদের প্রজা, দ্বিতীয়তঃ উহারা আমাদের ধর্মীয় ব্যাপারে কোন প্রকার বাধা দেয়না। উহাদের রাজত্বে আমরা সর্বাদিক দিয়া স্বাধীন আছি। বরং উহাদের প্রতি যদিকেহ আক্রমন করে, তাহাহইলে তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা মুসলমানদের উপর ফরজ হইবে।" হায়াতেতৈয়্যেবা ৩৫৬ পৃঃ, লেখক মির্জাহায়রাত, তাওয়ারিখে আজীবা ৭৩ পৃঃ, লেখক জাফর থানেশ্বরী)

pdf By Syed Mostafa Sakib



উলামায়ে দেওবন্দ ইংরেজদের হাতের কাঠের পুতুল ইসমাইল দেহলবীকে শহিদ বলিয়া আখ্যাদেয় এবং বালাকোটে উহার কাল্পনিক সমাধী দেখায়। কিন্তু ইতিহাস ইংঙ্গিত করিয়া থাকে যে, প্রকৃতপক্ষে শহিদ হয়নাই। বরং ইংরেজদের ইঙ্গিতে ইমান বিধ্বংসকারী পুস্তক "তাকবীয়াতুল ইমান" প্রয়রন করিবার কারনে আফগানিস্থানের মুসলমানেরা তাহাকে কতল করিয়া লাশ উধাও করিয়াদিয়াছিল। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হইল—ভারতের জমিনে দুশমানে ইসলামদের রাজত্ব শেষ করিয়া দিবেন। ব্রিটিসের বিতড়ানের মুহূর্ত ভারতবাসীর সামনে চলিয়া আসিল। দুশমানে ইসলাম মুসলমানদের পরম শত্রু, সুচতুর শয়তান জাতি ব্রিটিশ সরকার মর্মে মর্মে অনুভব করিল যে, ভারতবর্ষে তাহাদের রাজত্ব নিপাত যাইবে, ইহার কারন হইবে মুসলমানদের চরম সংগ্রাম। মুসলমানদের ঐক্যে ভাঙ্গন ধরাইবার জন্য শেষ বারের মত শয়তানী চাল চালিল। উলামায়ে দেওবন্দ যথা; দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা কাসেম নানুতুবী, রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী, খলিল আহমাদ আম্বেহাটী ও আশরাফ আলী থানুবী ইত্যাদিকে রুটি ও অন্নের লোভ দেখাইয়া দালাল বানাইয়া লইল। এই দুনইয়াদার ব্রিটিশের নিমক হালাল আলেমেরা তাহাদের অন্নদাতা মনিব ইংরেজ সরকারকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কয়েকখানা ইমান ধংসকারী পুস্তক প্রনয়ণ করিল। কাসেম নানুতুবী "তাহজীরুন্নাস" কিতাবের মধ্যে লিখিল—"হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পর যদি কোনো নবী আসে। তাহা হইলে তাহার শেষত্বে ক্ষতি হইবে না।" খলিল আহমাদ আম্বেহাটী "বারাহিনে কাতিয়া" কিতাবের মধ্যে লিখিল—"শয়তানের বিস্তীর্ণ ইল্‌ম অকাট্ট দলিলে প্রমাণিত। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিস্তীর্ণ ইল্‌ম অকাট্ট দলিল হইতে প্রমাণ হয় না। অতএব শয়তান অপেক্ষা নবীর ইল্‌ম বেশী ছিল বলিলে কাফের হইয়া যাইবে।" রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী এই কিতাবটিকে সঠিক বলিয়া স্বাক্ষর করিয়াছে। আশরাফ আলী থানুবী "হিফজুল ইমান" কিতাবের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের গায়েবকে জানোয়ারের সহিত তুলনা করিয়া লিখিল—"নবীর ইলেম গায়েব সমস্ত ছিল? না আংশিক ছিল? যদি বলা হয়, সমস্ত ছিল। তাহা হইলে উহা কোরাণের বিপরীত হইবে। আর যদি বলা হয়, আংশিক ছিল। তাহা হইলে নবীর বিশেষত্ব কোথায়? এইরূপ ইলেম গায়েব বাচ্চা, পাগল ও প্রত্যেক জানোয়ারের আছে।"

যুগো মুজাদ্দিদ ইমাম আহমাদ রেজা ( রঃ ) এই বেইমান দিগের বেইমানী কিতাবগুলি হইতে বেইমানী উক্তিগুলি মক্‌কা ও মদিনা শরিফের চার মাজহাবের মুফতী গনের নিকট পেশ করিয়া ফতওয়া চাহিলেন। বিজ্ঞ মুফতিগনেরা বহুবিচার বিবেচনা করিয়া কোরান হাদিসের বিধানানুযায়ী ফতওয়া প্রদান করিলেন— 'কাসেম নানুতুবী, খলিল আহমাদ আম্বেহাটী, রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী ও আশরাফ আলী থানুবী কাফের। ইহাদের কাফের বলিতেও জাহান্নামবাসী হইতে যাহারা সন্দেহ করিবে, তাহারাও কাফের হইবে।"
এই মহান ফতওয়াটি "হোসামুল হারামাইন" নামে মুদ্রিত হইয়া ভারতবর্ষে প্রচারিত হইলে অখণ্ড ভারতের ২৬৮জন মুহাক্‌কীক আলেম হোসামুল হারামাইনের মহান ফতওয়াটি সঠিক বলিয়া সমর্থন করিয়াছিলেন (আস্‌সাওয়ারেমুল হিন্দীয়া) ১৯৪৬ সালের ২২শে মে হইতে ৬ই জুন পর্যন্ত ফয়জাবাদ জেলার অন্তরগত ভাদরসা ও পার্শ্ববর্তী এলাকা সমুহে আল্লামা হাশমত আলী লাখনবী (রঃ) অবিরাম বক্তৃতার মাধ্যমে "হোসামুল হারামাইন" ও আস্‌সাওয়া রেমুল হিন্দীয়া" কিতাবের ফতওয়া এবং তাহজীরুন্নাস, "বারাহীনে কাতিয়া, "হিফজুল ইমান" ইত্যাদি কিতাব হইতে দেওবন্দীদিগের কুফরী আকীদাহগুলি প্রচার করিয়া থাকেন। ফলে শতশত দেওবন্দী তওবা করতঃ আল্লামার নিকট বায়েত গ্রহন করে। ইহা দেখিয়া অন্যান্য ওহাবী দেওবন্দীরা নিজেদের আলেমদের সহিত পরামর্শ করিয়া আল্লামার বিরুদ্ধে ফয়জাবাদের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মহাবীর প্রসাদ আগরওয়ালের এজলাসে মামলা দায়ের করে মোকদ্দমার অভিযোগ ছিল নিম্নরূপ "প্রতিবাদী মাওলানা হাশমত আলী খাঁন ইং সন ১৯৪৬ সালের

pdf By Syed Mostafa Sakib



৮ই জুন রাত ৯ ঘটিকা হইতে ১২ ঘটিকা পর্যন্ত বক্তৃতার মাধ্যমে আমাদের ধর্মীয় মতবাদ সম্বন্ধে অযথা সমালোচনা করেন এবং সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে মৌলবী আশরাফ আলী থানুবী, মৌলবী কাসেম নানুতুবী, মৌলবী খলিল আহমাদ আম্বেহাটী, মৌলবী রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী, মৌলবী আবদুস শুকুর কাকুরুবী ইত্যাদি আলেমগণকে কাফের, মুরতাদ, বেদ্বীন ইত্যাদি ঘোষণা করিয়া অবমাননার চরম করিয়াছেন। প্রতিবাদী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কারী লোক। ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২৯৮, ৫০০, ১৫৩ ধারা অনুযায়ী তিনি অপরাধী। অতএব অপরাধ সম্পর্কে তদন্ত করা হউক।"

আবেদন কারীগণঃ—আবদুল হামীদ খান, সেরাজুলহকখান, হাবীবুল্লাখান। সর্বসাকিন, কসবাভাদরসা, জেলাফয়জাবাদ। তাং ইং সন ১৯৪৬ সাল, ১২ই জুন। আবেদন অনুযায়ী আল্লামা লাখনুবী কোর্টে উপস্থিত হইলেন। ম্যাজিস্ট্রেট জবাব তলব করিলেন। অতঃপর তিনি জজের এজলাসে হিফজুল ইমান, তাহজীরুন্নাস, বারাহীনে কাতিয়া ইত্যাদি হইতে দেওবন্দীদিগের কুফরী উক্তিগুলি পেশ করতঃ "হোসামুল হারামাইন" ও "আস্‌সাওয়ারেমুল হিন্দীয়া' কিতাবের ফতয়াটিও পেশ করিলেন এবং এমন প্রান্‌জলভাবে জজকে বুঝাইলেন যাহাতে অমুসলমান জজও সম্পূর্ণ রুপে বুঝিতে পারিলেন যে, আশরাফ আলী থানুবী, রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী, কাসেম নানুতবী ইত্যাদি দেওবন্দী মৌলবীরা নবীর শানে অবমাননাহেতু উক্তি প্রকাশ করিবার কারনে কাফের হইয়াছে। দেওবন্দী আলেমদের মুসলমান প্রমান করিবার জন্য আল্লামা লাখনুবীর বিরুদ্ধে জজের সম্মুখে দেওবন্দীরা মাওলানা আবুলওফা সাজাহানপুরীকে পেশ করিল। জজের এজলাসে আল্লামা লাখনুবীর সহিত আবুল ওফার সুদীর্ঘ মুনাজারা হয়। কিন্তু আশরাফ আলী থানুবী, কাসেম নানুতুবী প্রমুখ আলেম গনকে মুসলমান প্রমাণ করিতে অক্ষম হয়।

## ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়

প্রতিবাদী বলিতেছেন যে, তিনি ১৯৪৬ সালের ৮ইজুন ভাদ্‌রসায় কোন বক্তৃতা করেন নাই। বাদীপক্ষ শপথ করিয়া যাহা বলিয়াছে সেইরূপ কোন ভাষা তিনি কখনও প্রয়োগ করেন নাই কিংবা করিতেও পারেন না। বিবাদী অকাট্যভাবে বলিতেছেন যে তিনি ৭ই জুনের পূর্বে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি বিভিন্ন পুস্তক যথা :—হুসামুল হারামাইন, আস্‌সাওয়ারেমুল হিন্দিয়া প্রভৃতি পুস্তক হইতে কিছু অংশ পাঠ করিয়াছিলেন। সেই পুস্তকগুলিতে এই ওহাবী মৌলবী অর্থাৎ আশরাফ আলী থানুবী, রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী, কাসেম নানুতুবী, খলিল আহমাদ আম্বেহাটী ও আবদুশ শুকুর কাকুরুবী কে ইসলামী ফতওয়া দ্বারা বেদ্বীন, কাফের, মুরতাদরূপে পরিগণিত করা হইয়াছে। প্রতিবাদীর বক্তৃতায় কি বলা হইয়াছে, এখন তাহাও দেখা যাউক : প্রতিবাদী যাহা বলিয়াছেন সেই সম্বন্ধে আবেদনকারীরা লিখিতভাবে আরজিতে কিছুই পেশ করেন নাই। শুধুমাত্র তিনজন বাদী ও দুইজন সাক্ষীর বর্ণনায় রহিয়াছে যে, প্রতিবাদী নিম্নলিখিত ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ :—"মৌলবী আশরাফ আলী থানুবী, মৌলবী কাসেম নানুতুবী, মৌলবী খলিল আহমাদ আম্বেহাটী, মৌলবী রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী, মৌলবী আবদুস শুকুর কাকুরুবী হইতেছে কাফের, মুরতাদ ও বেদ্বীন!"

প্রতিবাদীও স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি উক্ত মৌলবীদের সম্পর্কে এইরূপ উক্তি করিয়াছেন, কিন্তু ভাষা ছিল অন্য রূপ।

প্রথম নম্বর সাক্ষী বলেতেছে যে, প্রতিবাদীর বক্তৃতাকে কেহই লিপিবদ্ধ করেন নাই, এমনকি ঐ সাক্ষী নিজেও লিপিবদ্ধ করে নাই। প্রতিবাদী যে ভাষাগুলি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা তাহার মৌখিক স্বরণ রহিয়াছে মাত্র এবং সামান্য কিছু বক্তৃতার ভাবও মনে আছে। ঐ প্রথম সাক্ষীর বর্ণনা অনুযায়ী বক্তৃতার সময় প্রতিবাদী নিজের হাতে পুস্তক লইতে ছিলেন যাহা প্রতিবাদীর বর্ণনার সমর্থক।

pdf By Syed Mostafa Sakib



প্রতিবাদী ও স্বীকার করিতেছেন যে, উক্ত মৌলবীদের সম্পর্কে তিনি উপরের লিখিত ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন কিন্তু সেই ভাষা ছিল ভিন্নরূপ। যাহা কয়েকখানি পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। আমার ধারণা অনুযায়ী প্রতিবাদীর সমূহ কার্য্যাদি সঠিক ছিল, যাহাতে জনগণ মাজহাবী কথা জ্ঞাত হইতে পারেন, এই পবিত্র উদ্দেশ্যে তিনি পুস্তকগুলি পাঠ করিয়াছিলেন। এই জন্য প্রতিবাদীর কার্য্য ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী ৫০০ নম্বর ধারার অন্তর্ভূক্ত হইতে পারে না। প্রতিবাদীর বক্তৃতার দ্বারা জনগনের মধ্যে উস্কানি মুলক ঝগড়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়া কয়েক জন সাক্ষী বর্ননা করে। কিন্তু প্রতিবাদীর বক্তৃতা শুনিয়া বহু সংখ্যক (ওহবী) লোক স্বধর্মাবলম্বী (সুন্নী) হইয়া যান। ইহার দ্বারা প্রমানিত হইতেছে যে প্রতিবাদীর বক্তৃতা খুবই হৃদয়গ্রাহী ছিল। এই মকদ্দমায় এক অভিজ্ঞ মৌলানা আবুল ওফা শাহজাহান পুরীকে পেশ করাহয়, প্রতিবাদী ধর্মীয় বিষয়ে নিজেই তাহাকে সুদীর্ঘ জেরা করিলেন। মৌলানা আবুল ওফার সাক্ষকে মকদ্দমার সাক্ষ না বলিয়া ধর্মীয় বিতর্ক বলা অধিকতর সঙ্গত।

উপরের আলোচনা অনুযায়ী আমার এই ধারনা যে, ১৯৪৬ সালের ৮ই জুন কোন ঘটনাই ঘটেনি যাহা বলা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ যোগ সাজশ পূর্ন। প্রতিবাদীর পুর্বের বক্তৃতার দ্বারায় ওহাবী ফরীয়াদীদের মনে আঘাত লাগিয়া ছিল। (সুন্নী মুসলমান গনের) আকায়েদের উপর প্রতিবাদী প্রভাব বিস্তার করিতে ছিলেন বলিয়াই ফরয়াদী পক্ষ অগ্রপশ্চাত বিবেচনা না করিয়া তাঁহার বক্তৃতার কিছু অংশ লইয়া মিথ্যা মকদ্দমা দায়ের করিয়াছে। আমার মনে হয় প্রতিবাদীকে তাঁহার নিজের জামায়াতে বদনাম করিবার জন্যই এই মকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে। কারন তিনি একজন মাজহাবী মুবাল্লেগ। মকদ্দমা চলা কালীন দেখা গিয়াছে যে, তাঁহার বহু মুরিদ রহিয়াছে। আমি প্রতিবাদীকে (মৌলানা হাশমাত আলীকে) ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০, ১৫৩, ২৯৮ ধারা হইতে যে অভিযোগে তাঁহার বিরুদ্ধে মকদ্দমা চালান হইয়াছিল, বেকসুর সাব্যস্ত করিতেছি এবং তাঁহাকে ২৫৮ নম্বর ফৌজদারী ধারা অনুযায়ী মুক্তি প্রদান করিতেছি।

স্বাক্ষর

মহাবীর প্রসাদ আগরওয়াল

প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, ফয়জাবাদ

২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ সাল।

২৫ শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সালে ম্যাজিষ্ট্রেটের রায় ওহাবী দেওবন্দী জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করিল। দেওবন্দীদের ঘরে ঘরে শোকের ছায়া নামিয়া আসিল। ইহাদের সমস্ত চক্রান্ত নসাৎ হইয়া গেল। এই রাসুল দুশমনদের গলায় পরাজয়, আসম্মান ও অভিশম্পাতের মালা পড়িয়া গেল। জনসাধারনের নিকট "হোসামুল হারামাইন" কিতাবের সত্যতা প্রকাশ পাইল। ম্যাজিস্ট্রেটের এই ঐতিহাসিক রায়ের বিরুদ্ধে সেসন জজ মোঃ ইয়াকুব আলীর এজলাসে আপিল দায়ের করিল।

# সেসন জজের রায়

"বিবাদী বর্ননা করিতেছেন যে ১৯৪৬ সালের ৭ই জুনের পূর্বে ভাদ্‌রসায় তিনি কয়েকটি বক্তৃতা করিয়াছেন, যাহাতে তিনি "হুসামুল হারামাইন," আস্‌সাওয়ারেমুল হিন্দীয়া" ইত্যাদি পুস্তক হইতে কিছু কিছু অংশ পেশ করিয়াছেন এবং ঐ অংশে (মৌলবী আশরাফ আলী থানুবী মৌলবী রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী প্রভৃতি) ওহাবী উলামাদিগকে অর্থাৎ যাহাদের নাম আরজিতে রহিয়াছে, তাহাদিগকে ফতওয়ার দ্বারা কাফের মুরতাদ, বেদ্বীন ও ওহাবী সাব্যস্ত করিয়াছেন।

১৯৪৬ সালের ৭ই জুনের পূর্বের বক্তৃতা সকল যাহা প্রতিবাদী ভাদরসায় করিয়াছিলেন তাহার মাজমুন কোর্টে স্বয়ং প্রতিবাদী পেশ করিয়াছেন। যাহাকে Ex. D. 7 দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে। উভয় পক্ষ হইতে প্রমাণ পাওয়ার পর মহামান্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রথমতঃ রায় প্রদান করিলেন যে, বাদীগণ

pdf By Syed Mostafa Sakib



যাহার সম্বন্ধে অভিযোগ করিতেছেন : উহা সাজশী ঘটনা ব্যতিত অন্য কিছুই নহে। ম্যাজিষ্ট্রেট দ্বিতীয় রায় প্রদান করিলেন যে, উক্ত ভাষা সমূহ বিবাদী পূর্ব্বের অন্যান্য বক্তৃতায় প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যাহার দ্বারা তাহাদের সম্মানে আঘাত লাগিয়াছিল। তাই তাহারা সেই ভাষা সমূহের ব্যাপারে সম্যক অবগত না হইয়াই মিথ্যা মকদ্দমা দায়ের করিয়াছিল। যাহার উপর বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মকদ্দমা খারিজ করিয়া দিয়াছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব অভিযোগ করিলেন যে, প্রতিবাদী যেহেতু ধর্মীয় প্রচারক হইতেছেন এবং তাঁহার বহুল পরিমাণে মুরিদ ও ভক্ত থাকার দরুণ জনগণের মধ্যে তাঁহার সম্মান হানী করিবার জন্যই এই মকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে। প্রতিবাদীকে এই জন্যই মুক্তি প্রদান করা হইয়াছিল এবং মুক্তির বিরুদ্ধে পুনরায় বিবেচনার আবেদন করা হইয়াছে। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ উকিলগণের সুদীর্ঘ বক্তৃতা এবং পরস্পর বাদ প্রতিবাদের মধ্যে উভয় পক্ষের পেশ করা মৌখিক এবং লিখিত প্রমাণ সমূহকে গভীরভাবে পঠন ও শ্রবণ করিবার পর আমি এই সিদ্ধান্তে পৌছিলাম যে, এই আবেদন সম্পূর্ণ নিঃস্প্রাণ।

বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের রায় হইতে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছি যে, তিনি মৌখিক ও লিখিত প্রমাণসমূহ গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন এবং সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে, বিবাদী সৎ উদ্দেশ্যে এবং সৎপথ প্রদর্শন করিবার জন্য পুস্তকগুলি অংশ পাঠ করিয়াছিলেন।

বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেটের ফয়সালা, যাহাতে তিনি প্রতিবাদীকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। উভয় পক্ষের পেশ করা প্রমাণের উপর ভিত্তি করিয়া সম্পূর্ণরূপে সত্য ও সঠিক হইয়াছে। বাদীরা আমার নিকট বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেটের ফয়সালার বিরুদ্ধে কোন প্রকার ভুল দর্শাইতে পারে নাই। প্রকৃতপক্ষে এই আপিল প্রানহীণ সুতরাং আমি হইকে খারিজ করিতেছি।

স্বাক্ষর
ইয়াকুব আলী
সেসন জজ, ফয়জাবাদ
২৮শে এপ্রিল, ১৯৪৯ সাল।

# তাবলিগী জামায়াত

এই ঐতিহাসিক মামলায় যখন দেওবন্দীদের (ওহাবীদের) চূড়ান্তভাবে পরাজয় হইল এবং শরিয়তের আদালত ও কোর্ট, কাছারী হইতে কাফের, অমুসমান বলিয়া পাকভারত উপমহাদেশ তথা সারা বিশ্বের নিকট কলংক্ষ হইল। তখন তাহারা নিজেদের কুফরের কলংক্ষ মুছিবার জন্য বহু চিন্তাভাবনার পর মৌলবী ইলিয়াস সাহেবের নাম দিয়া তাবলিগী জামায়াত আবিস্কার করিল। এই জামায়েতের মাধ মে তাহারা সাধারণ মানুষের নিকট উপস্থিত হইয়া কালেমা ও নামাজের দাওয়াত দিবে। কারন, সর্বযুগে এক শ্রেণীর মানুষ বেনামাজী, মদ্যপায়ী ও জুয়াড়ী আছে ও থাকিবে। আমরা যদি তাহাদিগকে মদ ও জুয়া ইত্যাদি ত্যাগ করাইয়া নামাজী বানাইতে পারি তাহাহইলে উহারা আমাদিগকে সহজে কাফের বলিতে পারবেনা। এই ইবলিসের দলেরা আরো একটি চাল চালিয়াছে যে, অসুলের বাহিরে কোন প্রকার আলোচনা করিবেনা। কারন, আকায়েদ ও মতভেদী মসলা লইয়া আলোচনা করিলে পুনরায় তাহারা ধরা পড়িয়া যাইবে। ইহাদের আরো একটি মারাত্মক চাল হইল ইহাই যে, কিছু দালাল ও দালাল মৌলবী দ্বারা মিলাদ, কিয়াম ইত্যাদি মুস্তাহাব বিষয়কে নাজায়েজ, বিদয়াত বলিয়া ফতওয়া দিয়া সমাজকে বিভ্রান্ত করিয়া রাখিবে তাহা হইলে আকায়েদী মসলা ও তাহাদের কুফরী ফতওয়া গুলি জানতে অবসর পাইবেনা। সুধী পাঠক বৃন্দ! আপনারা লক্ষ করিয়া দেখুন! তাবলিগী জমায়াতের অবস্থা তাইকিনা ?

প্রশ্ন :—দেওবন্দীদের সম্পর্কে ফুরফুরার আবু বাকার ছিদ্দিকী

pdf By Syed Mostafa Sakib



সাহেব ও মাওলানা রুহুল আমিন সাহেবের অভিমত কি ?

উত্তর :—লেখনীর ময়দানে আবু বাকার ছিদ্দিকী সাহেবের ভূমিকা শূন্য। তবে তাহার খলিফাগণের মধ্যে মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব ১৩২২ সালের ফাল্গুন মাসে "ইসলাম দর্শন" পত্রিকার ২য় সংখ্যায় দেওবন্দীদিগকে "ঘোর ধর্মদ্রোহী, অহাবী বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। অনুরূপ মাওলানা সাহেব "কিশোরগঞ্জের কিয়ামের বাহাস" নামক পুস্তকে আশরাফ আলি থানুবী, রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহীর কুফরী আকীদাহগুলি বর্ণনা করিবার পর ইহাদের কাফের হইবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রশ্ন :—দেওবন্দী ও তাবলিগী জামায়াত সম্পর্কে ফুরফুরার বর্তমান সাহেবজাদাগণ ও ফুরফুরা পন্থী আলেমগণের অভিমত কি ?

উত্তর :—শরিয়তের আদালত ও কোর্ট, কাছারী হইতে যখন দেওবন্দীরা কাফের বলিয়া প্রমাণীত হইয়াছে, তখন ফুরফুরার সাহেদজাদা গণেরও ফুরফুরা পন্থী আলেমগণের অভিমত জানার প্রয়োজন হয় না। বর্তমানে ইহারা নিজেরাই বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ফুরফুরার সিলসিলা এখন কোনমুখি তাহা কাহারো পক্ষে সহজে বলা সম্ভব নয়। ইহাদের মধ্যে অনেকেই জামাতে ইসলামীর সমর্থক, অনেকেই তাবলিগী জামাতের আমির, আবার অনেকেই সিলসিলা সিলসিলা বলিয়া চিৎকার করিতেছেন। ফুরফুরার আবু জাফর ছিদ্দিকী সাহেব যে সমস্ত কারণ দর্শাইয়া দেওবন্দী ও তাবলিগী জামায়াতের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। সেগুলি অত্যন্ত হীন ও দূর্ব্বল। গোল টুপি, লম্বা টুপি, মিলাদ কিয়াম, আজানের পর হাত উঠাইয়া মুনাজাত করা ইত্যাদি ইসলামের মৌলিক বিষয় নয়। অথচ আবু জাফর ছিদ্দিকী সাহেব এইগুলি লইয়া সারাটি জীবন দেওবন্দীদিগের সহিত লড়াই করিয়া আসিতেছেন। অদ্যবধি তাঁহার কোনো পুস্তকের কোনাতে দেওবন্দীদিগের কুফরী আকীদাহগুলি সম্পর্কে এক কলম লেখেন নাই। তিনি দুএক খানা পুস্তেকর মধ্যে ওহাবীদিগের আকীদাহ ( ধারণা ) সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে ওহাবী কাহারা তাহাদের পরিচয় দেন নাই। ১৯৭৮ সালে কলিকাতায় নিউ মার্কেট মাসজিদে আমি স্বয়ং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"দেওবন্দীরা ওহাবী কি না ?" ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলাম,—"ইহারা ওহাবী নয়।" পক্ষান্তরে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, দেওবন্দীরা নিজেদের ওহাবী বলিয়া দাবী করিতেছেন। যথা,—তাবলিগী নেসাবের লেখক মাওলানা জাকারিয়া সাহেবও বর্তমানে দেওবন্দী দিগের কর্ণাধর মাওলানা মানজুর নো'মানী সহেব দৃঢ়তার সহিত নিজেকে ওহাবী বলিয়া দাবী করিয়াছে না ( সাওয়ানেহে ইউসুফ ১৯১ পৃঃ ও ১৯৩ পৃঃ ) মাওলানা সাইফুদ্দিন ছিদ্দিকী সাহেব ৮০ জন আলেমের স্বাক্ষর লইয়া তাবলিগী জামায়াত বেদায়াত ও উহাতে যোগ দেওয়া নাজায়েজ বলিয়া একখানি ছোট পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। যথাক্রমে পুস্তকটির নাম হইল—"তবলীগ জামাত সম্বন্ধে পশ্চিম বাংলার বিজ্ঞ আলেম ও মুফতীগণের ফাতাওয়া।" দুঃখের বিষয় ! এই পুস্তকে যাহাদের নাম রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকেই স্বাক্ষর করিনাই বলিয়া অস্বীকার করিতেছেন। জানিনা মিথ্যারাদী কাহারা ! তবে সমালোচনার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, অস্বীকার কারীরা চরম পর্য্যায়ের মিথ্যাবাদী। কারণ; ১৯৭২ সাল হইতে এযাবৎ ইহারা প্রতিবাদ পত্র ছাপাই নাই। গত ১৫ই জানুয়ারী কলিকাতা পার্ক সার্কাশ মার্কেটে এক জালসায় উপস্থিত হইয়া হুগলী জেলার জনৈক ব্যক্তির নিকট হইতে জানিতে পারিলাম যে, মাওলানা আহমাদুল্লাহ সাহেব ( পিয়ারডাঙ্গা, মেদিনীপুর ) একখানা বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন। যাহাতে তিনি দেওবন্দীদিগের সহিত ফুরফুরাবীদিগেব কোনোরূপ আকায়েদী পার্থক্য নাই বলিয়াছেন। বিজ্ঞাপনটি এখনো হাতে পাই নাই ) অথচ আহমাদুল্লাহ সাহেব তাবলিগী জামাতকে বেদায়াত বলিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন। কেবল তাই নয়, "ওয়াজেবে-নযীর" কিতাবে দেওবন্দীদিগকে কাফের বলিয়াছেন। আবার দেওবন্দীদিগের ধারণা অনুযায়ী মাওলানা আহমাদুল্লাহ সাহেবও কাফের হইতেছেন। কারণ, দেওবন্দীদিগের নিকট হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে হাজির নাযির জানা কুফরী। ( ফতওয়ায়ে রাশিদীয়া ). মাওলানা আহমাদুল্লাহ সাহেব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে হাজির নাযির

pdf By Syed Mostafa Sakib



হওয়া জরুরী বলিয়াছেন। (হক্কীকতে মোহাম্মদী ১৮৩ পৃঃ)

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া বলুন। দেওবন্দীদিগের সহিত ফুরফুরাবীদিগের মৌলিক বিষয়ে পার্থক্য আছে কি না? (ইহা মাত্র নমুনা স্বরূপ একটি নযির দেখানো হইল।)

পরিশেষে ইসলামের খাতিরে ফুরফুরাপন্থী আলেমগণকে অনুরোধ জানাইতেছি—তাহারা যেন দেওবন্দীদিগের সহিত সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া, "হোসামুল হারামাইন"এর সেই মহান ফতওয়াটি তাহাদের উপর প্রকাশ্যে প্রয়োগ করিয়া, বেরেলবী ও দেওবন্দীদিগের মাঝামাঝি না থাকিয়া খাঁটি আহলে সুন্নাত বেরেলবী হইয়া যান। কারণ, ফুরফুরা সিলসিলার কর্ণাধর মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব বেরেলী মতাবলম্বীগণকে খাঁটি আহলে সুন্নাত বলিয়া সার্টিফিকেট দিয়াছেন। (ফাতওয়ায় আমিনিয়া ৪র্থ খঃ ৫১ পৃঃ)

# খুতবার আজান

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া হজরত আবু বাকার ছিদ্দিক ও উমার ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুমার যুগ পর্যন্ত জুমার জন্য একটি মাত্র আজান হইত। এই আজানটি খুৎবা আরম্ভ করিবার পূর্বে হইত। পরবর্তীকালে মুসলমানদের সংখ্যা যখন বাড়িয়া গেল, তখন হইতে হজরত উসমান গণি রাদিয়াল্লাহু আনহু খুৎবার আজানের পূর্ব্বে আরো একটি আজান চালু করিলেন। বর্তমানে লা মাজহাবী সম্প্রদায় এই আজানটি ত্যাগ করিয়া থাকে। এখন আলোচ্য বিষয় ইহাই যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তথা খুলাফায়ে রাশিদ্বীনদিগের যুগে জুমার দিবস খুৎবার আজান কোথায় হইত! মাসজিদের ভিতরে হইত, না মাসজিদের বাহিরে হইত। হজরত সায়েব বিন ইয়াজিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম জুমার দিবস যখন মিম্বারে বসিতেন তখন তাঁহার সম্মুখে মাসজিদের দরওয়াজায় আজান দেওয়া হইত। হজরত আবু বাকার ও উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এর যুগেও এইরূপ হইত। (আবু দাউদ ১ম খঃ) আমাদের দেশে অধিকাংশ স্থানে খুৎবার আজান মাসজিদের মধ্যে দেওয়া হইয়া থাকে। ইহা সুন্নাতের খেলাফ। সমস্ত আজান মাসজিদের বাহিরে দেওয়া সুন্নাত। মাসজিদের ভিতরে খুৎবার আজান হউক অথবা অন্য আজান হউক, মুখে হউক অথবা মাইকে হউক দেওয়া মাকরুহ তাহরিমী।

প্রশ্ন ঃ—জুমার দিবস খুৎবার আজান যাহা অধিকাংশ স্থানে মাসজিদের ভিতর প্রথম লাইনে ইমামের কাছাকাছি সামনে দেওয়া হইয়া থাকে, এসম্পর্কে হানিফী মাজহাবের প্রামান্য কিতাবগুলিতে কি বলা হইয়াছে?

উত্তর ঃ—হানিফী মাজহাবের কিতাবগুলিতে মাসজিদের বাহিরে আজান দেওয়া সুন্নাত ও ভিতরে আজান দেওয়া নাজায়েজ—মাকরুহ তাহরিমী বলা হইয়াছে। যথা ঃ—খাজীখান ১ম খঃ, আলামগিরী ১ম খঃ, বাহারুর রায়েক ১ম খঃ, তাহতাবী আলামারাকীল ফালাহ ১ম খঃ ফতহুল কাদীর ১ম খঃ, উমদাতুর রেয়াইয়া ১ম খঃ ইত্যাদি। হানিফী মাজহাবের কোনো কিতাব হইতে কেহ মাসজিদের ভিতরে কোনো আজান প্রমাণ করিতে পারিবে না।

প্রশ্ন ঃ—আবু দাউদের হাদিস হইতে প্রমাণ হয় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ও আবু বাকার, উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমার যুগে মাসজিদের দরওয়াজায় আজান হইত, ইহার কারণ কি?

উত্তর তখন মাসজিদে নবুবীর বারান্দা ছিল না। দরওয়াজায় আজান হওয়ার অর্থই হইল বাহিরে হওয়া।

প্রশ্ন ঃ—খুৎবার আজান ইমামের সম্মুখে দিতে হইবে কি না?

pdf By Syed Mostafa Sakib



যদি বাহিরে দেওয়া সুন্নাত হয়, তাহলে সম্মুখে কেমন করিয়া হইবে ?

উত্তর ঃ—এই আজান ইমামের সম্মুখে এবং বাহিরে দেওয়া সুন্নাত। যদি কোন ব্যক্তি "সম্মুখ" বলিয়া পুনরায় সম্মুখের ব্যাখ্যা করতঃ কোনো স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেয়, তাহলে ঐ নির্দিষ্ট স্থানটি "সম্মুখ" ধরিতে হইবে। যেমন হাদিস শরিফে বলা হইয়াছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম, খুলাফায়ে রাশিদ্বীনদিগের সম্মখে মাসজিদের দরওয়াজায় আজান দেওয়া হইত।

প্রশ্ন ঃ—যে স্থানে ভিতরে আজান দেওয়া হইতেছে। যদি সেখানে বাহিরে আজান দেওয়ার কথা বলা হয়, তাহলে ফিৎনা হইতে পারে। এমতাবস্থায় কি করিতে হইবে ? অনেকেই বলিতেছে—হাদিস কোরানে থাকিলেও মানিবো না।

উত্তর ঃ—হাদিস শরিফে আছে—একটি মুরদা সুন্নাতকে জীবিত করিতে পারিলে একশত শহিদের সওয়াব পাইবে। কোনো স্থানে এই সুন্নাত মরিয়া গেলে তাহা জিন্দা করিবার জন্য চেষ্টা করা আলেমের জন্য ফরজ। সাধারণ মানুষের মানিয়া নেওয়া ওয়াজিব। এতদিন ছিল না, এই বলিয়া কেতনা করা কঠিন গোনাহের কাজ। যাহারা বলিবে হাদিস কোরানে থাকিলেও মানিবো না। তাহাদের পুনরায় প্রকাশ্যে কালেমা পড়িয়া মুসলমান হইতে হইবে এবং পুনরায় বিবাহ পড়াইতে হইবে।

প্রশ্ন ঃ মক্কা ও মদিনা শরিফে খুৎবার আজান ইমামের নিকট হয়, না দূরে হয় ? দুই আজান কি একই প্রকার উচ্চস্বরে দিতে হইবে ? আজানের অর্থ হইল ডাকা। তাহলে মাসজিদের ভিতরে মাইকে আজান জায়েজ হইবে না কেন ?

উত্তর ঃ—মক্কা ও মদিনা শরিফ শরিয়তের কোনো দলিল নয়। বর্তমানে সেখানে শরিয়ত বিরোধী বহুকার্য্য কলাপ হইতেছে। তাই বলিয়া ঐগুলি জায়েজ হইবে না। তবে মক্কা ও মদিনা শরিফে কোনো আজান ইমামের নিকটে হয় না। মক্কা শরিফে প্রায় শতাধিক গজ দূরে এবং মদিনা শরিফে তুলনামূলক কম, তবে বেশ কিছু দূরে আজান হয়। ভারতবর্ষের সমস্ত স্থানে উলামায়ে আহলে সুন্নাত সমস্ত আজান মাসজিদের বাহিরে দিয়া থাকেন। কলিকাতায় শতাধিক মাসজিদে বাহিরে আজান হয়।

দুই আজান একই প্রকার উচ্চস্বরে দিতে হইবে। অনেকেই ভুল ধারণা করিয়া থাকে যে, প্রথম আজানটি দূরের মানুষকে ডাকিবার জন্য। দ্বিতীয় আজানটি মাসজিদের মুসাল্লীগণের জন্য। এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। দ্বিতীয় আজানের উদ্দেশ্য হইল—যাহারা মাসজিদে উপস্থিত নাই তাহাদের আহ্বান করা এবং যাহারা উপস্থিত আছে তাহাদের জ্ঞাত করিয়া দেওয়া যে, এখনই খুৎবা আরম্ভ হইবে। ( শরহে বিকাইয়া ১ম খঃ টিকা ) অতএব দুই আজানই একই প্রকার উচ্চস্বরে দিতে হইবে।

আজানের উদ্দেশ্য কেবল "আহ্বান" নয়। তাই যদি হইত, তাহলে গ্রামের ছোট বড় সমস্ত লোক মাসজিদে উপস্থিত হইয়া গেলে আর আজান দেওয়ার প্রয়োজন হইত না। বরং আজান ইসলামের নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি অন্যতম নিদর্শন। তাই সমস্ত মানুষ উপস্থিত হইয়া গেলেও আজান দেওয়ার প্রয়োজন বাকী রহিয়া যায়। মাইকবন্ধ হইবে না ইহার নিশ্চয়তা কোথায় ? বহুক্ষেত্রে আজান চলা কালীন মাইক বন্ধ হইয়া যায়। মাসজিদের ভিতরে আজান দেওয়া কালীন মাইক বন্ধ হইয়া গেলে প্রথমতঃ আওয়াজ বাহিরে আসিবে না। দ্বিতীয়তঃ মাসজিদ হইল দরবারে ইলাহী। ইহার আদাব রক্ষা করা জরুরী। চিৎকার করা এই দরবারে চরম বেয়াদবী। যেমন কোর্ট কাছারীতে জজের এজলাসে চিৎকার করিয়া আসামীকে আহ্বান করা হয় না। বরং আহবানকারী বাহিরে আসিয়া চিৎকার করিয়া ডাকিয়া থাকে। অনুরূপ মুসাল্লীগণ হইল আসামীর ন্যায়। মাসজিদের ভিতর হইতে ইহাদের আহবান করা দরবারে ইলাহীর চরম বে-আদবী হইবে। তবে উকিলেরা জজের এজলাসে জেরা করিবার সময়ে উচ্চবাচ্চ করিয়া থাকে। অনুরূপ মাসজিদে মিলাদ কিয়াম ইত্যাদি উচ্চস্বরে করিলে দোষ হইবে না।

এবিষয়ে বিস্তারিত জানিতে হইলে "ফাতাওয়ায় রাজবীয়া ২য়, ৩য় খঃ ও "আজানে জুমা" নামক রিসালা" ( লেখক ইমাম আহমাদ রেজা (রঃ) ) পাঠ করুন।

pdf By Syed Mostafa Sakib



# বিভিন্ন প্রশ্নাবলী

প্রশ্ন ঃ—যদি কাহারো একটি সন্তান থাকাকালীন যে উপার্জন ছিল। একাধিক সন্তান হইবার পরও যদি সেই উপার্জন থাকে। যাহাতে সন্তানগুলির লালন পালন করা ও সুশিক্ষা দেওয়া অসম্ভব হইয়া যায়। এমতাবস্থায় অপারেশন করা ইসলাম মতে জায়েজ হইবে কি না ?

উত্তর ঃ—এইরূপ ক্ষেত্রে অপারেশন করা কঠিন হারাম। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করিতেই হইবে ইসলামে এইরূপ নির্দেশ নাই। উচ্চশিক্ষা না করিলে জীবিকা নির্বাহ হইবে না, ইহাও ঠিক নয়। বহু সন্তানাদি থাকিলেও প্রয়োজন মত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়। পৃথিবীতে ইহার দৃষ্টান্ত কম নেই। বহু সন্তান থাকা সত্ত্বেও বহু সংসারে শান্তি বজায় রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা যাহাকে পৃথিবীতে পাঠান, তাহার জীবিকার সুব্যবস্থাও করিয়াদেন। আল্লার প্রতি নির্ভরশীল হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের ইমানী কর্তব্য। অন্যদিকে অপারেশনে মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে। দৈহিক দিক দিয়া দুর্বল হইয়া যায়। বিভিন্ন প্রকার রোগ জন্মায়। যাহাতে অশান্তি আসে। অশান্তিই হইল অভাবের একটি বিশেষ কারণ। কেবল তাই নয়, বংশ বিস্তার বন্ধ হইয়া যায়। পৃথিবী আবাদ করা আল্লাহ তায়ালার একটি উদ্দেশ্য। এখনো পৃথিবীতে বহু দেশ জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে আছে। অপারেশন করিতে হইলে উলঙ্গ হইতে হইবে। যাহা কঠিন হারাম। এইরূপ নির্লজ্জতা অভাবের একটি বিরাট কারণ।

প্রশ্ন ঃ—অপারেশন না করিয়া অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করা যায় কি না ? জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে উলামায়ে আহলে সুন্নাতের কোনো ফতওয়া প্রচারিত হইয়াছে কি না ?

উত্তর ঃ—জীবিকা নির্বাহের ভয়ে যে কোনো পন্থা অবলম্বন করা হউক না কেন, উহা আল্লার প্রতি নির্ভরশীল না হইবার নামান্তর মাত্র। উলামায়ে আহলে সুন্নাত উহা হারাম বলিয়া ফতওয়া দিয়াছেন।

প্রশ্ন ঃ—বিয়ের খুৎবা বসিয়া পড়িতে হইবে, না দাঁড়াইয়া ?

উত্তর ঃ—দাঁড়াইয়া পাঠ করা উত্তম।

প্রশ্ন ঃ—গরু, মহিষ ইত্যাদির উয্‌ড়ী ( ভুড়ি ) খাওয়া জায়েজ কি না ?

উত্তর ঃ—ভুড়ি খাওয়া মাকরুহ তাহরিমী। আমাদের দেশে অধিকাংশ স্থানে ভুড়ি খাইয়া থাকে। উহা ত্যাগ করা অয়াজিব। ভারতবর্ষের সর্বত্র হইতে উলামায়ে আহলে সুন্নাত ভুড়ি খাওয়া মাকরুহ তাহরিমী বলিয়া ফতওয়া প্রদান করিয়াছেন। ( দেখুন, 'উযড়ী কা মাসলা" )

প্রশ্ন ঃ কবরে ফুল দেওয়া জায়েজ কি না ?

উত্তর ঃ হানিফী মাজহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাব যথা, আলমগিরি, শামী ইত্যাদিতে কবরে ফুল দেওয়া জায়েজ বলা হইয়াছে।

প্রশ্ন ঃ—ইমামের পশ্চাতে সুরা ফাতেহা পাঠ করা যাইবে কি না ?

উত্তর ঃ ইমামের পশ্চাতে সুরা ফাতেহা পাঠ করা মাকরুহ তাহরিমী। চুপ থাকা অয়াজিব। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন যা ার ইমাম রহিয়াছে তাহার জন্য ইমামের তিলাওয়াত যথেষ্ট। ( তাহাবী, মুয়াত্তায়ে ইমাম মুহাম্মদ )

প্রশ্ন ঃ—ইসলামে কয়টি মাজহাব ও কিকি এবং এই মাজহাবের ইমামগণ কি একই যুগে ছিলেন ?

উত্তর ঃ—ইসলামে চারটি মাজহাব যথা হানিফী, শাফয়ী, মালিকী ও হাম্বলী। ইমাম আবু হানিফার জন্ম ৮০ হিজরীতে ও মৃত্যু ১৫০ হিঃ. ইমাম মালিকের জন্ম ৯০ হিঃ মৃত্যু ১৭৯হিঃ, ইমাম শাফয়ীর জন্ম ১৫০ হিঃ মৃত্যু ২০৪ হিঃ, ইমাম আহমাদ

pdf By Syed Mostafa Sakib



বিন হাম্বলের জন্ম ১৬৪ হিঃ মৃত্যু ২৪১ হিঃ।

প্রশ্ন ঃ—কোনো মাজহাব অবলম্বন না করিয়া কোরান ও হাদিসের প্রতি আমল করিলে চলিবে কি না ?

উত্তর ঃ চারটি মাজহাবের মধ্যে নির্দিষ্ট কোনো একটি মাজহাব অবলম্বন করিয়া কোরান ও হাদিসের প্রতি অমল করা অয়াজিব। চার মাজহাবের বাহিরে চলা গোমরাহী। যেমন বর্তমানে গায়েরমুকাল্লিদ সম্প্রদায় গোমরাহ হইয়াছে।

প্রশ্ন ঃ কবরে মুর্দাকে রাখিবার সুন্নাত তরিকা কি ?

উত্তর ঃ—আমাদের দেশে সাধারণতঃ কবরে মুর্দাকে চিত করিয়া শোয়াইয়া কেবল মুখখানা কেবলার দিকে ঘুরাইয়া দিয়া থাকে। ইহা সুন্নাতের খেলাফ। বরং সম্পূর্ণ দেহটি কেবলার দিকে ডাহিন কাইত করিয়া শোওয়ানো সর্ব্বসম্মতিক্রমে সুন্নাত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মুবারক দেহ কবর মুবারকে কাইত করিয়া রাখা হইয়াছে। ( ফতহুল কাদীর ) এবিষয় আমি কয়েক বৎসর পূর্বে একখানা বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছি। যথাক্রমে বিজ্ঞাপনটির নাম হইল ঃ--'শেষ সমাধি' ইহাতে-নিম্নোক্ত কিতাবগুলির হাওয়ালা ছিল—আলামগিরি, দুর্রে মুখতার, হিদাইয়া বাহার শরিয়ত, কানুনে শরিয়ত, বেহেস্তি জেওর, ফতওয়ায় দারুল উলুম দেওবন্দ ও ফতওয়ায় রাশিদীয়া। মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব 'কাফন দাফনের বিস্তারিত মাসায়েল' কিতাবের মধ্যে, ময়জুদ্দিন হামিদী সাহেব 'মসলা ভাণ্ডারে'র মধ্যে ও ফুরফুরার আবু জাফর ছিদ্দিকী সাহেব ফতওয়ায় ছিদ্দিকীয়ার মধ্যে মুর্দাকে কাইত করিয়া রাখিবার কথা বলিয়াছেন।

প্রশ্ন ঃ—কবরে সিজদা করা ও চুম্বন দেওয়া জায়েজ কি না ? দেওবন্দীরা প্রচার করিয়া থাকে যে, বেরেলবীরা কবরে সিজদা করা জায়েজ বলে। ইহা কতদূর সত্য ?

উত্তর ঃ- বর্তমান শরিয়তে কোনো প্রকার সিজদা জায়েজ নয়। উপাস্য জ্ঞান করিয়া কাহারো সিজদা শিরক। সম্মানার্থে কাহারো সিজদা করা হারাম। কবর চুম্বনের ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। তবে না করাই উত্তম। দেওবন্দীরা চরম মিথ্যাবাদী। ইমাম আহমাদ রেজা ( রঃ ) হইতে আরম্ভ করিয়া বেরেলী মতাবলম্বী নির্ভরযোগ্য কোনো আলেমের কোনো কিতাব হইতে কবরে সিজদা করা জায়েজ প্রমান করিতে পারিলে, খোদার শপথ করিয়া বলিতেছি—"এক হাজার টাকা ইনয়াম দিব।"

প্রশ্ন ঃ—ওহাবী দেওবন্দী তাবলিগী ও জামায়াতে ইসলামী দিগের পশ্চাতে নামাজ হইবে কি না ?

উত্তর ঃ—ইহাদের পশ্চাতে নামাজ পড়া মাকরুহ তাহরিমী। ভুল বশতঃ পড়িয়া ফেলিলে পুনরায় নামাজ আদায় করা অয়াজিব। গোমরাহ হইয়াও উলামায়ে দেওবন্দ জামায়াতে ইসলামীকে গোমরাহ ও উহাদের পশ্চাতে নামাজ পড়া নাজায়েজ বলিয়া ফতওয়া দিয়াছে।

প্রশ্ন ঃ—একসঙ্গে তিন তালাক দিলে কয় তালাক হইবে ?

উত্তর —তিন তালাক হইবে। ইহাতে চার মাজহাবের ইমামগণ একমত। কেবল লামাজহাবী সম্প্রদায় ইহার বিপরীত মত পোষণ করিয়া থাকে।

প্রশ্ন ঃ—আশরাফ আলী থানুবী, রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী ইত্যাদি দেওবন্দীদিগের নামের পর "( রঃ )" লেখা জায়েজ কি না ?

উত্তর ঃ—হারাম। আমার "তাম্বিহুল আওয়াম বর সলাতে অস্সালাম" ও "অপ-প্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না" ইত্যাদি রিসালাতে ভুল বশতঃ কয়েক জনের নামের পর ( রঃ ) লেখা হইয়া গিয়াছে।

প্রশ্ন ঃ—তাকবীর পাঠ করিবার সময় ইমাম ও মুক্তাদিগণ কি করিবে ?

উত্তর ঃ-- সবাই বসিয়া থাকিবে। "হাইয়ালাস্ সলাহ" বলিবার সময় উঠিতে আরম্ভ করিবে। "হাইয়া আলাল ফালাহ" বলিবার সময় দাঁড়াইবে। ইহা সুন্নাত।

প্রশ্ন ঃ- যদি কোনো ব্যক্তি ফুটবল, ক্রিকেট, ক্যারাবোর্ড ও তাস ইত্যাদি খেলা করিয়া থাকে অথবা দেখিয়া থাকে তাহলে উহার পশ্চাতে নামাজ পড়া জায়েজ হইবে কি না ?

pdf By Syed Mostafa Sakib



উত্তর : ইসলামী বিধানানুসারে উপরের সমস্ত খেলাগুলি হারাম। অতএব যে ব্যক্তি ঐ সমস্ত খেলা করিয়া থাকে অথবা দেখিয়া থাকে তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া মাকরুহ তাহরিমী হইবে।

প্রশ্ন :—আজানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নাম শুনিয়া বৃদ্ধ আঙ্গুলে চুম্বন দিয়া চক্ষুতে বুলানো জায়েজ কি না?

উত্তর :—আল্লামা শামী রদ্দুল মোহতার কিতাবের মধ্যে উহা মুস্তাহাব বলিয়াছেন। হাদিস পাকে ইহার বহু ফজিলত বর্ণিত হইয়াছে।

প্রশ্ন :—কুরবানীর মাংস হারবী কাফেরকে দেওয়া জায়েজ কি না?

উত্তর :—যাকাত, ফিতরা ও কুরবানীর মাংস হারবী কাফেরকে দেওয়া নাজায়েজ। (বাহারে শরিয়ত)

প্রশ্ন :—পোষানী গরু, ছাগলের কুরবানী করা জায়েজ কি না?

উত্তর :—যেহেতু রাখাল কোনো সময়ে পোষানী গরু, ছাগলের মালিক নয় সেইহেতু যে গরু ও ছাগল পোষানী বাবদ পাইয়াছে উহার কুরবানী জায়েজ হইবে না।

# নারীদের উপদেশ

নারী বিবাহের পূর্বে পিতা মাতার কন্যা থাকে কিন্তু বিবাহের পর স্বামীর স্ত্রী হইয়া যায়। পূর্বের তুলনায় তাহার উপর বিরাট দায়িত্ব আসিয়া যায়। এই বিরাট দায়িত্ব পালন করা নারীর জন্য জরুরী হইয়া যায়। স্বরণ রাখিবে! স্বামীর সমস্ত প্রকার দায়িত্ব যদি স্ত্রী পালন না করে তাহলে উহার ইহলৌকিক জীবন বরবাদ হইয়া যাইবে এবং পারলৌকিক জীবনে জাহান্নামের অগ্নিতে জ্বলিবে। শরিয়তের হুকুম মুতাবিক স্বামীর হক আদায় করা ও তাহার তাবেদারী করিয়া সারাটি জীবন চলা প্রত্যেক নারীর উপর ফরজ। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা স্ত্রীদিগের উপর স্বামীর প্রভুত্ব দান করিয়াছেন। সেইহেতু স্বামীর প্রতিটি হুকুম সন্তুষ্ট চিত্তে মানিয়া নেওয়া প্রত্যেক নারীর উপর ফরজ। স্বামীর সন্তুষ্ট রাখা বড় ইবাদত। স্বামীকে অসন্তুষ্ট করা বড় গোনাহ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—যদি আল্লাহ ছাড়া কাহাকে সিজদাকরা জায়েজ হইত তাহলে স্বামীদের সিজদা করিবার জন্য স্ত্রীদিগকে আদেশ করিতাম। (মিশকাত) আরো বলিয়াছেন,—স্ত্রীর মৃত্যুকালে স্বামী উহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিলে স্ত্রী জান্নাতে যাইবে। আরো বলিয়াছেন,—স্বামী স্ত্রীকে ডাকিলে রান্নার কাজে ব্যাস্ত থাকিলেও স্বামীর নিকট চলিয়া আসা জরুরি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—স্বামী স্ত্রীকে বিছানায় ডাকিলে যদি স্ত্রী আসিতে অস্বীকার করে এবং স্বামী অসন্তুষ্ট হইয়া রাত কাটায়, তাহলে ঐমেয়েটির জন্য ফেরেস্তারা সারা রাত্রি অভিসম্পাৎ করিয়া থাকে। (মিশকাত) বিশেষ বিশেষ কয়েকটি হক সম্পর্কে নিম্নে দেওয়া হইল। এই গুলির প্রতি নারীদের বিশেষ লক্ষ রাখা উচিৎ।

১) স্বামীর বিনা অনুমতিতে ঘরের বাহিরে যাইবে না। এমনকি নিজের আত্মীয়দের বাড়িতেও যাইবে না।

২) স্বামীর অবর্তমানে তাহার সমস্ত জিনিষ হেফাজত করা ফরজ।

৩) সাবধান! এইরূপ কাজ করিবে না, যাহাতে স্বামী অসন্তুষ্ট হয়।

৪) ঘর বাড়ি, নিজের শরীর ও পোষাক পরিস্কার রাখিতে,

pdf By Syed Mostafa Sakib



হইবে। সব সময় সুসজ্জিত হইয়া স্বামীর নিকট যাইবে।

## স্বামীর সহিত জীবন ধারণ করিবার নিয়ম

স্মরণ রাখিবে! স্বামী, স্ত্রীর সম্পর্কটি এমনই মজবুত যে, এই বন্ধনে সারাটি জীবন যাপন করিতে হইবে। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক থাকিলে, উহার থেকে বড় নিয়ামত আর কিছুই নাই। আল্লাহ না করেন! যদি স্বামী, স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ হইয়া সম্পর্ক কোন প্রকার তিক্ত হইয়া যায়। তাহলে ইহার থেকে বড় মুছিবত আর কিছুই নাই। উভয়ের জীবন জাহান্নামের নমুনা হইয়া যাইবে। এই কারনে কিছু উপদেশ লিপিবদ্ধ করিতেছি। যদি নারীরা এই গুলির প্রতি আমল করিয়া থাকে তাহলে সংসার অত্যন্ত সুখের ও জীবন অতি শান্তিময় হইবে।

১) প্রত্যেক নারী স্বামীর বাড়ীতে পা রাখিবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীর অন্তর নিজের হাতে লইবে। তাহার ইঙ্গিতে উঠিবে বসিবে। যদি স্বামী সারাদিন দাঁড়াইয়া থাকিতে অথবা সারারাত্রি জাগিয়া পাখার হাওয়া করিতে বলে তাহা মানিয়া লইতে হইবে। এই সামান্য কষ্ট মানিয়া নিলে আখেরাত মঙ্গলময় হইবে।

২) প্রথমে স্বামীর মেজাজ চিনিতে হইবে। স্বামী কোন জিনিষ, কোন কাজ, কোন কথা পছন্দ করিয়া থাকে এবং কোন্ কোন্ জিনিষে অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে, উঠিতে বসিতে খাইতে পরিতে কথাবার্তায় উহার স্বভাব কেমন, তাহা ভাল করিয়া জানিয়া নেওয়ার পর প্রত্যেক কাজে স্বামীর ইচ্ছামত করিতে হইবে। উহার ইচ্ছার বাহিরে কোনো কিছু করিবে না।

৩) স্বামীর সম্মুখে কোনো সময় চিৎকার করিয়া কথা বলিবে না। রাগ দেখাইবে না। কড়া ভাষায় উত্তর দিবে না। কাহারো নিকট তাহার নিন্দা করিবে না। স্বামীর ঘর বাড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া কোনো জিনিষের দোষ বাহির করিবে না বা তুচ্ছজ্ঞান করিবে না। স্বামীর পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনকে সম্মানের নজরে দেখিবে ও তাহাদিগকে অত্যন্ত ভক্তি করিবে। স্বামীর বাড়িতে নিজের পিতা মাতা ভাই ভগিনীদের বেশী সুনাম করিবে না।

৪) স্বামীর উপার্জন অনুযায়ী খরচ করিবে। উপার্জন কম থাকিলে অল্পে সন্তুষ্ট হইবে। স্বামী যাহা কিছু আনিবে তাহা সন্তুষ্ট ভাবে গ্রহণ করিবে। উপার্জনের দিকে লক্ষ রাখিয়া কাপড়, গহনা ইত্যাদি চাহিবে। স্বামী কোনো জিনিষ আনিলে তাহা পছন্দ না হইলে, খবরদার। কোনো প্রকার রাগ করিবে না, মুখ ফুলাইবেনা, দুঃখ প্রকাশ করিবে না। স্বামীর দেওয়া জিনিষ অপছন্দ করিয়া ত্যাগ করিলে উহার অন্তর ভাঙ্গিয়া যাইবে। স্বামীর নিকট কোনো জিনিষ বার বার চাহিবে না। ইহাতে স্ত্রীর ওজন হালকা হইয়া যায়।

৫) যদি স্বামীর সংসারে অভাব আসে অথবা কোনো প্রকার দুঃখ কষ্ট হয়, তাহলে কাহার নিকট উহা প্রকাশ করিবেনা। পিতা মাতার বাড়িতেও বলিবেনা। এই সমস্ত কথা কাহারো নিকট প্রকাশ করিলে স্বামী, শশুর ও শাশুড়ির অভক্তি আসিবে। নিজে কষ্ট সহ্য করিয়া সামী শশুর শাশুড়ির খাওয়া পরার দিকে লক্ষ রাখিবে।

৬) সর্বদা স্বামীর সামনে আদরের সহিত থাকিবে। স্বামী যখনই বাহির থেকে বাড়িতে আসিবে তখনই সমস্ত কাজ ত্যাগ করিয়া তাহার সামনে আসিবে, বিদেশে কেমন ছিল জিজ্ঞাসা করিবে, অন্তর খুলিয়া কথা বলিবে, প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র প্রস্তুত করিয়া দিবে। এই মুহূর্তে এমন কথা বলিবেনা বা এমন প্রশ্ন রাখিবেনা,যাহাতে তাহার মন খারাপ হইয়া যায়।

৭) স্ত্রীর কোন কথায় সামী রাগিয়া গেলে কোন প্রতিবাদ না করিয়া চুপ থাকিবে। সামী অন্যায় করিয়া রাগ করিলেও স্ত্রী চুপ থাকিবে এবং তৎক্ষনাত নিজে বিনয়ীভাবে ক্ষমা চাহিবে ও কোন প্রকার খোশামদ করিয়া সন্তুষ্ট করিয়া নিবে। সামীর নিকট ক্ষমা চাওয়া, ছোট হওয়া কোন লজ্জার বিষয় নয়। বরং ইহাতে অতি শীঘ্র সামী স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া যায়।

৮) শশুর শাশুড়ি যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, তাহাদিগকে নিজের পিতা মাতা ধারনা করিয়া খিদমাত করিবে। ইহারা কোন অন্যায় বলিলেও প্রতিবাদ করিবেনা। সামীর ভাই বোন কে নিজের ভাই বোন মনে করিবে। কোন সময় ভিন্ন হইবার চেষ্টা করিবেনা।

৯) সম্ভব মত নিজের শরিরকে যত্ন নিবে। ময়লা কাপড় ব্যবহার করিবেনা। সামীর রুচি মুতাবেক সুসজ্জিত থাকিয়া তাহাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিবে। কোন সময় উসকো-খুসকু অবস্থায় থাকিবে না। ইহাতে সামীর অভক্তি আসিবে।

( কুড়ি )

pdf By Syed Mostafa Sakib



১০) যতক্ষন পর্যন্ত, স্বামী, শশুর, শাশুড়ি ইত্যাদিরা না খাইবে ততক্ষন খাইবেনা। সবাইকে ঠিকমত পরিবেশন করিবার পর নিজে খাইবে। ইহাতে সবাই ভালো বাসিবে।

১১) স্বামীর বাড়িতে পৌছিয়া পূর্বেকার সমস্ত মন্দ স্বভাব গুলি ত্যাগ করিতে হইবে। সাধারনতঃ নারীদের স্বভাব হয় যে, কোন কথা তাহার বিপরীত হইলে সঙ্গে সঙ্গে রাগিয়া উল্টা-পাল্টা কাজ করিতে থাকে। এই স্বভাবটি অত্যন্ত খারাপ। ইহাতে সংসারে অশান্তি আসে এবং ভবিষ্যতে খারাপ রূপ ধারণ করিয়া থাকে।

১২) স্বামীর পূর্বপক্ষের সন্তানাদি থাকিলে তাহাদিগকে নিজের সন্তানদিগের থেকেও ভালবাসিতে হইবে। তাহলে কোনদিন অশান্তি আসিবেনা। সবাই প্রসংশা করিবে। সবচাইতে বড় কথা হইল আল্লার কাছে বড পুরস্কার পাইবে।

১৩) শশুর বাড়িতে অত্যন্ত বেশি কথা বলিবে না। যাহাতে সবাই বিরক্ত হইয়া যায়। অত্যন্ত কম কথা বলিবে না। ইহাতে অহংকার প্রকাশ পাইলে। যাহাকিছু বলিবে, খুব বুঝিয়া মিষ্ট ভাষায় বলিবে। কাহারো ঠেশ দিয়া কোন কথা বলিবে না

১৪) সাবধান ! খুব সাবধান ! চাচাত ভাই, মামাত ভাই, খালাত ভাই, ফুফাত ভাইদের সহিত সহজে কথা বলিবেনা। ইহাদের সহিত কথা বলা অত্যন্ত ক্ষতির কারন। বিশেষ করিয়া স্বামীর নিষেধ থাকিলে মোটেই বলিবে না। পর পুরুষ বাড়িতে আসিলে মোটেই কথা বলিবেনা। স্বামী অথবা বাড়িতে কেহ না থাকিলে বাচ্চাদের দ্বারা প্রয়োজন মতো কথা বলিয়া বিদায় করিতে হইবে। বিদেশি মানুষ হইলে বাহিরে রাখিয়া সম্ভব মত যত্ন নিতে হইবে।

১৫) সাধারনতঃ শশুর বাড়ির পরিবেশটা সম্পূর্ণ আলাদা হইয়া থাকে। কারণ, নতুন জায়গা ও সমস্ত নতুন মানুষদের সহিত সম্পর্ক গড়িতে হয়। বলাইবাহুল্য, শশুর বাড়ি হইল একটি পরীক্ষার জায়গা। এখানে সবাই উহার উঠা বসা খাওয়া সর্বদিকে লক্ষ করিবে। কোন কাজে ভুল হইলে সঙ্গে সঙ্গে ধরিবে। এই নতুন পরিবেশে আসিয়া অনেক সময় ভুলভ্রান্ত হইয়া পড়িবে। তাহার জন্য শশুর, শাশুড়ি ইত্যাদিরা বড় ছোট বহুকিছু বলিবে। এই সময় ধৈর্য্য ধারন করিয়া চুপ থাকিতে হইবে। উপরের উপদেশ গুলি যদি কোন নারী পূর্ণভাবে মানিয়া চলে তাহলে ইনশাল্লাহ, সবার প্রিয়া পাত্রী হইয়া সুখে শান্তিতে জীবন ধারন করিতে পারিবে।

# আধুনিক প্রশ্নাবলী

১) রেডিও সেন্টারে কোরান শরিফ পাঠ করিবার জন্য চাকুরীতে নিযুক্ত হইয়া বেতন নেওয়া জায়েজ কিনা ? রেডিওতে সিজদার আয়াত শ্রবন করিলে সিজদা করা অয়াজিব হইবে কিনা? ২) উড়োজাহাজ ও চলন্ত রেলগাড়ী ইত্যাদিতে নামাজ পড়া জায়েজ হইবে কিনা? ৩) মাইকে নামাজ জায়েজ হইবে কিনা? ৪) ফুটবল, ক্রিকেট, তাস ও ক্যারামবোর্ড ইত্যাদি খেলা জায়েজ কিনা? যাহারা এই সমস্ত খেলা করে অথবা দেখে, তাহাদের পশ্চাতে নামাজ হইবে কিনা? ৬) আত্মহত্যা করিলে তাহার জানাজা পরিতে হইবে কিনা? ৭) যে ব্যক্তি অপারেশন করিয়াছে তাহার জানাজা হইবে কিনা? এবং সে ব্যক্তি নামাজে প্রথম লাইনে দাঁড়াইতে পারে কিনা? ৮) বন্দেমাতারম ও ইনকেলাব বলা যাইবে কিনা? ৯) ইন্‌জেকশনের পশু কুরবানী করা যাইবে কিনা? ১০) কোর্ট তালাক জায়েজ কিনা? ১১) মহিলার নেতৃত্ব ইসলাম সমর্থন করে কিনা? ১২) মুসলমান মেয়েরা স্কুল কলেজে পড়িতে পারিবে কিনা? ১৩) টিভি, ভিডিও ইত্যাদি দেখা জায়েজ কিনা? ১৪) সেন্টু, নান্টু, মন্টু, মিনু, টুনু, বুলু ইত্যাদি নাম রাখা অথবা এই প্রকার নাম বলিয়া ডাকা জায়েজ কি না? ১৫) কংগ্রেস, সি, পি, এম ইত্যাদি পার্টিগত ব্যাপারে লড়াই করিয়া যাহারা মরিতেছে তাহারা শহিদ হইবে কিনা ? ১৬) কংগ্রেস, সি, পি, এম ইত্যাদি পার্টির মিটিং-এ কলিকাতায় যাইলে নামাজ কছর পড়িতে হইবে কিনা? ১৭) রোজা অবস্থায় ইন্‌জেকশন করা চলিবে কিনা ? ১৮) ডান হাতে ঘড়ি বাঁধা কি? ১৯) ইসলামে নারী স্বাধীনতা আছে কিনা ? ২০) ইসলামে বরকা প্রথা কেন ?

pdf By Syed Mostafa Sakib



# উত্তরমালা

১) কোরান শরিফ পাঠ করিবার জন্য কোনো সময়ে বেতন নেওয়া জায়েজ নয়। সেন্টারে যাতায়াতের জন্য ও পারিশ্রমিক হিসাবে বেতন নেওয়া জায়েজ হইবে। ২) যেহেতু রেডিওতে কারির তিলাওয়াতের আসল আওয়াজ শোনা যায় না, সেইহেতু সিজদা অয়াজিব হইবে না। চলন্ত রেলগাড়ীতে নামাজ হইবে না। অনুরূপ শুন্যের উপর উড়ো জাহাজে আদৌ নামাজ হইবে না। সিজদার জন্য মাটির সঙ্গে যোগাযোগ থাকা জরুরী। ( বাহারে শরিয়ত ) ৪) মাইকে নামাজ পড়া নাজায়েজ। ইহার বহু কারণ রহিয়াছে। এখানে কয়েকটী সাধারণ কারণ প্রদত্ত হইল ক) ইমামের আওয়াজ মুক্তাদীগণকে মুকাব্বীর দ্বারা শুনানো সুন্নাত। মাইক ব্যবহার করিলে এই সুন্নাতটী মরিয়া যায়। খ) ইমাম অথবা মুক্তাবিরের আওয়াজ শুনিয়া ইমামের অনুকরণ করা অয়াজিব। যে ব্যক্তি ইমামের এক্তেদা করে নাই অর্থাৎ নামাজে অংশ গ্রহণ করে নাই, তাহার অনুকরণ করিলে নামাজ ফাসেদ হইয়া যাইবে। প্রকাশ থাকে যে, মাইক ইমামের মুক্তাদি নয়। অতএব মাইকের শব্দ শুনিয়া ইমামের অনুকরণ করিলে নামাজ হইবে না। গ) মাইক ফেল হইবে না, . ইহার নিশ্চয়তা নাই। বড় জামাতে নামাজ চলা কালীন মাইক ফেল হইয়া গেলে যাহা ঘটিবে তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। ইহাছাড়াও আরো বহু কারণ রহিয়াছে। ভারতবর্ষের উলামায়ে আহলে সুন্নাত সর্বসম্মতিক্রমে মাইকে নামাজ নাজায়েজ বলিয়া ফতওয়া প্রদান করিয়াছেন। ৫) উল্লেখিত খেলাগুলি প্রত্যেকটি ইসলামে অবৈধ হারাম। যাহারা এই সমস্ত খেলা করিয়া থাকে অথবা দেখিয়া থাকে তাহাদের পশ্চাতে নামাজ পড়া মাকরুহ তাহরিমী। ৬) আত্মহত্যা করা গোনাহ কবিরাহ। গোনাহ কবিরাহ করিলে মানুষ কাফের হয় না। অতএব আত্মহত্যা কারীর জানাজা পড়িতেই হইবে। বিনা জানাজায় দফন করিলে মহল্লার সবাই গোনাহগার হইয়া যাইবে। ৭) অপারেশন করা হারাম। উহার জানাজা পড়িতে হইবে। নামাজে প্রথম লাইনে দাঁড়াইতে পারিবে। একাজে তওবা করিতে হইবে। ৮) বন্দেমাতারম বলা হারাম। "ইনকেলাব" আরবী শব্দ। উহাবলায় দোষ নাই। তবে নাস্তিকবাদ কায়েস করিবার জন্য বলা কঠিন হারাম। ৯) ইন্‌জেকশনের পশু কুরবানী করা জায়েজ। ১০) যদি কোর্টে পাত্র তালাক দিয়া থাকে তাহলে তালাক হইবে। অন্যথায় তালাক হইবে না। ১১) ইসলাম মহিলার নেতৃত্ব সমর্থন করে না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন,— যখন নারী হইবে তখন জমিনের পিঠ অপেক্ষা পেট (কবর) উত্তম হইবে। ১২) ইসলাম নারীদের প্রতি পরদা করা ফরজ করিয়াছে। পরদার মধ্যে থাকিয়া সম্ভব হইলে জায়েজ হইবে। বর্তমানে ইহা অতি বিরল। সেইহেতু পার্থিব উন্নতির জন্য পারলৌকিক অবনতির নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারেনা। ১৩) টিভি, ভিডিও ইত্যাদি মূলতঃ হারাম না হইলেও অধিকাংশ সময়ে হারাম কার্য্যে ব্যবহার হইয়া থাকে। তাই উলামা গন হারাম বলিয়াছেন। ১৪) এই প্রকার নাম রাখা ইসলামে হারাম। ১৫) এই সমস্ত পার্টিগত ব্যাপারে লড়াই করিয়া যাহারা মরিয়াছে তাহারা শহিদ হইবে না। ১৬) সাতান্ন মাইলের অধিক রাস্তা অতিক্রম করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইলে নামাজ কছর পড়িতে হইবে। ১৭) ইন্‌জেকশন করিলে রোজার ক্ষতি হইবে না। যদি কোন ইন্‌জেকশনে খাদ্যের কাজ হয় তাহলে নাজায়েজ হইবে। ১৮ যেহেতু ইসলামে প্রত্যেকটি কাজ ডান দিক হইতে আরম্ভ করা সুন্নাত। সেইহেতু ডান হাতে ঘড়ি পরিধান করা সুন্নাত হইবে। ১৯) ইসলাম নারীকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়াছে। তবে বর্তমানে অমুসলিম নারীরা যে স্বাধীনতা গ্রহন করিয়াছে। ইসলামে এইরূপ স্বাধীনতা নাই। প্রয়োজন বোধে এ বিষয়ে আগামী সংখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করিব। ২০) ইসলাম বরকা প্রথা ব্যবস্থা করিয়া নারীর সম্মান প্রদান করিয়াছে। কোরান শরিফ ব্যাতিত কোন কিতাব কাপড়ের জুজদানে রাখা হয় না। অনুরুপ কাবা শরিফ ব্যতিত কোনো মাসজিদকে গেলাফ পরিধান করানো হয় না। ইহা কোরান শরিফ ও কাবা শরিফের সম্মান। অনুরুপ ইসলাম ব্যাতিত অন্য কোন ধর্ম নারীর জন্য বরকার ব্যবস্থা করে নাই। অতএব ইহা নারীর সম্মান ধরিতে হইবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমাম আহমাদ রেজা ( রঃ )

# আবুল কাসেমেই লা-মাজহাবী ঃঃ ২০ রাকা'তেই তারাবীহ

বিগত ১৯৭৭ সালের শিবো ভাগে আমি মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর থানার অন্তরগত ছয়ঘরী আলিয়া মাদ্রাসাতে শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়া কয়েক মাস পরে একখানা বিজ্ঞাপন পাইয়া ছিলাম। যাহাতে ৮ রাকা'ত তারাবীহ সুন্নাত ও ২০ রাকা'ত তারাবীহ ভিত্তিহীন বলা হইয়াছিল। গত ২২-৮-৭৭ সালে আমি একটি বড় বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া ছিলাম। যথাক্রমে বিজ্ঞাপনটির নামছিল সুন্নাতে নবুবী ও ছাহাবী, ২০ রাকা'ত তারাবীহ" ইহার প্রায় ৭ বৎসর পর আমার মাদ্রাসার আলিম ২য় বর্ষের জনৈক লামাজহাবী ছাত্র একখানা পুস্তক আনিয়া দেয়। যথাক্রমে পুস্তকটির নাম "কে লামাজহাবী ? ও কত রাকায়াত তারাবীহ ?" এই পুস্তকটির বিরাট অংশের উত্তর, "আনওয়ারুল হাদিস" এর বঙ্গানুবাদে লিখিয়াছি। দুঃখের বিষয় এই কিতাবখানা আজও ছাপানো সম্ভব হয় নাই। বর্ত্তমান বিশ্বে মুকাল্লেদীন অর্থাৎ হানিফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাজহাবাবলম্বিগণের তুলনায় গায়ের মুকাল্লেদীন ( লামাজহাবী ) গণের সংখ্যা অতিনগণ্য। বলাইবাহুল্য এক মুষ্টির বেশি নয়। ইহারা অত্যন্ত সুবিধা বাদী ও আরামপ্রিয়। ইহারা নিজেদের সুবিধা ও আরামের জন্য জইফের বাহানায় শত শত হাদিসে নবুবী কুরবানী করিতে দ্বিধাবোধ করেনা। প্রকাশ থাকে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের একটি হাদিস সংগ্রহ করিবার জন্য মুহাদ্দেসীনগণ কতই না কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন। শত শত মাইল পায়ে হাঁটিয়া একটি হাদিস সংগ্রহ করিয়াছেন। তবে এটাই অতিসত্য যে, হাদিস গ্রহণ করিবার জন্য যে মুহাদ্দিস যে শর্তাবলী রাখিয়াছেন সেই শর্তানুযায়ী হাদিস না পাইলে তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। ইহাও অতিসত্য যে, প্রত্যেক মুহাদ্দিস একই নিয়মে হাদিস গ্রহণ করেন নাই। ইমাম বোখারী যে হাদিসটি নিজ শর্তানুযায়ী না পাইবার কারণে ত্যাগ করিয়াছেন। অন্য ইমাম ঐ হাদিসটি নিজ শর্তানুযায়ী পাইবার জন্য গ্রহণ করিয়াছেন। যথা,—ইমাম বোখারী তাঁহার বোখারী শরিফকে "হামদে ইলাহী" দ্বারা আরম্ভ করেন নাই। অথচ ইবনে মাজা শরিফে সঠিক সুত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রত্যেকটি কাজ যাহা "হামদেইলাহী" দ্বারা আরম্ভ হয় নাই তাহা অসমপন্ন থাকে। "সিহাহ সিত্তা" অন্বেষণ করিলে বহু হাদিস এমনই পাওয়া যাইবে যাহা ইমাম বোখারী জইফ বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু অন্য ইমাম তাহা সহিহ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এখন ইহা জানিবাব বিষয় যে, মুহাদ্দেসীনগণ সর্ব সম্মতিক্রমে যে হাদিসটি জইফ বলিয়াছেন। ঐ হাদিসটির প্রতি কোনো সময় আমল করা চলিবে কিনা। এ বিষয়ে মুহাদ্দেসীনগণের উক্তি হইল যে, জইফ হাদিস ফাজায়েল, তারগীব, তারহীব ও আমলের জন্য যথেষ্ট। যথা, ইমাম নওবী "আল আজকার" কিতাবের মধ্যে এই রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কোনো ইমাম বা মুহাদ্দিস জইফ হাদিসকে বস্তাপচা বলিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। কেলা-মাজহাবী ?" পুস্তকের ৩৮ পৃষ্ঠায় আবুল কাসেম সাহেব লিখিয়াছেন—"বন্ধু ছামদানী তার ১নং প্রশ্নে এক বস্তাপচা জইফ হাদিস আনায়ণ করে আস্ফালন করে লিখেছেন।" অনুরূপ এই পুস্তকের ৪৮ পৃষ্ঠায় লিখেয়াছেন—"হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত মোসান্নেফে আবু শাইবার সেই বস্তাপচা জইফ হাদিসটি .....

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প বি ত্র জবান হইতে যাহা কিছু বাহির হইয়াছে। তাহা সবই সমান পর্য্যায়ের হাদিস। তবে এই হাদিস গুলি কোনোটি সহিহ সূত্রে পৌছিয়াছে, আবার কোনোটি জইফ ( দুর্বল )

pdf By Syed Mostafa Sakib



সূত্রে পৌছিয়াছে। সহিহ সূত্রে পাওয়া হাদিসটিকে মুহাদ্দেসীনগণ সহিহ ও জইফ সূত্রে পাওয়া হাদিসটির জইফ নাম দিয়াছেন। আবুল কাসেম সাহেব "কে লা-মাজহাবী ?" পুস্তকের ৪৪ পৃষ্ঠায় "হক মিমাংসার" লেখককে কোনো এক প্রসঙ্গে তওবা করিতে বলিয়াছেন। এখন আবুল কাসেম সাহেব শান্ত মস্তিষ্কে গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন যে, জইফ হাদিসকে বস্তা পচা বস্তা পচা বলিয়া নবীর হাদিসের প্রতি কত অভক্তি ও অনিহা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে তাহার তওবা করা অয়াজিব হইয়াছে কিনা ইহা নিজেই বিচার করিয়া দেখিবেন। তবে এই মারাত্মক ভুলটি তাহার বিচারে ধরা পড়িবে বলিয়া আমার মনে হয় না। কারণ হাদিসের প্রতি অভক্তি ও অনিহা প্রকাশ করা এবং জঘন্য ভাষা ব্যবহার করা তাহার সাভাবিক স্বভাব। যথা, তিনি লিখিয়াছেন- ছামদানী সাহেব আরো লিখিয়াছেন "হেহানাফী ভাই সকল, ফারাজীদের জয়ীফ বলায় ভীহ হইবেন না। ওটা ওদের মুখের দুর্গন্ধ ফেনা মাত্র"। সাবাস বন্ধু সাবাস! সত্যই আহলে হাদীসেরা সহী হাদীসের মোকাবালাতে জয়ীফকে মুখের দুর্গন্ধ মনে করেই ফেলে দেয় এবং আপনি তাকে চেটে তুলে নিজের বানাউটি মাযহাব প্রমাণের চেষ্টা করেন কেমন ? সত্য বলতে কি তাকলীদের কালো চশমা খুলে না ফেললে সারা জীবনেই আপনাকে আহলে হাদীদের ফেলে দেওয়া বস্তু চাটতেই হবে। ( কেলা-মাযহাবী ৩৫ পৃঃ )

আমার নিরপেক্ষ পাঠকবৃন্দ, ভাল করিয়া বুঝুন! আমি লা-মাজ হাবীগণের "জইফ বলা" কে তাহাদের মুখের দুর্গন্ধ বলিয়াছি, অর্থাৎ অধিকাংশ সময় লা-মাজ হাবীরা হাদিস তাহাদের মন মত না হইলে "জইফ" বলিয়া থাকে। আমার উক্তিতে কোনো সময় জইফ হাদিসকে মুখের দুর্গন্ধ বলিয়াছি বুঝা যাইতেছে না। কিন্তু আবুল কাসেম সাহেব আমার উক্তিটি গভীর ভাবে অনুধাবন না করিয়া দুইবার সাবাস মারিয়া নিজের সেই পুরাতন স্বভাব প্রকাশ করতঃ জইফ হাদিসকে মুখের দুর্গন্ধ বলিয়াছেন। ইমাম বোখারী হইতে আরম্ভ করিয়া অধিকাংশ মুহাদ্দিস লক্ষাধিক হাদিসের হাফিজ ছিলেন। বহু জইফ হাদিস তাঁহাদের কণ্ঠস্থ ছিল। জইফ হাদিসকে কেহ মুখের দুর্গন্ধ বলিয়া ফেলিয়া দেন নাই। বরং এই জইফ হাদিসগুলি আমলের জন্য যথেষ্ট বলিয়াছেন। পূর্বে আবুল কাসেম সাহেবের উপর বিচারের ভারার্পণ করিয়াছিলাম। এইবার পাঠকবৃন্দ বিচার করিয়া বলুন—তাহাকে তওবা করিতে হইবে কিনা।... তবে একমাত্র ইমানদারের তওবা করিবার তাও ফিক হয়।

আবুল কাসেম সাহেব আমাকে দুইবার সাবাস দিয়াছেন। আমি তাহাকে দশবার সাবাস ও শতবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সত্যই তিনি সত্য কথা বলিয়াছেন। ফুটপাতের হকারদেরন্যায় তাহারা নিজেদেরকে আহলে হাদিস বলিয়া চিৎকার করিয়া থাকা সত্বেও জইফ হাদিসকে দুর্গন্ধ বলিয়া ফেলিয়া দিয়া থাকেন এবং আমি তাহা হাত দিয়া কুড়াইনা বরং জিহ্বা দ্বারা চাটিয়া লই। কিয়ামতের ময়দানে এতটুকু শাফী আমার মুস্তফার শাফায়াত পাইবার জন্য যথেষ্ট মনে করি। আবুল কাসেম সাহেব যদি নিজেকে আহলে হাদিস বলিয়া দাবী না করিয়া কোনো ইমামের তাকলীদের পাওয়ার ওয়ালা চশমাটি চোখে পরিতেন তাহলে জইফ হাদিসের প্রতি তাহার অভক্তি আসিতনা বরং জইফ হাদিস সম্পর্কে মুহাদ্দেসীন গণের অভিমতকি তাহা দেখিতে পাইতেন এবং দুরগন্ধ বলিয়া না ফেলিয়া নিজেই গিলিয়া লইতেন।

বন্ধু হানফি ভাইদের সাথে আমাদের এতটুকুও আদাওয়াতী ( শত্রুতা ) নেই। সকলের সঙ্গেই আমরা বন্ধুর মত মিশি। এটা আপনাদের মত আলেমদের সহ্য হয়না বলে এই সব বিজ্ঞাপন দিয়ে তাঁরাকে বিব্রাক্ত করার চেষ্টা করেন। জেনে রাখুন ইনশা আল্লাহ সত্য একদিন

pdf By Syed Mostafa Sakib



উদঘাটিত হবেই। বহু হানাফি ভাই এমনকি আলেমভায়েরাও আজ কেয়াম, মিলাদ, তাজিয়া ইত্যাদির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। ( কেলা মাযহাবী ৩৫ পৃঃ )

হানিফীদিগের সহিত শত্রুতা রাখেন না ও বন্ধুর মত মিশিয়া থাকেন বলিয়া আবুল কাসেম সাহেব অত্যন্ত উদারতা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বাস্তবে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতে পাইতেছি। বর্তমান বিশ্বে ৯০% মুসলমান মাজহাব অবলম্বী। ইহা অস্বীকার করিবার নয়। আপনাদের জনৈক পূজোনীয় মহান ব্যক্তি "ফি কহে মোহাম্মাদী" কিতাবের প্রথম কলমে হানিফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাজহাব অবলম্বীগণকে মুশরিক বলিয়াছেন। আজও এই অপবিত্র কিতাবখানা আপনাদের ঘরে ঘরে রহিয়াছে। ইহা কি চরম পর্য্যায়ের শত্রুতা নয়? আপনাদের এই ধোকাবাজী, বেইমানী ও মুনাফেকী আমরা সহ্য করিতে পারি না বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে বাধ্য হইয়া থাকি। আর যে সমস্ত আলেমরা কেয়াম, মিলাদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছে ইহারা প্রকৃতপক্ষে হানিফী নয়। বরং আপনাদের সহদর ভাই। মুনাফেকী ভাবে হানিফী সাজিয়াছিল। উলামায়ে আহলে সুন্নাত ইহাদের আসলরূপ জনগণের নিকট উলঙ্গ করিয়া দিয়াছেন। বর্তমানে আপনারা জামা'তে ইসলামের আড়ালে থাকিয়া সাধারণ হানিফীগণকে ধোলা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। জানিয়া রাখিবেন! ইসলামের পাহারাদার ও হানিফী মাজহাবের সীমান্ত রক্ষী সৈন্যবাহিনী উলামায়ে আহলে সুন্নাতগণ আপনাদের প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখিয়াছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন—"বড় দলের অনুস্মরণ করিবে। যাহারা বৃহৎ দলের বাহিরে যাইবে তাহারা জাহান্নামী হইবে।" এই হাদিসটি আমার বিজ্ঞাপনে ছিল। ইহার উত্তরে আবুল কাসেম সাহেব লিখিয়াছেন—"তুলনা মূলকভাবে দেওবন্দীদের চাইতে বেরেলবীরা সংখ্যায় অনেক বেশী। এই সওয়াদে আ'জম ( বৃহৎ ) দলের নেতা শাহ আহমাদ রেযা খাঁ হজরত মাওলানা আশরাফ আলী থানুবী ( রঃ ) মাওলানা রাশিদ আহমাদ গাঙ্গোহী ( রঃ ) মাওলানা কাশেম নানওয়াতুবী ( রঃ ) মাওলানা খলিল আহমাদ শাহরানপুরী ( রঃ ) ইত্যাদি খ্যাতনামা দেওবন্দী ওলামায়ে কেরামের উপরে কুফরীর ফোতওয়া দিয়াছিলেন এবং মক্কা ও মদিনা শরিফের ওলামায়ে কেরামদেরকে ভুল বুঝিয়ে তাঁদের কাছ হতেও কুফরীর ফোতওয়া আদায় করে তা মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করেন ( ষষ্টবর্ষ ২২ সংখ্যা সাপ্তাহিক মিযান দ্রষ্টব্য ) বন্ধুদ্বয়কে এবারে জিজ্ঞাসা করি যে এই সাওয়াদে আজমের ( বৃহৎ দলের ) নেতা শাহ আহমাদ রেযা খাঁর অনুসরণ করে আপনারাও উক্ত জালীলুল এদির ওলামাদেরকে কাফের বলবেন কি? যদি না বলেন তবে এই বড় দলের নেতাকে এই জঘন্য ফোতয়া দানের জন্য কি বলা উচিত দয়া করে বলবেন কি?" ( কেলা মাযহাবী ২৫ পৃঃ )

আবুল কাসেম সাহেব আমাকে দেওবন্দী মনে করত যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহাতে তিনি চরমভাবে ঠোক্কর খাইয়াছেন। তিনি আমাকে দেওবন্দী ধারণায় এম করত তীর ছুড়িয়াছেন। কিন্তু তাহার লক্ষভ্রষ্ট হইয়াছে। আমি যে খাঁটি বেরেলবী ও ইমাম আহমাদ রেজা রদিয়াল্লাহু আনহুর পূর্ণ পদাংক অনুসরন কারী তাহা তিনি আদৌ জানিতেন না। তাই আশরাফ আলী থানুবী ও রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী প্রমুখ দেওবন্দীকে কাফের বলিব কিনা জানিতে চাহিয়াছেন। ইহার উত্তর দেওয়ার আদৌ প্রয়োজন মনে করছিনা। কারন বর্তমান সংখাটি আদ্য পান্ত পাঠ করিলে এই প্রশ্ন গুলির উত্তর তিনি নিজেই পাইয়া যাইবেন। "কেলা মাথ হাবী" পুস্তক খানি লিখিয়া আবুল কাসেম সাহেব লামায হাবীদের জিম্মাদার আলেম হইবার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু শরিয়তের একটি মৌলিক মসলাকে তদন্ত না করিয়া মীযানের ন্যায় একটি গোমরাহী কাগজের ভুয়ো সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া ইমাম আহমাদ রেজার ন্যায় একজন মহান মুজাদ্দিদকে দোষারোপ করিয়াছেন। কেবল তাই নয়, তাহার উক্তিতে এটাই প্রমান হয় যে, মক্কা মদিনা শরিফের মহান মুফতীগন আবুল কাসেম সাহেবের ন্যায় জিম্মাদার আলেম ছিলেননা। তাই তাঁহারা ইমাম আহমাদ রেজার ভুল বুঝানোয় আশরাফ আলী থানুবী, রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী ইত্যাদিগনের কাফের বলিয়া ফতওয়া দিয়াছিলেন। আবুল কাসেম সাহেব যদি প্রকৃতই মুসলমান হন তাহলে এই ফতওয়াটি অবশ্যই যাচাই করিবেন। তবে তাহার

pdf By Syed Mostafa Sakib



লেখনীর ভঙ্গিমায় বুঝা গিয়াছে যে, ধর্ম্মীয় দিকদিয়া তিনি আশরাফ আলী থানুবী, রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী তথা দেওবন্দীদের ঘনিষ্ট আত্মীয়। সেইহেতু আশরাফ আলী ইত্যাদির নামের পর "(রঃ)" লিখিয়াছেন। কেবল তাই নয় ইমাম আহমাদ রেজাকে কি করিতে হইবে তাহার বিচারও চাহিয়াছেন। ইমাম আহমাদ রেজার বিচার চাহিয়া নিজেই ইসলামের আদালতে আসামী হইয়া গিয়াছেন। দেওবন্দীদের বাঁচাইতে গিয়া নিজের বাঁচা মুশকিল হইয়া পড়িয়াছে। বহুদিন পর আদালতে ইসলামীর কাট গোড়াতে আপনাকে পাওয়া গিয়াছে। "জইফ হাদিস"কে বস্তাপচা ও মুখের দুর্গন্ধ ফেনা ইত্যাদি বলা আজই সবগুলির বিচার হইয়া যাইবে। শরিয়তের আদালত অত্যন্ত সূক্ষ্ম। এই আদালতে কোন প্রকার অন্যায়ের পক্ষপাত চলেনা। আশরাফ আলী থানুবী, রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী, কাসেম নানুতবী ও খলিল আহমাদ আম্বেহাটী এই আদালতের সুবিচারে কাফের হইয়া গিয়াছে। এই বিচারে একটি ধারা ইহাইছিল—"যাহারা ইহাদের কাফের বলিতে ও জাহান্নাম বাসী হইতে সন্দেহ করিবে তাহারাও কাফের হইবে।" এতদ সত্বেপ মাওলানা আবুল ওফা শাজাহান পুরী ও আব্দুশ শুকুর কাকুরুবী ইহাদের বাঁচাইতে গিয়া কুফরের ফাঁস গলায় পরিয়া ছিল। আপনিও অগ্রপশ্চাত চিন্তা না করিয়া উড়ো পতঙ্গের ন্যায় কুফরের অগ্নিকুণ্ডে ঝাপ-দিয়া নিজের আখেরাত বর্বাদ করিয়াছেন। যতক্ষন পর্যন্ত আপনি নতুনভাবে কালেমা পাঠ না করিবেন। ততক্ষন পর্যত ইসলামের কোন বিষয়ে আলোচনা করিবার আইনতঃ অধিকার নাই।

# আমি মোবাহালা চাই

প্রায় এক শতাব্দি হইতে চলিল উলামায়ে দেওবন্দ মুসলিম জাহানে কাফের বলিয়া কলঙ্ক হইয়া রহিয়াছে। এই কুফরের কলঙ্ক ছুছিবার জন্য ইহারা বহু চক্রান্ত করিয়াছে। যথা,—"আলমুহান্নাদ", "আসসিহাবুস্ সাকিব" ইত্যাদি মিথ্যা পুস্তক প্রনয়ন করিয়াছে এবং মিথ্যা অভিযোগকরত কোর্টে মকদ্দমাও করিয়াছে। কিন্তু এই দাজ্জাল দেবসমূহ চক্রান্ত বালির বাঁধের ন্যায় ভাঙিয়া গিয়াছে। ইহারা নিজেদের কুফরের কালিমা মুছিতে আদৌ সক্ষম হয়নাই।

বর্তমানে ইহারা সুন্নী মুসলমানদিগকে ধোকা দেওয়ার ঘৃন্য উদ্দেশ্যে একটি মিথ্যা চ্যালেঞ্জ পত্র প্রচার করিয়াছে। যথাক্রমে চ্যালেঞ্জ পত্রটির নাম হইল মোবাহালা বা হক্ক ও বাতেল নির্ণয়ে খোদায়ী ফায়সালা গ্রহণের চ্যালেঞ্জ।

চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন আমীর আলী, পোঃ বক্স নং-৭০৬ মদিনা মোনাওয়ারা, সউদি আরব।

চ্যালেঞ্জ পত্রে লেখা আছে,—আমি দেওবন্দের আলেম বুজুর্গদের নগন্য খাদেম। আমি ইহাদের বড় বড় ওলী আল্লাহ বলেও বিশ্বাস করি। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার ডার্বান শহরের বেরেলী পন্থী শাহ আহমাদ নুরানী ও তাঁর দলবলেরা দেওবন্দের বুজুর্গদের কাফের বলিয়া মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতেছেন। সেইহেতু আমি সারা দুনইয়াকে মোবাহালা করিবার চ্যালেঞ্জ জানাইতেছি,—আপনারা আমার সহিত আসুন! দেওবন্দী বুজুর্গদের কবরে যাইব। আমি দোওয়া করিতে থাকিব। আপনারা আমিন আমিন করিতে থাকিবেন। ইহাদের কবর হইতে জিকিরের শব্দ শোনা যাইবে এবং আতর গোলাপের সুগন্ধি বাহির হইবে। অতঃপর বেরেলী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মৌলবী আহমাদ রেজা খান সাহেবের কবরে যইব। তাহার কবর হইতে বিভৎস আওয়াজ ও দুর্গন্ধ বাহির হইবে। যদি এইরূপ না হয় তাহা হইলে আমাকে গুলি করা হউক।

( সারাংশ )

উলামায়ে দেওবন্দের উচিৎ ছিল—এইরূপ জঘন্য চক্রান্তে লিপ্ত থাকিয়া "হিফজুল ইমান" কিতাবখানি আশরাফ আলী থানুবীর কবরের পার্শ্বে দফন করিয়া দেওয়া, "তাহজিরুন্নাস"

pdf By Syed Mostafa Sakib



কিতাবখানি কাশেম নানুতুবীর কবরের পার্শ্বে সমাধি করিয়া দেওয়া, "বারাহিনে কাতিয়া" কিতাবখানি খলিল আহমাদ আম্বেহাটী অথবা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহীর কবরের পার্শ্বে পুঁতিয়া দেওয়া অথবা পাক ভারত উপ-মহাদেশের মুসলমান-দিগকে জানাইয়া এই অপবিত্র জঘন্য কিতাবগুলি কোনো চৌরঙ্গীতে পুড়াইয়া দেওয়া এবং সেই সঙ্গেই তওবানামা প্রচার করা.....আল্লাহ তায়ালা যাহাদের অন্তরে কুফরের মোহর মারিয়া দিয়াছেন তাহাদের কোনো দিন তওবা করিবার তাওফিক হইবে না।

উলামায়ে দেওবন্দের পৃষ্ঠপোষাক, দালাল ও ভণ্ড আলীর আলি সাহেবের মোবাহালার ফাঁকা আওয়াজ ও ভুয়া চ্যালেঞ্জ দেওবন্দীদের জন্য কত বড় লজ্জাকর বিষয় তাহা তাহারা আদৌ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। যাইহোক, এবিষয়ে কথা না বাড়াইয়া আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি উলামায়ে দেওবন্দ যদি প্রকৃতপক্ষে সৎ সাহস লইয়া মোবাহালা করিবার চ্যালেঞ্জ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ইমাম আহমাদ রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর রওজা শরিফে আসিবার দিন ও সময় ধার্য করিয়া তিন মাস পূর্বে আমাকে জানানো হউক—আমি "মোবাহালা' চাই।

# বালাকোট খন্‌ডনে এক কলম

"অভিশপ্ত মযহব" এর লেখক, আমার ভক্তি ভাজন শ্রদ্ধেয় মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম কাদেরী সাহেব প্রায় মাঝে মধ্যে আমাকে বলেন,—আপনি "রক্তে রাঙা বালাকোট" পুস্তকটি সংগ্রহ করুন। শুনা যাইতেছে যে, এই পুস্তকে উলামায়ে আহলে সুন্নাতের প্রতি অত্যন্ত দোষারোপ করা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ব্রিটিশের দালাল বলা হইয়াছে"।

"চোরের মার লম্বা গলা" এই সাধারণ প্রবাদ বাক্যটি স্মরণ করতঃ রবিউল ইসলাম সাহেবের কথার খুব একটা গুরুত্ব দিতাম না। কিন্তু গত ২৬শে জানুয়ারী আমার গ্রামের কয়েকজন ছেলের নিকট হইতে শুনিলাম যে, এপর্যন্ত "রক্তে রাঙা বালাকোট" কেহ খণ্ডন করিতে পারে নাই বলিয়া লেখক বাহবা নিয়াছেন। ২৭শে জানুয়ারী মৌলবী মুহাম্মদ মইনুদ্দিনকে পুস্তক খানার জন্য মগরা হাটে পাঠাইয়া মাত্র ২য় খণ্ডটি পাইলাম। পুস্তকটি ঘন্টা খানেক নাড়াচাড়া করিয়া বুঝিলাম যে, উলামায়ে আহলে সুন্নাতের সমালোচনা যাহা কিছুই ১ম খণ্ডে আছে।

এদিকে "ইমাম আহমাদ রেজা" ১ম সংখ্যার পাণ্ডুলিপি শেষ হইয়া প্রেসে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সময়ের অভাব ও কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকা সত্বেও কয়েক স্থানের কমপক্ষে সংক্ষিপ্ত জবাব দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন বোধ করিয়া আবার কলম ধরিতে বাধ্য হইলাম।

বালাকোটের দ্বিতীয় খণ্ডে ২২০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"ভারতীয় বেদআতী দলের নেতা আহমাদ রেজাখান বেরেলবী সাহেব তাঁহার ( সাইয়েদ আহমদের ) বিরুদ্ধে কটুক্তি করিয়াছেন"

জানি না! ইমাম আহমাদ রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কোন্ কাজগুলি লেখকের বিবেকে বিদআত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। যাহার কারণে তিনি বিদ আতের মূলোৎপাটনকারী আরব ও আজমের সর্ব্বসম্মতিক্রমে যুগো মুজাদ্দিদ ইমাম আহমাদ-রেজা খানের ন্যায় একজন মহান ব্যক্তিকে বিদ আতী নয় বিদ আতীদিগের নেতা বলিতে সাহস পাইয়াছেন। উলামায়ে আহলে সুন্নাত সবসময় চ্যালেঞ্জ করিয়া থাকেন যে, দেওবন্দীরা

pdf By Syed Mostafa Sakib



শিরক ও বেদআতের অর্থ জানে না। তাই তাহারা শির্ক ও বেদআতের এমন সংজ্ঞা দিয়া থাকে যে, ঐ সংজ্ঞানুযায়ী প্রথমে নিজেরাই মুশরিক ও বেদআতী হইয়া যায়।

আমি চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিতেছি—সাইয়েদ আহমাদ খাঁন সম্পর্কে ইমাম আহমাদ রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহু যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা আদৌ কটুক্তি নয় বরং অতি সত্য ও ন্যায় সঙ্গত। কিন্তু লেখকের মধ্যে সত্য জিনিষ মানিবার মানষিকতা না থাকিবার কারণে ইমাম আহমাদ রেজাকে বেদআতী দলের নেতা বলিয়াছেন। উলামায়ে দেওবন্দের অন্যতম বুজর্গ মৌলবী আবদুল হক সাহেব সাইয়েদ আহমাদ খান সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করিয়াছেন—"সাইয়েদ আহমাদ খান প্রথম জীবনে মৌলবী মাকছুছুল্লার স্পর্শে আসিয়া সামান্য আরবী গ্রামার ও ঝাড়ফুক এবং তাবিজ দেওয়া শিখিয়াছিলেন। এই ব্যবসা যখন চলিল না তখন ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে হাত মিলাইয়া উচ্চাসন লাভ করিয়াছিলেন এবং পাকা ওহাবী হইয়া গিয়াছিলেন।" ( তফসীরে হাক্কানী ১১২ পৃঃ ) বালাকোটের লেখকের উচিত আবদুল হক হাক্কানীকে ভারতীয় মুশরিকদিগের নেতা বলা। কিন্তু তিনি হাক্কানী সাহেবের উক্তিকে সহজে হজম করিয়াছেন।

বালাকোট ২য় খঃ ২২০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"অতএব আহমাদ রেজা খান সাহেব এবং বেরেলবী জামাতকে চিনুন।"

জগৎ ইমাম আহমাদ রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং বেরেলবী জামাতকে যথেষ্ট চিনিয়াছেন বলিয়া মক্কা ও মদিনা শরিফের চার মাজহাবের মহামান্য মুফতীগণ তাঁহাকে যুগো মুজাদ্দিদ, ইমামুল আইম্মা, খাতেমা তুল মুহাক্কেকিন, শাইখুল ইসলাম অল মুসলেমিন ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। ( হোসামুল হারামাইন ) তাই কাহারো নির্দেশ না দিয়া উদার মানসিকতা নিয়ে নিরপেক্ষ ভূমিকা অবলম্বন করতঃ ইমানী দৃষ্টিতে লেখক নিজে চিনিবার চেষ্টা করিলে ভাল হইত।

ইহার পর লিখিয়াছেন—"বঙ্গ গৌরব আলেম মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব আহমাদ রেজা খাঁ সাহেব এবং তাঁহার শিষ্যদের উচ্ছসিত প্রশংসা করিয়াছেন। ইহা তাঁহার মারাত্মক ভুল হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার ভক্তগণ বলে যে, মাওলানা রুহুল আমিন সাহেবের কোন ভুল হইতে পারে না বা হয় নাই। তাহা হইলে তিনি কি নবী ছিলেন?" ( বালাকোট ২২০ পৃঃ ২য় খঃ )

এশিয়া মহাদেশের খ্যাতনামা আলেম ইমাম আহমাদ রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর খোদা প্রদত্ত ইলমী লিয়াকত ও জ্ঞান ভাণ্ডার দেখিয়া মক্কা ও মদিনা শরিফের মহামান্য মুফতী ও মাশাইখগণ তাঁহাকে ইমামুল আইম্মা, খাতিমাতুল মুহাক্কেকীন, শাইখুল ইসলাম অল মুসলিমীন, যুগো মুজাদ্দিদ ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। বলাই বাহুল্য, মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব ইমাম আহমাদ রেজাকে প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বালাকোটের লেখক ইহাকে "মারাত্মক ভুল" বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, মক্কা ও মদিনা শরিফের চার মাজহাবের মহামান্য মুফতী গণ আশরাফ আলী থানুবী, রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী, খলিল আহমাদ আম্বেহাটী ও দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা কাসেম নানুতবীকে কাফের মুর্তাদ বলিয়া ফতওয়া প্রদান করিয়াছেন। এই মহান ফতওয়ার আরো একটি অংশ হইল যে, ইহাদের কাফের বলিতে ও জাহান্নাম বাসী হইতে যাহারা সন্দেহ করিবে তাহারাও কাফের হইবে।

ভারতবর্ষের ২৬৮ জন বিজ্ঞ আলেমও এই মহান ফতওয়াটিকে সমর্থন করিয়াছেন। কোর্ট কাছারী হইতেও ইহারা কাফের প্রমাণিত হইয়াছে। রুহুল আমিন সাহেব ১৩২২ সালে ইসলাম দর্শন পত্রিকা ফাল্গুনের ২য় সংখ্যায় দেওবন্দীদিগকে ঘোর ধর্মদ্রোহী অহাবী বলিয়াছেন। এবং ফতওয়ায় আমিনিয়া ৪র্থ খঃ ৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"মাওলানা আশরাফ আলী থানুবী সাহেব হেফজোল ইমানের ৮ পৃষ্ঠায় জয়েদ, ওমর বালক, উন্মাদ পশু ও চতুষ্পদের এলমের সহিত হজরত নবী ( ছাঃ ) এর এলোমর তুলনা দিয়াছেন। মাওলানা রশিদ

pdf By Syed Mostafa Sakib



আহমাদ গাঙ্গুহী সাহেব ফাতাওয়ায় মিলাদ শরিফের ১৩ পৃষ্ঠায় "নবী ( ছাঃ ) এর মিলাদ শরিফকে হিন্দুদের শ্রীকৃষ্ণের সং করার সহিত তুলনা দিয়াছেন। মাওলানা খলিল আহমাদ সাহেব বারাহিনে কাতেয়ার ৫১ পৃষ্ঠায় শয়তানের এলম নবী ( ছাঃ ) এর এলম অপেক্ষা অধিকতর বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ আরো কতিপয় মছলাতে তাহারা ছুন্নইয়ার বিরাট ছুন্নী আলেমদের বিপরীত মত ধারণ করিয়াছেন। এজন্য হিন্দুস্থানের আলেমরা তাহাদের উপর কাফেরী ফতওয়া দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।" কেবল ইহাই নয়, রুহুল আমিন সাহেব "কিশোরগঞ্জের কিয়ামের বাহাস" নামক পুস্তকে আশরাফ আলী থানুবীকে স্বয়ং কাফের বলিয়াছেন। এতদ সত্বেও তিনি ফতওয়ায় আমিনিয়াতে দেওবন্দীগণকে আহলে সুন্নাত বলিয়াছেন। ইহা রুহুল আমিন সাহেবের "চরম পর্যায়ের মারাত্মক ভুল" হইয়াছে।

বালাকোটের লেখক রুহুল আমিন সাহেবের 'মারাত্মক ভুল'টি ধরিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার "চরম পর্যায়ের মারাত্মক ভুল'টি ধরিতে সক্ষম হন নাই। বালাকোটের লেখক রুহুল আমিন সাহেবের এই চরম পর্যায়ের মারাত্মক ভুলটি মনেপ্রাণে সমর্থন করিলেও মৌখিক স্বীকার করিবেন না। কারণ, মানিয়া নিলে দেওবন্দী জগতে ভূমিকম্প আরম্ভ হইয়া যাইবে। যাহার মধ্যে চরম পর্যায়ের মারাত্মক ভুলটি সমর্থন করিবার উদার মানসিকতা নাই তাহার পক্ষে মারাত্মক ভুলটি ধরিয়া অভিনয় করা আদৌ উচিত হয় নাই।

রুহুল আমিন সাহেব নবী ছিলেন কি না? ফুরফুরা পন্থীগণের নিকট জানিতে চাওয়া মানেই অভিনয় করা। কারণ, লেখক নিজেই দাবী করিয়াছেন যে, রুহুল আমিন সাহেব তথা ফুরফুরাবীরা দেওবন্দী খান্দানের মানুষ। আমরাও তাহা স্বীকার করি। লেখকের এক বন্ধুবর "কেয়াম প্রসঙ্গ" পুস্তকে প্রমাণও করিয়া দিয়াছেন।

আমিও নকশাটি নিয়ে দিলাম। দেওবন্দী ফুরফুরাপন্থী-দের শাজারা

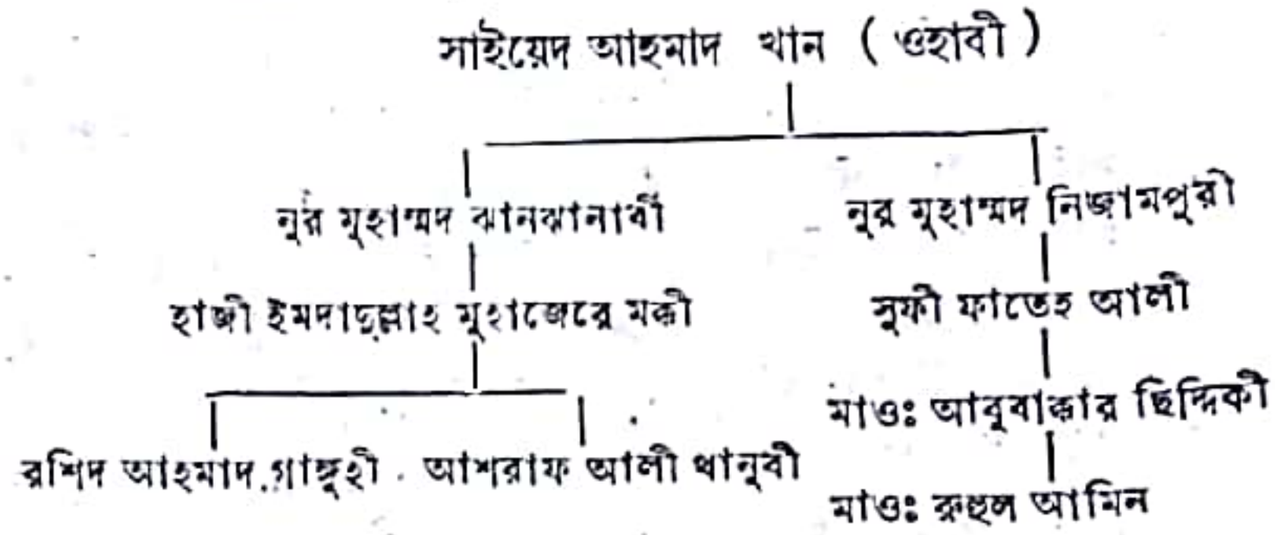


বালাকোটের লেখক খাঁটি দেওবন্দী। ইহাতে কাহারো সন্দেহ নাই। আমি খাঁটি বেরেলবী। ইহাতে কেহ যেন সন্দেহ না করেন। দেওবন্দী পক্ষ হইতে বালাকোটের লেখক মাওলানা রুহুল আমিন সাহেবের "মারাত্মক ভুল" ধরিয়াছেন। বেরেলবী পক্ষ হইতে আমি "চরম পর্য্যায়ের মারাত্মক ভুল" ধরিয়াছি। এখন নৈতিকতার দিকদিয়া মাওলানা আবুজাফর ছিদ্দিকী সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া ফুরফুরা পন্থী আলেমগণ বিশেষ করিয়া যাহারা রুহুল আমিন সাহেবের খলিফা বলিয়া দাবী করিতেছেন তাহারা চিন্তা ভাবনা করিয়া দেখুন! বেরেলবী ও দেওবন্দী উভয় পক্ষকে সঠিক উত্তর দিয়া রুহুল আমিন সাহেবের ভুল হয় নাই বলিয়া প্রমান করিতে পারিবেন কিনা!

আমার অভিজ্ঞতায় বলিতেছি,—ফুরফুরা পন্থী আলেমগণ ইহার উত্তর দিবেন না। কারণ, ইতিপূর্বে মাওলানা আবুতাহের ওলি উল্লাহ পটাশ পুরী "কে ইমানদার"? পুস্তকে লিখিয়াছেন,—"ওয়াহাবী সম্প্রদায় আহলে সুন্নাত ওল জমা-আতের প্রকাশ্য শত্রু, তাই সুন্নী মুসলমানগণ যেন তাহাদের নিকট হইতে দুরে থাকেন। আবার ঐ সম্প্রদায় সুন্নী মুসলমান দিগকে নিজ কবলে আনিবার জন্য বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইতে লাগিল। তন্মধ্যে কাদয়ানী, চকড়ালোবী, নেচরী, জামায়াতে ইসলামী, তাবলিগী জামায়াত, জামিআতে ওলামায়ে হিন্দ, হেজবুল্লা প্রভৃতি দল উল্লেখযোগ্য। পটাশ পুরী সাহেব অত্যন্ত শান্ত মস্তিষ্কে গভীর চিন্তা করিবার পর হেজবুল্লা (ফুরফুরা পন্থী) কে বাতিল ফিরকা গুলির অন্তর ভুক্ত করিয়াছেন। এক যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এখনো পর্যন্ত ফুরফুরাবীদের ইহার প্রতিবাদ করিবার সময় হয়

pdf By Syed Mostafa Sakib



নাই। পটাশপুরী সাহেবের প্রতি ইহারা চরম ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। যাহার কারনে সৈয়দ মুহাম্মাদ মোহসিন্ আলী আলহোসাইনী (বং) ফুরফুরার আব্দুল হাই ছিদ্দিকী ও পিয়ার ডাঙ্গার মাওলানা আহমাদুল্লাহ সাহেবকে প্রশ্ন করিয়াছেন। যাহা "কে ইমানদার" পুস্তকের শেষাংশে লিপিবদ্ধ আছে। মাওলানা আব্দুল হাইছিদ্দিকী সাহেব ইহার জবাব না দিয়া ইন্তেকাল করিয়াছেন এবং আহমাদুল্লাহ সাহেব এযাবৎ জবাব সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। ফুরফুরা-বীদের নিকট হইতে আমাদের প্রশ্নের জবাব পাইবার আশাকরা অত্যন্ত দুরাশা। মাওলানা আবুজাফর ছিদ্দিকী সাহেব বর্তমানে ফুরফুরা সিলসিলার কর্ণধার ও লেখক। আমার মনে হয় লম্বা-টুপি, গোলটুপি ও আজানের পর হাত উঠাই দোওয়া করা ইত্যাদি বিষয় পুস্তক প্রনয়নে সময় ব্যয় না করিয়া বর্তমান মৌলিক বিষয়ের সমস্যা গুলি সমাধান করিয়া গেলে ভবিষ্যতে ফুরফুরা পন্থী হারা হইত না। লেখক বালাকোটের ২য় খঃ ২৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—বেরেলবী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা আহমদ রেজা খান সাহেব তাঁহার 'আল আমনো ওয়াল উলা' কেতাবের ২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, "নিজেকে নবীর বান্দা বলা শেরক নয়।"

লেখকের ধারণায় "নবীর বান্দা" বলা শিরক। এখানে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। কারণ, প্রেসের কাজ প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। পাঠকবৃন্দ, একবার দেখুন! লেখকের শিরকের তলোয়ারে তাঁহার দেওবন্দী বুজর্গেরা কেমন কতল হইতেছে। যথা, রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী সাহেব "ফতওয়ায় রাশদীয়া"তে লিখিয়াছেন—"যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ পীরের বান্দা না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত কামেল হইতে পারিবে না।" দেওবন্দীদের শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব "মর্সিয়ায়ে গাঙ্গুহী" কিতাবে রশিদ আহমাদের মুরদিগণকে "রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহীর বান্দা" বলিয়াছেন। হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব ও মাওলানা আশরাফ আলী থানুবী সাহেব "ইমদাদুল মুস্তাক" কিতাবে নবীর বান্দা বলা জায়েজ বলিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ রেজার ঈমানী উলঙ্গ তলোয়ারের মুকাবিলা করিতে দেওবন্দী জগৎ হার মানিয়াছে। সম্ভবতঃ লেখক ইমাম রেজার সেই ঈমানী উলঙ্গ তলোয়ারটি "শামশীরে রব্বানী" কিতাবের প্রথম পৃষ্ঠায় দেখেন নাই। তাই বাহাদুরী করতঃ ইমাম রেজার দিকে শিরকের তলোয়ার চালাইয়াছেন। কিন্তু লেখকের শির্কের তলোয়ারে কতল হইয়া তাঁহার চারজন মহান ধর্মগুরু যথা, হাজী ইমদাদুল্লাহ, রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী, মাহমুদুল হাসান ও আশরাফ আলী থানুবী। বালাকোটের লেখক যেন অতি সত্বর এই চারজনের কাফন দাফনের ব্যবস্থা করেন।

বালাকোটের লেখক বলিয়াছেন—"আহমদ রেজা খান সাহেব এবং বেরেলবী জামাত.....ইসমাইল শহিদ কে দোষারোপ করিয়া থাকে। যেহেতু তিনি তাকবিয়াতুল ঈমান' কিতাব লিখিয়া ভারতবর্ষে শেরক বেদয়াত প্রতিরোধ করিয়াছেন। আর বেরেলবী জামাত হইল শেরক বেদয়াতের পৃষ্ঠপোষক বা মা বাপ।" (বালাঃ ২য় খঃ ২৪৪ পৃঃ)

আমার নিরপেক্ষ পাঠকবৃন্দ! একটু আগেই আপনারা দেখিয়াছেন যে, বালাকোটের লেখক শির্কের তলোয়ার নিয়া ইমাম আহমাদ রেজাকে আক্রমণ করিতে গিয়া নিজের চারজন বুজর্গকে কতল করিয়া ফেলিয়াছেন। এখনো পর্যন্ত তাহাদের সমাধি করিতে পারেন নাই। আবার ইমাম আহমাদ রেজাও বেরেলবী জামাতের দিকে ইসমাইল দেহলবীর শিরকের তলোয়ার ও বেদয়াতের তীর চালাইয়াছেন। এই সেই ব্রিটিশ সরকারের নিমক হালাল দালাল ইসমাইল দেহলবী, যাহার দালালি চরিত্র 'ঐতিহাসিক মামলায়' নিরূপণ করিয়াছেন। এখন পাঠকবৃন্দকে দেখাইয়া দিব ইসমাইল সাহেবের শিরকের তলোয়ারে ও বেদয়াতের তীরে দেওবন্দী জগতে কত আহত নিহত হইয়াছে। ইসমাইল দেহলবী সাহেব "তাকবিয়াতুল ঈমান" কিতাবে লিখিয়াছেন—আলী বক্স, নবী বক্স, পীর বক্স, গোলাম মহিউদ্দিন, গোলাম মুইনুদ্দিন নাম রাখা শিরক। এই ইসমাইলী তলোয়ারে বালাকোটের লেখকের মহান ধর্মগুরু রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহীর পিতা ও মাতার বংশ কেমন করিয়া ধ্বংস হইতেছে দেখুন! রশিদ আহমাদ-পুত্র হিদায়েত আহমাদ, পুত্র পীর বক্স, পুত্র গোলামহাসান, পুত্র গোলাম আলী, রশিদ আহমাদ পুত্র কারিমুন্নেসা, কন্যা ফরিদ বক্স, পুত্র কাদের বক্স, পুত্র মোহাম্মদ সালেহ, পুত্র গোলাম মুহাম্মদী। ইসমাইল সাহেবের

pdf By Syed Mostafa Sakib



শিকের তলোয়ারে লেখকের ধর্মগুরু গাঙ্গহী সাহেবের পিতা মাতার বংশে কয়জন নিহত হইল আমি বলিয়া যাই আর তিনি আব্দুল গুনিতে থাকেন। পিতার বংশে – পীর বক্স, গোলাম হাসান, গোলাম আলী। মাতার বংশে—ফরিদ বক্স, কাদের বক্স, গোলাম মুহাম্মদী। মোট কয়জন হইল ? এই মুশরিক খান্দানে গাঙ্গুহী সাহেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যাইহোক উপরের চারজন আর এখন পাওয়া গেল ছয়জন। আপাতত লেখকের উপর এই দশ জনের কাফন দাফনের দায়িত্ব থাকিল।

ইসমাইল দেহলবী সাহেব লিখিয়াছেন – "কবরে নাম, ধাম ও সাল ইত্যাদি লেখা বেদয়াত"। (তাকবিয়াতুল ইমান) দেহলবী সাহেবের এই বেদয়াতের তীর সুদূর দিল্লী হইতে মগরা হাটে আব্দুল হক সাহেবের কবরের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে, যাহা আমি কয়েক বৎসর পূর্বে দেখিয়াছি। বালাকোটের লেখক বর্তমানে মগরাহাটের সন্নিকটে থাকেন। প্রায় মাঝে মধ্যে মগরাহাটে যাতায়াত করেন শুনতে পাই। জানিনা আব্দুল হক সাহেবের কবরের উপর থেকে বেদয়াতের তীরটা সরাইয়াছেন কিনা।

ইসমাইল দেহলবী সাহেব লিখিয়াছেন—"কাহারো বেশি প্রশংসা করা ইহুদী ও নাছারাদিগের তরিকা"। (তাকবীয়া তুলঈমান মা' তাজকিরুল ইখওয়ান) নিরপেক্ষ পাঠক বৃন্দ! আর সামান্য ধৈর্য্য ধারন করিয়া দেওবন্দী জগতের কিছু ইহুদী ও নাছারানী কে চিনিয়া নিন। "ঐতিহাসিক মামলা" হইতে আপনারা অবগত হইয়াছেন যে, দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা কাসেম নানুতুবী সাহেব একজন খ্যাতনামা কাফের ছিলেন। কিন্তু দেওবন্দীরা এই ঘৃনামধন্য কাফের কে সীমাহীন প্রশংসা করতঃ আল্লার দরবারের ফিরিস্তা বলিয় দিয়াছে। যথা—রফিউদ্দিন সাহেব বলিয়াছেন— আমি কাসেম নানুতুবীর খিদমাতে পঁচিশ বৎসর যাতায়াত করিয়াছি কোন সময় বিনা অজুতে যাই নাই। তিনি আল্লার নিকটস্থ ফিরিস্তা ছিলেন, যাহাকে মানুষের মধ্যে প্রকাশ করা হইয়াছে। (আরওয়াহে সালাসা) দেওবন্দী সাহেবের থিউরী অনুযায়ী দেওবন্দী জগৎ ইহুদী ও নাছরানী হইয়া গেল। পাঠকবৃন্দ! আপনারা বালাকোটের লেখক কে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বিদায় নিতে পারেন—তিনি ইহুদী না, নাছরানী? লেখক বলিয়াছেন—"তাকবীয়াতুল ঈমান" লিখিবার কারণে আহমাদ রেজা খান এবং বেরেলবী জামাত ইসমাইল দেহলবী সাহেবকে দোষারোপ করিয়া থাকে। বেরেলবীরা হইল শেরক বেদয়াতের বাপ, মা। "শামশীরে রব্বানী" কিতাবের ১ম পৃষ্ঠায় ইমাম রেজার উলঙ্গ তলোয়ার, "আস্সাওয়ারেমুল হিন্দিয়া" কিতাবের ১ম পৃষ্ঠায় আল্লামা হাশমাত আলী লাখনুবীর উলঙ্গ তলোয়ার ও "কাহরে আসমানী" কিতাবে আল্লামা মুশ্তাক আহমাদ নিজামীর উলঙ্গ তলোয়ার যাহা দেওবন্দীদিগের গরদানের উপর রাখা হইয়াছে। এইগুলি না দেখিয়া লেখক মস্তের ন্যায় ইমাম আহমাদ রেজা ও বেরেলবীগণকে আক্রমণ করিতে গিয়া নিজের পরম গুরুজনকে কতল করিয়া ফেলিয়াছেন। আবার আসামী করিয়াছেন ইমাম রেজা ও বেরেলবী জামাতকে। পরিশেষে বিদায় কালে চিৎকার করিয়া জনগনের কাছে বলি—যদি বালা কটের লেখক ইহার সঠিক উত্তর না দেন তাহাহইলে এই প্রতারক, প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী, ধোকাবাজ আজীজুল হক কাসেমী সাহেবের নাম রাখিব—

"আজাজিল সাহেব"

.....ক্রমশঃ

pdf By Syed Mostafa Sakib

# প্রতিবাদ সভা

গত ৮/১২/৮৮ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা মহেশতলা থানার অন্তরগত চটা কালিকাপুর গ্রামে অগ্রগতি সংঘের যুবক বৃন্দের উদ্যোগে একটি সভা হইয়াছিল। উক্ত সভায় বক্তৃতাকালে এক বিশেষ প্রসঙ্গে আমি উলামায়ে দেওবন্দকে ওহাবী বলিয়াছিলাম। তাহাতে কিছু সংখ্যক তাবলিগী জামাতের লোক হাঙ্গামা সৃষ্টি করিয়াছিল। অতঃপর উক্ত ক্লাবের সমস্ত যুবকবৃন্দ অত্যন্ত পরিশ্রম করতঃ ৭/১/৮৯ তে একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। এই ঐতিহাসিক সভায় পশ্চিমবাংলা তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের আলেম, মুফতী ও মুনাজির গনের বিপুল সমাবেশ হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ যোগ্য। যথা মাওলানা সানাউল মুস্তফা, (আজমগড়) ॥ আলেরাসুল, ( উড়িষ্যা ॥ আরজুগয়াবী, ( বিহার ) ॥ কারী ফারহাত জোবাইরী, ( ভাগলপুর ) ॥ আবুল কালাম, ( আজমগড় ) ॥ জামিলউদ্দিন ওরসী, ( কলিকাতা ) ॥ রবিউল ইসলাম কাদেরী, ( মেদিনীপুর ) ॥

সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন—পীরে তরিকাত মাওলানা নুরুলমইন চিস্তি ( কানথুলি শরিফ )।

উলামাগণ কয়েক হাজার জনতার সম্মুখে নিজ নিজ বক্তৃতার মাধ্যমে প্রমাণ করিয়াছেন যে, উলামায়ে দেওবন্দ ব্রিটিশ সরকারের হাতে বিক্রী হইয়াছিল। বর্তমানে ইহারা সৌদি সরকারের পয়সায় পুষ্ট ও তাবলিগ জামাতের মাধ্যমে ওহাবী মতবাদ প্রচার করিতেছে। অতঃপর সমবেত শ্রোতাবৃন্দ আবেগ ভরা অন্তরে শাহান্‌শাহে মদিনার দরবারে সালাম পাঠ করতঃ সভা সমাপ্ত করিয়াদেন।

## সম্পাদকের ঠিকানা

গ্রাম—খাঁপুর ( বেরেলীমহল্লা ) পোঃ—কালিকাপোতা দক্ষিণ ২৪ পরগনা পিন- ৭৪৩৩৫৫
শিক্ষক ছয়ঘরী আলিয়ামাদ্রাসা পোঃ---ছয়ঘরী, মুর্শিদাবাদ পিন—৭৪২১০১

পথনির্দেশ কলিকাত শিয়ালদহ হইতে ডায়মণ্ড হারবার ট্রেন যোগে সংগ্রামপুর ষ্টেশনে নামিয়া উত্তরে ১৫ মিনিটের পথ। বহরমপুর বাসষ্ট্যাণ্ড হইতে করিমপুর, গোপালপুর ও সাগরপারা ইত্যাদি লাইনের বাস যোগে ছয়ঘরী হাট নামিয়া দুই মিনিটের পথ।

বিশেষ ঘোষনা—বর্তমান সংখ্যায় কোনো মারাত্মক ভুল থাকিলে অনুগ্রহপুর্বক জানাইবেন। আগামী সংখ্যায় সংশোধন করিয়া দিব।

**আগামী সংখ্যার গ্রাহক হইয়া ইসলামের খিদমাত করুন**

মুদ্রণেঃ—
লিপিকা প্রেস
রাধায়ঘাট খাগড়া
মুর্শিদাবাদ

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৮৬-৯২

# ইমাম আহমাদ রেজা

( রাদিয়াল্লাহু আনহু )

দ্বিতীয় সংখ্যা—১০০০
১/১/৯০

মূল্য—৫-৫০

---

সম্পাদক—মাওলানা মোহাম্মাদ গোলাম ছামদানী রেজবী

গ্রাম—খাঁপুর ( বেরেলী মহল্লা ) পোঃ—কালিকাপোতা দক্ষিণ ২৪ পরগণা,
পিন ৭৪৩৩৫৫

শিক্ষক, ছয়ঘরী আলিয়া মাদ্রাসা, পোঃ—ছয়ঘরী, মুর্শিদাবাদ, পিন—৭৪২১০১

---

pdf By Syed Mostafa Sakib

---

পথ নির্দেশ :—কলিকাতা শিয়ালদহ হইতে ডায়মণ্ডহারবার ট্রেনযোগে সংগ্রামপুর স্টেশনে নামিয়া উত্তরে ১৫ মিনিটের পথ। বহরমপুর বাসষ্ট্যাণ্ড হইতে করিমপুর, গোপালপুর ও সাগরপাড়া ইত্যাদি লাইনের বাসযোগে ছয়ঘরী হাটে নামিয়া দুই মিনিটের পথ।

pdf By Syed Mostafa Sakib



# মানুষরূপী ইবলিসের কলম

২০/৫/১৯৮৯ সালে একখানা পুস্তক পাইলাম। যথাক্রমে পুস্তকটির নাম "হাজের-নাজের প্রসঙ্গ"। লেখক মুহাম্মদ আজিজুল হক কাসেমী। পুস্তকখানি অত্যন্ত মনোনিবেশ সহকারে আদ্যপান্ত পাঠ করতঃ গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছি যে, লেখক ইমাম আহমাদ রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহু তথা বেরেলবী জামা'তের প্রতি দুইটি অভিযোগ উৎযাপন করতঃ বহু শ্রমের বিনিময়ে পুস্তক সমাপ্ত করিয়াছেন। সাধারণ মানুষ পুস্তকখানি পাঠ করিলে লেখকের প্রশংসা করিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু তাহার অভিযোগ কতদূর সত্য এবং শ্রমের সার্থকতা কি! তাহা সবাই অনুধাবন করিতে পারিবেন না। সেইহেতু সাধারণের নিকট লেখকের অভিযোগ মিথ্যা এবং শ্রম অনর্থক প্রমাণ করিবার জন্য ন্যায়ত কলম ধরিতে বাধ্য হইয়াছি।

লেখক তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন,—১) "শেরক-বেদয়াত পন্থী বেরেলবী জামাত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে 'আলেমুল গায়েব' অর্থাৎ গায়েব জাননে ওয়ালা বা সাক্ষাত অসাক্ষাতে সবকিছু অবগত বলিয়া বিশ্বাস করে এবং তাঁহাকে 'হাজের লাজের' অর্থাৎ সর্বত্র বিরাজমান ও সর্ব দ্রষ্টা বলে।" 'হাজের- নাজের প্রসঙ্গ পৃঃ ৫) তিনি আরও লিখিয়াছেন, ২) "উক্ত বিশ্বাস কুফর ও শেরক"। (পৃঃ ৭)

আমার বক্তব্য আরম্ভ করিবার পূর্বে প্রিয় পাঠক-বৃন্দকে নিরপেক্ষ ভূমিকা অবলম্বন করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

প্রথম উদ্ধৃতি হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, বেরেলবী জামাত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে "আলেমুল গায়েব" ও "হাজের নাজের" বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। প্রকাশ থাকে যে 'আলেমুল গায়েব' ও 'হাজের নাজের' হওয়া এই দুইটি হইল লেখকের মুল অভিযোগ। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে উক্ত বিশ্বাসগুলিকে কুফর ও শেরক বলা হইয়াছে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে 'আলেমুল গায়েব' বলিয়া ধারণা করা নিঃসন্দেহে কুফর ও শেরক। ইহাতে আমি মাওলানা আজিজুল হক সাহেবের সহিত দ্বিধাহীন চিত্তে সর্বদা একমত। কিন্তু বেরেলবী জামাত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে 'আলেমুল গায়েব' বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন বলিয়া আজিজুল হক সাহেব যে অভিযোগ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। কারণ, তাঁহার পুস্তকের কোনাংশে উহার উদ্ধৃতি পেশ করিতে পারেন নাই। আমি দৃঢ়তার সহিত আজিজুল হক সাহেব তথা সমস্ত উলামায়ে দেওবন্দকে চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিতেছি, ইমাম আহমাদ রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে আরম্ভ করিয়া উলামায়ে আহলে সুন্নাতের কোন নির্ভরযোগ্য কিতাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রতি 'আলেমুল গায়েব' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে দেখাইতে পারিবেন না। অথচ এইরূপ জঘন্ন মিথ্যা অভিযোগে বেরেলবী জামাতকে অভিযুক্ত করিয়া শেরক বেদয়াত পন্থী বলিতে লজ্জবোধ করিবার পরিবর্তে আত্ম গরিমায় মত্ত হইয়া লেখক নিজেকে খোদার কুদ্‌রতী কলম বলিতে দ্বিধা করেন নাই। যথা

pdf By Syed Mostafa Sakib



তিনি লিখিয়াছেন, "বইলেখা কালীন আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছি যে, আমি যেন তাঁহার ( খোদা তায়ালার ) কুদরতের হাতে মানুষরুপী কলম হিসাবে ব্যবহার হইতেছি।" ( হাজের-নাজের প্রসঙ্গ চল্লিশ পৃঃ )

নিরপেক্ষ পাঠকবৃন্দ, জাগ্রত বিবেকে বিচার করিয়া বলুন! খোদা ও তায়ালার কুদরতী কলম কি মিথ্যা লিপিবদ্ধ করিয়া থাকে? কখনই না। তাহা হইলে লেখক কেমন করিয়া খোদা তায়ালার মানুষরুপী কলম হিসাবে ব্যবহার হইলেন। ইহা তাঁহার চরম ধৃষ্টতা ও শয়তানী অহমিকা ব্যতীত কিছুই নয়। আমি তাঁহার পুস্তক পাঠ করিবার সময় মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছি যে, আজিজুল হক সাহেব শয়তান আজাজিলের হাতের মানুষরুপী কলম হিসাবে ব্যবহার হইয়াছেন। তাই তিনি সত্যকে গোপন করিয়া মিথ্যার আশ্রয় লইয়া জন-গণকে ধোকা দিয়া নিজের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। অথবা "আলেমুল গায়েব" ও আলে-মে গায়েব" এর মধ্যে পার্থক্যটি তাঁহার আদৌ জানা নাই। উলামায়ে আহলে সুন্নাত বেরেলবী জামাত আদৌ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সা-লামকে "আলেমুল গায়েব" অথবা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সালামের ইল্‌ম খোদার ইল্মের সম-তুল্য ছিল বলিয়া ধারণা করেন না। বরং এ বিষয়ে তাঁহাদের দৃঢ় ধারণা ইহাই যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তথা সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিস্‌ সালামগণের ইলেম গায়েব ছিল খোদা প্রদত্ত।

# ইল্মে গায়েব সম্পর্কে বেরেলবী ধারণা

ইমাম আহমাদ রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইলমে গায়েব সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করিয়াছেন,—ইলমে গায়েব আল্লাহ তায়ালার জন্য খাস। অন্য কাহার জন্য সম্ভব নয়। যদি কোন ব্যক্তি ইলমে গায়েব অন্য কাহার জন্য খোদা প্রদত্ত নয় বলিয়া প্রমাণ করে। যদিও উহা সামান্য হইতে সামান্য-তম ও সুক্ষ হইতে সুক্ষতম হয়। তাহা হইলে সে ব্যক্তি অবশ্যই কাফের ও মোশারেক হইবে। ( আদ্‌দাওলাতুল মাক্কীয়া পৃঃ ১৭৮, খালেসুল ইতেস্বাদ পৃঃ ৯, ১০ )

জেলা সাজাহানপুর হইতে জনৈক ব্যক্তি ইমাম আহমাদ রেজার দরবারে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, —আমি শুনিয়াছি এবং দেওবন্দীদের কয়েকখানা কিতাবে দেখিয়াছি। আপনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইলমকে খোদা তায়ালার ইল্মের সমতুল্য বলিয়া থাকেন। এ বিষয়ে আপ-নার ধারণা কি তাহা সরাসরি আপনার নিকট হইতে জানিবার জন্য আসিয়াছি। ইহা শুনিয়া ইমাম রেজা বলিলেন,—কোরআনে আজীম ইহার ফয়সালা দিয়াছে। "মিথ্যাবাদীদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার অভিশম্পাত।" এ বিষয়ে আমার যাহা ধারণা, তা আমার কিতাবগুলিতে লিখিয়া দিয়াছি। সেই কিতাবগুলি ছাপা হইয়া প্রকাশও হইয়া গিয়াছে। উহাতে যদি ইহার কোন নাম ও নেশান থাকে। তাহা হইলে কেহ দেখাইয়া দিক। আমরা আহলে সুন্নাত। ইল্মে গায়েব সম্পর্কে আমাদের ধারণা ইহাই যে, আল্লাহ পাক হুজুরকে ইল্মে গায়েব প্রদান করিয়াছেন। (আল. মালফুজ ১ খঃ ৩৫, হায়াতে আ'লা হজরত ১ খঃ পৃঃ ২২৭)

pdf By Syed Mostafa Sakib



ইমামুল ফুকাহা আল্লামা মুস্তাফা রেজা আলাইহির রাহমাত বলিয়াছেন,---ইল্মে গায়েব আল্লাহ তায়ালার জন্য খাস। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইল্মে গায়েব খোদা প্রদত্ত ছিল। যে ব্যক্তি হুজুরের ইল্মে গায়েব খোদা প্রদত্ত ছিল না বলিয়া প্রমাণ করিবে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে। তাঁহার প্রতি তওবা করা ফরজ ও স্ত্রী থাকিলে পুনরায় বিবাহ পড়াইতে হইবে। ( ফাতওয়ায় মুস্তাফাবীয়া ১ খঃ পৃঃ ৪১ )

হাকীমুল উম্মাত আল্লামা আহমাদ ইয়ার আলী খান আলাইহির রাহমাত বলিয়াছেন—ইল্মে গায়েব আল্লার জন্য খাস। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তথা সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিস সালাম-গণের ইল্মে গায়েব খোদা প্রদত্ত ছিল। ( জায়াল হক ১খঃ পৃঃ ৪৭ )

সাদরুশ শরীয়াত আল্লামা আমজাদ আলী আলাইহির রাহমাত বলিয়াছেন,- ইল্মে গায়েব জাতী ( নিজস্ব ) আল্লাহ তায়ালার জন্য খাস। যে ব্যক্তি এই জাতী ইল্মে গায়েব অন্য কাহার জন্য প্রমাণ করিবে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে। ( বাহারে শরীয়ত ১খঃ পৃঃ ৫ )

আল্লাহ পাক আম্বিয়া আলাইহিস সালামগণকে ইল্মে গায়েব প্রদান করিয়াছেন। আসমান ও জমীনের প্রতিটি যর্রা প্রতিটি নারীর সম্মুখে রহিয়াছে। কিন্তু উহাদের এই ইল্মে গায়েব খোদা প্রদত্ত। ( বাহারে শরীয়ত ১খঃ পৃঃ ১০ )

আল্লামা শামসুদ্দিন জৌনপুরী আলাইহির রাহমাত বলিয়াছেন,—আল্লাহ তায়ালা আম্বিয়া আলাই-হিস সালামগণকে গায়েব জানাইয়াছেন। জমীন ও আসমানের প্রতিটি যর্রা প্রতিটি নবীর সম্মুখে রহিয়াছে। এই ইল্মে গায়েব হইল খোদা প্রদত্ত। যেহেতু আল্লাহ পাকের ইল্ম কাহার প্রদান করা নয়। সেইহেতু তাঁহার ইল্ম হইল নিজস্ব। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার ইল্ম ও রাসুলের ইলমের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ হইয়া গেল। অতএব নবী ও রাসুলের জন্য খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েব স্বীকার করা শেরক্ নয় বরং ঈমান। ( কানুনে গরীয়ত ১খঃ পৃঃ ১৩ )

আল্লামা আবদুল মুস্তাফা আজমী আলাইহির রাহমাত বলিয়াছেন,—আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবী-গণকে বিশেষ করিয়া খাতে মুন্নাবীঈন সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বহু গায়েবের ইলম প্রদান করিয়াছেন। এমন কি জমীন ও আসমানের প্রতিটি যর্রা প্রতিটি নবীর সম্মুখে রহিয়াছে। কিন্তু আম্বিয়া আলাইহিস সাল্লামগণের এহেন ইলমে গায়েব খোদা প্রদত্ত ছিল। ( জান্নাতী বেওর পৃঃ ১৯১ )

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইলমে গায়েব সম্পর্কে উলামায়ে আহলে সুন্নাতের যাহা ধারণা, তাহা উহাদের নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলি হইতে উদ্ধৃতি দিলাম। সুধী পাঠকবৃন্দ! আপনারা উপরের উদ্ধৃতিগুলি হইতে দিবালোকের ন্যায় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, উলামায়ে আহলে সুন্নাত বেরে-লবীগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের জন্য খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েব স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু মাওলানা আজিজুল হক সাহেব এহেন সত্যকে গোপন করতঃ মিথ্যা অভিযোগে তাঁহাদের অভিযুক্ত করিতে গিয়া নিজেই কলঙ্ক হইয়াছেন।

আজীজুল হক সাহেব যদি উক্ত কিতাবগুলির প্রতি নির্ভরশীল হইতে না পারেন, তাহা হইলে

pdf By Syed Mostafa Sakib



আসুন।: আপনি যাহাদের প্রতি অত্যন্ত নির্ভরশীল এবং যে কিতাবগুলির প্রতি অত্যন্ত গৌরব করিয়া থাকেন, সেই কিতাবগুলি হইতে উলামায়ে আহলে সুন্নাতের ধারণা কি জানিয়া নিন। যথা, মাওলানা মোহাম্মদ হানীফ মুবারকপুরী সাহেব (দেওবন্দী) লিখিয়াছেন "স্বয়ং ফাজেলে বেরেলবী মৌলবী আহমাদ রেজাখান সাহেব খালেসুল ই'তেকাদ কিতাবে ২২ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন, ইলমে জাতী ( নিজস্ব ) আল্লাহ তায়ালার জন্য খাস। অন্য কাহার জন্য অসম্ভব। যে ব্যক্তি উহা হইতে কোন জিনিষ যদি এক যর্রা হইতে কম ও তদপেক্ষা কম হইতে কম খোদা ব্যতীত অন্য কাহার জন্য স্বীকার করে। সে ব্যক্তি অবশ্যই কাফের ও মোশারেক।" ( মাকামেউল হাদীদ পৃঃ ৭৯ ) অনুরূপ মাওলানা আবদুল কুদ্দুস রুমী সাহেব লিখিয়াছেন—"স্বয়ং আ'লা হজরত ফাজেলে বরেলবী ( ইমাম আহমাদ রেজা ) বলিতেছেন.....ইলমে জাতী কেবল আল্লাহ তায়ালার জন্য খাস। অপরের জন্য সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি এই জাতী ইলম হইতে কোন জিনিয় যদিও এক যর্রা হইতে কম, তদপেক্ষা কম হইতে কম খোদা ছাড়া অন্য কাহার জন্য স্বীকার করিবে, সে ব্যক্তি অবশ্যই মোশারেক।" ( দেওবন্দ সে বেরেলী তাক পৃঃ ৭৫, ৭৬ )

# আপনি কি প্রমাণ করিতে পারিবেন ?

বেরেলবী জামাত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে 'আলেমুল গায়েব' বলিয়া থাকেন অথবা তাঁহার ইলম খোদা তায়ালার ইলমের সমতুল্য ছিল বলিয়া থাকেন অথবা কোরআন মাজীদের কোন আয়াতে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে ইলমে গায়েব প্রদান করা হয় নাই অথবা কোন হাদীসে স্বয়ং হুজুর বলিয়াছেন যে, আমাকে ইলমে গায়েব প্রদান করা হয় নাই। যদি একান্ত কলম ধরিতে আগ্রহী হন, তাহা হইলে প্রথমে এই গুলির উত্তর লিখুন। পুস্তক বেশি মোটা হইবে না। অথচ আপনার শ্রম সার্থক হইবে আমরা সাধ্যমত আপনাকে পুরস্কার প্রদানও করিব।

আল্লাহ তায়ালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে ইলামে গায়েব প্রদান করিয়াছেন। এইরূপ অর্থ বহনকারী শতাধিক আয়াতে কোরআনী ও হাদীসে নবুবী যে কোন মুহূর্তে পেশ করা সম্ভব। কিন্তু তাহাতে স্বতন্ত্র পুস্তকের প্রয়োজন হইবে।

# দ্বিতীয় অভিযোগ হাজের নাজের হওয়া

বেরেলবী জামাত হুজুর সাল্লালাহু আলাইহি অ সালামকে 'হাজের নাজের' বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। যাহা মাওলানা আজীজুল হক সাহেবের ধারণায় কুফর ও শেরক। যথা তিনি লিখিয়াছেন—উক্ত বিশ্বাস কুফর ও শেরক।" ! হাজের নাজের প্রসঙ্গ পৃঃ ৭ ) তিনি আরো লিখিয়াছেন—"হাজের-নাজের হওয়া একমাত্র আল্লাহ পাকের রিজার্ভ সেফাত বা বিশেষ গুণ। অন্য কাহাকেও হাজের নাজের মনে করিলে কুফর-শেরক হইবে।" ( ॥ ৪৯ পৃঃ )

pdf By Syed Mostafa Sakib



সাধারণ কথায় বলা হয়, পরকে শাসন করিতে হইলে প্রথমে ঘরকে শাসন করিতে হয়। আর তীর নিক্ষেপ করিবার পূর্বে কে দোস্ত ও কে দুশমন তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে হয়। অন্ধকারে বসিয়া তীর নিক্ষেপ করিলে অনেক সময়ে দুশমনের পরিবর্তে দোস্তের সিনাবিদ্ধ হয়। এই সাধারণ বোধটুকু লেখকের মধ্যে নাই, তাই তিনি বেরেলবী দিগের খানা তল্লাসী করিয়া কাফের ও মোশরেক বাহির করিতে গিয়াছেন। এদিকে তাঁহার ঘর তল্লাসী করিয়া দেখা যাইতেছে যে, বহু কাফের মোশরেক জীবিত ও মৃত পড়িয়া রহিয়াছে। আসুন! ইহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করিব।

মুফতী গোলাম মঈনুদ্দিন সাহেব ( দেওবন্দী ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সালামকে "হাজের-নাজের" বলিয়াছেন। ( মুতারজাম মাদারেজুন নবুওয়াত ১খঃ ১২৪ পৃঃ, মাহবুব প্রেস দেওবন্দ হইতে ছাপা ) কেবল তাই নয়, দেওবন্দীদিগের হাকীমুল ইসলাম কারী তৈয়ব সাহেব উক্ত কিতাবের সমর্থনে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

ফুরফুরার বড় হুজুর মোহাম্মদ আবদুল হাই ছিদ্দিকী সাহেবের নির্দেশে ও মেদিনীপুর পীয়ারডাঙ্গার মাওলানা আহমাদুল্লাহ সাহেবের সযত্নে তদীয় পুত্র সৈয়দ আবু মুসা মোহাম্মদ আবদুর রউফ কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত "হকিকতে মোহাম্মদী" পুস্তকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে হাজের নাজের বলা হইয়াছে যথা,—"হে নবী আমি আপনাকে ( সারা বিশ্বের জন্য ) সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী রুপী পাঠাইয়াছি ॥"

সাক্ষ্যদাতার জন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা এবং প্রত্যক্ষ দর্শন একান্ত আবশ্যক। ইহার দ্বারাও সাব্যস্ত হয় যে তিনি প্রত্যেক স্থানে সমুপস্থিত রহিয়াছেন।" ( হকিকতে মোহাম্মাদী ১৮৩ পৃঃ )

ফুরফুরা সিলসিলার মুখ্য প্রবক্তা মাওলানা রুহুল আমীন সাহেবের সমর্থিত "আখেরাত রওশন" পুস্তকের ৯৮ পৃষ্ঠায় আছে—"... ....."প্রত্যেক মোমেনের ঘরে হজরতের রূহ হাজের থাকে।" ( সংগৃহীত কেয়াম প্রসঙ্গ ৩২ পৃঃ )

আজিজুল হক সাহেব "হাজের-নাজের প্রসঙ্গ" পুস্তকের তিন পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"কিশোরগঞ্জে কেয়ামের বাহাস্ত ( প্রকাশক রুহুল আমীন সাহেব ) আখেরাত রওশন, ( সমর্থক রুহুল আমীন সাহেব ) তরদিদে এয়াদাতে হাফাওয়াতে কাছেমী ( লেখক মোঃ আয়নুদ্দিন গোবিন্দপুরী ) ও হকীকতে মোহাম্মদী ইত্যাদি পুস্তকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সালামকে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে হাজের-নাজের অর্থাৎ সর্বত্র উপস্থিত ও সর্বদ্রষ্টা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে"।

আমার প্রিয় পাঠকবৃন্দ একবার লক্ষ্য করিয়া দেখুন! আজীজুল হক সাহেবের থিউরী অনুযায়ী উলামায়ে দেওবন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া উলামায়ে ফুরফুরা পর্য্যন্ত কেহ কাফের ও মোশরেক হইতে বাকী রহিল কি? যেহেতু মুফতী গোলাম মঈনুদ্দিন সাহেব ( দেওবন্দী ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে হাজের নাজের বলিয়াছেন। যাহার উদ্ধৃতি পূর্বেই দিয়াছি। তাই তিনি প্রথম দফায় কাফের হইলেন। দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রয়াত সম্পাদক কারী তৈয়ব সাহেব উহা সমর্থন করিয়া দ্বিতীয় দফায় কাফের হইলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib



আর তৃতীয় দফার কাফের হইতেছেন সমস্ত উলামায়ে দেওবন্দ। কারণ, এ যাবৎ উলামায়ে দেওবন্দ উহাদের কোনো প্রকার প্রতিবাদ করে নাই। প্রকারান্তে সমর্থন করিয়াছে বলিয়া প্রমাণ হইতেছে। এইবার দেওবন্দী শাখা ফুরফুরা সিলসিলার তালিকা দেখুন।

ফুরফুরা সিলসিলার কর্ণধার মাওলানা রুহুল আমীন সাহেবের প্রকাশিত ও সমর্থিত "কিশোরগঞ্জে কেয়ামের বাহাস" ও "আখেরাত রওশন" পুস্তকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে হাজের নাজের প্রমাণ করিয়াছেন। যাহা লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। অতএব, লেখকের থিউরী অনুযায়ী উক্ত পুস্তকগুলির লেখকগণ ও রুহুল আমীন সাহেব সহ কাফের ও মোশারেক হইলেন। অনুরূপ আয়নুদ্দীন গোবিন্দপুরী, মাওলানা আহমাদুল্লাহ ও আবুমুসা মোহাম্মদ আবদুর রউফ সাহেব কাফের-মোশরেক হইলেন। কারণ, ইহারা নিজ নিজ পুস্তকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে হাজের নাজের প্রমাণ করিয়াছেন। এইবার আজীজুল হক কাসেমী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করুন! তাঁহার কুফর ও শেরকের তীর বেরেলী শরিফে পৌঁছিয়াছে, না দেওবন্দ ও ফুরফুরায় পৌঁছিয়াছে? এবং শেরক ও বেদয়াত পন্থী কাহারা? বেরেলবী জামাত, না তাঁহারা নিজেরাই?..........আজীজুল হক কাসেমী সাহেবের শেরকের তীরে ও কুফরের তলোয়ারে উলামায়ে দেওবন্দ কতল হউক আর জাহান্নামে যাউক। তাহা আমাদের দেখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু উলামায়ে ইসলামের দিকে তীর-তলোয়ার তো দূরের কথা ফুল নিক্ষেপ করিবার অধিকার আজীজুল হক সাহেবের নাই।

ও ও আজীজুল হক সাহেব, একবার চোখ মেলিয়া দেখুন! আপনার কুফর ও শেরকের তীর শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দিস দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সিনাবিদ্ধ হইয়াছে। শায়েখ আবদুল হক আলাইহির রাহমাত বলিয়াছেন—"এই মসলাতে কোন মতভেদ নাই যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম তাঁহার হাকিকী জীবনের সহিত সর্বদা বাকী আছেন এবং উম্মাতের সমস্ত আমলের প্রতি হাজের-নাজের রহিয়াছেন।" (আকরাবুস সুবুল আলা আখবারিল আখইয়ার পৃঃ ১৬১, সংগৃহীত আলইওয়াকীত অল জাওয়াহির পৃঃ ২০, লেখক আল্লামা মোহাম্মদ আমীন সাহেব কিবলা)

আজিজুল হক সাহেবের ফরমুলা অনুযায়ী পাক-ভারত নয়, আরব ও আ'জমের সর্বসম্মতিক্রমে মনিষী শায়েখ আবদুল হক মুহাদ্দেস আলাইহির রাহমাত কাফের-মোশরেক হইয়া গেলেন। (নাউজুবিল্লাহ) জনাব! সিনাতে হাত রাখিয়া শান্ত মস্তিষ্কে গভীর চিন্তা করিয়া দেখুন! আপনার জীবনের সমস্ত সাধনা ভজনা উৎসর্গ করিলেও কি এই পাপের প্রয়াস চিত্ত হইবে? এইবার মর্মে মর্মে উপলব্ধি করুন। অন্ধকারে বসিয়া তীর চালাইবার ভয়াবহ পরিণাম কি!

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েব ছিল এবং তিনি হাজের-নাজের। এ বিষয়ে উলামায়ে আহলে সুন্নাতের বহু সমুদ্র সমতুল্য কিতাব প্রনীত হইয়াছে যথা, আম্বাউল গায়েব, খালেসুল ই'তেকাদ, আলকালেমাতুল উলিয়া, মসলায়ে হাজের নাজের, আলইওয়াকীত অল জাওয়াহির ও জায়াল হক ইত্যাদি। এই কিতাবগুলির মুকাবিলায় উলামায়ে দেওবন্দের কিতাবগুলি মৃত দেহের ন্যায়

pdf By Syed Mostafa Sakib



নিরবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

# আজিজুল হক সাহেব, জবাব দিন !

হাজের-নাজের হওয়া যদি আল্লাহ পাকের রিজার্ভ সেফাত বা বিশেষ গুণ হয় এবং অন্য কাহাকে হাজের-নাজের বলা কুফর ও শেরক হয়। তাহা হইলে শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেস আলাইহির রাহমাত ও আপনার পরম গুরু কারী তৈয়ব সাহেব এবং আপনার ভাষায় বঙ্গ গৌরব মাওলানা রুহুল আমীন সাহেব কাফের মোশারেক কিনা ? যদি বলেন ইহারা কাফের মোশারেক নহেন। তাহা হইলে আমার উদ্ধৃতিগুলি মিথ্যা প্রমাণ করুন। আর যদি বলেন ইহারা কাফের মোশারেক ছিলেন। তাহা হইলে কাফের-মোশারেক দিগের নামের পরে "( রঃ '' লেখা জায়েজ কিনা ? যদি বলেন জায়েজ। তাহা হইলে প্রমাণ করুন। আর যদি বলেন না জায়েজ। তাহা হইলে আপনি ইহাদের নামের পর (র) কেন লিখিয়া থাকেন ? আপনার নিকট কি ইহাদের তওবানামা মওজুদ আছে ? যদিথাকেতাহা হইলে প্রচার করুন। আর যদি না থাকে তাহা হইলে কি আপনার দেওবন্দী ধর্মে যাহা অপরের জন্য কুফর ও শেরক। তাহা নিজেদের জন্য দ্বীন ও ইসলাম ?

"মেদিনীপুর জেলার মেছেদা ষ্টেশনের এলাকায় জঁফুলী গ্রাম। বেরেলবীদের লেখা বই "অভিশপ্ত মযহব বা ওহাবী ফিতনা" এই গ্রামে পৌছিয়া লোকদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। গ্রামবাসীদের অধিকাংশ ফুরফুরা পন্থী কিছু বেরেলী পন্থী। তাহারা আমার সহিত যোগাযোগ করেন। আমি বলি দেওবন্দ বেরেলী বিতর্কে ফুরফুরা পন্থীগণ নিরপেক্ষ। যেহেতু উলামায়ে দেওবন্দ খাঁটি সুন্নাতপন্থী এবং বেরেলবীগণ সম্পূর্ণ শেরেক বেদয়াত পন্থী এবং ফুরফুরা সিলসিলা মধ্যপন্থী। অতএব জেলার ফুরফুরা পন্থী আলেমদের মধ্যে সব চাইতে বড় এবং সারা বাংলায় ঐ পন্থীদের বড়দের একজন মাওলানা আহমাদুল্লাহ সাহেব হইবেন দেওবন্দ বেরেলী বাহাসের বিচারক।.... .... .... .... ... .... .... .... .... ... .... ....কিন্তু বেরেলবীগণকে জানানো হইলে তাহারা বাহাস-মোনাজারায় বিচারক মান্য করিতেই অস্বীকার করে।" ( হাজের-নাজের প্রসঙ্গ পৃঃ বত্রিশ )

মাওলানা আজীজুল হক সাহেব উলামায়ে দেওবন্দকে খাঁটি সুন্নাত পন্থী ও বেরেলবীগণকে শেরেক বেদয়াত পন্থী এবং ফুরফুরা সিলসিলাকে মধ্য পন্থী বলিয়াছেন। তাহার এই নতুন ফরমুলা দেখিয়া ধন্যবাদ জানাইতেছি। প্রকাশ থাকে যে, ইসলামী বিধান অনুযায়ী ঈমান ও কুফরের মাঝখানে তৃতীয় কোন পন্থা নাই। তবে সময়ে কাফেররা নিজেদের কুফরীকে গোপন রাখিয়া মুসলমানদিগের নিকট ঈমান প্রকাশ করিত। কোরআনের পরিভাষায় এই শ্রেণীর মানুষকে মোনাফেক বলা হইয়াছে। প্রকাশ্য কাফের অপেক্ষা মোনাফেকের শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। এইবার বলুন ! ফুরফুরা সিলসিলা মধ্যপন্থী কেমন করিয়া হইলেন ? আজীজুল হক সাহেবের ধারণা অনুযায়ী উলামায়ে দেওবন্দ যদি খাঁটি সুন্নাত

pdf By Syed Mostafa Sakib



পন্থী হইল। তাহা হইলে ফুরফুরা সিলসিলা খাঁটি সুন্নাত পন্থী না হইয়া মধ্যপন্থী হইলেন কেন? আমার পরম শ্রদ্ধেয় মোহাম্মাদ রবিউল ইসলাম কাদেরী সাহেবের লেখা "অভিশপ্ত মযহব" পুস্তকে ফুরফুরা সিলসিলার কোন প্রকার সমালোচনা করা হয় নাই। অথচ উক্ত পুস্তক পাঠ করতঃ ফুরফুরা পন্থীরা বিভ্রান্ত হইয়া আপনার মত দেওবন্দীর স্বরনাপন্ন হইলেন কেন? ইহা হইতে কি পরিষ্কার প্রমাণ হয় না যে, তাহারা আদৌ মধ্যপন্থী নহেন, বরং মোনাফেক পন্থী।

যেহেতু "অভিশপ্ত মযহব" পুস্তকে উলামায়ে দেওবন্দের কুফরী ও বেঈমানী চিত্রকে উলঙ্গ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেইহেতু ফুরফুরা পন্থীরা উ.াদের শোকে কাতর ও দুঃখে অধীর হইয়া আপনার স্বরনাপন্ন হইয়াছিলেন। উলামায়ে আহলে সুন্নাত বেরেলবী জামা'ত খোদা প্রদত্ত দুরদর্শিতায় ইহাদের মুনাফেকী হইতে অবগত ছিলেন বলিয়া আহমাদুল্লাহ সাহেবের ন্যায় মোনাফেক ব্যক্তিকে বিচারক মানিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। আহমাদুল্লাহ সাহেব প্রায় তিরিশ বৎসরকাল মুনাফিক সাজিয়া বাংলার মানুষকে ধোক দিয়াছেন। তাঁহার শত শত বক্তৃতায় উলামায়ে দেওবন্দের কুফরী আকীদাহ সম্পর্কে আলোচনা করিতে দেখা গিয়াছে। কেবল তাই নয়, 'ওয়াজেবে নজীর' পুস্তকের শেষাংশে তাঁহার প্রশংসাপত্র অদ্যাবধি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত পুস্তকে দেওবন্দীদের ভ্রান্ত ধারণা. কুফরী ও বেঈমানী আকীদাহ -গুলি সম্পর্কে চরম সমালোচনা করিবার পর উহাদের কাফের বলা হইয়াছে। এতদ্সত্বেও বিগত ৬/১১/৮৮ সালে দেওবন্দীদের সহিত এক মত হইয়া "যৌথ বিবৃতি" নামে একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করতঃ দেওবন্দী ও ফুরফুরা সিলসিলাকে হকপন্থী বলিয়াছেন যাহাতে বাংলার মানুষের নিকট তাঁহার মোনাফেকী দিবালোকের ন্যায় প্রকাশ হইয়া গিয়াছে।

আজীজুল হক সাহেব লিখিয়াছেন,--"দেওবন্দী উলামাদের সহিত মাওলানা আহমাদুল্লাহ সাহেবকেও জড়িত করা হইয়াছে।" ( হাজের নাজের প্রসঙ্গ পৃঃ বিয়াল্লিশ )

আহমাদুল্লাহ সাহেবের ধারণা অনুযায়ী আজী জুল হক সাহেব হইলেন কাফের। আবার যেহেতু আহমাদুল্লাহ সাহেব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে হাজের নাজের বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। সেইহেতু আজীজুল হক সাহেবের ধারণানুযায়ী তিনিও কাফের। এইবার আজিজুল হক সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি তো আহমাদুল্লাহ সাহেবকে আপনাদের দলভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু আপনাদের মধ্যে মিমাংসা কেমন করিয়া হইল? আপনি আহমাদুল্লাহ সাহেবের নিকট তওবা করিয়াছেন, না তিনি আপনার নিকট তওবা করিয়াছেন? আমার মনে হয়, আহমাদুল্লাহ সাহেব আপনার নিকট তওবা করিয়াছেন। আর যদি বলেন যে, আমাদের মধ্যে আদৌ তওবার অনুষ্ঠান ছিল না। তাহা হইলে দেওবন্দী ও ফুরফুরা সিলসিলা উভয়েই হকপন্থী বলিয়া বিজ্ঞাপণ প্রচার করিতে লজ্জা লাগিল না।

আজীজুল হক সাহেব লিখিয়াছেন—"অতএব ফরফরা পন্থীগণ বেরেলবীদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া হইতে সাবধান।" ( হাজের-নাজের প্রসঙ্গ উনচল্লিশ পৃঃ )

যাহাদের আশ্রয় নাই তাহাদের প্রশ্রয় দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠেনা। যাহাদের ঠাঁই নাই, তাহাদের

pdf By Syed Mostafa Sakib



নিকট ঠাঁই পাইবার কেহ আশাও করে না। ফুরফুরা সিলসিলা আদৌ স্বয়ং সম্পন্ন নহে। ইহারা বেরেলবী ও দেওবন্দী উভয়ের মুখাপেক্ষী। সময়ে ইহারা দেওবন্দীদের সাহায্য প্রার্থী হয়। আবার দেওবন্দীদের সহিত বাহাস-মোনাজারার প্রয়োজন হইলে বেরেলবীদিগের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহার শত শত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। আলহামদুলিল্লাহ ! উলামায়ে আহলে সুন্নাত-বেরেলবীগণ সর্বদিক দিয়া স্বয়ং সম্পন্ন।

"কোরআন হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে বিশেষতঃ আরবী ভাষায় দেওবন্দী উলামাদের অবদান অনস্বীকার্য। বেরেলবীগণ এইদিকে প্রায় শুন্যহস্ত। ( হাজের নাজের প্রসঙ্গ পৃঃ বাইশ )

মাওলানা আজীজুল হক সাহেবের এহেন উক্তি শুনিলে লজ্জাহীন নর্তকী পর্য্যন্ত লজ্জায় নতশির হইয়া যাইবে। ইমাম আহমাদ রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহু আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় পঞ্চাশটি বিষয়ে হাজারের অধিক কিতাব লিখিয়াছেন। ইহার মধ্যে কয়েকশত কিতাব আরবী ভাষায় লিখিত রহিয়াছে। বোখারী শরীফ হইতে আরম্ভ করিয়া সিহাহ্ সিত্তার সমস্ত কিতাবগুলির, ইহা ছাড়াও অধিকাংশ হাদীসের কিতাবগুলির, তাফ্সীরে বায়যাভী, কাশ্শাফ, মায়ালেমুত্ তানজীল ও দুর্রেমানসুর ইত্যাদি ছাড়াও অধিকাংশ তাফসীরের কিতাবগুলির, ফাতাওয়ায় আলামগিরী, শামী, কাজীখান, বাহরুর্রায়েক ও তাহ্তাবী ইত্যাদি ছাড়াও সমস্ত বিশ্বস্ত ও বড় বড় ফিকাহের অধিকাংশ কিতাবগুলির ও অসুলে ফিকাহ, মানতেক ও হিকমাত ইত্যাদি বিষয়ের অধিকাংশ কিতাবগুলির শারাহ ও হাশিয়া আরবী ভাষায় লিখিয়াছেন। তাঁহার আরবী ভাষায় লিখিত শতাধিক কিতাবের নাম "হায়াতে আলা হজরত" কিতাবে ৩৯৫ পৃষ্ঠা হইতে ৪০২ পৃষ্ঠা পাঠ করিলে পাওয়া যাইবে। এতদ্ সত্বেও কোরআন, হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে বিশেষতঃ আরবী ভাষায় বেরেলবীদের অবদানকে অস্বীকার করতঃ শুন্যহস্ত বলা অত্যন্ত যঘন্ন মিথ্যা ও লজ্জাহীনতার পরিচয় দেওয়া নয় কি ? আমার মনে হয়, দেওবন্দ মাদ্রাসার জন্মলগ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া এযাবৎ সমস্ত উলামায়ে দেওবন্দের আরবী ভাষায় লিখিত কিতাবগুলির সংখ্যা ইমাম রেজার আরবী ভাষায় লিখিত কিতাবের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক কম।

এ পর্য্যন্ত মাওলানা আজীজুল হক সাহেবের "হাজের নাজের প্রসঙ্গ" পুস্তকের বিভিন্নাংশের উপর সমীক্ষা করিবার পর আমরা প্রত্যেকেই উপলব্ধি করিলাম যে, লেখক উলামায়ে দেওবন্দের মস্তক হইতে কুফর ও শেরকের বোঝা নামাইবার উদ্দেশ্যে এবং মিথ্যা অভিযোগে আহলে সুন্নাত বেরেলবী জামাতকে অভিযুক্ত করিবার মানষে কলম ধরিয়াছিলেন। তাই বলিতে বাধ্য হইলাম যে, আজীজুল হক কাসেমী সাহেব হইলেন **মানুষরুপী ইবলিসের কলম।**

pdf By Syed Mostafa Sakib



# প্রশ্নোত্তরে অজানা জানুন

প্রশ্ন—বিজ্ঞান আকাশের অস্তিত্ব অস্বীকার করতঃ মহাশূন্য বলিয়া থাকে। এ বিষয়ে ইসলামের উক্তি কি ?

উত্তর :—কোরআন শরীফে স্পষ্ট বলা হইয়াছে,—'তোমরা কি দেখ নাই, আল্লাহ তায়ালা কেমন করিয়া সাতটি আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন। ( সুরা নুহ ) প্রথম আকাশ দ্বিতীয় আকাশ সাদা মরমর পাথরের তৃতীয় আকাশ লোহার চতুর্থ আকাশ তামার পঞ্চম আকাশ চাঁদির ষষ্ঠ আকাশ সোনার সপ্তম আকাশ সবুজ জমরদ পাথরের তৈরী। পৃথিবী হইতে প্রথম আকাশের দূরত্ব পাঁচশত বৎসরের রাস্তা। অনুরূপ এক আকাশ হইতে অপর আকাশের ব্যবধান পাঁচশত বৎসরের রাস্তা। অনুরূপ প্রত্যেক আকাশের পুরুত্ব বা মোটাই পাঁচশত বৎসরের রাস্তা। ( তাফসীরে সাবী শরীফ ১খঃ পৃঃ ১৯ )

প্রশ্ন—হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে জিবরাইল আলাইহিস সালাম কতবার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ? এবং অন্যান্য পয়গম্বরের নিকট কতবার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ?

উত্তর :—ইবনো আদিল বর্ণনা করিয়াছেন,—হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকট জিবরাইল আমীন চব্বিশ হাজার বার, আদমের নিকট ১২ বার, ইদ্রিসের নিকট চারবার, নুহের নিকট পঞ্চাশ বার, ইব্রাহিমের নিকট বিয়াল্লিশ বার, মুসার নিকট চারশত বার ও ঈসা আলাইহিমুস সালামের নিকট দশ বার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ( আলমাওয়া হিবুল্লাদুন্নিয়া ১খঃ ৪৩ পৃঃ )

প্রশ্ন—শুকরের মাংস খাওয়া হারাম হইল কেন ?

উত্তর :—সুরা বকরের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা শুকরের মাংস হারাম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু উহার কারণ, বর্ণনা করেন নাই। তবে উলামায়ে ইসলাম বহু কারণ বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি বিশেষ কারণ ইহাই যে, শুকর অত্যন্ত নির্লজ্জ পশু। সে নিজ মাদীর জন্য নিজেই নর খুঁজিয়া আনে। প্রকাশ থাকে যে, খারাপ খাদ্য খাইলে ভক্ষণকারীর মধ্যে উহার প্রতিক্রিয়া ঘটিয়া থাকে। পৃথিবীতে যে সমস্ত জাতি শুকর ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে লজ্জাহীনতা অত্যন্ত বেশী। ( তাফসীরে নাঈমী ২খঃ পৃঃ ১৫৫ )

প্রশ্ন—জিন জাতি জান্নাতে যাইবে কি না ? জিনেরা হাড় ও গোবর খায় কি না ?

উত্তর :—জিন্ জাতের মধ্যে যাহারা কাফের তাহারা জাহান্নামে যাইবে। ইহাতে কাহার দ্বিমত নাই। কিন্তু যাহারা মোমেন তাহারা জান্নাতে যাইবে কি না ? এ সম্পর্কে উলামায়ে ইসলামের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতে উহারা জান্নাতে যাইবে না। বরং মাটি হইয়া যাইবে। জিনেদের ঈমানের প্রতিদান হইল জাহান্নাম হইতে নাজাত পাওয়া। ( আলফাতাওয়াল হাদীসিয়া পৃঃ ২৩৫ ) জিনেরা প্রকৃতপক্ষে হাড় খায় না। যখন উহারা হাড় হাতে করিয়া উঠায়, তখন

pdf By Syed Mostafa Sakib


হাড়ে গোস্ত তৈয়ার হইয়া যায়। অনুরূপ জিনেদের পশুরা যখন গোবরে মুখ দিয়া থাকে। তখন উক্ত গোবর যে সমস্ত ঘাসে তৈরী হইয়াছে; উহাতে সেই সমস্ত ঘাস ও দানা তৈরী হইয়া যায়। ( মিরাতুল মানাজীহ ১খঃ পৃঃ ৩৬৪ )

প্রশ্ন—হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দৈহিক শক্তি কত ছিল ?

উত্তর ঃ—আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে চার হাজার মানুষের শক্তি প্রদান করিয়াছেন। ( মিরাতুল মানাজীহ ১খঃ পৃঃ ৩০৮ )

প্রশ্ন—হানিফী মাজহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাব আলমগিরী ও শ্বামী ইত্যাদিতে কবরে ফুল দেওয়া জায়েজ বলা হইয়াছে। কিন্তু হাদীশ শরীফে স্পষ্ট ফুল দেওয়ার কথা আছে কি না ?

উত্তর ঃ—ইবনো আবিদ্ দুন্ইয়া ও জামেউল খুল্লান হজরত ইবনো মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে সনদসহ বর্ণনা করিয়াছেন, --যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কবরে ফুল দিবে। আল্লাহ তায়ালা ফুলের তাসবীহের বর্কাতে মাইয়েতকে ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং ফুলদাতার আমল নামাতে সওয়াব লিখিবেন। ( শারহে বরযাখ, সংগৃহীত 'কারী' মাসিক পত্রিকা দিল্লী হইতে ছাপা পৃঃ ৩৩, জুন সংখ্যা, ১৯৮৮ )

প্রশ্ন—ইমাম আবু হানিফা আলাইহির রাহমাতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় কি ?

উত্তর ঃ ইমাম আবু হানিফা ৮০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৫০ হিজরীতে তাঁহার ইন্তেকাল হইয়াছিল। তিনি চার হাজার হাদীস বর্ণনা করিয়াছিলেন। ( মোকাদ্দামায় মাসনাদে ইমাম আজম পৃঃ ২২ ) তিনি পাঁচলক্ষ হাদীসের হাফেজ ছিলেন। বাশীরুল কারী শারহে বোখারী পৃঃ ৬৫ ) তিনি জীবনে বার লক্ষ নব্বই হাজারের অধিক মসলা বর্ণনা করিয়াছিলেন। ( সিরাতুন্নোমাণ পৃঃ ১৯৯ ) মাক্কী বিন ইব্রাহিম, মো'লা বিন মানসুর ও ইয়াহিয়া বিন শাইবুল ফাত্তান ইমাম আবু হানিফার অন্যতম ছাত্র এবং ইমাম বোখারীর অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। ( জাফরুল মোহাসসেলিন বে-আহওয়ালিল মোনান্নে -ফিন পৃঃ ৯২ ) ইমাম আজম ৫৫ বার হজ করিয়াছিলেন। ধারাবাহিক ৩০ বৎসর রোজা রাখিয়াছিলেন। ৪০ বৎসর ঈশার অজুতে ফজরের নামাজ পড়িয়াছিলেন। জেলখানার যে কুটীরে সিজদার অবস্থায় ইন্তে-কাল করিয়াছিলেন, সেই কুটীরের মধ্যে সাত হাজার বার কোরআন শরীফ খতম করিয়াছিলেন। ( সীরাতুন্নোমাণ পৃঃ ৬৭, আউলিয়ায়ে রিজালুল হাদীস পৃঃ ২০, ২৩, ২৯ ) ইমাম আবু হানিফার যুগে ১৮ জন সাহাবা জীবিত ছিলেন। তবে সবার সহিত সাক্ষাত হয় নাই। ( শামী ১খঃ ৬৪ পৃঃ )

প্রশ্ন—হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ব্যতিত অন্য কোন নবীর প্রতি "সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম" বলা অথবা লেখা জায়েজ কি না ? অনুরূপ সাহাবা ব্যতীত অন্য কাহার প্রতি "রাদিয়াল্লাহু আনহু" ব্যবহার করা জায়েজ কি না ?

উত্তর ঃ—সমস্ত নবীর নামের পর "সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম" ব্যবহার করা সম্পর্কে মতভেদ থাকিলেও অধিকাংশ উলামায়ে ইসলাম জায়েজ বলিয়াছেন। যথা,—ঈসা সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম। ( আলফাতাওয়াল হাদীসিয়া পৃঃ ১৮০ ) এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে হইলে 'শিফা শরীফ' ২খঃ পৃঃ ৮০

pdf By Syed Mostafa Sakib



হইতে পৃঃ ৮৩ পর্যন্ত ও 'আল্ আজকার' পৃঃ ৯৯ হইতে পৃঃ ১০০ পাঠ করুন।

"রাদিয়াল্লাহু আনহু" সাহাবাদিগের জন্য খাস নহে। উলামা ও আউলিয়া কেরামগণের প্রতি "রাদিয়াল্লাহু আনহু" অথবা "রাহমাতুল্লাহি আলাইহি" পাঠ করা মুস্তাহাব। ( আল্ আজকার পৃঃ ১০০)

কাইজুল বারী শাহরে বোখারী ২ খঃ ৩৯ পৃষ্ঠায়, আল্ফাতাওয়াল্ হাদীসিয়া ১৮০, ১৮১ পৃষ্ঠায়, নুরুল আবসার ২৩৭ পৃষ্ঠায় ও শাহীদ ১খঃ ৬১,৬৩ পৃষ্ঠায় ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফয়ীর নামের পর "রাদিয়াল্লাহু আনহু" লেখা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও তাফসীরে সাবী ও তাফসীরে কাবীর ইত্যাদি কিতাবে ইমাম শাফয়ীর নামের পর সমস্ত স্থানে "রাদিয়াল্লাহু আনহু" লেখা হইয়াছে। 'হিদায়া' ও 'ফুতুহুল গায়েব' এর মধ্যে শত শত স্থানে হিদায়ার লেখক ও হজরত আবদুল কাদের জিলানী রাহেমাহুল্লার প্রতি "রাদিয়াল্লহু আনহু" লেখা হইয়াছে।

প্রশ্ন ঃ—পৃথিবী ঘুরিতেছে, না সূর্য ঘুরিতেছে ? চন্দ্র ও সূর্য কোথায় আছে ?

উত্তর ঃ—ইমাম আহমাদ রেজা ফাজেলে বেরেলবী কোরাণ, হাদীস ও বিজ্ঞানের থিউরী দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, সূর্য ঘুরিতেছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে হইলে ইমাম রেজার লেখা "ফাওযে মুবীন" পাঠ করুন। হজরত ইবনো আব্বাস ও ইবনো উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সূর্য চতুর্থ আকাশে ও চন্দ্র প্রথম আকাশে রহিয়াছে এবং চন্দ্র ও সূর্যের মুখ আকাশের দিকে রহিয়াছে। ( তাফসীরে খাজায়েনুল ইরফান পৃঃ ৮৩০ )।

# ॥ বালাকোট খণ্ডনে এক কলম ॥

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

মাওলানা আজীজুল হক সাহেব লিখিয়াছেন,—"সুচতুর ইংরাজ জাতি ভারতীয় মুসলমানদের উপর দেওবন্দী আলিমগণের প্রভাব খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে কিছু সুযোগ সন্ধানী অর্থলোভী মওলবী সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় অপপ্রচার আরম্ভ করে। সেই সকল অপপ্রচার আলেমদের মধ্যে উত্তর প্রদেশের বেরেলী শহরের অধিবাসী মাওলানা আহমাদ রেজা খান সাহেব বেরেলবী অন্যতম।

তিনি এবং তাঁহার অনুসারীগণ দেওবন্দের আলেমগণকে কাফের বলিয়াছেন, নাদওয়াতুল উলামার ( লখনৌ ) আলেমগণকে কাফের বলিয়াছেন, মওলানা আবুল কালাম আজাদকে কাফের বলিয়াছেন, কায়েদে আজম মিষ্টার মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহকে কাফের বলিয়াছেন, বিশ্ববিখ্যাত কবি ডক্টর ইলবালকে বেঈমান-বেদ্বীন বলিয়াছেন। 'তাজানোবো আহলিস্ সুন্নাহ আন আহ্লিল ফিতনাহ' নামক বেরেলবী জামাতের প্রামান্য কেতাবে এই সকল কাফেরী ফতওয়ার বিস্তারিত উল্লেখ রহিয়াছে।" ( রক্তে রাঙা বালাকোট ১ খঃ পৃঃ ৬, ৭ )

pdf By Syed Mostafa Sakib

# ইমাম আহমাদ রেজা

ইংরাজদের নিকট কাহারা বিক্রয় হইয়াছিল, কাহারা তাহাদের নিমক হালাল ভৃত্য হইয়া কাজ করিয়াছিল। তাহা আমি "ইমাম আহমাদ রেজা" প্রথম সংখ্যায় ইতিহাসের আলোকে আলোচনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছি যে, উলামায়ে দেওবন্দ দুশ্‌মনে ইসলাম, মুসলমানদের পরম শত্রু ইংরাজদের অন্নে ও অর্থে পুষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাদের হাতের কাঠের পুতুল হিসাবে ব্যবহার হইয়া, দ্বীনের নামে দুনইয়া ক্রয় করিয়া নিজেদের ঈমান ও ইসলামের তরীকে ভরাডুবি করিয়াছে। 'ইমাম আহমাদ রেজা' প্রথম সংখ্যা লেখা কালীন রক্তে রাঙা বালাকোট প্রথম খণ্ডটি আমার নিকট ছিল না। পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য বর্তমান সংখ্যায় উহাদের দালালী চরিত্র ও গোলামী চিত্র সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করিব। সম্ভব না হইলে আগামী সংখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করিব।

উলামায়ে দেওবন্দের চিরচারিত স্বভানুযায়ী জনাব আজীজুল হক সাহেব ইতিহাস উলটাইবার অপ-চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি ধারণা করিয়াছেন যে, আমি বিনা প্রমাণে সত্য মিথ্যা যাহা কিছু বলিয়া দিব, তাহা মনে হয় ইতিহাসের ইতিহাস হইয়া যাইবে। তাই তিনি অগ্র পশ্চাত চিন্তা না করিয়া জ্ঞানশুন্য শিশুদের মখস্ত কবিতা পাঠ করিবার ন্যায় বিনা প্রমাণে ইমাম আহমাদ রেজা তথা বেরেলবী জামাত সম্পর্কে যবন্ন মন্তব্য করিয়াছেন।

আজীজুল হক সাহেব যদি আপনি নিজ দাবীর উপর দৃঢ় থাকেন এবং নিজেকে সত্যবাদী বলিয়া মনে করেন। তাহা হইলে আপনি দোস্ত নয়, কোন দুশমনের লিখিত কিতাব হইতে প্রমাণ করিয়া দিন যে, ইংরাজ সরকারের কোন পদস্থ কর্মচারী কোন সময় ইমাম আহমাদ রেজাকে দাওয়াত করিয়াছিল অথবা ইংরাজ সরকারের পক্ষ হইতে তাঁহাকে কোন প্রকার বেতন প্রদান করা হইত অথবা কোন সময় তাঁহাকে সরকারী তরফ হইতে আর্থিক সাহায্য করা হইয়াছিল অথবা ইংরাজ সরকারের কোন অফিসারের সহিত তাঁহার গোপন সাক্ষাত হইত অথবা ইমাম রেজা জীবনে একবার কোন ইংরেজের সহিত সাক্ষাতের জন্য তাহার কুঠিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন অথবা ইমাম রেজার সহিত সাক্ষাতের জন্য কোন ইংরেজ অফিসার তাঁহার দরবারে আসিয়াছিল। আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি ঃ—আজীজুল হক সাহেব উপরের কোন একটি বিষয়ে প্রমাণ করিতে আদৌ সক্ষম নহেন। কারণ, মিথ্যার ময়দানে আজীজুল হক সাহেবের বুজর্গদের কলম রেসের ঘোড়া অপেক্ষা দ্রুত ছিল। , তথাপীও তাহারা ইমাম আহমাদ রেজাকে কলঙ্ক করিতে পারে নাই। কমপক্ষে আজীজুল হক সাহেব যদি এতটুকু প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন যে, ইমাম আহমাদ রেজা পদ্যে অথবা গদ্যের মাধ্যমে ইংরাজ সরকারের প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাহা হইলে তিনি ধন্যবাদ, বাহবা ও সাবাস সবকিছু সমানভাবে পাইবেন। আর যদি তিনি এতটুকুও প্রমাণ করিতে না পারেন। তাহা হইলে আমরা জানিব যে, আজীজুল হক সাহেব হইলেন মিথ্যাবাদীদিগের মহারাজ।

pdf By Syed Mostafa Sakib



# দেওবন্দের আলেমগণ অবশ্যই কাফের

ব্রিটিশ সরকারের ঔরশ জাতক সন্তনদল—উলামায়ে দেওবন্দ যখন ব্রিটিশের হক আদায় করতঃ রিসালাত ও নবুওয়াতের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছিল। ঠিক সেই সংকটময় মুহূর্তে ইমাম আহমাদ রেজা ফাজেলে বেরেলবী দুশমানে ইসলামদের চক্রান্তময় চিত্রকে প্রকাশ করতঃ উহাদের কাফের বলিয়া ফতওয়া প্রদান করিয়া তাঁহার মোজাদ্দিদ হইবার হক আদায় করিয়াছিলেন। মক্কা ও মদীনা শরীফের চার মাজহাবের মহামান্য শতাধিক মুফতী ও মোহাক্কিক আলেমগণ এবং বিশাল ভারতের ২৬৮ জন উলামায়ে কেরাম উক্ত ফতওয়াকে সমর্থন করিয়াছিলেন। যাহা "হোসামুল হারামাইন" ও "আসসাওয়ারেমুল হিন্দীয়া" নামে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

প্রায় এক শতাব্দী হইতে চলিল উলামায়ে দেওবন্দ শরীয়তের সুক্ষ বিচারে কাফের বলিয়া কলঙ্ক হইয়া রহিয়াছে। ইহারা অদ্যাবধি নতশিরে করজোড়ে ইসলামী আদালতে আপিল করিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইসলামী আদালত উহাদের উক্তিগুলির অপব্যাখ্যাকে সব সময়ে অগ্রাহ্য ও প্রত্যাখান করিতেছে। উলামায়ে দেওবন্দ দারুল উলুম দেওবন্দের ন্যায় শতাধিক দারুল উলুম প্রতিষ্ঠা করিলেও ইসলামী আদালতের রায় কোনদিন পরিবর্তন হইবে না।

মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী সাহেব বলিয়াছেন,—"শরীয়তের হুকুম ইহাই যে, কাফেরকে কাফের বল। ইহার প্রতি আমল করিতে বান্দার আপত্তি কি। যাহার মধ্যে কুফরের নিদর্শন দেখিব। আমরা তাহাকে কাফের বুঝিব এবং কাফেরেই বলিব।" ( তাজকিরাতর রশিদ ২য় খঃ ১৯৬ পৃঃ ) অনুরূপ মাওলানা মোর্তাজা হাসান দারভাঙ্গী বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি কাফেরকে কাফের না বলিবে সে ব্যক্তি নিজেই কাফের হইবে।" ( আশাদ্দুল আযাব পৃঃ ১৪, সংগৃহীত দওয়াতে ফিকির পৃঃ ৮৬ )

জনাব আজীজুল হক সাহেব, আপনাদের ফরমুলাগুলি একবার লক্ষ্য করিয়া দেখুন। উক্ত ফরমুলা অনুযায়ী ইমাম আহমাদ রেজার প্রতি আপনাদের কাফের বলিয়া ফতওয়া প্রদান করা ফরজ ছিল। তাই তাঁহার ফরজীয়াত আদায় করিয়া আপনাদের কাফের বলিয়া ফতওয়া প্রদান করিয়াছিলেন। আপনি শোকে ও দুঃখে মর্মাহত হইয়া গিয়াছেন কেন? মোর্তাজা হাসান দারভাঙ্গী তিনি তো আপনার মত ভাঙ্গিয়া পড়েন নাই। বরং তিনি ইমাম রেজার সমর্থনে ন্যায়ত মন্তব্য করিয়াছেন যথা,—"কিছু উলামায়ে দেওবন্দের প্রতি খান সাহেবের যেইরূপ ধারণা ছিল। যদি প্রকৃতপক্ষে উহারা ঐরূপ ছিলেন। তাহা হইলে ঐ সমস্ত দেওবন্দী উলামাগণকে কাফের বলা খান সাহেবের উপর ফরজ ছিল। যদি তিনি উহাদিগকে কাফের না বলিতেন। তাহা হইলে তিনি স্বয়ং কাফের হইয়া যাইতেন।" ( আশাদ্দুল আযাব পৃঃ ১৩, সংগৃহীত দাওয়াতে ফিকির পৃঃ ৮৫ ) আজীজুল হক সাহেব ঈমানদারী বলুল! ইমাম রেজার অপরাধ কোথায়?

pdf By Syed Mostafa Sakib



# আবুল কালাম আজাদ কফেরই ছিলেন

যেহেতু উলামায়ে আহলে সুন্নাত মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেবকে কাফের বলিয়া ফতওয়া দেওয়ায় আজীজুল হক সাহেবের হৃতপিণ্ডে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে। তাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি ঃ—যদি কোন ব্যক্তি কোরআন শরীফের কোন স্পষ্ট আয়াতের বিপরীত মন্তব্য করিয়া থাকে অথবা হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আলোচনা করা অযথা বা বেকার বলিয়া থাকে অথবা এইরূপ বলিয়া থাকে যে, তিনি নবী ছিলেন না, মোজাদ্দেদ ছিলেন অথবা এইরূপ বলিয়া থাকে যে, তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে এবং তাহার প্রতি ইঞ্জিল কিতাব অবতীর্ণ হয় নাই। এই ব্যক্তির প্রতি আপনাদের দেওবন্দী ধর্মের ফতওয়া কি ?

হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াত ও তাঁহার প্রতি ইঞ্জিল কিতাব অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে কোরআন শরীফে স্পষ্ট ঘোষণা করা হইয়াছে এবং আরো বলা হইয়াছে যে, তাঁহাকে শুলে চড়াইয়া হত্যা করা হয় নাই। অথচ আবুল কালাম আজাদ সাহেব কোরআন শরীফের বিপরীত মন্তব্য করিয়া লিখিয়াছেন যথা,—"হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের সম্পর্কে আলোচনা করা বেকার। তিনি মুসা আলাইহিস সালামের শরীয়তের সংশোধন করিয়াছিলেন। তিনি মোজাদ্দেদের ন্যায় ছিলেন। তিনি কোন শরীয়ত ( কিতাব ) আনেন নাই। তাঁহার নিকট কোন কানুন ছিল না। তিনি স্বয়ং পরিস্কার ঘোষণা করিয়াছেন,—আমি তওরাতকে বাতিল করিতে আসি নাই বরং পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। ( ইউহানা ৫১১৩ ) ( আলাইহিলাল ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯১৩ সাল, সংগৃহীত ফাতাওয়ায় রাজবীয়া খঃ ৬ পৃঃ ১৪ ) আজাদ সাহেব আরো লিখিয়াছেন,—ইহুদীরা তাহার মস্তকে কাঁটার তাজ পরাইয়াছিল, তাঁহাকে শুলিতে চড়াইয়াছিল এবং শহীদ করিয়াছিল।" ( আলাইহিলাল পৃঃ ৩৩৮, ৩৩৯, সংগৃহীত ফতওয়ায় রাজবীয়া খঃ ৬ পৃঃ ১৫ )

জনাব আজাদ সাহেবের আজাদী খেয়ালের সামান্যতম দৃষ্টান্ত পেশ করিলাম। প্রয়োজনবোধে বিস্তারিত আলোচনা করিব। আজাদ সাহেব সম্পর্কে আজীজুল হক সাহেব এখন কি ধারণা রাখিবেন সেটাই তাঁহার জাগ্রত বিবেকে বিবেচনা করিবেন।

# নাদওয়াতুল উলামার আলেমগণ নিঃসন্দেহে কাফের

১৩১১ হিজরী অনুযায়ী ১৮৯২ সালে লাখনৌতে "নাদওয়াতুল উলামা" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ( তাজকিরায় রেজা পৃঃ ২৩ ) ইহাদের ধারণা নিম্নরূপ ছিল,—যে ব্যক্তি ইসলামী কালেমা পাঠ করিয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib


থাকে। সে ব্যক্তি চাই আল্লাহ তায়ালাকে মিথ্যাবাদী বলুক অথবা কোরআন শরীফকে অসম্পন্ন বলুক। কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস করুক অথবা নাই করুক। জান্নাত, জাহান্নাম, হিসাব কিতাব স্বীকার করুক অথবা নাই করুক। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে শেষ নবী বলিয়া স্বীকার করুক অথবা উহার পরে কোন নবীর আগমণ জায়েজ বলুক। মোট কথা, যে কোন ধারণা রাখুক না কেন, কালেমা পাঠ করিলেই "নাদওয়াতুল উলামার" নিকট মুসলমান বলিয়া গণ্য হইবে এবং নাদওয়ার সদস্য হইতে পারিবে। (এ'লামে জরুরী পৃঃ ৬)

মাওলানা শিবনী নো'মানী, মাওলানা মোহাম্মাদ আলী কানপুরী ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ইত্যাদি বে-দ্বীন ও নাস্তিক খেয়ালের মানুষগণ নাদওয়াতুল উলামার সদস্য ছিলেন। নাদওয়াতুল উলামার মাধ্যমে ভারতবর্ষে ব্যাপক নাস্তিকতা প্রচার করা হইয়াছে। এক কথায় 'নাদওয়াতুল উলামা' ছিল নাস্তিক দিগের আড্ডাখানা। বর্তমানে নাদওয়াতুল উলামার অধিকাংশ সদস্য ওহাবী দেওবন্দী। উলামায়ে আহলে সুন্নাত উহাদের চক্রান্ত হইতে অবগত হইয়া দ্বীন—ইসলামের খাতিরে কাফের বলিয়া ফতওয়া প্রদান করিয়াছিলেন। আসল কথা হইল যে, "তাজানোবো আহলিস্ সুন্নাতে আন আহলিল ফিতনাহ" নামক কিতাবে উলামায়ে আহলে সুন্নাত যাহাদের কাফের বলিয়া ফতওয়া দিয়াছেন। তাহারা কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী প্রকৃতই কাফের ছিল। কিন্তু আজীজুল হক সাহেব উলামায়ে আহলে সুন্নাতকে কলঙ্ক করিবার জন্য একটি তালিকা পেশ করতঃ বলিয়াছেন যে, বেরেলবীরা সবাইকে কাফের বলিয়া থাকেন। এইবার আমি একটি ছোট তালিকা প্রদান করিতেছি। যাহা হইতে উলামায়ে দেওবন্দে ফতওয়া বাজী সম্পর্কে সবাই অবগত হইতে পারিবেন।

## মুসলিম জাহানের প্রতি উলামায়ে দেওবন্দের ফতওয়া

হোসাইন আহমাদ মাদানী সাহেব বলিয়াছেন,—"হাদীস শরীফে বলা হইয়াছে। উম্মাত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হইবে। কেবল একটি মাত্র দল জান্নাতী হইবে। বাকী সমস্ত দল জাহান্নামী হইবে। আমি দলিলের ভিত্তিতে পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত বলিতেছি, জামায়াতে ইসলামীরা জাহান্নামী দল।" (শাইখুল ইসলাম নাম্বার পৃঃ ১৫৯) অনুরূপ মাদানী সাহেব মাওলানা শাব্বীর আহমাদ উসমানীকে আবু জাহাল বলিয়াছেন। (মাকালামাতুস সাদরাইন পৃঃ ২১) মাওলানা মাদানী সাহেব মোহাম্মাদ বিন আব্দিল ওহ্হাব নজদীকে অত্যাচারী, বিদ্রোহী, রক্ত পিপাষু ও ফাসেক বলিয়াছেন। (আশ্শিহাবুস সাকিব পৃঃ ৫০) উক্ত কিতাবে মোদানী সাহেব ইমাম আহমাদ রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ৬৪০ টি গালি দিয়াছেন। হোসাইন আহমাদ মাদানী সাহেব মুসলিম লীগে মুসলমানদের অংশ গ্রহণ করা হারাম

pdf By Syed Mostafa Sakib



বলিয়াছেন এবং কায়েদে আজমকে কাফেরে আজম বলিয়াছেন। ( খুৎবাতে সাদারাত পৃঃ ৪৮, সংগৃহীত দেওবন্দ কা নয়াদ্বীন পৃঃ ২০৯ )

মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী দেওবন্দী মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেবকে বে-আদব ও গোমরাহ বলিয়াছেন। ( আলবিয়ান মুকাদ্দামায় মুশকিলাতুল কোরআন পৃঃ ৩৪ ) অনুরূপ কাশ্মীরী সাহেব স্যার সাইয়েদ আহমাদ খান ( আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ) কে জাহেল, গোমরাহ, বে-দ্বীন ও কাফের বলিয়াছেন। ( পৃঃ ৩২ ) অনুরূপ তিনি মাওলানা শিবলী নো'মানীকে কাফের বলিয়াছেন। ( পৃঃ ৩২ )

মাওলানা আশরাফ আলী থানুবী সাহেব স্যার সাইয়েদ আহমাদ খানকে নাস্তিক ও ভারতবর্ষে নাস্তিকতার বীজ বপণকারী বলিয়াছেন। ( আল্ইফাদাতুল ইয়াওমিয়া খঃ ৬ পৃঃ ৯৮, সংগৃহীত সাওয়ানেহে আ'লা হজরত পৃঃ ৫৭

উলামায়ে দেওবন্দ মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী তথা সমস্ত কাদিয়ানীদের কাফের বলিয়াছেন। আরো বলিয়াছেন যে, উহাদের কাফের বলা ফরজ। যাহারা উহাদের কাফের বলিবে না তাহারাও কাফের হইয়া যাইবে। ( আশাদ্তুল আযাব পৃঃ ১৩ )

মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী সাহেব লামাজহাবীদের পশ্চাতে নামাজ পড়া মাকরুহ বলিয়াছেন। ( তাজকিরাতুর রশীদ ২খঃ পৃঃ ২৮২ ) মৌলবী আবুদুল মাজীদ সাহেব দেওবন্দী বলিতেন যে, আমি যখন মৌলবী নাযীর হোসাইন দেহলবী লামাজহাবীর নিকট হাদীস পড়া আরম্ভ করিলাম। তখন অধিকাংশ সময়ে স্বপ্নে দেখিতাম যে, আমার চারিদিকে শুকরের বাচ্চা ঘুরিতেছে। ( তাজকিরাতুর রশীদ ১ম খঃ পৃঃ ৩২০ ) উলামায়ে দেওবন্দ আল্লামা শামীকেও পর্য্যন্ত ছাড়েন নাই। তাঁহাকে চরম সমালোচনা করিবার পর দুন্ইয়াদার, দুন্ইয়া পরস্ত ইত্যাদি বলিয়াছেন। ( আয়নায়ে সাদাকাত ৪৪ পৃঃ )

পাক-ভারত উপমহাদেশে সমস্ত প্রদেশের মানুষ উলামায়ে দেওবন্দের কলঙ্কময় চিত্র সম্বন্ধে অবগত আছেন। তুলনামূলক বাঙ্গালী মুসলমানেরা কম অবগত আছেন। কারণ উহাদের কুফরী আকীদাহ ও ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কে উর্দু ভাষায় শতাধিক কিতাব লেখা রহিয়াছে। সেই তুলনায় বাংলা ভাষায় কিছুই নাই বলিলে চলে। মাওলানা আজীজুল হক সাহেব এটাকে সুযোগ মনে করতঃ উলামায়ে আহলে সুন্নাতকে কলঙ্ক করিতে যাইয়া নিজেরাই কলঙ্ক হইয়া গিয়াছেন। আজীজুল হক সাহেব অত্যন্ত সাধু সাজিয়া বলিয়াছেন যে, বেরেলবীরা সবাইকে কাফের বলিয়া থাকেন। বর্তমান তালিকা হইতে জানা যাইতেছে যে, তাহারা বেরেলবীদের অপেক্ষা কোনাংশে কম নহেন। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা শিবলী নো'মানী, স্যার সাইয়েদ আহমাদ খান, মাওলানা মৌদুদী, মিরজা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ও মোহাম্মাদ বিন আবদুল ওহহাব নজদী ইত্যাদি কাহাকেও ছাড়েন নাই। উহাদের সম্পর্কে মনে যাহা আসিয়াছে তাহাই বলিয়াছেন যথা, কাফের, বে-দ্বীন, আবু জেহেল, নাস্তিক, জালেম, ফাসেক, গোমরাহ ও দুন্ইয়াদার ইত্যাদি। ইহার পরও আজীজুল হক সাহেব লজ্জাহীন ভাবে লিখিয়াছেন যে "হজরত রসুলুল্লাহ ( সাঃ ) আসিয়াছিলেন কাফেরদিগকে মুসলমান বানাইবার জন্য। কিন্তু আহমাদ রেজা খান

pdf By Syed Mostafa Sakib



# শাজারায় কুফর

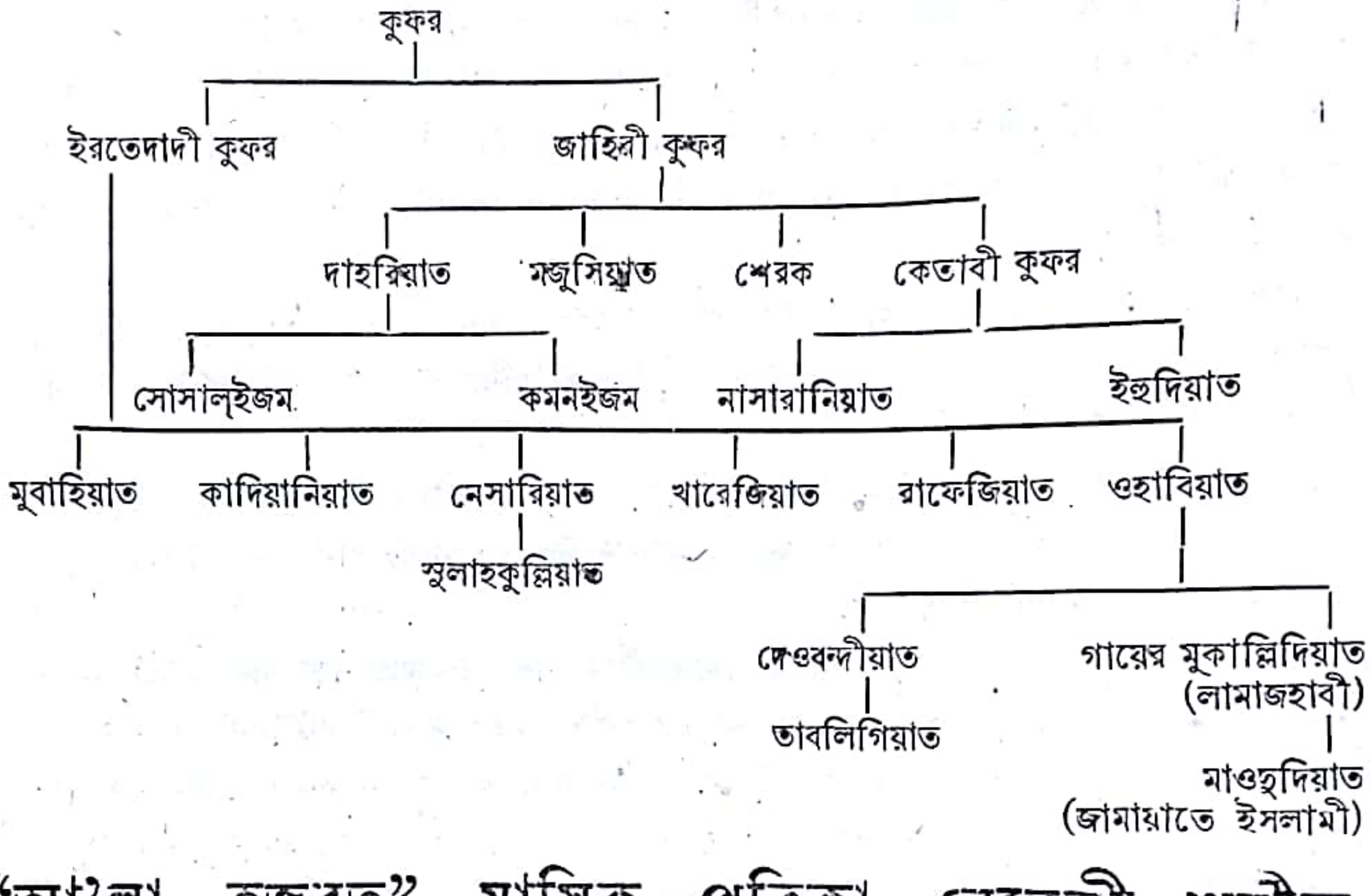


## "আ'লা হজরত" মাসিক পত্রিকা বেরেলী শরীফ হইতে ছাপা, পৃঃ ৩৭ সংখ্যা সেপ্টেম্বর সাল ১৯৮৯

---

সাহেব এবং তাঁহার অনুসারীগণ আসিয়াছেন মুসলমানদিগকে কাফের বানানোর জন্য ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে ?" ( বালাকোট ১ম খঃ ১৩ পৃঃ )

আজীজুল হক সাহেব জানিয়া রাখিবেন ! বর্ত্তমানে মানুষ যথেষ্ট হুঁশিয়ার হইয়াছেন। আপনাদের লোক দেখানো তাবলিগ বুঝিয়া ফেলিয়াছেন। সাধারণ মানুষ সহজেই সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন যে, যদি কুফরী কালাম বলিবার কারণে উলামায়ে দেওবন্দ কাফের, বে-দ্বীন ও জাহান্নামী ইত্যাদি বলিতে পারেন। তাহা হইলে কুফরী কালাম বলিবার অপরাধে উলামায়ে দেওবন্দকে কাফের বলা যাইবে না কেন ? ইসলামী বিধানানুযায়ী যেমন উলামায়ে দেওবন্দ কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে কাফের বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। অনুরূপ উলামায়ে আহলে সুন্নাত বেরেলবীগণ দেওবন্দীদের কাফের বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহাতে দুঃখের বিষয় কিছুই নাই।

.....ক্রমশঃ

pdf By Syed Mostafa Sakib



# দরুদের ফজীলাত

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন,—আমার নিকট জিবরাইল, মিকাইল, ইসরাফিল ও ইজরাইল আলাইহিমুস্ সালাম আসিলেন, জিবরাইল আলাইহিস্ সালাম বলিলেন,—ইয়া রাসুলাহ যে ব্যক্তি আপনার প্রতি প্রত্যহ দশ বার দরুদ শরীফ পাঠ করিবে, আমি তাহার হাত ধরিয়া বিদ্যুতের ন্যায় পুলসিরাত পার করিব। মিকাইল আলাইহিস্ সালাম বলিলেন,—আপনার হাওযে কাওসার হইতে আমি তাহাকে পানি পান করাইব। ইসরাফিল আলাইহিস্ সালাম বলিলেন,- আমি আল্লাহু পাকের জন্য সিজদা করিব। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহু তায়ালা তাহাকে ক্ষমা না করিবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত মস্তক উঠাইব না। ইজরাইল আলাইহিস্ সালাম বলিলেন,—আমি তাহার রুহ কবজ করিব। যেমন আম্বিয়া আলাইহিস্ সালামগণের রুহ্ কবজ করিয়া থাকি। ( দুর্রাতুন্নাসেহীন পৃঃ ১৬৫ )

আবদুর রহমান বিন আওফ রাদিয়াল্লাহ আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন,—আমার নিকট জিব্রাইল আলাইহিস্ সালাম আসিয়া বলিলেন, হে মোহাম্মাদ: যে ব্যক্তি আপনার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করিবে। তাহার প্রতি ৭০ হাজার ফিরিস্তা দরুদ শরীফ পাঠ করিবেন। যে ব্যক্তির প্রতি ফিরিস্তাগণ দরুদ শরীফ পাঠ করেন। সে ব্যক্তি জান্নাতী হইবে ( পৃঃ ১১)

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিযাছেন,—যে ব্যক্তি কোন কিতাবে আমার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করিবে। যতদিন পর্য্যন্ত উক্ত কিতাবে আমার নাম থাকিবে। ততদিন পর্য্যন্ত ফিরিস্তাগণ তাহার জন্য ক্ষমা চাহিতে থাকিবেন। ( শিফা শরিফ ২ খঃ পৃঃ ৭৫ )

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা একজন ফিরিস্তাকে সৃষ্টি করতঃ তাঁহাকে সমস্ত সৃষ্টির ( শব্দ শুনিবার ) শ্রবণ শক্তি দান করিয়াছেন। তিনি কিয়ামত অবধি আমার কবরে কায়েম থাকিবেন। আমার উম্মাতের মধ্যে যে কেহ আমার প্রতি দরুদ পাঠ করিবে। তাহার নাম ও তাহার পিতার নামসহ আমাকে জানাইয়া দিবেন। ( খাসায়েসে কোবরা ২খঃ পৃঃ ২৮০, দুর্রতুন্নাসেহীন পৃঃ ১২৯ )

সাহাবাগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে আল্লার রাসুল। যাহারা আপনার দরবার হইতে অনুউপস্থিত থাকিয়া ( পৃথিবীর কোন এক প্রান্ত হইতে ) আপনার প্রতি দরুদ পাঠ করিয়া থাকে। এবং যাহারা আপনার পরবর্ত্তিকালে আসিয়া দরুদ পাঠ করিবে। তাহাদের অবস্থা কি হইবে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিলেন,—আমি প্রেমিকগণের দরুদ নিজ কর্ণে শ্রবণ করিয়া থাকি ( তাহারা যেখানে থাকুক না কেন ) ও তাহাদের চিনিয়া ফেলি এবং অন্যদের দরুদ আমার নিকট পেশ করা হইয়া থাকে। ( দালায়েলুল্ খয়রাত মতার্জাম পৃঃ ৩২ )

pdf By Syed Mostafa Sakib



# সমীক্ষা

আমি পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলাতে সভা করতঃ উপলব্ধি করিয়াছি যে, ফুরফুরা পন্থীরা বন্যার স্রোতের ন্যায় দেওবন্দী- তাবলিগী ও জামাতে ইসলামী হইয়া যাইতেছে। কেবল তাই নয়, ফুরফুরার সাহেব জাদাগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রকাশ্য সভায় বলিতেছেন,—আমরা দেওবন্দী গো আমরা দেওবন্দী। আমি আশরাফ আলী থানুবীর জুতা মাথায় লইয়া ওয়াজ করিব। ( নাউজুবিল্লাহ )

তেলশুন্য প্রদীপ যেমন অত্যন্ত মৃদু অবস্থায় জ্বলিতে থাকে। এবং অচিরে নিভিবার জন্য সামান্য হাওয়া অথবা ক্ষুদ্র পতঙ্গের ডানার ঝাপটার অপেক্ষায় থাকে। বর্তমানে ফুরফুরা সিলসিলার অবস্থা তদ্রুপ। পশ্চিম বাংলার কোন কোন জেলা হইতে এই সিলসিলা একেবারে ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। আবার কোন কোন জেলাতে জোনাকীর আলোর ন্যায় জ্বলিতে ও নিভিতে দেখা যাইতেছে। তবে তুলনামূলক হুগলী, হাওড়া, মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণার অবস্থা ভ ল। যে জেলাগুলির নাম উল্লেখ করিলাম, সেই জেলার মানুষেরা অবশ্য উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন যে, কত ভাল। —প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে পশ্চিম বাংলার অধিকাংশ মানুষ অবগত আছেন যে, ফুরফুরা পন্থীরা ধর্মদ্রোহী ওহাবী—দেওবন্দীদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ফুরফুরার পীর সাহেবগণ হইতে আরম্ভ করিয়া ফুরফুরা পন্থী আলেমগণেরা পর্য্যন্ত ওহাবী—দেওবন্দীদের থেকে সতর্ক ও সাবধান থাকিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু বর্তমানে ইহার বেশ বিপরীত দেখা যাইতেছে। কোন স্থানে ফুরফুরা পন্থী আলেমেরা দেওবন্দীদের কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া তাবলিগ জামাতের কাজ জোরতালে চালাইতেছেন। তবে ঐ এলাকার দেওবন্দী আলেমরা কেয়ামের সময় কোন প্রকার বাহানা করতঃ সভা ত্যাগ করিলেও গোলটুপী ব্যবহার করিতেছেন। কারণ, গোলটুপী ব্যবহার করিলে ফুরফুরা পন্থীরা ও পীর সাহেবগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া যান এবং পাক্কা ফুরফুরা পন্থী বলিয়া গণ্য করেন। আবু জাফর ছিদ্দিকী সাহেবের মুরীদ ও খলিফাগণের মধ্যে অনেকেই তাবলীগ জামাতের আমীর আবার অনেকেই জামাতে ইসলামের নাজিম হইয়া রহিয়াছেন। উহাদের কোন প্রকার প্রশ্ন করিলে বলিয়া থাকে যে, দেওবন্দীদের সহিত আমাদের ছোট ছোট মসলাতে দ্বিমত রহিয়াছে মাত্র। যেমন গত ৮ই ডিসেম্বর ৮৯ সালে নদীয়া জেলার চাপড়া থানার অন্তরগত আলফা নামক গ্রামের সভায় উপস্থিত হইবার পর কয়েকজন দেওবন্দী ও দুই জন ফুরফুরা পন্থী আলেম আমাকে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করেন। উহাদের মধ্যে একজন উলাসী মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন। দেওবন্দীদের মাথায় গোলটুপী দেখা যাইতেছিল। আমার একটি প্রশ্নের উত্তরে ফুরফুরা পন্থী আলেমগণ বলিলেন যে, আমাদের সহিত দেওবন্দীদের ছোট ছোট মসলায় মতভেদ রহিয়াছে। আমি বলিলাম, না। দেওবন্দীরা আপনাদের তথা ফুরফুরার পীর সাহেবদের পরক্ষভাবে জাহান্নামী বলিয়া থাকে। ইহার প্রমাণ চাহিলে আমি ফুরফুরা পন্থী আলেমগণকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আপনারা কেয়াম করাকে কি বলেন? উত্তরে

pdf By Syed Mostafa Sakib



তাহারা বলিলেন, মোস্তাহাব। তৎপর দেওবন্দী আলেমদের লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, আপনারা কি বলেন? তখন রাওতাড়া মাদ্রাসার জনৈক দেওবন্দী শিক্ষক সামান্য দম ধরিয়া বলিলেন, 'বেদয়াত'। তখন আমি বলিলাম যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বেদয়াতীদের স্থান কি জাহান্নাম বলেন নাই? এইবার ফুরফুরা পন্থীরা দেওবন্দীদের প্রতি বেশ ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িলেন। দেওবন্দীরা বেচক্র দেখিয়া বলিলেন যে, আজ কেয়াম সম্পর্কে কোন প্রশ্নোত্তর হইবে না। আপনি আপনার পত্রিকায় ফুরফুরার পীর সাহেবদের কেন ওহাবী বলিয়াছেন বলুন? ফুরফুরাবীদের দরদ দেখাইয়াছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাকে যাইতে আদেশ করিলেন। এই সময়ে উহারা ফুরফুরাবীদের সহিত সমঝোতা করিয়া আমার বক্তৃতা চলা কালীন সভায় যাইয়া গণ্ডগোল আরম্ভ করিয়া দিলেন। ফুরফুরা পন্থী আলেমদের বেশী উগ্র দেখা যাইতেছিল। আলহাদুলিল্লাহ! আমার বক্তৃতায় সভার প্রতিটি মানুষের উপর প্রভাব পড়িয়াছিল। তাই তাঁহারা দেওবন্দী ও ফুরফুরা পন্থী আলেমদের অন্যায় আচরণ দেখিয়া তীব্র প্রতিবাদ করেন। এবং আমাকে পুনরায় বক্তৃতা দিতে অনুরোধ জানান। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফাসাদকারী আলেমেরা সভা ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। আমি দীর্ঘক্ষণ বক্তৃতা করিবার পর সালাম পাঠ করতঃ সভা সমাপ্ত করিলাম। অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল জেলা উত্তর ২৪ পরগণার বারাসাত এলাকায়।

১৯৭৫ সালে ফুরফুরার বড় হুজুর আবদুল হাই ছিদ্দিকী সাহেব ইছালে সওয়াবের দ্বিতীয় দিনে ২২শে ফাল্গুন হাজার হাজার মানুষের সম্মুখে বক্তৃতার মাধ্যমে বলিয়াছিলেন যে, আমি মুর্শিদাবাদে বলিয়া আসিয়াছি,—"আমরা এতদিন চারভাই ছিলাম অর্থাৎ হানাফী, শাফয়ী, মালিকী ও হাম্বলী। এখন পাঁচভাই হইলাম অর্থাৎ আহলে হাদীস লামাজহাবীরাও আমাদের ভাই। আমার এইরূপ বক্তৃতা শুনিয়া আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের মানুষেরা বাহবা দিয়াছেন।" প্রকাশ থাকে যে, ঐ সময় আবদুল হাই সাহেবের সহিত মেজ হুজুর আবু জাফর ছিদ্দিকী সাহেবের চরম অন্তরদন্দ্ব ছিল। আবদুল হাই সাহেব বাকায়দা চারদুয়ারী খানকা তৈয়ার করিয়া গদ্দী আলাদা করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি এই নতুন খানকাতে বসিয়া বক্তৃতা করিতেছিলেন। আবু জাফর সাহেব নিকটে পুরাতন খানকাতে ছিলেন। উভয়ের নিকট মাইক ছিল। আবু জাফর ছিদ্দিকী সাহেব মাইকে বড় হুজুরকে বলিলেন,—"আমার এখানে বাংলাদেশের কয়েকজন আলেম আছেন। তাঁহারা আপনার কথা বুঝিতে পারেন নাই। 'আহলে হাদীস —লামাজহাবীরা আমাদের ভাই কেমন করিয়া হইল"? আবদুল হাই সাহেব গোজামিল দিয়া উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করিলেন। আবু জাফর সাহেব অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, হুজুর কিবলা (আবু বাক্কার ছিদ্দিকী সাহেব) ও মাওলানা রুহুল আমীন সাহেব সারা জীবন বুকের রক্ত পানী করিয়া উহাদের সহিত বাহাস করিয়া গিয়াছেন। আজ আপনি তাদের ভাই বলিতেছেন। ছিঃ! লামাজহাবীরা কাফের কাফের। এই বলিয়া তিনি বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন। পীর সাহেবদের এই ঘরোয়া দ্বন্দ্ব দেখিয়া হাজার হাজার মানুষ আশ্চর্য্য হইলেন। অল্প কিছুদিন পর একখানা বড় বিজ্ঞাপন বাহির হইয়া গেল। বিজ্ঞাপণটির নাম ছিল "পচাত্তরে ফুরফুরা।" ইহাতে আবদুল হাই সাহেবকে অত্যন্ত নিন্দা

pdf By Syed Mostafa Sakib


করা হইয়াছিল। ইহার কিছুদিন পর আরও একখানা ছোট পুস্তিকা প্রকাশ হইয়াছিল। যথাক্রমে পুস্তিকাটির নাম ছিল "হক কথা বা সত্যের এলান।" ইহাতে আবু জাফর সাহেবকে অত্যন্ত কুৎসা করা হইয়াছিল।

আবদুল হাই ছিদ্দিকী সাহেব তথাকথিত আহলে হাদীস—লামাজহাবী সম্প্রদায়কে ভাই বলিয়া গণ্য করিলেও ওহাবী—লামাজহাবী, দেওবন্দীদের কাফের বলিয়াও ফতওয়া দিয়াছেন। যথা তিনি বলিয়াছেন,—"পীর, ওলী, নবী ও আল্লার প্রতি অহাবী (লামাজহাবী) কাসেমীদের (দেওবন্দীদের) যে ভাবের আকায়েদ দেখা যায়। তাহাতে উহারা নিশ্চয় কাফের, কাফের, কাফের।" (ওয়াজে নবীর ৩২ পৃঃ) অনুরূপ ২০শে চৈত্র ১৩৭৭ সালে ৫৫, প্রিন্সেফ ষ্ট্রীট চাঁদনি—কলিকাতায় এক বৈঠকি জালসায় কাফের বলিয়া ফতওয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার এই ফতওয়াটি ফুরফুরার মোজাদ্দেদ মিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপনাকারে প্রচার করা হইয়াছিল। যথাক্রমে বিজ্ঞাপনটির নাম ছিল, "গোমরাহী যুগ, আখেরী জানানা, ইমান লুঠার দিন।"

আবু জাফর ছিদ্দিকী সাহেব লামাজহাবীদের কাফের কাফের কাফের বলিলেও এযাবৎ কোন বই পুস্তকে লামাজহাবী ও দেওবন্দীদের কাফের বলিয়া ফতওয়া দেন নাই। বরং তিনি বলিয়া থাকেন যে, আমরা কাহার কাফের বলি না। —আমরা শুনিতে পাই যে, আবু জাফর সাহেব নাকি বাংলা আসামের মুফতী। আবার ইহাও শুনিতে পাই যে, আবদুল হাই সাহেবের পায়ে যা ছিল তাহা অন্য কোন হুজুরের মাথায় নাই যথা, আবদুল হাই ছিদ্দিকী সাহেবের বড় সাহেবজাদা মোঃ আবুল আনসার সাহেবের পরিচালিত "সাপ্তাহিক মানবতা" পত্রিকার ১৯৮৪ সাল, ১৭ই ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় ২১ পৃষ্ঠায় আছে,—..... "বড় হুজুরের পায়ে যা আছে অন্য হুজুরের মাথায় তা নেই।" (সংগৃহীত ফুরফুরা সিলসিলার ক্ষতি কারক কতকগুলি ভ্রান্তমূলক উক্তি) —প্রকাশ থাকে যে, "সাপ্তাহিক মানবতা" পত্রিকার প্রতিবাদে দুইটি বিজ্ঞাপণ প্রচারিত হইয়াছিল। একটি হইল "আনসারী ফিতনা" অপরটি হইল "ফুরফুরা সিলসিলার ক্ষতি কারক কতকগুলি ভ্রান্তিমূলক উক্তি।" উক্ত বিজ্ঞাপনগুলিতে আবুল আনসার সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে, "এই প্রকার চরম বেয়াদবীপূর্ণ কথা আবুল আনসার সাহেবের মত মুখ অহঙ্কারী, রিয়াকারী, ভাঁইফোড়ের মুখ হইতেই সাজে।" ..... .....ভাই আবুল আনসার সাহেব তোমাকে আমি একটু নসিহত করিতেছি। কারণ, যখন তোমার বয়স ৭/৮ বৎসর ছিল। তখন হইতে তোমার অবস্থা আমার জানা আছে। আত্মগরিমা, অহঙ্কার, রিয়া, হিংসা, মুর্খতা, মিথ্যা ও বেয়াদবীপূর্ণ কথাবার্তা এই সমস্ত মন্দ স্বভাবগুলি তোমার মধ্যে বিরাজমান। .....

প্রকাশ থাকে যে, আবু জাফর ছিদ্দিকী সাহেব স্বয়ং উক্ত বিজ্ঞাপনগুলি আমাকে প্রচার করিবার জন্য দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, মুর্শিদাবাদে যে সমস্ত গ্রামে আনসার (সাহেব) যায়। সেই গ্রামগুলিতে পৌঁছাইয়া দিবেন।

এখন বিবেচনার বিষয় ইহাই যে, আবদুল হাই ছিদ্দিকী সাহেবের ফতওয়ার প্রতি আমল করা হইবে,

pdf By Syed Mostafa Sakib



না আবু জাফর ছিদ্দিকী সাহেবের ফতওয়ার প্রতি আমল করা হইবে।
সাহেবের পায়ে সোনা, রূপা যাহাই থাকুক না কেন কিন্তু তিনি মুফতী ছিঃ
জাফর ছিদ্দিকী সাহেব বাংলা আসামের মুফতী তো বটে। অতএব আবু জাফর
নীয় হইবে। —আবদুল হাই ছিদ্দিকী সাহেবের ফতওয়ার প্রতি আমল করিতে ২
রহিয়া যায় যে, তিনি ওহাবী লামাজহাবী সম্প্রদায়কে ভাই বলিয়াছেন, আবার কাফের
অনুরূপ সমস্যা রহিয়া যায় আবু জাফর ছিদ্দিকী সাহেবের ফতওয়ার প্রতি আমল করিতে যাইলে।
তিনি লামাজহাবী সম্প্রদায়কে কাফের বলিয়াছেন, আবার কখন বলিয়া থাকেন যে, আমরা কাহার কাফের
বলি না। ইহাদের মধ্যে কাহার কোন্ ফতওয়াটির প্রতি আমল করিতে হইবে, তাহা সাধারণ মানুষের
পক্ষে সহজে সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। মোটকথা ইহারা হুঁসে এক প্রকার ফতওয়া দিয়া থাকেন, আবার
যোশে আর এক প্রকার ফতওয়া দিয়া থাকেন। আমার মনে হয় ফুরফুরার পীর সাহেবদের এই প্রকার
উল্টো পাল্টা ফতওয়া দেওয়ার কারণে জেলা উত্তর ২৪ পরগণার আয়নুদ্দীন গোবিন্দপুরী সাহেব ইহাদের
সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যথা তিনি লিখিয়াছেন,—"ফুরফুরার অন্যান্য সাহেব-
জাদাগণ যে ভাবে আবোল তাবোল বলে ওয়াজ ও ফতওয়া জারী করতে শুরু করেছে তাতে আমাদের
মনে হয় তাদেরকে সত্তরই বহরমপুর অথবা আসামের তেজপুরের পাগলা গারদে পাঠিয়ে চিকিৎসা করা
প্রয়োজন। অন্যথায় বাংলার সুন্নাতুল জামায়াতকে তারা নরকে না পাঠিয়ে ছাড়বে না। আমরা আশা
করি এখনও যদি তারা সোজা পথে না চলে তবে বাংলা তথা পাক-ভারতের মানুষ আর এত মূর্খ নয় যে,
শুধু পীর খান্দানের দোহাই দিয়ে যে কথাই বলবে তা অন্ধের মত বা কলুর বলদের মত শুনবে।" ( তর-
দিদোল হাছেদীন পৃঃ ৫১-৫২, সংগৃহীত বজ্র কলম পৃঃ ১১ )

ফুরফুরা পন্থী বহু আলেমকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আয়নুদ্দীন গোবিন্দপুরী সাহেব কোন আলেম নন। কিন্তু তিনি নিজেকে ফুরফুরা পন্থী আলেম ও মাওলানা রুহুল আমীন সাহেবের খলীফা বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন। যাই হোক, তিনি ফুরফুরা পন্থী হইয়াও ফুরফুরার পীর সাহেবদের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সহিত যে ন্যায়ত মন্তব্য করিতে পারিয়াছেন। এইটাই তাঁহার অত্যন্ত বাহাদুরী। মারহাবা আয়নুদ্দীন সাহেব মারহাবা, মারহাবা গোবিন্দপুরী সাহেব মারহাবা।

গোবিন্দপুরী সাহেবের পীর ও ফুরফুরা সিলসিলার কর্ণধার রুহুল আমীন সাহেব দেওবন্দীদের পথ-ভ্রষ্টা ঘোর ধর্মদ্রোহী ওহাবী ও লামাজহাবী বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ( ইসলাম দর্শন, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩২২ সাল, সংগৃহীত অভিশপ্ত মযহব পৃঃ ১১৭ ) তিনি আবার বলিয়াছেন যে, "দেওবন্দীরা অহাবী নয়।" ( ফাতওয়ায় আমিনিয়া ৪র্থ ভাগ পৃষ্ঠা সম্ভবতঃ ৫১ )

'কিশোরগঞ্জের কেয়ামের বাহাস' নামক পুস্তকে বলা হইয়াছে—"যে মাওলানা আশরাফ আলী থানুবী সাহেব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ইল্মকে চতুষ্পদ জন্তুর সহিত তুলনা করিয়াছেন ও মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্য কেয়াম করাকে

pdf By Syed Mostafa Sakib



শ্রীকৃষ্ণের সঙ বলিয়াছেন। মুসলমানেরা কি তাঁহাদের সমস্ত ফতওয়া মানিতে পারে।" উক্ত কিতাবে আরো আছে—"মাওলানা আশরাফ আলী থানুবী সাহেব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ইল্ম কে চতুষ্পদ জন্তুর সহিত তুলনা করার কারণে হিন্দুস্থানের আলেমগণ তাহার প্রতি যে ফতওয়া প্রদান করিয়াছেন, তাহা এখানে পেশ করা নিষ্প্রয়োজন।"

প্রকাশ থাকে যে, "কিশোরগঞ্জের কেয়ামের বাহাস" পুস্তকের প্রকাশক ছিলেন মাওলানা রুহুল আমীন সাহেব। রুহুল আমীন সাহেব মাজমুয়া ফাতওয়ার আমিনিয়া ৪র্থ ভাগ ৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"দেওবন্দী মাওলানাগণের সহিত আমাদের কয়েকটি ফরুয়াত মছলা লইয়া মতভেদ রহিয়াছে, আমরা মিলাদ শরীফের কেয়াম মোস্তাহাব বলি, তাঁহারা নাজায়েজ, হারাম ও শেরক বলেন। আমরা আখেরে জোহর পড়িয়া থাকি, তাঁহারা উহা পড়িতে নিষেধ করিয়া থাকেন, আমরা কাফেরের অর্থদ্বারা মছজেদ প্রস্তুত করা নাজায়েজ বলি, তাঁহারা উহা জায়েজ বলেন। মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী অহাবীদের প্রশংসা করিয়াছেন, আমরা তাহাদিগকে বেদয়াতি জানি। মাওলানা আশরাফ আলী থানুবী ছাহেব হেফজোল ইমানের ৮ পৃষ্ঠায় জয়েদ, ওমর বালক, উন্মাদ, পশু ও চতুষ্পদের এলমের সহিত হজরত নবি ( ছাঃ ) এর আলমের তুলনা দিয়াছেন। মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী ছাহেব ফাতাওয়ার মিলাদ শরিফের ১৩ পৃষ্ঠায় নবি ( ছাঃ ) এর মিলাদ শরীফকে হিন্দুদের শ্রীকৃষ্ণের সঙ করার সহিত তুলনা দিয়াছেন। মাওলানা খলিল আহমদ ছাহেব বারাহিনে ফাতেয়ার ৫১ পৃষ্ঠায় শয়তানের এলম নবি ( ছাঃ ) এর এলম অপেক্ষা অধিকতর বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ আরও কতিপয় মছলাতে তাঁহারা দুনইয়ার বিরাট ছুন্নী আলেমদের বিপরীত মত ধারণ করিয়াছেন, এজন্য হয়ত হিন্দুস্থানের একদল আলেম তাহাদের উপর কাফেরী ফতওয়া দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। আমরা কিন্তু এই ফতওয়ার প্রতি আমল করি না। আমরা দেওবন্দী আলেমগণের উক্ত প্রকার ভ্রান্তিকে এজতে হাদী ভ্রমের তুল্য ধারণা করি।" তিনি আরও বলিয়াছেন যে, "আমরা বলি মানুষ মাত্রেরই ভুলভ্রান্তি আছে, তাহাদের ভ্রান্তিমূলক মছলাগুলির উপর আমরা আমল করিব না। কিন্তু তাহাদের কাফের, অহাবী ইত্যাদি বলিয়া নিজের রসনাকে কলুষিত করা উচিত নহে।"

উচিত বক্তা আইনুদ্দিন সাহেব আপনি এখন কোথায়? ফুরফুরার পীর সাহেবগণের আবোল তাবোল ফতওয়া দেখিয়া আপনি তো উচিত বক্তা সাজিয়াছিলেন। রুহুল আমীন সাহেবের এই খিচুড়ী পাকা ফতওয়াগুলি কি আপনার দৃষ্টি গোচর হয় নাই? যেহেতু রুহুল আমীন সাহেব আপনার পীর ও মোর্শেদ। সেইহেতু মনে হয় নিরবতা পালন করিয়াছেন।

মাওলানা রুহুল আমীন সাহেবের উক্তিগুলি পর্যালোচনা করিলে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় সহজে অনুধাবণ করা যায়। তিনি মিলাদ শরীফের কেয়ামকে মুস্তাহাব বলিতেন এবং দেওবন্দীরা উহা হারাম ও শেরেক বলিয়া থাকেন। যাহা রুহুল আমীন সাহেব নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। এইবার গোবিন্দপুরী সাহেব বলুন। দেওবন্দীদের ধারণানুযায়ী রুহুল আমীন সাহেব কি মোশরেক হইলেন না? রুহুল

pdf By Syed Mostafa Sakib


আমীন সাহেব কেমন করিয়া বলিলেন যে, দেওবন্দীদের সহিত আমাদের ফরুয়াত ( ছোট ছোট ) মছলা লইয়া মতভেদ রহিয়াছে। আয়নুদ্দীন সাহেবের মোরশেদ আরো স্বীকার করিয়াছেন যে, "আমরা অহাবী -দের বেদয়াতী জানি। আর রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী অহাবীদের প্রশংসা করিয়াছেন।" কেবল তাই নয় বর্তমানে দেওবন্দীরা নিজেদের ওহাবী বলিয়া দাবী করিতেছেন। এইবার গোবিন্দপুরী সাহেব জ্ঞান করিয়া বলুন। রুহুল আমীন সাহেবের ধারণানুযায়ী দেওবন্দীরা কি বেদয়াতী হইল না? হাদীসে কি বেদয়াতীদের স্থান জাহান্নাম বলা হয় নাই? রুহুল আমীন সাহেব আরো বলিয়াছেন যে, রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী মিলাদ শরীফকে হিন্দুদের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্ বলিয়াছেন।' গোবিন্দপুরী সাহেব বলুন! গাঙ্গুহী সাহেবের ফতওয়া অনুযায়ী রুহুল আমীন সাহেব সারা জীবন মিলাদ শরীফ করতঃ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্ করিয়া গিয়াছেন কি না? বর্তমানে আপনিও পয়সা লইয়া মিলাদ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্ করিতে লজ্জাবোধ ও করিতেছেন না।

আশরাফ আলী থানুবী সাহেব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ইল্ম ( জ্ঞান ) কে পশু ও চতুষ্পদের ইল্মের ( জ্ঞানের ) সহিত তুলনা করিয়াছেন। খলিল আহমদ সাহেব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জ্ঞান অপেক্ষা শয়তানের জ্ঞান অধিক ছিল বলিয়াছেন। যাহা স্বয়ং রুহুল আমীন সাহেব লিখিয়াছেন। ইহার পর রুহুল আমীন সাহেব কেমন করিয়া বলিলেন যে, "এ জন্য হয়ত হিন্দুস্থানের একদল আলেম দেওবন্দীদের কাফের বলিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।" "হয়ত', কথাটি রুহুল আমীন সাহেবের নেকামী বই আর কিছুই নয়। রুহুল আমীন সাহেব আরও বলিয়াছেন যে, "আমরা এই ফত-ওয়ার প্রতি আমল করি না।" ভারতবর্ষের ১৮৬ জন আলেম তথা মক্কা ও মদীনা শরীফের চার মাজ-হাবের শতাধিক মুফতী ইসলামের বিধানানুযায়ী আশরাফ আলী থানুবী, রশীদ আহমাদ গাঙ্গহী, খলিল আহমাদ আম্বেহাটী ও কাসেম নানুতুবীকে কাফের বলিযা ফতওরা দিয়াছেন। রুহুল আমীন সাহেব এই ফতওয়ার প্রতি আমল করিলে বা না করিলে ইসলামের কিছুমাত্র যায়না ও আসে না। রুহুল আমীন সাহেবের বাক্যটি গোবিন্দপুরী সাহেব সকাল সন্ধ্যায় ধুইয়া খাইবেন।

রুহুল আমীন সাহেব আরো বলিয়াছেন যে. 'আমরা দেওবন্দী আলেমগণের উক্ত প্রকার ভ্রান্তিকে এজতে হাদী ভ্রমের তুল্য ধারণা করি।' —যাহাদের ইল্ম ও আমলের নিকট রুহুল আমীন সাহেবের ইল্ম ও আমল অতি নগন্য। এইরূপ শতাধিক উলামায়ে ইসলাম দেওবন্দীগণের ইজতেহাদী ভ্রম বলিতে পারিলেন না। বরং কাফের বলিয়া ফতওয়া দিয়াছেন। উলামায়ে ইসলামের এই মহান ফতওয়াকে উপেক্ষা করিয়া রুহুল আমীন সাহেব দেওবন্দীদের বাঁচাইবার জন্য বলিলেন যে. দেওবন্দীদের ভ্রম হইয়াছে। অথচ দেওবন্দীরা রুহুল আমীন সাহেবের উক্তিকে সমর্থন করিবার পরিবর্তে রুহুল আমীন সাহেবের ভ্রম হইয়াছে বলিয়া থাকেন।

ইসলামী বিধানানুযায়ী যে ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ব্যক্তিত্বে অথবা তাঁহার গুণে কোনো প্রকার অসম্মানজনক উক্তি প্রকাশ করে। ইচ্ছাকৃত হউক বা অনিচ্ছাকৃত হউক সে ব্যক্তি

pdf By Syed Mostafa Sakib


কাফের হইয়া যাইবে। তাহার তওবা কবুল হইবে না। তাহাকে কতল করা অয়াজিব। ( খোলাসাতুল ফাতাওয়া ৪র্থ খঃ পৃঃ ৩৮৬ ) অনুরূপ উলামায়ে ইসলাম বলিয়াছেন যে, ঐ ব্যক্তিকে কাফের বলিতে যাহারা সন্দেহ করিবে তাহারাও কাফের হইবে। ( আশ্‌শিফা ২খঃ পৃঃ ১১৫, ১১৬ )

গোবিন্দপুরী সাহেব, জানিয়া রাখিবেন। যেখানে সেখানে ইজতেহাদ চলে না। আপনার সব জানতা মোরশেদ ইসলামের এই বিধানগুলি কি জানিতেন না? আপনার মোরশেদের ধারণানুযায়ী যদি দেওবন্দীদের ভুল হইয়া থাকে তাহলে কিশোরগঞ্জের কেয়ামের বাহাসে তাহাদের কাফের হইবার কথাটি উত্থাপন করিয়াছিলেন কেন? আবার তাহাদের ঘোর ধর্মদ্রোহী, ওহাবী বলিয়াছিলেন কেন?

আমি গে বিন্দপুরী সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া যে সমস্ত প্রশ্ন করিলাম। এইগুলির উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব কেবল তাঁহারই একার নয়। বরং ফুরফুরা পন্থী সমস্ত আলেমগণেরও। বিশেষ করিয়া বাংলা, আসামের মুফতী আবু জাফর ছিদ্দিকী সাহেবের দায়েত্ব। আবার শুনিতে পাইতেছি, কে নাকী দ্বিতীয় রুহুল আমীন হইয়াছেন। মনে হয় উত্তরগুলি তিনিই দিবেন।

রুহুল আমীন সাহেবের যোগ্য খলিফা জনাব আয়নুদ্দীন গোবিন্দপুরী সাহেব মাওলানা আজীজুল হক কাসেমী সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—"দেওবন্দী আলেমগণের কেতাব সম্বন্ধে সমস্ত ভারত-বর্ষ এমন কি আরব খোরাছান পর্য্যন্ত প্রতিবাদ উঠিয়াছিল।" ( তরদিদে এয়াদাতে হাফাওয়াতে কাছেমী পৃঃ ১২৩ ) তিনি উক্ত কেতাবে আরও লিখিয়াছেন—"দেওবন্দীদের গোড়ার কথা আভ্যন্তরীণ ব্যাপার ত্রুটি বিচ্যুতি যদি আমি প্রকাশ করিয়া দেই তাহা হইলে ত্বকহীন অবস্থায় অন্ধকারে থাকিতে হইবে।" ( পৃঃ ১০৯ ) উক্ত কেতাবে আরো লিখিয়াছেন—"যে সময় দেওবন্দী কতিপয় আলেমকে অহাবী কাফের ইত্যাদি ফতওয়া প্রচার করিয়া বাংলা আসামে মহা হৈ চৈ হইতেছিল। জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ বাংলা আসামে প্রসার লাভ করিতে পারিতেছিল না। ফুরফুরার মহামান্য পীর ছাহেব কেবলা জমিয়তে ওলামায়ে সমর্থন করায় আল্লামা রুহুল আমীন ছাহেবের প্রাণপণ চেষ্টা ও প্রচারের ফলে বাংলা আসামে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের প্রসার প্রতিপত্তি পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করিয়াছিল এবং ফতওয়া করিলেন যে, "দেওবন্দী আলেমগণ অহাবী কাফের নয়" তখন তাহাদের উপর হইতে উক্ত কলঙ্ক দুরীভূত হইয়াছিল। আজ সেই দলের কতিপয় অকৃতজ্ঞ ছোক্‌রা তাঁহার লেখনীর সমালোচনা করিতেছে আমাদের ভয় হয় আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে এই নব্যদের উপর অভিশম্পাত নাজিল হয় কি না।' ( পৃঃ ১২৭ )

গোবিন্দপুরী সাহেবের উক্তিগুলি শেষ বারের মত পর্যালোচনা করা যাক। তাঁহার প্রথম উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, উলামায়ে দেওবন্দের কিতাবগুলি ত্রুটিপূর্ণ ছিল। যাহার কারণে উলামায়ে ইসলাম চরম প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় উক্তিতে বুঝা যায় যে, মাওলানা আজীজুল হক সাহেবকে দেওবন্দীদের আভ্যন্তরীণ ত্রুটি বিচ্যুতি প্রকাশ করিয়া দিব বলিয়া ভয় দেখাইয়াছেন। বেচারা থামিতে না পারিয়া প্রকাশ করিয়াও দিয়াছেন। তবে সেই সঙ্গেই দেওবন্দীদের উপর ফুরফুরাবীদের যে বিরাট অবদান রহিয়াছে, তাহা আজীজুল হক সাহেবকে স্মরণ করিয়া দিয়াছেন। কারণ এই অকৃতজ্ঞ ছোক্‌রা

pdf By Syed Mostafa Sakib



রুহুল আমীন সাহেবের কিতাবে ভুল ধরিয়া থাকেন। ইহাতে আদৌ সন্দেহ নাই যে, উলামায়ে দেওবন্দের ভ্রান্ত ধারণা ও কুফরী আকীদাহ পোষণ করিবার কারণে উলামায়ে ইসলাম কাফের বলিয়া ফতওয়া দিয়াছিলেন। যাহার কারণে বাংলা ও আসামে দেওবন্দীদের প্রসার লাভ হইতে ছিল না। আবু বাক্কার ছিদ্দিকী সাহেব ও রুহুল আমীন সাহেব দেওবন্দী আলেমগণ অহাবী, কাফের নয় বলিয়া প্রাণপণ প্রচার চালাইয়া তাহাদের কলঙ্ক মুছিয়াছিলেন।

এখন একটি বিরাট প্রশ্ন রহিয়া যায় যে, দেওবন্দীদের প্রসার লাভ হউক অথবা না হউক অথবা তাহারা ওহাবী, কাফের হইয়া জাহান্নামে যাউক। আবু বাক্কার ছিদ্দিকী ছাহেব ও রুহুল আমীন সাহেব তাহাদের প্রসার লাভের জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালাইলেন কেন ?

ইহার একটি মাত্র মৌলিক কারণ ইহাই যে, দেওবন্দী ও ফুরফুরাবীদিগের উর্দ্ধতন পীর হইলেন সাইয়েদ আহমাদ খান ( ওহাবী )। দেওবন্দীদের সহিত ফুরফুরাবীদের বাহ্যিক কিছু মত পার্থক্য থাকিলেও মূলতঃ ইহারা একই। দেওবন্দীরা ওহাবী বলিয়া প্রমাণ হইয়া গেলে ফুরফুরাবীরা ওহাবী বলিয়া প্রমাণ হইয়া যাইবে। উলামায়ে ইসলামের যে ফতওয়ায় দেওবন্দীরা কলঙ্ক হইয়াছে, সেই ফতওয়ায় ফুরফুরাবীরাও কলঙ্ক হইবে। ইহাই ছিল তাঁহাদের প্রাণপণ প্রচেষ্টার একমাত্র মৌলিক কারণ। আরোও বলা যাইতে পারে যে, ফুরফুরাবীরা দেওবন্দীদের জন্য আবরণ স্বরূপ। ইহারা নিজেদের দেওবন্দী বলিয়া পরিচয় দিয়ে দেওবন্দীদের কলঙ্ক মুছিতে পারিতেন না। তাই কয়েকটি মসলাতে মতভেদ দেখাইয়াছেন যথা, আজানের পর হাত উঠাইয়া মুনাজাত, লম্বাটুপী, গোলটুপী, আখেরী জোহর ইত্যাদি। ইহারা কেয়াম করিলেও প্রকৃতপক্ষে কেয়ামের ঘোর বিরোধী। মিলাদ মাহফিলে দাওয়াত করিয়া আনিলে পয়সার বিনিময়ে কেয়াম করিয়া যান। আমি কলিকাতায় আবু জাফর ছিদ্দিকী সাহেবকে বলিয়াছিলাম যে, আপনারা জুমার নামাজ ও ফজরের নামাজের পর কেয়াম চালু করিয়া দিন। তিনি বলিয়াছিলেন উহা বেরেলবীরা করিয়া থাকে। তাহা হইলে বাংলার মানুষের আর কি বুঝিতে বাকী থাকে যে, দেওবন্দীদের সহিত ইহাদের ঝগড়া নয়, অভিনয় মাত্র। যেমন গোবিন্দপুরী সাহেব আজীজুল হক কাসেমী সাহেবকে অকৃতজ্ঞ ছোক্‌রা বলিয়াছেন। অনুরূপ তিনিও গোবিন্দপুরী সাহেবকে অকৃতজ্ঞ বুঢ্‌ঢা বলিয়াছেন। ( রক্তেরাঙা বালাকোট পৃঃ ২৪১ ) পরিশেষে বলিতেছি হে অকৃতজ্ঞ ছোক্‌রা ও বুঢ্‌ঢা আপনাদের অভিনয়ে বাংলার মানুষ আর ভুলিবেন না। আপনাদের স্বরূপ প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। আপনারা উভয়েই ওহাবী-দেওবন্দী।

আল্লামা আবদুল হক হাক্কানী লিখিয়াছেন,—"সাইয়েদ আহমাদ খান প্রথম জীবনে মৌলবী মাকছুছুল্লার স্পর্শে আসিয়া সামান্য আরবী গ্রামার ও ঝাড়ফুক এবজ তাবিজ দেওয়া শিখিয়াছিলেন। এই ব্যবসা যখন চলিল না তখন ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে হাত মিলাই উচ্চাসন লাভ করিয়াছিলেন এবং পাক্কা ওহাবী হইয়া গিয়াছিলেন।" ( তাফসীরে হাক্কানী পৃঃ ১১২ )

pdf By Syed Mostafa Sakib

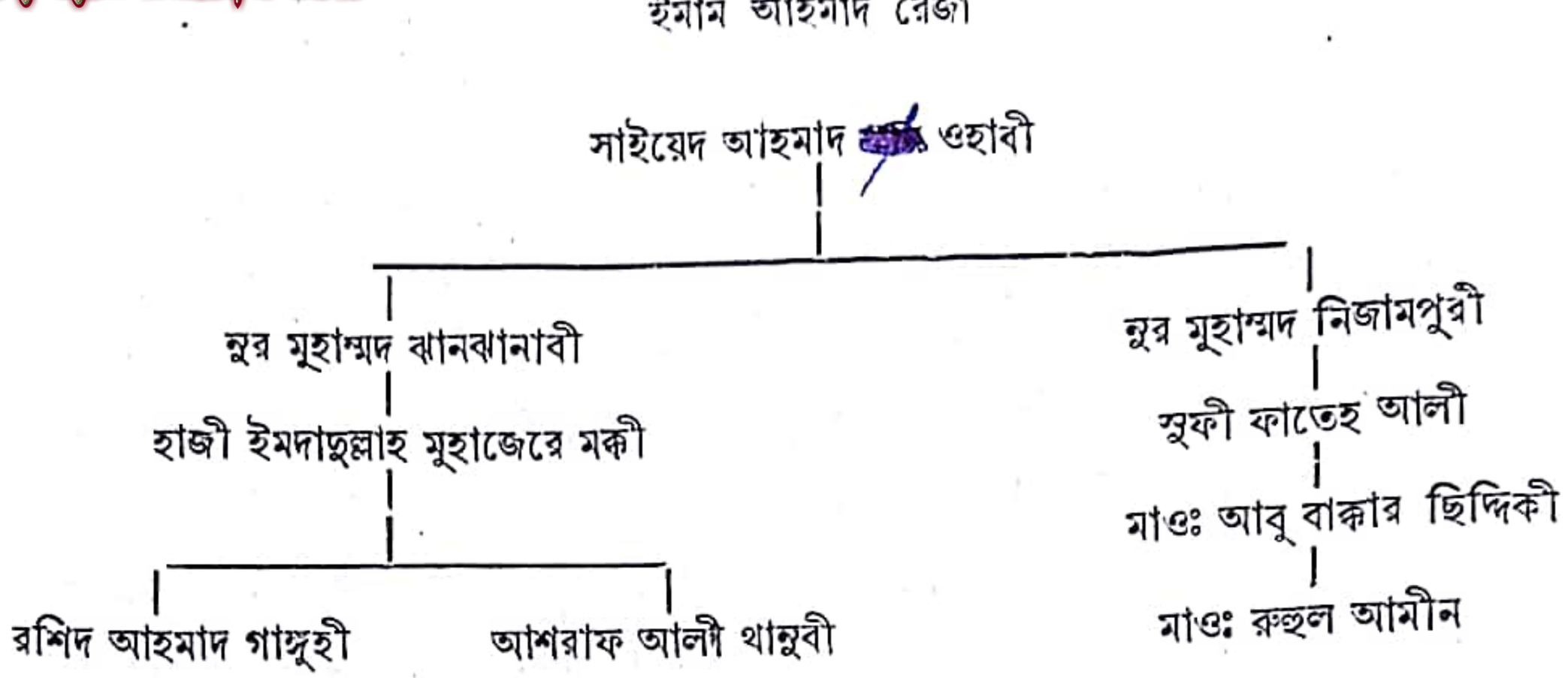


# মসলা বিভাগ

**মসলা ঃ**—ঝিনুকের চুন হারাম। যে পানে উক্ত চুন লাগান হইয়াছে, উহাও খাওয়া হারাম। ( ফাতাওয়ায় রাজবীয়া ১ খঃ পৃঃ ৭০১ ) **মসলা** ঘুম ভাঙ্গিবার পর ফরজ গোসল করিতে যাইলে ফজরের নামাজ কাজা হইয়া যাইবে। এমতাবস্থায় কেবল নাপাক ধুইয়া তায়াম্মুম করতঃ নামাজ পড়িয়া লইবে। পুনরায় গোসল দোহরাইয়া লইবে। ( ফাতাঃ রাজঃ ১ খঃ পৃঃ ৫৮৪ ) **মসলা**—সালাম ফিরাইবার পর ইমামের জন্য কিবলার দিকে মুখ করিয়া থাকা মাকরুহ। ডানদিকে অথবা বামদিকে ঘুরিয়া বসিবে অথবা মোক্তাদির দিকে মুখ করিবে। যদি সামনে কেহ নামাজ পড়িতে থাকে, তাহা হইলে মোক্তাদির দিকে মুখ করিবে না। ( ফাতাঃ রাজঃ ৩ খঃ পৃঃ ৩৬ )। **মসলা**—দেওবন্দীদের পশ্চাতে কোন নামাজ পড়া কঠিন গোনাহ। উহাদের পশ্চাতে কোন নামাজ মূলতঃ হইবে না। ভুল বশতঃ পড়িয়া ফেলিলে পুনরায় আদায় করিতে হইবে। নচেৎ ফরজ ত্যাগের গোনাহ হইবে। উলামায়ে ইসলাম সর্বসম্মতিক্রমে উহাদের কাফের বলিয়া ফতওয়া দিয়াছেন। দেওবন্দীদের কুফরী আকীদাহ অবগত হইবার পর কেহ উহাদের কাফের বলিতে সন্দেহ করলে কাফের হইয়া যাইবে।( ফাতাঃ রাজঃ ৩ খঃ পৃঃ ৩৫ )। **মসলা**— লা-মাজহাবী সম্প্রদায় ইসলামের বহু জরুরী বিষয় অস্বীকার করিবার কারণে কাফের। কাফেরের নামাজ মূলতঃ নামাজ নয়। উহারা নামাজে অংশ গ্রহণ করিলে সেই স্থানটি খালি ধরিতে হইবে। জামাত হওয়াকালীন লাইনের মধ্যে কোন স্থান খালি রাখা হারাম। শক্তি থাকা সত্বেও যাহারা উহাদের পাশে নামাজ পড়িবে, তাহারা কঠিন গোনাহগার ও আযাবের উপযুক্ত হইবে। অনুরূপ দেওবন্দীদেরও একই হুকুম। ( ফাঃ রাঃ খঃ ৩ পৃঃ ৩৩৫ )। **মসলা** - ইচ্ছাকৃত নামাজে তারতীবের খেলাফ সুরা পাঠ করিলে গোনাহগার হইবে অর্থাৎ প্রথম রাকা'তে সুরা কাফেরুন ও দ্বিতীয় রাকা'তে সুরা কাওসার পাঠ করিলে গোনাহগার হইবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib



কিন্তু সিজদায়ে সাহু করিতে হইবে না অথবা নামাজ দোহরাইতে হইবে না। (ফাতঃ রাজঃ খঃ৩ পৃঃ ৪৩৭)। মসলা ঃ—জুমার দিবস মাসজিদের ভিতর ইমামের সামনে প্রথম লাইনে মৃদুশব্দে খুতবার আজান দেওয়া মাকরুহ তাহরিমী। সমস্ত আজান মাসজিদের বাহিরে দেওয়া সুন্নাত। (ফাতা! রাজ! ২য় খঃ পৃঃ ৪৫৮, ৪৬৯, ৪৮৮) মোটকথা, মুখে হউক অথবা মাইকে হউক, খুতবার আজান হউক অথবা অন্য আজান হউক মাসজিদের ভিতর দেওয়া মাকরুহ তাহরিমী। একমাত্র দেওবন্দীরা মাসজিদের ভিতর আজান দিয়া থাকে। এ বিষয় "ইমাম আহমাদ রেজা" ১ম সংখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

মসলা ঃ—অধিকাংশ সময়ে একই মাজলিসে বহু মানুষ উচ্চস্বরে কোরআন শরীফ পাঠ করিয়া থাকে, উহা হারাম। বহু মানুষ একই সঙ্গে কোরআন শরীফ পাঠ করিলে আস্তে পাঠ করিতে হইবে। (দুর্রে মুখতার, কানুনে শরীয়ত ১ম খঃ পৃঃ ৪৮, আনওয়ারুল হাদীস পৃঃ ৩০০)

মসলা ঃ—মুসলমানের সহিত যে ব্যবসা হারাম। উহা হাবরী কাফেরের সহিত হালাম যথা. মুসলমানের নিকট হইতে সুদ গ্রহণ করা অথবা উহার নিকট মৃত জিনিষ বিক্রয় করা হারাম। কিন্তু হারবী কাফেরের নিকট হইতে সুদ গ্রহণ করা অথবা উহার নিকট মৃত জিনিষ বিক্রয় করা হালাল। ইহা আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মত। (তাফসীরাতে আহমাদীয়া পৃঃ ৩৯৭, বাহারে শরীয়ত খঃ ১১ পৃঃ ১৫৩ আনওয়ারুল হাদীস পৃঃ ৩২১) ভারতবর্ষের অমুসলিমরা হারবী কাফের। ইমাম আবু হানিফা আলাইহির রাহমাতের মতানুযায়ী উহাদের নিকট হইতে সরাসরি অথবা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সুদ গ্রহণ করা হালাল। মুলতঃ উহা সুদ নহে। এ বিষয় উলামায়ে দেওবন্দের মত ইহাই যে, যদিও আবু হানিফা আলাইহির রাহমাত হারবী কাফেরের নিকট হইতে সুদ নেওয়া জায়েজ বলিয়াছেন। তথাপীও না নেওয়াই উত্তম। 'রিয়াজুল জান্নাত' মাসিক পত্রিকা জৌনপুর হইতে ছাপা সেপ্টেম্বর সংখ্যা পৃঃ ২০ সাল ১৯৮৯, ফাতওয়ায় দারুল উলুম দেওবন্দ খঃ ৭ পৃঃ ৩৯) উলামায়ে দেওবন্দ বহু মসলাতে ইমাম আবু হানিফা আলাইহির রাহমাতের বিপরীত মত পোষণ করিয়া থাকে। যাহা উপরের মসলা হইতে পরিষ্কার প্রমাণ হইল। আরও একটি নমুনা দেখাইতেছি যথা,—ইমাম আবু হানিফা আলাইহির রাহমাত তথা জমহুর উলামায় ইসলাম সর্বসম্মতিক্রমে ফতওয়া দিয়াছেন যে, কোন স্ত্রী লোক গায়ের মোহরাম ব্যক্তির সহিত (অর্থাৎ যাহার সহিত বিবাহ হালাল) সফরে যাওয়া হারাম। আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি দেওবন্দী লিখিয়াছেন যে, হানিফী মাজহাবের কিতাবগুলিতে গায়ের মোহরামের সহিত স্ত্রী লোকের সফর করা নাজায়েজ বলা হইয়াছে কিন্তু আমার নিকট উহা জায়েজ। (ফাইজুলবারী, সংগৃহীত নজুহাতুল কারী শারহে বোখারী খঃ ৩ পৃঃ ৪৬৩)

মসলা ঃ—ঘড়ির চেন লোহা, তামা, কাঁসা ও পিতল ইত্যাদি যে কোন ধাতুর হউক না কেন, উহা পরিধান করতঃ নামাজ পড়া মাকরুহ তাহরিমী। (আহকামে শরীয়ত ৩য় খঃ পৃঃ ২৩৭)

মললা ঃ—কোরান পাঠ করিবার জন্য এতটুকু শব্দ হওয়া জরুরী যে, কেরাত পাঠকারী যেন শুনিতে পায়। অন্যথায় নামাজ হইবে না। অনুরূপ জবাহ করিবার সময় 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করিবার শব্দ নিজে শুনিতে

pdf By Syed Mostafa Sakib



না পাইলে জবাহ জায়েজ হইবে না। ( সুন্নীবেহেস্তী জেওর পৃঃ ৩২৩ ) মসলা ঃ—তাকবীর পাঠ করিবার সময় ইমাম ও মোক্তাদি উভয়েই বসিয়া থাকিবে। 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলিবার সময়ে দাঁড়ান সুন্নাত। ( আলমগিরি ১ম খঃ পৃঃ ৫৩, জান্নাতী জেওর পৃঃ ২০২ ) শারহে বকাইয়া ১ম খঃ ১৩৬ পৃষ্ঠায় 'হাইয়া আলাস্ সলাহ' বলিবার সময় দাঁড়ানোর কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলিবার সময় দাঁড়ান সর্বাধিক সহীহ। 'ইমাম আহমাদ রেজা' ১ম সংখ্যায় মসলাটি সামঞ্জস্য বিপরীত লেখা হইয়া গিয়াছে। মসলা ঃ—নামাজে প্রথম লাইনে ইমামের নিকট বর্তী দাঁড়ান উত্তম কিন্তু জানাজার নামাজে শেষ লাইনে দাঁড়ান উত্তম। ( জান্নাতী জেওর পৃঃ ২১৮ ) মসলা ঃ—জানাজার নামাজে চতুর্থ তাকবীরের পর হাত খুলিয়া সালাম ফিরাইতে হইবে। ( বাহারে শরীয়ত ৪র্থ খঃ পৃঃ ১২৪, কানুনে শরীয়ত ১ম খঃ পৃঃ ১২৭ ) মসলা ঃ- ছাগলের বাচ্চা কুকুরের দুধ পান করিয়া থাকে, এমতাবস্থায় উহাকে কিছুদিন বাঁধিয়া ঘাস ইত্যাদি খাওয়াইতে হইবে। তাহা হইলে উহা হালাল হইবে। ( বাহারে শরীয়ত খঃ ১৫ পৃঃ ১০৫ ) মসলা ঃ—মৃত ব্যক্তির পক্ষ হইতে কুরবানী করিলে উহার গোস্ত নিজে খাইতে পারে অথবা সবাইকে খাওয়াইতে পারে। আর যদি মৃত ব্যক্তি আদেশ করিয়া যায়, তাহা হইলে সমস্ত গোস্ত সাদকা করিতে হইবে। ( বাহারে শরীয়ত খঃ ১৫ পৃঃ ১২০ ) মসলা ঃ—কুরবানী মান্নতের হইলে উহার গোস্ত নিজে খাইতে পারিবে না। অনুরূপ কোন ধনী লোককে খাওয়াইতে পারিবে না। চাই মান্নতকারী গরীব হউক অথবা ধনী হউক। সম্পূর্ণ গোস্ত সাদকা করা অয়াজিব। ( বাহারে শরীয়ত খঃ ১৫ পৃঃ ১২০ ) মসলা ঃ—ছাগল যতই মোটা তাজা হউক না কেন, এক বৎসরের কম বয়স হইলে কুরবানী জায়েজ হইবে না। ( নুজহাতুল কারী শারহে বোখারী ৩য় খঃ পৃঃ ৩৮৭ ) মসলা ঃ—পেশাব অথবা কোন নাপাক জিনিষ অথবা কোন হারাম জিনিষ ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করা জায়েজ নয়। ( নুজহাতুল কারী শারহে বোখারী খঃ ২ পৃঃ ১৩৪ )

মসলা ঃ— ওহাবীদের ( দেওবন্দীদের ) মাদ্রাসায় পড়া ও পড়িতে দেওয়া কঠিন হারাম। আহকামে শরীয়ত খঃ ৩ পৃঃ ২০৭ ) মসলা ঃ—ভুলবশতঃ পানাহার করিলে অথবা স্ত্রী সহবাস করিলে অথবা সেহরী খাইবার পর সুবাহ সাদেকের পূর্ব মুহূর্ত পর্যান্ত স্ত্রী সঙ্গমে লিপ্ত থাকিলে অথবা রোজা অবস্থায় স্বপ্নদোষ হইলে অথবা ফরজ গোসল না করিলে রোজার কোন ক্ষতি হইবে না। ( কানুনে শরীয়ত ১ম খঃ পৃঃ ১৩৯, ১৪১, ১৪২ ) মসলা ঃ—দফনের পর কবরের নিকট আজান দেওয়া জায়েজ-মুস্তাহাব। ( ফাতওয়ায় রাজবীয়া ২য় খঃ পৃঃ ৪৬৪, বাহারে শরীয়ত খঃ ৩ পৃঃ ২৩, মিরাতুল মানাজীহ ১ম খঃ পৃঃ ৪০০ ) মসলা ঃ দফনের পর কবরের নিকট মাথার দিকে দাঁড়াইয়া সুরা বাকারার প্রথমাংশ 'আলিফ, লাম, মীম' হইতে 'মুফলেহুন' পর্য্যন্ত এবং পায়ের দিকে দাঁড়াইয়া উক্ত সুরার শেষাংশ 'আমানার রাসুলু' হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করা মুস্তাহাব। ( আল আজকার পৃঃ ১৩৭, বাহারে শরীয়ত ৪র্থ খঃ পৃঃ ১৩১ )

মসলা ঃ দফনের পর কবরের নিকট দাঁড়াইয়া তালকীন করা মোস্তাহাব। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ইন্তেকাল করিবে এবং তোমরা তাহাকে দফন

pdf By Syed Mostafa Sakib



করিয়া বিরত হইবে। তখন তোমাদের মধ্যে কেহ কবরের মাথার দিকে দাঁড়াইয়া বলিবে 'হে অমুকের পুত্র অমুক। কবরস্থ ব্যক্তি উহা শুনিতে পাইবে কিন্তু উত্তর দিবে না। তৎপর বলিবে 'হে অমুকের পুত্র অমুক। এইবার কবরস্থ ব্যক্তি উঠিয়া বসিবে। আবার বলিবে অমুকের পুত্র অমুক। এইবার কবরবাসী বলিবে,—আল্লাহ পাক আপনার প্রতি রহম করেন, আপনি বলুন। কিন্তু তোমরা উহা অনুভব করিতে পারিবে না। এইবার উপর হইতে বলিয়া দিবে, 'তুমি স্মরণ কর, যাহার উপর পৃথিবীতে কায়েম ছিলে, আশহাদু আল্লাহ ইলাঃা ইল্লাল্লাহু অআন্না মোহাম্মাদান আবদুহু অ রাসুলুহু, কুল রাদিতুবিল্লাহি রাব্বাঁও অবিল ইসলামে দিনাঁও অবি মুহাম্মাদিন নাবিয়া, অবিল কা'বাতে কিবলাতান অবিল কুরআনে ইমামা।' মোনকার ও নাকীর ফেরেস্তাদয় একে অন্যের হাত ধরিয়া বলিবে, চল আমরা চলিয়া যাই। ইহার নিকট বসিয়া কি হইবে? যাহার প্রশ্নের উত্তর উপর হইতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ( শারহুস সুদুর পৃঃ ৪৪, আলা আজকায় পৃঃ ১৩৮, গুনিয়াতুত্তালিবীন মুতার্জাস পৃঃ ৫৮৫, তাফসীরে রুহুল বয়ান ৫ম খঃ পৃঃ ১৮৭ )

# আবুল কাসেমেই লা-মাজহাবী ঃ ২০ রাকা'তেই তারাবীহ

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

২২-৮-১৯৭৮ সালে আমার প্রকাশিত ছুন্নাতে নবাবী ও ছাহাবী, ২০ রাকা'ত তারাবী" নামক বিজ্ঞাপণে মোতা'জিলা সম্প্রদায়কে প্রথম দল বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলাম। কারণ, উহারা সর্ব প্রথম ইসলামের মধ্যে নতুন সংবিধান কায়েম করিয়াছিল। যদিও নাকি উহাদের পূর্ব্বে কয়েকটি দল বাহির হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের নতুন কোন সংবিধান ছিল না। যেহেতু আমি মো'তাজিলা সম্প্রদায়কে প্রথম দল বলিয়াছি। সেইহেতু আবুল কাশেম সাহেব আমাকে ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়াছেন,—"ছামদালী সাহেব তাঁর এশতেহারে লিখেছেন যে, 'সর্বপ্রথম মোতাজেলা, নামক দল বাহির হইয়াছিল।' সত্যই চমৎকার ঐতিহাসিক বটে? এই বিদ্যা নিয়ে লেখক হওয়ার সাধ? কুঁজোর চিৎ হয়ে শোবার সাধ আর কি?" ( কে লামাথ হাবী ও কত রাকাত তারাবীহ পৃঃ ১ )

আবুল কাসেম সাহেব জানিয়া রাখিবেন! আপনাদের মত গোমরাহ সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ করা ইসলামী দায়িত্ব মনে করতঃ কলম ধরিতে বাধ্য হইয়াছি। লেখক হইবার সাধ আদৌ নয়। আমি নিজেকে ভুলভ্রান্তি হইতে পবিত্র বলিয়া মনেও করি না। তবে মো'তাজিলা সম্প্রদায়কে প্রথম দল বলা আমার আদৌ ভুল হয় নাই। নিব্রাস ১৯ পৃষ্ঠায় ও শারহে আকায়েদে নাসাফীর ৫ পৃষ্ঠায় মো'তাজিলা সম্প্রদায়কে প্রথম দল বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আপনি কি বলিতে চান? নিবরাস প্রণেতা ও আল্লামা নাসাফীর লেখক হইবার সাধ ছিল! না

pdf By Syed Mostafa Sakib


আপনার অপেক্ষা তাঁহাদের বিদ্যা কম ছিল! এইবার চিন্তা করিয়া দেখুন! কে কুঁজো হওয়া সত্বেও চিৎ হইয়া শুইবার সাধ করিয়াছেন।

আবুল কাসেম সাহেব তাঁহার পুস্তকে বিভিন্নাংশে বহু এমনই অবান্তর ও অসঙ্গত প্রশ্ন করিয়াছেন, যে গুলির উত্তর দেওয়ার অর্থই হইল সময়ের অপচয় করা। তাঁহার উচিৎ ছিল ঐরূপ প্রাণহীণ প্রশ্নগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ না করিয়া জঙ্গীপুর এলাকায় মাদ্রাসা গাওসিয়া রেজবীয়া অথবা মাদ্রাসা কালিমীয়া রাজ্জাকীয়ার ছাত্রদের সহিত যোগাযোগ করতঃ উত্তরগুলি জানিয়া নেওয়া। তবে তাঁহার কিছু প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিতেছি। অন্যথায় সাধারণ মানুষ ধোকায় পড়িয়া যাইবেন। তিনি লিখিয়াছেন ঃ "তাকলীদের জনক এমাম আবু হানিফার (রঃ) জন্মের পূর্ব্বে পৃথিবীতে মুসলমান ছিলেন কিনা? যদি বলেন ছিলেন তবে তাঁরা মোকাল্লেদ ছিলেন না গায়ের মোকাল্লেদ? যদি মোকাল্লেদ হন তবে কার মোকাল্লেদ ছিলেন প্রমাণ করুন। আর না করতে পারেন তবে তাঁরা যেসব গায়ের মোকাল্লেদ ছিলেন তা দিবালোকের মতই স্পষ্ট। এবারে বলুন নবা দল কারা? মোকাল্লেদরা না গায়ের মোকাল্লেদরা?" (কেলামাথহাবী? ও কত রাকাত তারাবীহ? পৃঃ ৩৫)

প্রকাশ থাকে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া উসমান গনী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর যুগ পর্যন্ত আরবী গ্রামার বলিতে কিছুই ছিল না। "হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর আদেশে সর্বপ্রথম আরবী গ্রামার লিখিয়াছিলেন আবুল আসওয়াদ দুয়াল্লী।" (মোকাদ্দামায়ে ইবনে খালদুন পৃঃ ৫৩৬)। "কোরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফ বুঝিবার জন্য আরবী গ্রামার শিক্ষা করা ওয়াজিব।" (মিশকাত শরীফ বাবুল ইতেসাম বিল কিতাবি অস্‌সুন্নাহ পৃঃ ২৭ টীকা নং ৭)—বর্তমানে আরবী গ্রামার অনুসরণ না করিয়া কেহ কোরআন ও হাদীশ সঠিকভাবে বুঝিতে সক্ষম নহে। উহা শিক্ষা করা একান্ত জরুরী। অথচ উহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহির অ সাল্লামের বহু পরে আবিস্কার হইয়াছে। এখন আবুল কাসেম সাহেবের মত পণ্ডিত মানুষ যদি নির্ব্বোধ সাজিয়া বলেন যে, হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আবুল আসওয়াদ দুয়াল্লির পূর্ব্বে মুসলমানেরা কি কোরআন, হাদীস সঠিকভাবে বুঝিতেন না? আমরা হজরত আলী ও আবুল আসওয়াদের আবিষ্কার করা গ্রামার অনুসরণ করিব কেন? আবুল কাসেম সাহেবের মত নির্ব্বোধের এই প্রকার প্রশ্নের উত্তর কাগজ কলমে দেওয়া ঠিক হইবে না। ইহাদের জন্য মাদ্রাসার নিম্নশ্রেণীর তালেবুল ইল্মদের প্রয়োজন। মোটকথা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পর বহু জিনিষ আবিষ্কার হইয়াছে। প্রয়োজনের তাগিদে ঐগুলি অনুসরণ করিয়া চলা একান্ত জরুরী। যেমন কোরআন শরীফ প্রথম যুগে পুস্তকাকারে ছিল না। প্রয়োজনের তাগিদে উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে কিতাবাকারে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহার বহু পরে প্রয়োজন বোধে উহাতে জের জবর লাগান হইয়াছে এবং রুকু ও পারাহ ভাগ করা হইয়াছে। সাহাবাদের যুগে হাদীসের সনদ ও কোন প্রকার শ্রেণী ভাগ ছিল না। পরবর্তী কালে প্রয়োজন বোধে মোহাদ্দেসিনগণ হাদীসের সনদ ও শ্রেণী ভাগ করিয়াছেন। বর্তমানে ঐ নব আবিষ্কৃত জিনিষগুলি অনুসরণ করিয়া চলা একান্ত আবশ্যক। কোন জাহেলও ঐগুলি বেদয়াত বলিতে পারিবে না। তবে আবুল কাসেম সাহেবের মত জাহেল কি বলিবেন তাহা জানি না।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পাবত্র সঙ্গলাভের কারণে সাহাবাদিগের অন্তর আয়না অপেক্ষা পরিষ্কার ছিল। তাঁহাদের যুগে কোন প্রকার মাজহাবী দ্বন্দ্ব ছিল না। ঐ যুগে নিয়মিত ভাবে তাকলীদ করা বা ইমামের অনুসরণ করার প্রয়োজন হয় নাই। বরং তাঁহারা সমস্ত জগতের ইমাম ছিলেন। পরবর্তীকালে যখন ইসলামের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার

pdf By Syed Mostafa Sakib


ফিৎনা আরম্ভ হইয়া গেল এবং বিজ্ঞান ও দর্শন দ্বারা ইসলামকে বিকৃত করিতে আরম্ভ করিল, তখন উলামায়ে ইসলাম কোরআন ও হাদীস হইতে গবেষণা করতঃ মসলা সমূহ বাহির করিয়া ইসলামকে ব্যাপক প্রসার করিয়াছিলেন। ঐ সময় মানুষেরা ইমামগণের অনুসরণ করা জরুরী বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিল। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, পরবর্তী কালের মুসলমান তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে যথা, সাধারণ মানুষ, উলামা সম্প্রদায় ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীন। সাধারণ মানুষ আলেমদিগের অনুসরণ করিয়া থাকে। উলামাগণ ইমামগণের তাকলীদ অনুসরণ করা জরুরী ধারণা করিয়াছেন। ইমামগণের অনুসরণ করিয়া চলা প্রয়োজনের তাগিদে জরুরী হইয়াছে। ইসলামের মধ্যে চারজন ইমাম স্বয়ং সম্পন্ন ছিলেন যথা, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ( রাহেমাহুল্লাহ )। ইহাদের মধ্যে কোন এক জনের তাকলীদ অনুসরণ করতঃ কোরআন হাদীসের প্রতি আমল করা ওয়াজিব। এই চার মাজহাবকে আহলে সুন্নাত বা নাজী ফিরকা ' জান্নাতী দল ' বলা হয়। যাহারা এই চার মাজহাবের বাহিরে চলিবে, তাহারা বেদয়াতী ও জাহান্নামী। ( তাহতাবী হাশিয়ায় দুর্রে মোখতার, সংগৃহীত ফাতওয়ায় য়াজবীয়া ৫ম খঃ ১৩৭ পৃঃ, কানুনে শরীয়ত ১ম খঃ পৃঃ ৩৪ )

আবুল কাসেম সাহেব উক্ত চারটি মাজহাবের মধ্যে কোন একটিরও ধার ধারেন না। বরং তাঁহার ধারণায় কোন নির্দিষ্ট মাজহাব অবলম্বন করা শেরক ও বেদয়াত। অতএব প্রমাণ হইল. আবুল কাসেমই লা-মাজহাবী। এইবার তাঁহার হাশর কি হইবে তাহা তিনি ভাল করিয়া মর্মে মর্মে বুঝিবেন।

আবল কাসেম সাহেব লিখিয়াছেন,—"পাঠকবর্গ, চোখে যাদের গ্লোকোমা রোগ আছে তারা সূর্য্যের আসল রূপ দেখতে পাবে কি ? আমার ছামদানী বন্ধুর অবস্থা ঠিক তাই। তাঁর চোখে রয়েছে তাকলীদের ছানি। এই ছানি অপারেশন না করা পর্য্যন্ত ইসলামের আসল রূপ তিনি কখনই দেখতে পাবেন না।" ( কেলা মাযহাবী ও কতরাকাত তারাবীহ পৃঃ ৩৩ )

ইমাম বোখারী হইতে আরম্ভ করিয়া সিহাহ সিত্তার ইমামগণ, কাজী বায়যাবী হইতে আরম্ভ করিয়া আল্লামা জারুল্লাহ জামাখশারী মো'তাজেলী পর্য্যন্ত সমস্ত মোফাস সেরিনগণ ও ইমাম নবুবী হইতে আরম্ভ করিয়া আল্লামা ইবনো হাজার পর্য্যন্ত বড় বড় ইমামগণ সবাই মোকাল্লেদ ছিলেন যথা,- ইমাম বোখারী সম্পর্কে আল্লামা তাকীউদ্দীন সুবকী ও হাফীজ ইবনো হাজার 'শাফয়ী' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ( জাফরুল মোহাস সেলিন পৃঃ ১০১ ) অনুরূপ আল্লামা কাসতালানী ইমাম বোখারীকে 'শাফয়ী' বলিয়াছেন। ( কাসতালানী ১ম খঃ পৃঃ ৩১, সংগৃহীত নুজহাতুল কারী শারহে বোখারী ১ম খঃ পৃঃ ৭০ ) ইমাম মোসলেম শাফয়ী মাজহাব অবলম্বী ছিলেন। অনেকেই তাঁহাকে মালেকী বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ( জাঃ পৃঃ ১০৮ ) ইমাম আবু দাউদ সম্পর্কে কেহ 'হানিফী' আবার কেহ 'শাফয়ী' ছিলেন বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ( জাঃ পৃঃ ১১৩ ) ইমাম ইবনো মাজা সম্পর্কে শাহ ওলিউল্লাহ সাহেব 'হাম্বলী' বলিয়াছেন এবং আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি 'শাফয়ী' বলিয়াছেন। ( জাঃ পৃঃ ১২৩.) ইমাম বায়হাকী ও দারুকুতনী শাফয়ী ছিলেন এবং ইমাম তাহাবী হানিফী ছিলেন। আউলিয়ায়ে রেজালুল হাদীস পৃঃ ১০২, ১৪৪,

pdf By Syed Mostafa Sakib



১৯২ ) হাফেজ ইবনো হাজার ও ইমাম নবুবী শাফয়ী ছিলেন। ( তাজকিরাতুল মোসান্নেফীন অল মোয়াল্লেফীন পৃঃ ৩১২, ৩৬২ ) শারহে বোখারী আল্লামা কাস্তালানী শাফয়ী ছিলেন। ( বোস্তানুল মোহা -দ্দেসীন পৃঃ ২০৩ ) কাজী বায়যাভী শাফয়ী মাজহাবী অবলম্বী ছিলেন। ( জাঃ পৃঃ ৫০ ) কাশশাফ প্রণেতা আল্লামা জারুল্লাহ জামাখশারী আকীদার দিক দিয়া মো'তাজেলী হওয়া সত্বেও মাসলাকের দিক দিয়া হানিফী ছিলেন ( তাজকিরাতুল মোসান্নেফীন পৃঃ ৩৩২ )

আবুল কাসেম সাহেব আপনার তো ঈমান নাইই, কেবল বিবেচনা করিয়া বলুন! ইমাম বোখারী হইতে আরম্ভ করিয়া সংক্ষিপ্ত ভাবে যাহাদের নাম পেশ করিলাম, উহারা ইসলামের আসল রূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন কি না? আমার চক্ষু অপারেশন করতঃ তাকলীদের ছানী দূর করিতে হইবে, না আপনার চক্ষু অপারেশন করিয়া তাকলীদের চশম টি লাগাইতে হইবে চিন্তা করিয়া দেখুন! আমি চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিতেছি,—ইমাম বোখারী হইতে আরম্ভ করিয়া শাহ ওলীউল্লাহ পর্য্যন্ত কেহ ইমামগণের তাকলীদ ( অনুসরণ ) করাকে শেরক ও বেদয়াত বলিয়াছেন প্রমাণ করিতে পারিবেন না। তাই বলিয়া ইবনো তাইমিয়া ও ইবনো আব্দিল ওহহাব ইত্যাদি গোমরাহ ও বেদ্বীনদের উক্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না। আপনি যাহাদের পক্ষপাতিত্ব করিয়া ঈমান হারাইয়াছেন, সেই উলামায়ে দেওবন্দ পর্য্যন্ত নিজেদের হানিফী বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন। যদিও উহারা প্রকৃতপক্ষে হানিফী নয়।

আবুল কাসেম সাহেব লিখিয়াছেন,- "স্বয়ং আবু হানিফা ( রঃ ) মোকাল্লেদ ছিলেন, না গায়ের মোকাল্লেদ? যদি মোকাল্লেদ হন তো কার?" ( কেলা মাযহাবী ও কতরাকাত তারাবীহ পৃঃ ৩৬ )

ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মোকাল্লেদ ছিলেন না। তাই বলিয়া আপনার মত বেদ্বীন গায়ের মোকাল্লেদও ছিলেন না। যিনি স্বয়ং সম্পন্ন মোজতাহীদ হইবেন, তাঁহার জন্য অন্য মোজ-তাহিদের তাকলীদ করা হারাম। ( হাশিয়াতুল বান্নানী আলা জামইল জাওয়ামে' ২য় খঃ পৃ ৩৯৪ )

"তাকলীদ যদি অজেব ( অপরিহার্য্য ) হ'ল তো ইমাম সাহেবের দুজন শিষ্য আবু ইউসুফ রঃ ও মুহাম্মাদ রঃ বহু মসলাতে এমাম সাহেবের মতের উল্‌টো ফোতওয়া দিলেন কেন? এবারে এই দুজন শিষ্যকে গায়ের মোকাল্লেদ তথা লামাযহাবী বলবেন তো?" আপনারা বহু মসলাতে এমাম সাহেবের মতকে ছেড়ে তাঁর শিষ্যদের মতকে গ্রহণ করেছেন ( আপনাদের ফেকা গ্রন্থের বহু জায়গাতে এর প্রমাণ আছে ) এবারে এমাম সাহেবের মতকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য আপনিও কি তবে গায়ের মোকাল্লেদ লামায-হাবী নন?" ( কেলা মাযহাবী ও কতরাকাত তারাবীহ পৃঃ ৩৬ )

আবুল কাসেম সাহেবের উচিত ছিল এইরূপ জাহেলানা প্রশ্ন করতঃ হানিফী তালেবুল ইল্মদিগের না হাসাইয়া হানিফী মাজহাবের কিছু কিতাব পড়াশুনা করা। আমি আপনাকে উপদেশ স্বরূপ বলিতেছি, আগামী দিনে এইরূপ প্রশ্ন করতঃ লামাযহাবী সম্প্রদায়কে কলঙ্ক করিবেন না। তবে অদ্যকার মত আপ-নার প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিব।

বিস্তারিত উত্তর লিখিবার প্রয়োজন নাই এবং আমার অবকাশও নাই! কারণ, আপনার স্ব জাতী

pdf By Syed Mostafa Sakib



আমাদের মধ্যে আত্মগোপন করতঃ হানিফী সাজিয়া রহিয়াছে। তাহাদের আসল রূপ উলঙ্গ করিতে আমার বেশ সময়ের প্রয়োজন হইতেছে।

# মুজতাহিদ ছয় প্রকার

১। "মুজতাহিদ ফিশশারা" উহাদের বলা হয়, যাহারা ইজতিহাদ করিবার নিয়মাবলী নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যথা, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলে রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

২। "মুজতাহিদ ফিল মাজহাব" উহাদের বলা হয়, যাহারা উপরের চারজন ইমামের মধ্যে কোন এক জনের নিয়মাবলী তাকলীদ ( অনুসরণ ) করতঃ কোরআন, হাদীস হইতে মসলা বাহির করিবার সামর্থ রাখেন যথা, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মোহাম্মাদ ইত্যাদি। ইহারা নিয়মাবলীর দিক দিয়া ইমাম আবু হানিফা আলাইহির রাহমাতের মোকাল্লেদ। কিন্তু মসলা বাহির করিবার দিক দিয়া স্বয়ং সম্পন্ন মোজতাহিদ।

৩। "মোজতাহিদ ফিল মাসায়েল" উহাদের বলা হয়, যাহারা নিয়মাবলী ও মসলা সমূহের দিক দিয়া মোকাল্লেদ। কিন্তু ইমামগণ কর্ত্তৃক যে সমস্ত মসলা পরিষ্কার ভাবে বর্ণিত হয় নাই, কোরআন হাদীসের দলিল দিয়া সেই মসলাগুলি বাহির করিতে সামর্থ রাখেন যথা, ইমাম খাসসাফ, ইমাম আবু জাফর তাহাবী, আবুল হাসান কারখী, ইমাম কাজী খান ইত্যাদি।

৪। "আসহাবুত তাখরীজ" উহাদের বলা হয়, যাহারা মূলতঃ ইজতেহাদ করিতে পারেন না। কিন্তু উহারা ইজতেহাদের নিয়মাবলী হইতে অবগত থাকিয়া ইমামগণের অস্পষ্ট উক্তিগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে পারেন যথা, ইমাম রাজী ও ইমাম কারখী ইত্যাদি।

৫। "আসহাবুত তারজীহ" উহাদের বলা হয়, যাহারা ইমাম আবু হানিফা আলাইহির রাহমাতের একাধিক উক্তির মধ্যে কোনটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। অনুরূপ ইমাম সাহেব ও ইমাম আবু ইউসুফ ও মোহাম্মাদের মধ্যে মতভেদ হইলে কাহার উক্তি বেশী গুরুত্বপূর্ণ তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারেন যথা, ইমাম আবুল হাসান ও হিদায়া প্রণেতা ইত্যাদি।

৬। "আসহাবুত তামীজ" উহাদের বলা হয়, যাহারা সহীহ ও জইফ পার্থক্য করিতে পারেন। ইহারা কোন সময় জইফ উক্তিকে নকল করিতে করেন না যথা, কান্‌জ, শারহে বকায়া ও দুর্রে মোখতার ইত্যাদি কিতাবের প্রণেতাগণ। ( শামী ১ম খঃ পৃ ৭৭ )

pdf By Syed Mostafa Sakib



যাহাদের মধ্যে উপরের ছয়টি গুণের মধ্যে কোন একটি গুণ পাওয়া যাইবে না, তাহারা প্রত্যেকেই কেবল মোকাল্লেদ হইবেন। বর্তমান যুগে সাধারণ মানুষ ও সাধারণ উলামায়ে কেরাম সবাই মোকাল্লেদ। ইহাদের কাজ কেবল কিতাব হইতে মসলা সমূহ দেখিয়া সাধারণ মানুষকে বলিয়া দেওয়া। প্রকাশ থাকে যে, মোজতাহিদের জন্য তাকলীদ করা হারাম। যাহা কিতাবের হাওয়ালা দিয়া উপরে লিখিয়াছি। এখন ছয় প্রকার মোজতাহিদের মধ্যে যিনি যে শ্রেণীর মোজতাহিদ হইবেন, তিনি সেই শ্রেণীর অন্য মোজতাহিদের তাকলীদ করিতে পারিবেন না। তাঁহার উপর শ্রেণীর মোজতাহিদের তাকলীদ করিতে হইবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মাদ ইত্যাদিগণ অসুল ও নিয়মাবলীর দিক দিয়া ইমাম আবু হানিফা আলাইহির রাহমাতের মোকাল্লেদ ছিলেন কিন্তু মসলা সমূহের দিক দিয়া স্বয়ং সম্পন্ন মোজতাহিদ ছিলেন। তাই ইহারা বহু মসলাতে ইমাম সাহেবের তাকলীদ না করিয়া বিপরীত ফতওয়া দিয়াছিলেন। বিদ্যা বোঝাই আবুল কাসেম সাহেব, এইবার আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন তো? কেন ইমাম সাহেবের দুইজন অন্যতম শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মাদ তাঁহার মতের উল্টো ফতওয়া দিয়াছিলেন? ইহার পরও যদি বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলে আপনার এলাকায় গাড়ীঘাট রোডে মাদ্রাসা গাওসিয়া রেজবীয়া অথবা শাইদাপুর মাদ্রাসা রাজ্জাকীয়া কালিমীয়ার ছাত্রদের সহিত যোগাযোগ করুন। আর যদি বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে লামাজহাবী সম্প্রদায়কে বুঝাইয়া দিন। কারণ, উহারা আপনাকে বিদ্যা বোঝাই মনে করতঃ আপনার মুখপানে তাকাইয়া রহিয়াছে। — আবার যেহেতু 'আসহাবুত তারজীহ' মোজতাহিদগণ ইমাম সাহেবের একাধিক উক্তির মধ্যে সর্বাধিক সহীহ মতটিকে নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। তাই আমরা হানিফী হওয়া সত্বেও ঐ প্রকার মসলার প্রতি আমল করিয়া থাকি। ইহাকে ইমাম সাহেবের মত ত্যাগ করা বলে না। তাই আমরা আপনার মত বেদ্বীন গায়ের মোকাল্লেদ-লামাজহাবী নই। আবার যেহেতু আমরা সময়ে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মাদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহিমার মসলার প্রতি আমল করা সত্বেও হানিফী বলিয়া থাকি, ইউসুফী বা মোহাম্মাদী বলি না। কারণ, উহারা ইমাম সাহেবের অসুল ও নিয়মাবলী অনুসরণ করতঃ মসলা বলিয়াছেন। আশা করি বিদ্যা বোঝাই আবুল কাসেম সাহেব আপনি আপনার জাহেলানা প্রশ্নগুলির উত্তর এইবার ভাল ভাবেই বুঝিতে পারিয়াছেন। কারণ, আপনি তো গণ টোকাটুকির আমলের ছাত্র নহেন। বিদ্যা বোঝাই আবুল কাসেম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিতেছি,—আপনি কি মোজতাহিদ? যদি হন, তাহা হইলে কোন্ পর্যায়ের মোজতাহিদ? আর যদি মূলতঃ মোজতাহিদ না হন, তাহা হইলে আপনি অবশ্যই শয়তানের মোকাল্লেদ।

.....ক্রমশঃ

pdf By Syed Mostafa Sakib



# ইমাম রেজার সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইমাম আহম'দ রজা রাদিয়াল্ল'হু আনহু ১২৭২ হিজরী, ১০ই শওয়াল অনুযায়ী ইংরাজি ১৮৫৬ সাল, ১৪ই জুন শনিবার দিন জোহরের সময় উত্তর প্রদেশের বেরেলী শহরে জাসুলী মহল্লাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ( সাওয়ানেহে আ'লা হজরত পৃঃ ৯৫ )

## শৈশবকাল ঃ --

প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর বয়সে একদা ইমাম রেজা একটি লম্বা জামাপরিধান করতঃ বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছিলেন। ঠিক সেই সময় কয়েকজন নর্তকী-বাজারী মহিলা রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। তিনি উহাদের দেখা মাত্রই দুই হস্ত দ্বারা জামা উঠাইয়া মুখ-মণ্ডল ঢাঁকিয়া নেন। ইহা দেখিয়া তাহাদের মধ্যে জনৈকা হাঁসিয়া বলিল,—সাহেবজাদা মুখ ঢাকিয়া লইয়াছে এবং লজ্জাস্থান খুলিয়া দিয়াছে। এতদ্ শ্রবণে তিনি তড়িৎ জবাব দিয়াছিলেন—যখন চক্ষু ভ্রষ্ট হইয়া যায়, তখন অন্তর ভ্রষ্ট হইয়া যায়। যখন অন্তর ভ্রষ্ট হইয়া যায়, তখন লজ্জাস্থান খুলিয়া যায়। তাঁহার এহেন জবাব শুনিয়া মহিলাগণ অবাক হইয়া যায়। ( হায়াতে আ'লা হজরত ১ খঃ ২৩ পৃঃ )

প্রকাশ থাকে কে যে, সাওয়ানে আ'লা হজরত কিতাবে ১১৬ পৃষ্ঠায় উক্ত ঘটনাটি প্রায় সাড়ে তিন বৎসর বয়সে ঘটিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

সাইয়েদ আইউব আলী সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন—জনৈক মৌলবী সাহেবের নিকট ইমাম রেজা কালা-মুল্লাহ শরীফ পাঠ করিতেন। একদা উক্ত মৌলবী সাহেব কোন একটি আয়াতে কোন একটি শব্দ বার-বার বলিয়া দিতেছিলেন। কিন্তু হজরতের জবান দিয়া উক্ত শব্দটি বাহির হইতে ছিল না। উস্তাদ সাহেব "জবর" বলিতেছিলেন। হজরত উহা "জের" পড়িতেছিলেন। হুজুরের দাদাজান মাওলানা রেজা আলী খান ( রাহমাতুল্লাহি আলাই'হ ) এই অবস্থা দেখিয়া হুজুরকে নিজের নিকট ডাকিয়া লইয়া কোরাণ শরীফ খুলিয়া দেখিলেন যে, ছাপার ভুলে জেরের স্থলে জবর হইয়া গিয়াছে। আ'লা হজরতের জবান দিয়া যাহা বাহির হইতেছিল তাহাই শুদ্ধ ও সঠিক। বুজর্গ-দাদাজান আল্লামা রেজা আলীখান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জিজ্ঞাসা করিলেন—মৌলবী সাহেব সেইরূপ তোমাকে বলিয়া দিতেদিলেন, তুমি সেইরূপ কেন পড়িতেছিলে না। ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন—আমার ঐরূপ পড়িবার ইচ্ছা থাকা সত্বেও জবান থেকে জবরের স্থলে জের বাহির হইতেছিল। এতদ শ্রবণে বুজর্গদাদা মৃদু হাসিয়া হজরতের মস্তকে হাত বুলাইয়া আন্তরিক দোওয়া দিলেন। অতঃপর মৌলবী সাহেবকে বলিলেন,—বাচ্চা সহীহ পড়িতেছিল। প্রকৃত পক্ষে ছাপার ভুল রহিয়াছে। ইহা নিজ কলম দ্বারা ভুল সংশোধন করিয়াছিলেন। ( হায়াতে আ'লা হজরত ১ খঃ ২৩, ২৪ )

জনাব আইউব আলী সাহেব বলেন—অধিকাংশ সময় উক্ত মৌলবী সাহেবের ঐরূপ ঘটনা ঘটিত। একদা মৌলবী সাহেব হজরতকে নির্জনে ডাকিয়া বলিলেন—সাহেবজাদা! তুমি সত্য করিয়া বল, আমি কাহারও নিকট বলিব না। তুমি মানুষ, না জিন! উত্তরে হজরত বলিলেন,—আল্লাহ্ তায়ালার শুকরিয়া, আমি অবশ্যই মানুষ। আমার প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার অশেষ দয়া রহিয়াছে। ( ১ খঃ পৃঃ ২৪ )

একদা উক্ত মৌলবী সাহেবকে জনৈক শিশু সালাম দিলে মৌলবী সাহেব উত্তরে বলিয়াছিলেন—বাঁচিয়া থাক। এতদ্ শ্রবণে হজরত বলিলেন—ইহা সালামের উত্তর হয় নাই। "অ-আলাইকুমুস্ সালাম" বলিতে

pdf By Syed Mostafa Sakib



হইবে। ইহা শুনিয়া মৌলবী সাহেব অত্যন্ত খুশী হইয়া দোওয়া করেন। ( ১ খঃ পৃঃ ২৪ )

পবিত্র রমজান মাস। ইমাম রেজা জীবনের প্রথম রোজা রাখিয়াছেন। দুপুরবেলা জোহরের ওয়াক্তে হজরতের পিতা আল্লামা নাকী আলীখান আলাইহির রাহমাত তাঁহার হাত ধরিয়া ঐ ঘরের মধ্যে লইয়া যান, যেখানে ইফতারের সমস্ত প্রকার খাদ্য রহিয়াছে। ঘরের দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দিয়া পায়সের একটি পিয়ালা উঠাইয়া বলিলেন—ইহা খাইয়া নাও। উত্তরে হজরত বলিলেন—আমি রোজা রাখিয়াছি। উহা কেমন করিয়া খাইব। বুজর্গ পিতা বলিলেন—শিশুদের রোজা এইরূপ হইয়া থাকে। তুমি খাইয়া নাও। দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দিয়াছি, কেহ দেখিতে পাইবে না। হজরত বলিলেন, যাঁহার আদেশে রোজা রাখিয়াছি, তিনি তো দেখিতেছেন। এহেন উত্তর শ্রবণ করিয়া বুজর্গ পিতা অশ্রুভরা নয়নে দরওয়াজা খুলিয়া হজরতকে বাহিরে আনিলেন। ( ১ খঃ পৃঃ ২৩ )

মৌলবী ইরফান আলী বিশালপুরী আলাইহির রাহমাত বর্ণনা করিয়াছেন—একদা ইমাম আহমাদ রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলিয়াছেন,—যখন আমার বয়স মাত্র সাড়ে তিন বৎসর ছিল, সেই সময় একদা আমি মাসজিদের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলাম। হঠাৎ একব্যক্তি আরবীয়ান পোষাকে আরবী মানুষের ন্যায় আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমার সহিত আরবী ভাষায় কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। আমিও তাঁহার সহিত আরবী ভাষায় কথা বলিতে আরম্ভ করিলাম। ইহার পর বুজর্গ ঐ ব্যক্তির সহিত কোনদিন সাক্ষাৎ হয় নাই। ( সাওয়ানেহে আ'লা হজরত পৃঃ ১০২ )

## পাঠ্য-জীবন ঃ—

চার বৎসর বয়সে কোরাণ শরীফ দেখিয়া পাঠ করা সমাপ্ত করিয়াছিলেন। ছয় বৎসর বয়সে রবি-উল আওয়াল মাসে বিশাল জনতার সম্মুখে মিলাদ শরীফ পাঠ করিয়াছিলেন। উরদু, ফারসী কিতাব পড়িবার পর হজরত মির্জা গোলাম কাদের বেগ আলাইহির রাহমাতের নিকট মীজান্ সোনশায়াব ইত্যাদি শিক্ষালাভ করতঃ মুহাক্কীক পিতা আল্লামা নাকী আলী খান আলাইহির রাহমাতের নিকট হইতে একুশটি বিদ্যার সনদ লাভ করিয়াছিলেন। যথা,—ইল্মে কোরআন, ইল্মে তাফসীর, ইল্মে হাদীস, অসুলে হাদিস, কুতুবে ফিকহে হানিফী, কুতুবে ফিকহে শাফয়ী, মালিকী ও হাম্বলী ইত্যাদি। ( সাওয়ানেহে আ'লা হজরত পৃঃ ৯৮ )

প্রকাশ থাকে যে, ইমাম আহমাদ রেজা রাদিয়াল্লাহ আনহু কোন মাদ্রাসায় ভর্তি হইয়া শিক্ষালাভ করেন নাই। বাড়ির চার দেওয়ারী ছিল তাঁহার মাদ্রাসা। অবশ্য তিনি বড় বড় মুহাক্কীক আল্লামাদিগের নিকট হইতে শিক্ষালাভ ও সনদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যথা—মক্কা শরীফের শাফয়ী মাজহাবের মুফতী সাইয়াদ আহমাদ দাহলান মককী ও হানিফী মাজহাবের মুফতী শায়েখ আব্দুর রহমান সিরাজ আলাইহিমার রাহমাত ইত্যাদির নিকট হইতে তাফসীর, হাদীস, অসুলে হাদীস, ফিকাহ ও অসুলে ফিকাহের সনদ লাভ করিয়াছিলেন। উলামায়ে ইসলামের ধারণা যে, দুইশত বৎসরের মধ্যে ইমাম রেজার ন্যায় সমুদ্রতুল্য ফকীহ আলেম জন্মগ্রহণ করেন নাই। ( মাসিক পত্রিকা 'আশরাফীয়া' পৃঃ ১৪।১৫, মোবারকপুর হইতে ছাপা, সেপ্টেম্বর সংখ্যা ১৯৮৯ সাল )।

আট বৎসর বয়সে আরবী ব্যাকরণের অন্যতম কিতাব 'হিদায়াতুন্নাহাব' এর ব্যাখ্যা আরবী ভাষায় লিখিয়াছিলেন! ইহা তাঁহার খোদা প্রদত্ত ইল্ম ছিল। ( সাওয়ানেহে আ'লা হজরত পৃঃ ১০২ )। অনুরূপ আট বৎসর বয়সে ইল্মে মিরাসের মসলা লিখিয়াছিলেন। যাহা দেখিয়া বুজর্গ পিতা আল্লামা নাকী আলী খান আলাইহির রাহমাত বলিয়াছিলেন—এখন এইরূপ না লেখাই উচিৎ। ( মাহনামায় আশরাফীয়া পৃঃ ১৪,

pdf By Syed Mostafa Sakib



সংখ্যা সেপ্টেম্বর, সাল ১৯৮৯ )

১১ই শাবান ১২৮৬ হিজরী অনুযায়ী ইংরাজী ১৮৬৯ সালে যখন ইমাম রেজার বয়স মাত্র ১৩ বৎসর ১০ মাস ৫ দিন হইয়াছিল। তখন তিনি খোদা প্রদত্ত অসাধারণ প্রতিভায় সমস্ত বিদ্যায় শিক্ষালাভ করতঃ সনদ লাভ করিয়া ছিলেন। এই দিন হইতেই তিনি ফতওয়া বিভাগের মুফতীর মসনদে বসিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত জগতকে ফতওয়া প্রদান করিয়াছিলেন। ( ফাজেলে বেরেলবী উলামায়ে হিজাজ কে নজর মে পৃঃ ৬৩, মাহনামায় আশরাফীয়া পৃঃ ১৪, সংখ্যা সেপ্টেম্বর ৮৯ সাল )

**স্মরণ শক্তি** - সাইয়াদ আইউব আলী সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন। একদা ইমাম রেজা বলিলেন— বহু মানুষ না জানিয়া আমার নামের সহিত হাফেজ লিখিয়া থাকেন। কিন্তু আমি ধারাবাহিক কোরাণ মাজিদের হাফেজ নই। যদি কোন হাফেজ সাহেব আমাকে কোরআন শরীফ ধারাবাহিক শুনাইয়াদেন। তা'া হইলে আমি ধারাবাহিক মুখস্থ করিয়া শুনাইয়া দিব। ঐ দিন হইতে ইশার অজু করিবার পর থেকে নামাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব পর্য্যন্ত জনৈক হাফেজ সাহেব এক পারাহ করিয়া কালাম পাক শুনাইতেন। পূর্ণ ৩০ দিনে তিরিশ পারাহ শ্রবণ করিয়া হাফেজ হইয়াছিলেন। হজরত নিজেই বলিয়াছিলেন— সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার। আমি ধারাবাহিক পূর্ণ কোরআন শরীফের হাফেজ হইয়াছি। আ'ল্লার বান্দারা এইবার আমাকে হাফেজ বলিলে ভুল হইবে না। ( হায়াতে আ'লা হজরত ১খঃ পৃঃ ৩৬ )

মৌলবী মোহাম্মাদ হোসাইন সাহেব মিরাঠী বলেন—হজরতের যখন কোন ফতওয়া লিখিবার প্রয়োজন হইত, তখন ফতওয়াটির মুল বক্তব্য লিখিয়া আমাকে বলিতেন—আলমারী হইতে অমুক কিতাবের অমুক খণ্ডটি বাহির করিয়া অমুক পৃষ্ঠায় অমুক লাইনের পর হইতে লেখা আরম্ভ কর। আমি তাঁহার নির্দেশ মত কিতাব খুলিয়া ফতওয়া লিখিতাম। আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইতাম যে, তিনি এত সময় কোথায় পাইয়াছিলেন যে, পৃষ্ঠা ও লাইন গনণা করিয়া রাখিয়াছেন। আসল কথাই হইল যে, তাঁহার অসাধারণ স্মরণ শক্তি ছিল। যাহা আমাদের বোধগম্যের বাহিরে। ( হাঃ ৩৮ )

একদা ইমাম আহমাদ রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহু পেলিভেত উপস্থিত হইয়া মাওলানা আসি আহমাদ মোহাদ্দিস সুরাতী সাহেবের সহিত আলোচনা কালে প্রসঙ্গত "উকুদুদ দিরাইয়া ফি তানকীহিল ফাতাওয়াল হামিদীয়া" কিতাবের কথা উল্লেখ হইলে মুহাদ্দিস সুরাতী সাহেব বলেন, আমার কুতুবখানাতে উক্ত কিতাবখানি আছে। আ'লা হজরতের কুতুবখানাতে ঐ সময় উক্ত কিতাবখানা ছিল না। হজরত বলিলেন, যাইবার সময় কিতাবখানা আমাকে দিবেন। মুহাদ্দিস সাহেব আনন্দ সহকারে কিতাবখানা উপস্থিত করতঃ বলিলেন—দেখা হইয়া গেলে পাঠাইয়া দিবেন। কারণ, আপনার নিকট বহু কিতাব রহিয়াছে। আমার নিকট মাত্র এই কয়েকখানি কিতাব আছে যাহা দেখিয়া আমি ফতওয়া দিয়া থাকি। হজরত বলিলেন, - আচ্ছা। ঐদিন হজরতের বেরেলী শরীফ ফিরিবার কথা ছিল। কিন্তু তাঁহার জনৈক মুরীদের দাওয়াতে প্রোগ্রাম বাতিল করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এবং রাত্রিতে মোটা দুই খণ্ডে সমাপ্ত "উকুদুদ দিরাইয়া" কিতাবখানি পড়িয়া লইয়া ছিলেন। পরদিন জোহরের নামাজ পড়িয়া বেরেলী শরীফ

pdf By Syed Mostafa Sakib



রওয়ানা হইবার সময় উক্ত কিতাবখানা মুহাদ্দিস সাহেবকে ফেরত দিয়াছিলেন। মুহাদ্দিস সাহেব বলিলেন, আমি আপনাকে কিতাবখানা ফেরত দিবার কথা বলিয়াছি বলিয়া দুঃখ করিয়া ফেরত দিলেন। হজরত বলিলেন—কিতাবখানা বেরেলী লইয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল। যদি গতকাল চলিয়া যাইতাম। তাহা হইলে লইয়া যাইতাম। যেহেতু খাওয়া হয় নাই, সেইহেতু রাত্রে এবং সকালে সম্পূর্ণ কিতাব দেখিয়া লইয়াছি। আর লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই, মুহাদ্দিস সুরাতী সাহেব বলিলেন—একবার দেখাই যথেষ্ট হইয়া গেল? হজরত বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার ফজল ও করমে আশা রাখি, দুই তিন মাস পর্যন্ত সমস্ত কিতাবের যে কোন অংশের প্রয়োজন হইলে ফতওয়ায় লিখিয়া দিব। এবং কিতাবের সমস্ত বিষয়গুলি ইনশাল্লাহ, সারা জীবনের মত মুখস্ত হইয়া গেল। ( হাঃ পৃঃ ৩৮, ৩৯ )

**ইমাম রেজার কলমে**—ইসলামের ইতিহাসে ইমাম আ হমাদ রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহু হইলেন সর্ব প্রথম ব্যক্তি। যিনি পঞ্চাশের অধিক বিদ্যা ও বিষয়ে হাজারের অধিক কিতাব লিখিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে পৃথিবীতে কোন আলেম পঁয়ত্রিশের অধিক বিদ্যা ও বিষয়ে কিতাব লেখেন নাই। তাঁহার বহু কিতাবে এমনই বহু গবেষণাপূর্ণ আলোচনা রহিয়াছে, যাহা পূর্ববর্তীগণের কিতাবে পাওয়া যায় না। কেবল তাই নয়, তিনি স্বয়ং বহু বিদ্যা আবিস্কারও করিয়াছেন। ( মোকাদ্দামায় জাদ্দুল মোমতার ১ম খঃ পৃঃ ২৬ )

ইমাম রেজা জীবনে কতখানা কিতাব লিখিয়াছেন। তাহার সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা আদৌ সম্ভব নয়। ইহা রিসার্চ করিবার বিষয়। কারণ, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাঁহার পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে। বহু অনুসন্ধানের পর পাকিস্তান, সৌদিআরব,তুরস্ক ও লণ্ডন ইত্যাদি দেশ হইতে কিছু কিছু পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। ইমাম রেজার অধিকাংশ কিতাব পাকিস্তান ও তুরস্ক হইতে ছাপা হইয়াছে। ( মাহনামা আলা হজরতঃ বেরেলী শরীফ হইতে ছাপা পৃঃ ৪৮ সেপ্টেম্বর সংখ্যা ১৯৮৯ )

ইসলামের ইতিহাসে ইমাম রেজার অবদান অস্বীকার করিবার নয়। তিনি মুসলিম জাহানকে জ্ঞান গরিমাপূর্ণ তেরশত মূল্যবান কিতাব প্রদান করিয়াছেন। ( খুতবাতে আ'জমী পৃঃ ৪৭, মা নামা 'আলা হজরত' পৃঃ ২৫, জুন সংখ্যা ১৯৮৯ সাল )

ইমাম রেজা তের বৎসর হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত একজন মহান মুফতী হিসাবে জগতকে ফতওয়া প্রদান করিয়াছিলেন। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে এমনই কোন দেশ নাই। যেখান হইতে তাঁহার নিকট ফতওয়া চাওয়া হয় নাই। ইহার নমুনা ফাতাওয়ায় রাজবীয়া, ফাতাওয়ায় আফ্রিকা ও আহকামে শরীয়ত ইত্যাদি। আফ্রিকা মহাদেশ হইতে যে প্রশ্নগুলি আসিয়াছিল এবং তিনি যাহা উত্তর দিয়াছিলেন। সেইগুলির সমষ্টি "ফাতওয়ায় আফ্রিকা" নামে মুদ্রিত হইয়াছে। তিনি প্রথম জীবনে হাজার হাজার ফতওয়ার নকল গ্রহণ করেন নাই। ইহা আমাদের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়। পরবর্তীকালে যে ফতওয়াগুলির নকল গ্রহণ করিয়াছেন, সেইগুলি হইল "ফাতাওয়ায় রাজবীয়া", 'আহকামে শরীয়ত' ইত্যাদি। ফাতাওয়ায় রাজবীয়া ১২ খণ্ডে সমাপ্ত ও প্রত্যেক খণ্ডে প্রায় হাজারের

pdf By Syed Mostafa Sakib


মত পৃষ্ঠা রহিয়াছে। এই মহান কিতাবটি সম্পর্কে বোম্বাই হাইকোর্টের স্বনামধন্য অমুসলিম পারসী জজ প্রফেসার ডি, এফ, মোল্লা মন্তব্য করিয়াছেন,—"ফিকাহ শাস্ত্রে দুইটি অতুলনীয় কিতাব লেখা হইয়াছে। একটি হইল ফাতাওয়ায় আলমগিরী অপরটি হইল ফাতাওয়ায় রাজবীয়া"। (মোকাদ্দামায় ফাতাওয়ায় রাজবীয়া ১ম খঃ পৃঃ ৩)

ফিকাহ শাস্ত্রে ইমাম রেজা দুইশত ষাটের অধিক কিতাব লিখিয়াছেন। যেই কিতাবগুলি গভীর ভাবে পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, তাঁহার মধ্যে ইজতেহাদী শক্তি ছিল। তথাপিও তিনি কোন সময় মোজতাহিদ বলিয়া দাবী করেন নাই। বরং ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুকাল্লিদ বলিয়া গণ্য করিতেন। ফাতাওয়ায় রাজবীয়া ইহার অন্যতম নমুনা। এই মহান কিতাবটির কিয়দাংশ—মাত্র কয়েকটি পাতা পড়ে পবিত্র কাবা শরীফের কুতুবখানার মুফতী আল্লামা সাইয়াদ ইসমাইল আলাইহির রাহমাত আশ্চর্য হইয়া বলিয়াছিলেন,—"আমি খোদার কসম করিয়া বলিতেছি, আমি সত্য বলিতেছি, ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যদি এই কিতাবখানা দেখিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার চক্ষু শীতল হইয়া যাইত এবং ইহার লেখককে অবশ্যই তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যেই গণ্য করিতেন। (রসায়েলে রাজবীয়া পৃঃ ১০৬, মোকাদ্দামায় জাদ্দুল মোমতার পৃঃ ২৭)

**উলামায়ে ইসলামের নজরে**—মক্কা ও মদিনা শরীফের চার মাজহাবের মুফতী ও মাশায়েখ-গণ, ভারত, পাকিস্তান, মিসর, আফগান, রোম, শাম, ইয়ামান, বাগদাদ, তুরস্ক ও লেবানন ইত্যাদি দেশের উলামায়ে কেরামগণ ইমাম আহমাদ রেজাকে মোজাদ্দিদ, মোহাদ্দিস, মোফাসসির, মুহাক্কিক, ইমামুল আয়েম্মা ও ইমামুল মুসান্নেফিন ইত্যাদি শতাধিক উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। কারণ, ইমাম রেজা সম্পর্কে উলামায়ে ইসলামের মন্তব্যগুলি কয়েকখানি স্বতন্ত্র পুস্তকে পরিণত হইয়া রহিয়াছে যথা, ফাজেলে বেরেলবী উলামায়ে হিজাজ কি নজর মে, ইমাম আহ-মাদ রেজা আরবাবে ইল্ম ও দানেশ কি নজর মে ইত্যাদি।

১৩১৮ হিজরীতে পাটনা শহরে নদওয়াতুল-উলামার প্রতিবাদে একটি ঐতিহাসিক সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত সভায় বহু উলামায়ে ইসলাম ও মাসায়েখগণের উপস্থিতিতে হজরত আল্লামা মতীউর রাসুল শাহ আব্দুল মোক্তাদের বাদায়ূনী আলাইহির রাহমাত বক্তৃতাকালে ইমাম রেজাকে বর্তমান যুগের মুজাদ্দিদ বলিয়া উপাধি দিয়াছিলেন। উপস্থিত ও অনউপস্থিত উলামায়ে কেরামগণ এক বাক্যে উহা সমর্থন করিয়াছিলেন। (তাজকিরায় উলামায়ে আহলে সুন্নাত পৃঃ ৪৫, ৪৬)

আরব ও আজমের সর্বসম্মতিক্রমে মোজাদ্দিদ কে ছিলেন? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে সগৌরবে ইমাম আহমাদ রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। (আনওয়ারুল হাদীস পৃঃ ১১৫) কেবল দোস্ত নয়, দুশমান পর্য্যন্ত কেবল উলামায়ে ইসলাম নয়, দুশমানে ইসলাম—উলামায়ে দেওবন্দ পর্য্যন্ত ইমাম রেজার খোদা প্রদত্ত অসাধারণ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করতঃ কলমের বাদশাহ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। (হায়াতে আ'লা হজরত ১ম খঃ পৃঃ ২১৬)

pdf By Syed Mostafa Sakib



ইন্তেকাল—ইমাম রেজা ২৫শে সফর ১৩৪০ হিজরী অনুযায়ী ২৮শে অক্টোবর ১৯২১ সাল শুক্রবার বেলা ২টা ৩৮ মিনিটে কালেমা শরীফ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ পাঠ করিয়া ইন্তেকাল করিয়াছিলেন। ( ইন্নালিল্লাহি ও ইন্নাইলাইহি রজিউন ) অসায়া শরীফ পৃঃ ১৮ )

# ইংরেজদের দালাল ছিল কারা ?

ইতিহাস কাহার বন্ধু নয়। দোস্ত ও দুশমন নির্বিশেষে যাহাকে যে অবস্থায় দেখিয়া থাকে, তাহার সেই অবস্থা অবিকল বর্ণনা করিয়া দেয়। উলামায়ে দেওবন্দ দাবী করিয়া থাকে যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে তাহারা মুখ্য ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করিয়া থাকে যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বস্তরে উহারা বিরোধীতা করিয়াছিল। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা অবৈধ বলিয়া ফতওয়া প্রদান করিয়াছিল। ইংরাজদের ইঙ্গিতে শিখদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। মোটকথা, স্বাধীনতা সংগ্রামে উলামায়ে দেওবন্দের দুরের সম্পর্কও ছিল না। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে হইলে 'ইম্‌তিয়াজে হক', উলামায়ে দেওবন্দকে আংরেজ দোস্তী' ও 'খুঁনকে আঁসু' ইত্যাদি কিতাব পাঠ করুন। এখন উহাদের গোলামী চিত্র ও দালালী চরিত্র সম্পর্কে ইতিহাসের আলোকে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করিব।

ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ অবৈধ—"যখন মাওলানা ইসমাইল দেহলবী কলিকাতায় জিহাদ সম্পর্কে বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং শিখদের অত্যাচারের কথা বলিতেছিলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আপনি ইংরাজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতওয়া কেন দেন না? ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, উহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা কোন প্রকার অয়াজীব নয়। প্রথমতঃ আমরা উহাদের প্রজা। দ্বিতীয়তঃ উহারা আমাদের ধর্মীয় ব্যাপারে কোন প্রকার বিরোধীতা করে না। উহাদের রাজত্বে আমরা সর্বদিক দিয়া স্বাধীন। বরং উহাদের প্রতি কেউ আক্রমণ করিলে, তাহার সহিত যুদ্ধ করা মুসলমানদের প্রতি ফরজ হইবে। যাহাতে সরকারের প্রতি কোন প্রকার স্পর্শ না হয়!" ( হায়াতে তাইয়েবা পৃঃ ৩৫৬, সংগৃহীত 'উলামায়ে দেওবন্দকে আংরেজ দোস্তী' পৃঃ ২০ ও 'আলমীজান' মাসিক পত্রিকা বোম্বাই হইতে ছাপা পৃঃ ৩২ এপ্রিল সংখ্যা ১৯৮৬ সাল )

পাঠকবৃন্দ, একবার লক্ষ্য করিয়া দেখুন! শত শত মাইল দুর শিখদের সহিত যুদ্ধ অয়াজিব এবং ব্রিটিশ সরকারের স্বপক্ষে যুদ্ধ করা ফরজ বলিয়া যাহারা ফতওয়া প্রদান করিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাহাদের অবদান কত বলিষ্ঠ ছিল তাহা আপনাদের বিচারাধীন।

উলামায়ে দেওবন্দের প্রভু ব্রিটিশ সরকার—যেহেতু ব্রিটিশ সরকারের অন্নে উলামায়ে

pdf By Syed Mostafa Sakib


দেওবন্দ লালিত পালিত হইয়াছিল, সেইহেতু উহারা সরকারের পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করতঃ উহাদের প্রভু বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল যথা, মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী সাহেব বলিয়াছেন,—"যখন আমি ব্রিটিশ সরকারের অনুগত। তখন ঐ সমস্ত মিথ্যাবাদীদের কথায় আমার লোম বাঁকা হইবে না। আর যদি মরিয়া যাই, তাহা হইলে সরকার আমার মালিক। উহার অধিকার রহিয়াছে, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে।" ( তাজকিরাতুর রশীদ ১ম খঃ পৃঃ ৮০ ) অনুরূপ গাঙ্গুহী সাহেব ব্রিটিশ সরকারকে 'দয়ালু সরকার' বলিয়াছেন। ( তাজঃ ১ম খঃ পৃঃ ৭০ )

যে ব্রিটিশ সরকার মুসলমানের রক্ত নিয়ে হুলি খেলিয়াছে, মুসলমানদের লাশকে গাছে ঝুলাইয়া চিল ও শকুনকে খাওয়াইছে, পবিত্র মসজিদগুলিকে ঘোড়া বাঁধিয়া অপবিত্র করিয়াছে এবং শাহ জাফরের খাবারের পাত্রে তাহার পুত্রের মস্তক কাটিয়া দিয়াছে। সেই দুশমন সরকারকে রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী সাহেব 'দয়ালু সরকার' বলিয়া আখ্যা দিলেন এবং তিনি উহাদের প্রকৃত অনুগত ছিলেন বলিয়া স্বীকারও করিলেন। কেবল ইহাই নয়, গাঙ্গুহী সাহেব খোদাকে ভুলিয়া সরকারকে মালিক বলিয়া সরকারের উপর দায়িত্ব অর্পণ করিলেন। ইহার পরও কি উলামায়ে দেওবন্দ দাবী করিতে পারে যে, উহারা ইংরাজের বিরুদ্ধে জিহাদ করিয়াছিল ?

**ইংরেজদের সহিত গোপণ আঁতাত**—মির্জা হায়রাত দেহলবী লিখিয়াছেন,—লর্ড হিস্টপিংগ সাইয়েদ আহমাদের অসাধারণ কর্ম দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। দুই পক্ষের সৈনিকদের মাঝখানে একঠি তাঁবু করা হইয়াছিল। উহার মধ্যে লর্ড হিস্টপিংগ, আমীর খান ও সাইয়েদ আহমাদ সাহেবের মধ্যে আপসে একটি চুক্তি করিয়াছিল। সাইয়েদ আহমাদ সাহেব আমীর খানকে অত্যন্ত কষ্ট করিয়া বোতলের মধ্যে ভরিয়াছিলেন।" ( হায়াতে তাইয়েবা পৃঃ ২৯৪, সংগৃহীত জের ও জবর পৃঃ ২৯৫ )

দেওবন্দী ও ফুরফুরাবীদের উর্দ্ধতন পীর সাইয়েদ আহমাদের প্রতি লর্ড হিস্টপিংগ কেন অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিল। তাহা পাঠকবৃন্দের বেশি বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। কারণ, উপরের উদ্ধৃতি হইতে দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে যে, লর্ড সাহেব পীর সাহেবকে পুতুল হিসাবে ব্যবহার করিতে পারিত এবং যে সমস্ত আলেমকে আয়ত্ব করা লর্ডসাহেবের প্রতি অসম্ভব হইত, পীর সাহেব তাহা সম্ভব করিয়া দিতেন।

**সাইয়েদ সাহেবের জন্য জনৈক ইংরেজের খাদ্য লইয়া অপেক্ষা :**—মওলানা আবুল হাসান আলী নদবী লিখিয়াছেন "সাইয়েদ আহমাদ সাহেবের কাফেলা নৌকায় চড়িয়া যাইতেছিল। হঠাৎ তাহারা দেখিতে পাইল যে; জনৈক ইংরেজ ঘোড়ায় চড়িয়া কয়েকটি পাল্‌কীতে খাদ্য লইয়া নৌকায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—পাদরী সাহেব কোথায় ? হজরত ( সাইয়েদ আহমাদ ) নৌকা হইতে উত্তর দিলেন,—'আমি এখানে উপস্থিত আছি'। ইংরেজ ঘোড়া হইতে নামিয়া ( মাথার ) টুপী হাতে লইয়া নৌকায় আসিয়া অবস্থা জিজ্ঞাসা করিবার পর বলিল, আমি তিনদিন হইতে এখানে লোক রাখিয়া দিয়াছি যে, আপনার সংবাদ জানাইয়া দিবে সে আজ জানাইয়া দিয়াছে যে, খুবই সম্ভব আজ হজরত কাফেলার

pdf By Syed Mostafa Sakib



সঙ্গে তোমার বাড়ির সামনে উপস্থিত হইবেন। ইহা অবগত হইয়া আমি সূর্য্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত খাদ্য তৈরী করিতে ব্যস্ত ছিলাম। তৈয়ার করিয়া আনিয়াছি। সাইয়েদ সাহেব আদেশ করিলেন যে, খাদ্য আমাদের পাত্রে ঢালিয়া নাও। খাদ্য লইয়া কাফেলার মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হইল এবং ইংরেজ দুই তিন ঘন্টা থাকিয়া চলিয়া গেল।" ( সিরাতে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ পৃঃ ১৯০, সংগৃহীত জের ও জবর পৃঃ ১৯৫, ১৯৬ )

পাঠকবৃন্দ, নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া বলুন! সাইয়েদ সাহেব ইংরেজদের হাতিয়ার ও মনের মত এজেন্ট ছিলেন কিনা? যদি উহাদের এজেন্ট না হইবেন, তাহা হইলে ইংরাজরা খাদ্য লইয়া তিনদিন পর্যন্ত কেন অপেক্ষা করিয়াছিল? ইংরাজরা জানিত যে, তাহাদের নিমক হালাল গোলামের দল এই রাস্তা দিয়া যাইবে তাই কয়েক পালকী খাদ্য লইয়া অপেক্ষা করিয়াছিল। সাইয়েদ সাহেবও জানিতেন যে, আমাদের অন্নদাতা ইংরাজ মনিবরা খাদ্য লইয়া রাস্তায় অপেক্ষা করিবে। কার্যতঃ তাহাই হইল। ইংরেজদের প্রথানুযায়ী সাইয়েদ সাহেবের সম্মানার্থে ইংরাজ সাহেব মাথার টুপি হাতে লইয়া তাঁহাকে পাদরী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল। সাইয়েদ সাহেবও বিনা চিন্তায় উত্তর দিয়াছিলেন যে, আমি এখানে আছি। উহাদের এই প্রকার প্রশ্নোত্তর হইতে বুঝা যায় যে, ইংরেজদের সহিত সাইয়েদ সাহেবের পূর্ব হইতেই যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল। সাইয়েদ সাহেবের সহিত ইংরাজ সাহেবের তিনঘন্টা ব্যাপী কি আলোচনা হইয়াছিল তাহা লেখক প্রকাশ না করিলেও নিরপেক্ষ পাঠকবৃন্দের নিকট প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। সব-চাইতে চিন্তার বিষয় ইহাই যে. সাইয়েদ সাহেবের জন্য ইংরাজ সাহেব কি খাদ্য আনিয়াছিল। উহারা তো শুকরের মাংস অত্যন্ত পছন্দ করিয়া থাকেন। যাইহোক, সাইয়েদ আহমাদ সাহেব কেবল দেওবন্দী ও ফুরফুরাবীদের উর্দ্ধতন পীর ছিলেন না, বরং খৃষ্টানদের পাদরীও ছিলেন। জানি না ভিতরে ভিতরে হিন্দুদের পুরোহিত ছিলেন কি না।

নিরপেক্ষ পাঠকবর্গের নিকট ইতিহাসের আয়না প্রদান করিলাম। উহাতে দেওবন্দীদের দালালী চরিত্র ও গোলামী চিত্র ভাল করিয়া দেখুন। পশ্চিম বাংলায় দেওবন্দীদের মুখপাত্র মাওলানা আজীজুল হক সাহেবকে দেখাইয়া দিন, তাঁহার বুজর্গদের আকৃতি কেমন কলঙ্ক ও বিবর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সেই সঙ্গেই তাঁহাকে ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করুন—ইংরেজদের দালাল ছিল কারা?

# আপনি কি হানিফী?

বর্তমানে লামাজহাবী সম্প্রদায় দেওবন্দী ও জামাতে ইসলামী রূপ ধারণ করিয়া হানিফীদিগকে ধোকা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহারা নামাজে তাকবীরে তাহরীমা বাঁধিবার সময় কান পর্য্যন্ত হাত না উঠাইয়া মেয়েদের মত কেবল কাঁধ পর্য্যন্ত হাত উঠাইতেছে। অনুরূপ নাভির নিচে হাত বাঁধিবার পরিবর্তে নাভির উপরে হাত বাঁধিতেছে। আবার সাধারণ মানুষকে তালকীন করিতেছে যে, ইমামের পশ্চাতে সুরাহ ফাতিহা পাঠ না করিলে নামাজ হইবে না ইত্যাদি। আপনি যদি প্রকৃত হানিফী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অবশ্যই উহাদের ধোকায় পড়িবেন না।

সমাপ্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

# 'ইমাম আহমাদ রেজার' সদস্যগণের নাম

১। আল্লামা শামসুদ্দীন কাদেরী পি, এইচ, ডি লাখনৌ, ফাজেলে রিয়াজ ইউনির্ভাসিটি সৌদী আরব. বর্তমান প্রিন্সিপাল দারুল উলুম রিয়াজিয়া ( মালদা ) ২। আল্লামা জহুরুল আলাম সাহেব কিবলা ( ভাগলপুর ) ৩। আলহাজ কাজী উসমান গণী ( মুর্শিদাবাদ ) ৪। হাফিজ মোস্তাকীম রেজবী ( বীরভূম ) ৫। মুফতী জাফর হাসানাইন রেজবী ( মালদা ) ৬। মাওলানা মোমতাজুদ্দিন সাহেব শাইখুল হাদীস মাদ্রাসা গাওসীয়া রেজবীয়া, গাড়িঘাট রোড, ( মুর্শিদাবাদ ) ৭। মাওলানা লোকমান আশরাফী ( মালদা ) ৮। মাওলানা কারামাত আলী ( রাজমহল, বিহার ) ৯। মাওলানা সফিরুদ্দিন আহমাদ রেজবী ( মালদা ) ১০। মাওলানা ইজহারুদ্দিন সাহেব ( " ) ১১। মাওলানা তালেবআলী ১২। মাওলানা সিরাজুদ্দিন সাহেব ১৩। মাওলানা হাবিবুর রহমান সাহেব ১৪। মুফতী নইমুদ্দিন রেজবী ( মুর্শিদাবাদ ) ১৫। মাওলানা সাজ্জাদ হোসাইন সাহেব ১৬। হজরত হাশিম রেজা রেজবী ( সেক্রেটারী মাদ্রাসা গাওসীয়া রেজবীয়া ) ১৭। মাওলানা নুরুল ইসলাম চতুর্বেদী ( বিহার ) ১৮। মোহাদ্দিস মোজাহিদুল কাদেরী ১৯। মাওলানা আবদুল হাকীম নুরী ২০। ইসলামুদ্দিন রেজবী নেপালী ২১। মাওলানা আবু সুফিয়ান সাহেব ( দঃ ২৪ পরগণা ) ২২। 'অভিশপ্ত মযহব' এর লেখক মোঃ রবিউল ইসলাম কাদেরী ( মেদিনীপুর ) ২৩। মোঃ শহিদুল ইসলাম কাদেরী ( এ্যাডভোকেট কলিকাতা হাইকোর্ট )

# বিশেষ আবেদন

'ইমাম আহমাদ রেজা' আপনার হাতে রহিয়াছে। যদি ইহার প্রয়োজন বোধ করেন, তাহলে বহুল প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করুন। আপনার এলাকার জন্য অগ্রিম টাকা পাঠাইয়া বেশী বেশী সংগ্রহ করুন। আপনি কোন সময় বিনা পয়সায় পত্রিকা নিবেন না। কারণ আগামী সংখ্যা ছাপা সম্ভব না হইলে সমাজের চরম ক্ষতি হইবে। পত্রিকার মাধ্যমে আপনার প্রশ্নের উত্তর নিতে হইলে, ছাপার খরচ আপনাকেই বহন করিতে হইবে। অনুরূপ আপনার কোন লেখা প্রকাশ করিতে চাহিলে খরচ আপনাকেই বহন করিতে হইবে। আপনারা প্রশ্ন ও লেখা ইত্যাদি পাঠান। পিন নং সহ আপনার ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পত্রিকায় কোন প্রকার মারাত্মক ভুল পাইলে অবশ্যই জানাইবেন। সংশোধন করিয়া দিব। শাব্দিক ভুলের জন্য আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থী। রমজান মাস ছাড়া অন্য সময় মাদ্রাসার ঠিকানায় যোগাযোগ করিলে শীঘ্রই উত্তর পাইবেন।

---

সম্পাদক, মোহাম্মাদ গোলাম ছামদানী রেজবী কর্তৃক প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক লিপিকা প্রেস, রাধারঘাট বহরমপুর হইতে মুদ্রিত।

১৮৬-৯২

# ইমাম আহমাদ রেজা

[ রাদিয়াল্লাহু আনহু ]

তৃতীয় সংখ্যা

১৫ / ১ / ৯১

মূল্য—৫-৫০

pdf By Syed Mostafa Sakib

কয়েকটি আকর্ষণীয় শিরোনাম ঃ—

১। আব্দুল খালেক শংকরপুরীর দাজ্জালী।
২। ইমামে কা'বার পশ্চাতে নামাজ হারাম।
৩। পীরজাদা কুতবদ্দিন সাহেব তওবা করুন।
৪। দাজ্জালের দ্বিতীয় ক্যাম্প তাবলিগী জামায়াত।
৫। ঘোর চক্রান্ত মাওলানা তাহের।
৬। জামায়াতে ইসলামী কি প্রকৃত ইসলামী দল ?
৭। দিশেহারা ফুরফুরা।

সম্পাদক—মাওলানা মোহাম্মাদ গোলাম ছামদানী রেজবী

pdf By Syed Mostafa Sakib



# আব্দুল খালেক শংকরপুরীর দাজ্জালী

১৯৮৫ সালের প্রথম দিকে "*শেষ সমাধি*" নামক একখানা বিজ্ঞাপণ প্রচার করিয়াছিলাম। উক্ত বিজ্ঞাপণে আমি লিখিয়াছিলাম—"আমাদের দেশে সাধারণতঃ লাশ চিৎ করিয়া কেবল মুখমণ্ডল কেবলার দিকে ঘুরাইয়া দেওয়া হয়, ইহা ঠিক নহে ঃ বরং সম্পূর্ণ দেহটা কিবলার দিকে ঘুরাইয়া দেওয়া সর্বসম্মতিক্রমে সুন্নাত"। উদ্ধৃতি স্বরূপ ফাতাওয়ায় আলামগিরী, দুরে মুখতার ও হিদাইয়া ইত্যাদি কিতাবের নাম উল্লেখ করিয়াছিলাম। মাওলানা আবদুল খালেক শংকরপুরী উক্ত বিজ্ঞাপণের বিরুদ্ধে ১৪/৯/৮৬ সালে "*জরুরী ইস্তাহার*" নামক একখানা বিজ্ঞাপণ প্রচার করিয়াছেন। এই বিজ্ঞাপণটি হইল তাঁহার জীবনের প্রথম হাতে খড়ি। যাঁহারা প্রকৃতই আলেম, তাঁহারা বিজ্ঞাপণটি পাঠ করিলে আবদুল খালেক সাহেবকে কেবল জাহেল বলিবেন না, বরং সনদ প্রাপ্ত জাহেল বলিবেন। প্রথমতঃ আমি তাঁহার বিজ্ঞাপণের প্রতিবাদ করিবনা বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু সাধারণ মানুষ বিভ্রান্তির মধ্যে রহিয়াছেন উপলব্ধি করিয়া পুনরায় কলম ধরিতে বাধ্য হইলাম।

শংকরপুরী সাহেব দাজ্জালী করতঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র হাদীসকে সম্পূর্ণ বিকৃত করিয়া লিখিয়াছেন "স্বয়ং হুজুর (সঃ) নিজে বাণী আবদুল মোত্তালেবের একজন লোক মারা গেলে দফন করিবার সময় হজরত আলি (রাঃ) কে বলিয়াছিলেন, তুমি কেবল মুখটাকে কাবা শরীফের দিকে করিয়া দাও"। (নাউজুবিল্লাহ)—প্রথমতঃ তিনি কোন কিতাবের উদ্ধৃতি দেন নাই। দ্বিতীয়তঃ হাদীসটি সম্পূর্ণ বর্ণনা করেন নাই। বরং যতটুকু বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। প্রকাশ থাকে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত আলীকে বলিয়াছিলেন—"মুর্দাকে কাত করিয়া দাও। চিৎ করিয়া শোয়াইয়া কেবল মুখমণ্ডল কিবলার দিকে করিয়া দিওনা"। (আল মো'তাসারুজ্ জরুরী পৃঃ ৫৪, আনওয়ারুল হাদীস পৃং ২৩৭, ফাতাওয়ায় (রাশিদীয়া পৃঃ ২৩০) ইহার সত্যতা যাচাই করিবার জন্য যে কেহ উক্ত কিতাবগুলি দেখিতে পারেন। হজরত মুসা আলাইহিস্ সালামের যুগে জনৈক ব্যক্তি মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করিবার কারণে শুকর হইয়া গিয়াছিল। (কালউবী পৃঃ ৬৯) বর্ত্তমান যুগে মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারী কেবল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সল্লামের খাতিরে বাঁচিয়া যাইতেছে। তবে হুজুর মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারীর স্থান জাহান্নাম বলিয়াছেন। (মিশকাত পৃঃ ৩২) শংকর পুরী সাহেব আরো লিখিয়াছেন—"তিনি (হুজুর) নিজে উপস্থিত থাকিয়া ওহুদ প্রান্তরে ৭০ জন শহীদের সব চিৎ করিয়া শোয়াইয়া কেবলমাত্র মুখমণ্ডল কেবলার দিকে করিয়া দিয়া দফন করাইয়া দিয়াছেন।"

আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি শংকরপুরীর উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। তাই তিনি কোন কিতাবের উদ্ধৃতি দিতে পারেন নাই। আবার সাধারণ মানুষকে চমক লাগাইবার জন্য তিনি মিথ্যা করিয়া বাইশ খানা কিতাবের নাম লিখিয়া দিয়াছেন। জন্মধ্যে হিদাইয়া ও শামী কিতাবকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়া-

pdf By Syed Mostafa Sakib



ছেন। অথচ হিদাইয়া ১ম খঃ ১৫৮ পৃষ্ঠায় ও শামী ২য় খঃ ১৩৬ পৃষ্ঠায় মুর্দাকে কাইত্ করিয়া রাখিতে বলা হইয়াছে। শংকরপুরী সাহেব লিখিয়াছেন—"বঙ্গের শ্রেষ্ঠ আলেম সাল্লামা রুহুল আমিন সাহেব মরহুম মগফুর (রঃ) তিনি ফতুয়ায় শামীর হাওলা দিয়া মুর্দা কবরে শুয়াইয়া কেবল মাত্র মুখটাকে কাবা শরীফের দিকে করিয়া দেওয়া সুন্নাত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।" অথচ মাওলানা রুহুল আমীন সাহেব 'কাফন ও দাফনের বিস্তারিত মাছ'য়েল' নামক কিতাবে সম্ভবতঃ ২০ পৃষ্ঠায় খোলাছা কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়া লিখিয়াছেন—'মুর্দাকে কবরে কাইত করিয়া শোয়াইতে হইবে।" এই বাংলা পুস্তকখানি অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে আবদুল খালেক সাহেব কত বড় মিথ্যাবাদী ও ধোকাবাজ তাহা সাধারণ মানুষ সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যদি আবদুল খালেক সাহেব প্রকৃত ঈমানদার হন, তাহা হইলে তিনি মহুর্তকাল বিলম্ব না করিয়া তওবানামা প্রচার করতঃ মুসলিম সমাজকে গোমরাহির হাত থেকে বাঁচাইয়া লইবেন। কারণ, তিনি ফুটপাতের ম্যাজিসিয়ানদের ন্যায় ভুয়া ও মিথ্যা জিনিষকে সত্য করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন। যথা, তিনি লিখিয়াছেন,—' হুজুর নবি করিম (সঃ) এর জামানা হইতে সমস্ত সাহাবা একরাম খোলাফায়ে রাশেদিন ইমাম মোজতাহেদগণ এমনকি বিশ্বের সমস্ত মুসলিম জাতি মানুষ মারা গেলে হুজুরের নির্দেশমত মুর্দাকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া তাহার মুখ কেবলার দিকে করিয়া দিয়া আসিতেছেন।" শংকরপুরীর উক্তিটি কত বড় জালিয়াতিপুর্ণ তাহা নিম্নের উদ্ধৃতিগুলি পাঠকবৃন্দ পাঠ করিলে দিবালোকের ন্যায় বুঝিতে পারিবেন।

সাহাবাগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র দেহকে কবর শরীফে কাইত্ করিয়া রাখিয়াছেন। (ফতহুল কদীর খঃ ৩ পৃঃ ৯৫, আনওয়ারুল হাদীস পৃঃ ২৩৭, ফাতাওয়ায় রেজবীয়া খঃ ৪ পৃ , ফাতাওয়ায় রাশিদীয়া পৃঃ ২৩০, খুতবাতে মোহার্রম পৃঃ ৫৪ ) স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত আলীকে কাইত্ করিয়া দিতে আদেশ করিয়াছেন। যাহার উদ্ধৃতি উপরে দেওয়া হইয়াছে। হানিফী মাজহাবের সমস্ত প্রামান্য কিতাবগুলিতে কাইত্ করিবার কথা বলা হইয়াছে। যথা —কাজীখান খঃ ১ পৃঃ ৯০, আলামগিরী খঃ ১ পৃঃ ১৫৫, রদ্দুল মোহতারের সহিত দুর্রে মুখতার খঃ ২ পৃঃ ২৩৬, বাহরুর্রায়েক খঃ ২ পৃঃ ১৯৪, কাঞ্জুদ্ দাকায়েক পৃঃ ৫৩ টীকা নম্বর ৭, বাদায়ে উস্সানায়ে খঃ ১ পৃঃ ৩ ৯) শাফয়ী মাজহাবেও কাইত করিবার কথা বলা হইয়াছে যথা,—মিনহাজুত তালেবীন ২৮ পৃষ্ঠায় কাইত করিবার কথা বলা হইয়াছে। চার মাজহাবের ইমাম গণের মধ্যে বহু মসলাতে মতভেদ থাকিলেও মুর্দাকে কাইত করিয়া রাখিবার ব্যাপারে সবাই একমত। অনুরুপ উলামায়ে আহলে সুন্নাত বেরেলবীদিগের সহিত দেওবন্দী উলামাদিগের বহু মসলাতে মতভেদ রহিয়াছে। কিন্তু মুর্দাকে কাইত করিয়া রাখিবার ব্যাপারে সবাই একমত। যথা,— মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী সাহেব প্রায় চল্লিশ খানা কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়া কাইত করাকে সুন্নাত বলিয়াছেন। (ফাতাওয়ায় রাশীদীয়া ২২৯ পৃষ্ঠা হইতে ২৩২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। অনুরূপ মাওলানা আশরাফ আলী থানুবী সাহেব বেহেস্তী গাওহার ৮৯ পৃষ্ঠায়

pdf By Syed Mostafa Sakib



ও আগলাতুল আওয়াম ৭৬ পৃষ্ঠায় কাইত করিবার কথা বলিয়াছেন। ফাতাওয়ায় দারুল উলুম দেওবন্দ ২ খঃ ৩৪৩ পৃষ্ঠায় কাইত করিবার কথা বলা হইয়াছে। উলামায়ে আহলে সুন্নাতের কয়েকখানা প্রামান্য কিতাবের উদ্ধৃতি প্রদান করা হইল। যথা :— ফাতাওয়ায় রেজবীয়া শরীফ ৪র্থ খঃ পৃঃ, বাহারে শরীয়ত ৪র্থ খঃ ১৩০ পৃঃ, কানুনে শরীয়ত ১ম খঃ ১২৯ পৃষ্ঠা। সাধারণ মানুষের জন্য কয়েকখানা বাংলা পুস্তকের উদ্ধৃতি দেওয়া হইল যথা :— মকছোদোল মো'মেনিন ১৬৯ পৃঃ, ফাতাওয়ায় ছিদ্দিকীয়া ১ম খঃ ২০০ পৃঃ, (লেখক সাইফুদ্দিন ছিদ্দিকী ফুরফরা) মছলা ভাণ্ডার ৫ম খঃ লেখক মাওলানা মইজুদ্দিন হামিদী। পুস্তকখানি হাতে না থাকিবার কারণে পৃষ্ঠা উল্লেখ করা সম্ভব হইল না। সাপ্তাহিক মুজাদ্দেদ পৃঃ ২, ৭ই জুন ১৯৯০ সাল।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন,—ফিতনার যুগে আমার সুন্নাতের প্রতি যে আমল করিবে সে একশত শহীদের সওয়ার পাইবে। (মিশকাশ পৃঃ ৩০) হুজুরের মুর্দা সুন্নাতকে জীবিত করা আলেমদিগের জন্য ফরজ। সাধারণ মানুষের মানিয়া নেওয়া অয়াজিব। কোরআন ও হাদীসের কোন মসলা প্রচার করা ফিতনা নয়, বরং উহা অস্বীকার করা প্রকৃত ফিতনাও মহাপাপ। আমিরুল মো'মেনিন হজরত উমার ইবনো আবদুল আজ'জ বহু মুর্দা সুন্নাতকে জিন্দা করিয়াছিলেন। সবাই তাঁহাকে প্রশংসা করতঃ মানিয়া লইয়াছিলেন। কেহ এই বলিয়া প্রতিবাদ করেন নাই যে, উহার পুর্বে সাহাবাগণ ও তাবেইন গণ ছিলেন, তাঁহারা কেন করিয়া যান নাই। কারণ, এই প্রকার জাহেলানা প্রশ্ন করিলে কোন সময় কোন মুর্দা সুন্নাতকে জিন্দা করা সম্ভব হইবে না। যেমন বর্ত্তমান যুগে একশ্রেণীর অসভ্য জাহেলরা এই প্রকার অসঙ্গত প্রশ্ন করিয়া সমাজে চরম ফিতনা সৃষ্টি করিতেছে। জানিয়া রাখিবেন। যাহারা বলিবে যে, কোরআন, হাদীসে থাকিলেও মানিব না, যাহা করিয়া আসিতেছি, তাহাই করিব। তাহাদের পুনর্রায় কালেমা পাঠ করিয়া মুসলমান হইতে হইবে এবং স্ত্রী থাকিলে নেকাহ্ দোহরাইতে হইবে। তবে অধিকাংশ সময় সাধারণ মানুষ একটি ন্যায্য প্রশ্ন করিয়া থাকে যে, সমস্ত আলেমগণ বলিতেছেননা কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, প্রথমতঃ সবাই সমস্ত মসলা অবগত নহেন। দ্বিতীয়তঃ একশ্রেণীর সার্থান্বেষী ব্যবসিক মৌলবী রহিয়াছেন। ইহারা নিজেদের সার্থ সিদ্ধির জন্য কোরআন হাদীসকে বিনর্জন দিয়া সমাজের অন ইসলামিক স্রোতে ভাসিতেছেন। এই শ্রেণীর আলেমদের অনুসরণ করিয়া চলা কঠিন হারাম। আল্লাহ তা'য়ালা সবাইকে মানিয়া নেওয়ার তাওফিক দান করেন। আমিন বে তোফায়েলে সাইয়্যেদিল মোর সালিন সুম্মা আমিন ইয়া রব্বাল আলামিন।

## ★ মসলা প্রসঙ্গ ★

**মসলা** মাসজিদে তুন্ইয়ার কথা বলা হারাম। ( ফাতাওয়ায় রেজবীয়া খঃ ৩ পৃঃ ৬০২ ) হুজুর

pdf By Syed Mostafa Sakib


সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন.—যে ব্যক্তি পাঁচটি স্থানে দুনইয়ার কথা বলিবে। আল্লাহ তায়ালা তাহার চল্লিশ বৎসরের আমল বরবাদ করিয়া দিবেন। (১) মাসজিদে (২) কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করিবার সময়ে (৩) আজানের সময়ে (৪) উলামাদিগের মাজলিসে (৫) কবর জিয়ারত করিবার সময়ে। ( তাফসীরাতে আহমাদীয়া পৃঃ ৪৮৯ ) **মসলা**—বেতন লইয়া মাসজিদে ছেলে মেয়েদের কোরআন শরীফ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হারাম। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া খঃ ৬ পৃঃ ৪৪৬, ফাইজুল বারী শরহে বোখারী খঃ ২ পৃঃ ৩৯) **মসলা**—সুন্নীদের বিরুদ্ধে অহাবী, দেওবন্দী ও জামাতে ইসলামীদিগের শাক্ষী গ্রহনযোগ্য নয়। (বাহারে শরীয়ত খঃ ১২ পৃঃ ৭৮)। **মসলা**—বর্ত্তমানে সৌদি সরকার অহাবী। কাবা শরীফ ও মাসজিদে নববীর ইমামগন অহাবী। উহাদের পশ্চাতে নামাজ পড়া জায়েজ নয়। যাহারা উহাদিগকে শাফয়ী মাজহাব অবলম্বী ধারনা করতঃ উহাদের পশ্চাতে নামাজ পড়িয়া থাকে, তাহারা চরম ভুল করিয়া থাকে। ১৯৮৩ সালে আমি হজ করিতে যাইয়া কাবা শরীফের দুইজন ইমাম কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আপনারা কোন্ মাজহাব অবলম্বী? উহারা পরিস্কার উত্তর দিয়াছিলেন—আমরা নির্দিষ্ট কোন মাজহাব মানিনা। কোরআন, হাদীস হইতে মসলা গ্রহন করিয়া থাকি। উহারা আউলিয়া, আম্বিয়া তথা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের অসিলা দিয়ে দোওয়া চাওয়া হারাম ও শিরক বলিয়া থাকে। ১৯৭৯ সালে মুজাহিদে মিল্লাত আল্লামা হাবীবুর রহমান আলাইহির রাহমাত্ত মাসজিদে নবুবীর বড় ইমাম শায়েখ আবদুল আজীজের সহিত অসিলা সম্পর্কে বাহাস করিয়াছিলেন। পরিশেষে পরাজিত হইয়া আল্লামার নিকট আবদুল আজীজ সাহেব নিজেকে অহবী বলিয়া সাক্ষর করিয়াছিলেন। (হরফে হাক্কানীয়াত পৃঃ ২৩) **মসলা**—নামাজ পাঠকারীর সম্মুখ হইতে যাওয়া হারাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—নামাজী ব্যক্তির সম্মুখ থেকে যাওয়া কতবড় গোনাহ, যদি মানুষ উহা জানিত তাহা হইলে চল্লিশ বৎসর অপেক্ষা করিত কিন্তু নামাজীর সম্মুখ থেকে যাইত না। ( হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা ২ খঃ ৩ পৃঃ ) কাবা শরীফে নামাজী ব্যক্তির সম্মুখ থেকে যাওয়া জায়েজ। (শামী ২ খঃ ৫০২ পৃঃ) **মসলা**—কাফেরদিগের তৈরী করা কাপড় অথবা উহাদের ব্যবহার করা কাপড় পরিধান করিয়া নামাজ পড়া জায়েজ। যদি শরীয়ত সাপেক্ষ দলিলে উহা নাপাক বলিয়া প্রমাণীত হয়, তাহা হইলে জায়েজ হইবে না যথা, কেহ স্বচক্ষে উহাতে নাপাক লাগিতে দেখিয়াছে অথবা কোন নির্ভর যোগ্য ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তি উহা নাপাক বলিয়া সংবাদ দিয়াছে। (নুজহাতুল কারী শরহে বুখারী খঃ ২ পৃঃ ৩০৪ ) **মসলা**—বেহেস্তী জেওরের লেখক কাফের। সাধারণ মানুষের জন্য বেহেস্তী জেওর পাঠ করা হারাম। (ফাতওয়ায় রেজবীয়া খঃ ৬ পৃঃ ৫৪) **মসলা**—নবীগন অথবা সাহাবাগনের নামের সহিত মিলাইয়া নাম রাখা উত্তম যথা—ইবরাহিম, ইসমাইল, উসমান ও আলী ইত্যাদি। যে ব্যক্তি নিজ সন্তানের নাম 'মহাম্মাদ' রাখিবে, আল্লাহ তাআলা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। ( মিরাতুল মানাজীহ,

pdf By Syed Mostafa Sakib



খঃ ৫ পৃ ৩০) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি তিনটি সন্তানের পিতা হইয়াছে, অথচ উহাদের মাধ্য কাহার নাম "মোহাম্মাদ রাখে নাই, সে ব্যক্তি জাহেল। ( খাসায়েসে কোবরা খঃ ২ পৃঃ ২০১) আবদুর রহমান, আবদুল খালেক, আবদুল মা'বুদ, আবদুল কুদ্দুস ইত্যাদি নাম রাখা জায়েজ কিন্তু রহমান, খালেক, মা'বুদ ও কুদ্দুস বলিয়া ডাকা হারাম। (আনওয়ারুল হাদীস পৃঃ ৩৬৮) আবদুল মোস্তাফা, আবদুন্নাবী, আবদুর রাসুল, পীর বক্শ, আলী বক্শ ইত্যাদি নাম রাখা জায়েজ। ( বাহারে শরীয়ত খঃ ১৭ পৃঃ ১৭৭, ১৭৮) মোহাম্মাদ নবী আহমাদ নবী, মোহাম্মাদ রাসুল, রাসুলুল্লাহ ও নবীউল্লাহ ইত্যাদি নাম রাখা নাজায়েজ—হারাম। (বাহারে শরীয়ত খঃ ১৭ পৃঃ ১৭৮, আহকামে শরীয়ত পৃঃ ৭৩) **মসলা**—মুসলমানের সহিত যে ব্যবসা হারাম। উহা হারবী কাফেরের সহিত হালাল। যথা :— মুসলমানের নিকট হইতে সুদ গ্রহন করা অথবা উহার নিকট মৃত জিনিষ বিক্রয় করা হারাম। কিন্তু হারবী কাফেরের নিকট হইতে সুদ গ্রহন করা অথবা উহার নিকট মৃত জিনিষ বিক্রয়করা হালাল।ইহা ইমাম আবু হানিফা আলাইহির রাহমাতের মত। (তাফসীরাতে আহমাদীয়া পৃঃ ৩৯৭, বাহারে শরীয়ত খঃ ১১ পৃঃ ১৪৩, আনওয়ারুল হাদীস পৃঃ ৩২১) ভারতবর্ষের অমুসলিমরা হারবী কাফের। ইমাম আ'যমের মতানুযায়ী উহাদের নিকট হইতে সরাসরি এক টাকা দিয়ে দুই টাকা নেওয়া অথবা এল, আই. সি, পিয়ার লেন ও যেকোন ব্যাঙ্কের মাধ্যমে মুনাফা গ্রহন করা হালাল। মুলত: উহা সুদ নহে। (তাফসীরে নাঈমী খঃ ৩ পৃঃ ১৯০, ১৯১ ) **মসলা**—হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশদীনদিগের যুগে খুতবার আজান বাহিরে দেওয়া হইত। (আবু দাউদ খঃ ১ পৃঃ ১৫৫ জুমার দিবস মাসজিদের ভিতর ইমামের সামনে প্রথম লাইনে মৃদু শব্দে খুতবার আজান দেওয়া মাকরুহ তাহরিমী। সমস্ত আজান মাসজিদের বাহিরে দেওয়া সুন্নাত। ( ফাতাওয়ায় রেজবীয়া খঃ ২ পৃঃ ৪৫৮, ৪৬৮, ৪৮৮ ) হানিফী মাজহাবের সমস্ত প্রামান্য কিতাবগুলিতে মাসজিদের মধ্যে আজান দেওয়া নাজায়েজ বলা হইয়াছে। মোট কথা মুখে হউক অথবা মাইকে হউক, খুতবার আজান হউক অথবা অন্য আজান হউক মাসজিদের ভিতর দেওয়া মাকরুহ তাহরিমী। একমাত্র দেওবন্দীরা মাসজিদের ভিতর আজান দিয়া থাকে। দুঃখের বিষয় যে, দেওবন্দীদের অনুসরন করিয়া বহু স্থানে হানিফীরা পর্যন্ত মাসজিদের ভিতর আজান দিয়া থাকেন। **মসলা**—জুমার রাতে অথবা দিনে ইন্তেকাল করিলে কবরের আজাব, কবরের সওয়াল ও কবরের সর্ব্বপ্রকার ফিতনা হইতে নাজাত পাইবে। ( তিরমিজী খঃ ১ পৃঃ ১২৭, মোসনাদে ইমাম আজম মোতার্জাম পৃঃ ১৮০, শামী খঃ ২ পৃঃ ১৯২, কিতাবুর রুহ পৃঃ ৮১, শরহুস্ সুদুর পৃঃ ৬৪, ৮১, ১৩৬) **মসলা** -- তাকবীর পাঠ করিবার সময় যখন 'হাইয়া আলাস্ সলাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ' বলিবে, তখস ডান দিকে ও বাম দিকে মুখ ঘুরাইবে। (জান্নাতী জেওর পৃঃ ২০২) **মসলা**—টি, ভি রাখা ও দেখা হারাম। ('আ'লা হজরত' পৃঃ ৪৯, মাসিক পত্রিকা, বেরেলী শরীফ হইতে ছাপা, আগষ্ট সংখ্যা, ১৯৯০ সাল টেলিভিশন, ভি, সি, আর শরীয়ত কি নজর মে পৃঃ ১২ )

pdf By Syed Mostafa Sakib


**মসলা**—ঝিনুকের চুন হারাম। যে পানে উক্ত চুন লাগান হইয়াছে, উহাও খাওয়া হারাম। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া খঃ ১ পৃঃ ৭০১) **মসলা**—অনেক মুসলমান গাভী, খাসী ও মোরগ ইত্যাদি রাখিয়া দেয় যে, উহা জবাহ করতঃ খাদ্য পাকাইয়া কোন পীর, ওলীর রুহে ইসালে সওয়ার করিব। ইহা জায়েজ ও ঐ প্রকার পশু নিঃসন্দেহে হালাল। কেবল বেদীন ওহাবী দেওবন্দীরা উহা নাজায়েজ ও হারাম বলিয়া থাকে। (বাহারে শরীয়ত খঃ ১১ পৃঃ ৯৯) **মসলা**—কিবলার দিকে মুখ করিয়া অথবা পিঠ করিয়া পেশাব ও পাইখানা করা হারাম। অনুরোপ কিবলার দিকে পা করিয়া শোওয়া ও বসা এবং কিবলার দিকে মুখ করিয়া থুথু ফেলা হারাম। (মিরাতুল মানাজীহ খঃ ১ পৃঃ ২৫৮) **মসলা**—মাসজিদে তাবিজ বিক্রয় করা হালাল নয়। মাসজিদে ভিখারীকে ভিক্ষা দেওয়া উচিৎ নয়। (খোলাসাতুল ফাতাওয়া খঃ ৪ পৃঃ ৩৪২, ৩৪৩) **মসলা**—যে ব্যক্তি দাড়ি এক মুষ্টির কম রাখিয়া কাটিয়া ফেলে. তাহাকে ফাসেকে মো'লিন বলা হয়। এই প্রকার ফাসেকে মো'লিন ব্যক্তির পশ্চাতে নামাজ পড়া মাকরুহ তাহরিমী হইবে। কোন কারণ বশতঃ পড়িয়া ফেলিলে নামাজ দোহরাইয়া নেওয়া অয়াজিব হইবে। (ফাতাওয়ায় পাসবান পৃঃ ৮৯) **মসলা**—হালাল ও হারাম উভয় প্রকার উপার্জন করিয়া থাকে, এই প্রকার মানুষের নিকট চাকুরী করিয়া বেতন নেওয়া, জালসা ও মাদ্রাসার জন্য চাঁদা নেওয়া ও উহার দাওয়াত খাওয়া ইত্যাদি জায়েজ। আল্লাহ্ তাআলা হজরত মুসাকে ফেরাউনের বাড়িতে ও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে আবু তালেবের বাড়িতে রাখিয়া লালন পালন করিয়াছিলেন। উহাদের উপার্জন সুনিশ্চিত ভাবে হালাল ছিলনা। তবে যাহার উপার্জন সবই হারাম. তাহার পয়সা নেওয়া ও খাওয়া ইত্যাদি সবই হারাম। (মিরাতুল মানাজীহ খঃ ৪ পৃঃ ২৫৪, ২৫৫, ব্যাঙ্ক ও তেজারতী সুদ পৃ ৩০) **মসলা**—জমীন হইতে যাহা কিছু উৎপন্ন হয়। যথা,— ধান, গম, যব, সরিষা ও সমস্ত প্রকার ফল, ফুল এবং শাক সব্জী ইত্যাদি কম হউক অথবা বেশী হউক, উহার দশ ভাগের একভাগ আল্লার রাস্তায় দান করিয়া দেওয়া অয়াজিব। অর্থাৎ প্রতি এক মনে চার কিলো দিতে হইবে। আকাশের পানিতে অথবা মাটির রসে জমীন হইতে যাহা কিছু উৎপাদন হইবে. উহার দশ ভাগের এক ভাগ দেওয়া অয়াজিব। আর সেচের পানিতে অথবা ক্রয় করা পানিতে যাহা কিছু উৎপন্ন হইবে, উহার ২০ ভাগের ১ ভাগ দেওয়া অয়াজিব। অর্থাৎ প্রতি ১ মনে ২ কিলো দিতে হইবে। (আলামগিরী খঃ ১ পৃঃ ১৭৪) **মসলা**—জমী ভাগে চাষ করিলে নিজ নিজ অংশ হইতে দেওয়া অয়াজিব। (শামী খঃ )।

pdf By Syed Mostafa Sakib



# বাশারিয়্যাতে মুস্তফা আলাইহিস সালাম

( প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিতের পর )

## তিন প্রকার আকৃতি

আল্লাহ তাআলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কে তিন প্রকার আকৃতি দান করিয়াছেন। যথা :—(১) বাশারী (২) মালাকী (৩) হাক্কী। হুজুরের বাশারী আকৃতির দিকে ইংগিত করতঃ আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে আদেশ করিয়াছেন—"হে মাহবুব. তুমি বলিয়া দাও আমি তোমাদের মত বাশার।" হুজুর নিজের মালাকী আকৃতির দিকে ইঙ্গিত করতঃ ঘোষণা করিয়াছেন—আমি তোমাদের কাহারমত নই। আমি আল্লার নিকট রাত যাপন করিয়া থাকি। অনুরূপ তিনি তাঁহার হাক্কী স্বরূপের দিকে ইংগিত করতঃ বলিয়াছেন – আল্লার সহিত আমার একটি নির্দিষ্ট সময় রহিয়াছে। উক্ত সময়ের মধ্যে আল্লাহ তাআলার কোন নিকটস্থ ফিরিস্তা ও কোন রাসুল অংশগ্রহন করিতে পারেন না। তিনি তাঁহার হাক্কী স্বরূপকে ব্যাখ্যা করতঃ বলিয়াছেন—যে আমাকে দেখিয়াছেন সে অবশ্যই হক্ কে দেখিয়াছে। (তাফসীরে রুহুল বায়ান খঃ ৫ পৃঃ ৩১২) **ওজন**—হজরত আবু জার হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন— একদা আমি মক্কার বাতহা নামক স্থানে ছিলাম। আমার নিকট দুইজন ফিরিস্তা আসিলেন। উহাদের মধ্যে এর্কজন মাটিতে ছিলেন এবং একজনছিলেন আসমান ও জমিনের মাঝখানে শুন্যে। আমার দিকে ইংগিত করতঃ একে অপরকে বলিলেন—ইঁনি কি সেই তিনি? অপরজন উত্তর দিলেন—হাঁ, ইঁনি হইলেন তিনি। অতঃপর বলিলেন—উহাকে একজন মানুষের সহিত ওজন দাও। একজন মানুষের সহিত আমাকে ওজন দেওয়া হইল। আমি ভারী হইয়া গেলাম। আবার বলিলেন,—দশজন মানুষের সহিত ওজন দাও। আমাকে ওজন করা হইল। আমার ওজন বেশি হইল। তিনি আবার বলিলেন,—একশত মানুষের সহিত ওজন দাও। একশত মানুষেম সহিত আমাকে ওজন করা হইল। আমার ওজন বেশী হইয়া গেল। তিনি আবার বলিলেন,—উহাকে এক হাজার মানুষের সহিত ওজন দাও। এক হাজার মানুষের সহিত আমাকে ওজন দেওয়া হইল। আমার ওজন বেশি হইয়া গেল। আমি উহাদের দিকে লক্ষ করিতেছিলাম, পাল্লা হাল্কা হইবার কারণে যেন উহারা আমার উপর পড়িয়া যাইবে। ফিরিস্তাদয়ের মধ্যে একে অপরকে বলিলেন— যদি তুমি ইহার সমস্ত উম্মাতের সহিত ওজন দাও, তাহা হইলে অবশ্য ইহার ওজন বেশি হইবে। ( দালায়েলুন্ নবুয়াত পৃঃ ১৭৬, খাসায়েসে কোবরা খঃ ১ পৃঃ ৫৬, মিশকাত পৃঃ ৫১৫) **লম্বা**— ইবনো আসাকির হজরত আয়শা সিদ্দিকা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অত্যন্ত লম্বা ও খুব বেঁটে

pdf By Syed Mostafa Sakib



ছিলেন না। যখন তিনি একা চলিতেন, তখন তাঁহাকে মধ্যম সাইজ মনে হইত। কিন্তু যখন কোন লম্বা ব্যক্তি তাঁহার সহিত চলিত, তখন তাহার থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম লম্বা হইয়া যাইতেন। অধিকাংশ সময়ে দুইজন লম্বা মানুষ হুজুরের নিকট দাঁড়াইলে হুজুর উহাদের থেকে লম্বা হইয়া যাইতেন। আবার উহারা পৃথক হইয়া গেলে হুজুরকে মধ্যম সাইজ মনে হইত। ইবনো সাবা বলিয়াছেন,—হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখন কোন মাজলিসে বসিতেন। তখন সবার চাইতে তাঁহার গরদান উঁচু থাকিত। (খাসায়েসে কোবরা খঃ ১ পৃঃ ৬৮) *দৈহিক শক্তি*—আল্লাহ তাআলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে চার হাজার মানুষের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। (আল মাওয়াহিবুল্লা দুন্নীয়া খঃ ১ পৃঃ ২৭৫, মিরাতুল মানাজীহ খঃ ১ পৃঃ ৩০৮) *স্বপ্নদোষ*—হজরত ইবনো আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কোন সময় স্বপ্নদোষ হয় নাই। (খাসায়েসে কোবরা খঃ ১ পৃঃ ৭০, মাওয়াহিবে লাদুন্নীয়া খঃ ১ পৃঃ ২৭৫) *ছায়া ছিলনা*—হজরত জাকওয়ান হইতে বর্ণিত হইয়াছে—সূর্যে ও চন্দ্রে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ছায়া দেখা যাইত না। ইবনো সাবা বলিয়াছেন—হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ছায়া মাটিতে পড়িত না। কারণ তিনি নুর ছিলেন। যখন তিনি সূর্য অথবা চন্দ্রের আলোতে চলিতেন, তখন উহার ছায়া দেখা যাইত না। (খাসায়েসে কোবরা খঃ ১ পৃঃ ৬৮, মাদারেজুন্ নবুওয়াত খঃ ১ পৃঃ ৪৩, মাওয়াহিবে লাদুন্নীয়া খঃ ১ পৃঃ ২৮০) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ছায়া ছিলনা, এইরূপ অর্থ বহনকারী বহু হাদীস রহিয়াছে। উলামায়ে ইসলাম উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে সমর্থন করিয়াছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে হইলে "নাফিল্ ফায় আম্মান ইস্তেনারা বে নুরিহি কুল্লা শায়" কিতাব খানা পাঠ করুন। মোট কথা, হুজুরের ছায়া না থাকা তাঁহার অন্যতম মো'জিজা। কিন্তু বেদ্বীন উলামায়ে দেওবন্দ উহা অস্বীকার করিয়া থাকে। (ফাতাওয়ায় দারুল উলুম দেওবন্দ খঃ ৫ পৃঃ ১০৫) *পেশাব ও পায়খানা*—হজরত উম্মে আইমান হইতে বর্ণিত হইয়াছে – একদা রাত্রে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম একটি কাঠের পাত্রে পেশাব করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমি রাতে পিপাসাবস্থায় উঠিয়া উহা পান করিয়া লইয়াছিলাম। উহা পেশাব তাহা আমি অনুভব করিতে পারি নাই। সকালে হুজুর বলিলেন হে উম্মে আইমান, পাত্রে যাহা আছে, উহা ফেলিয়া দাও। আমি বলিলাম, খোদার কসম আমি পান করিয়া ফেলিয়াছি। ইহা শুনিয়া হুজুর এমনই হাঁসিয়া ছিলেন যে, আমি উহার দাঁতের গোড়া পর্য্যন্ত দেখিতে পাইয়াছি। তারপর হুজুর বলিলেন, তোমার কোন দিন পেটের অসুখ হইবে না। (দালায়েলুন্ নবুওয়াত পৃঃ ৩৮১, মাদারেকুন্ নবুওয়াত খঃ ১ পৃঃ ৫০, মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া খঃ ১ পৃঃ ২৮৪) সামান্য ভাষা পরিবর্ত্তনে আল্লামা জালালুদ্দিন সিউতী উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। (খাসায়েসে কোবরা খঃ ১

pdf By Syed Mostafa Sakib



পৃঃ ৭১) হজরত আয়শা সিদ্দিকা বর্ণনা করিয়াছেন। আমি বলিলাম হে আল্লার রাসুল, আপনি পায়খানা করিতে যান। যখন আপনি বাহির হইয়া আসেন, তখন আপনার পরে পরেই আমি প্রবেশ করিয়া থাকি। আপনার পায়খানার কোন নিদর্শন দেখিতে পাইনা। কেবল মুস্ক আম্বারের সুগন্ধ পাইয়া থাকি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—হে আয়শা তুমি কি জাননা? সমস্ত আম্বীয়াগণের দেহকে জান্নাতীদের আত্মার উপর গঠন করা হইয়াছে। আমাদের থেকে যখন অতিরিক্ত জিনিষ বাহির হইয়া যায়, তখন মাটি উহা ভক্ষন করিয়া ফেলে। (খাসায়েসে কোবরা খঃ ১ পৃঃ ৭০, মাওয়াহিবে লাদুন্নীয়া খঃ ১ পৃঃ ২৮৩, দালায়েলুন্ নবুয়াত পৃঃ ৩৮০) হুজুর সাল্ল'ল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পায়খানা মাটি ভক্ষন করিয়া ফেলিত। সাহাবাগণ চেষ্টা করিবার পরও উহা দেখিতে পান নাই।

রক্ত—ওহুদের যুদ্ধে হুজুর সাল্লাল্ল'হু আলাইহি অ সাল্লামের ক্ষত হইতে যে রক্ত বাহির হইয়াছিল। মালিক বিন সানান উহা পান করিয়াছিলেন। হুজুর বলিয়াছিলেন, আমার রক্ত উহার রক্তের সহিত মিলিত হইয়াছে। উহাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করিবেনা। তদ্রূপ একাধিক সাহাবা বিভিন্ন সময় হুজুরের রক্ত পান করিয়াছেন (খাসায়েসে কোবরা খঃ ১ পৃঃ ২৫২) উলামায়ে ইসলাম হুজুর সা.ল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পেশাব, পায়খানা ও রক্তকে পাক বলিয়া ফতওয়া দিয়াছেন। (রুহুল বয়ান খঃ ৫ পৃঃ ৬. নাসীমুর্ রিয়াজ খঃ ৩ পৃঃ ১৬৭, শামী খঃ ১ পৃঃ ৩১৮) *দৈহিক সুগন্ধ*—হজরত আনাস বর্ণনা করিয়াছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দৈহিক সুগন্ধ আতর, মুস্ক ও আম্বার হইতে উৎকৃষ্ট ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখন কোন রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেন। সাহাবাগণ তাঁহার খোশবু ধরিয়া সেই রাস্তা দিয়া যাইতেন। (মাওয়াহিব খঃ ১ পৃঃ ২৮১, মোসনাদে ইমাম আজম মোতার্জাম ৩৩০ পৃঃ) *চক্ষু*—হজরত আয়শা হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম দিবালোকে যেমন দেখিতেন, রাতের অন্ধকারেও তেমনই দেখিতেন। (খাসায়েসে কোবরা খঃ ১ পৃঃ ৬১) হজরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করিয়াছেন—একদা হুজুর সাল্ল'ল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমাদের সহিত জোহরের নামাজ পড়িয়া ছিলেন। শেষ লাইনে একজন মানুষ ঠিক মত নামাজ আদায় করে নাই। সালাম ফিরাইবার পর হুজুর লোকটিকে ডাকিয়া বলিলেন— তুমি কি খোদাকে ভয় করনা? কেমন করিয়া নামাজ আদায় কর? তোমরা কি ধারনা করিয়া থাক যে, তোমরা যাহা কর, তাহা আমার নিকট অপ্রকাশ থাকে। খোদার কসম করিয়া বলিতেছি,—আমার সামনের মানুষকে যেমন দেখিয়া থাকি। তেমনই পশ্চাতের মানুষকে দেখিয়া থাকি। (মিশকাত পৃঃ ৭৭) অনুরূপ হুজুর বলিয়াছেন, —তোমরা লাইন সোজা করিয়া নাও। আমার পিছন হইতেও তোমাদের দেখিয়া থাকি। (মিশকাত পৃঃ ৯৯) হুজুর দিবালোকে ও অন্ধকারে যেমন সমভাবে দেখিতেন। তেমনই অগ্র পশ্চাত সমভাবে

pdf By Syed Mostafa Sakib


দেখিতেন। কান যেমন চারিদিকের শব্দ সমভাবে শুনিয়া থাকে। হুজুরের চোখের অবস্থাও অনুরূপ ছিল। তিনি চারিদিকের জিনিষ সমান দেখিতেন। ( মিরাতুল মানাজীহ খঃ ১ পৃঃ ) হুজুর দুর ও নিকট হইতে সমান দেখিতেন। অনুরূপ বস্তু ও যাহা বস্তু নয়, তাহাও দেখিতেন। কেবল ইহাই নহে বরং যাহা পৃথিবীতে আসিয়াছে এবং যাহা কিয়ামত পর্যন্ত আসিবে তাহাও তিনি সমান দেখিতেন। যথা : তিনি বলিয়াছেন, আমি দেখিতেছি, তোমাদের বাড়ির উপরে পানি বর্ষণের ন্যায় ফিতনা পড়িতেছে। (মিশকাত পৃঃ ৪৬২) অনুরূপ তিনি বলিয়াছেন—পৃথিবী এবং পৃথিবীর মধ্যে কিয়ামত অবধি যাহা কিছু হইবে সবকিছু আমার হাতের তালুর ন্যায় দেখিতে পাইতেছি। (খাসায়েসে কোবরা খঃ ২ পৃঃ ১০৯) **কান**—হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—আমি প্রেমিক গণের দরুদ শুনিয়া থাকি। ( তাহারা যেখানে থাকুক না কেন ) এবং আমি উহাদের চিনিতেও পারি। (দালায়েলুল খয়রাত মুতার্জাম পৃঃ ৩২) হুজুর আরও বলিয়াছেন,—আর্শের নিচে চাঁদ যখন সিজদায় যায়, আমি উহার শব্দ শুনিয়া থাকি। (খাসায়েসে কোবরা খঃ ১ পৃঃ ৫৩) উম্মাতের জন্য যাহা দেখা ও শ্রবণ করা আদৌ সম্ভব নয়। হুজুরের জন্য উহা সম্ভব ছিল। উম্মাতের সহিত হুজুরের যে বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা তিনি স্বয়ং ঘোষণা করত: বলিয়াছেন,— আমি যাহা দেখিতে পাই, তোমরা তাহা দেখিতে পাওনা এবং আমি যাহা শুনিয়া থাকি, তোমরা তাহা শুনিতে পাওনা। (খাসায়েসে কোবরা খঃ ১ পৃঃ ৬৫) **নাক** - হজরত উম্মে সালমা বর্ণনা করিয়াছেন। একদা হজরত হাসান ও হোসাইন আমার ঘরে খেলা করিতেছিল। হজরত জিবরাইল অবতীর্ণ হইয়া হজরত হোসাইনের দিকে ইংগিত করত: বলিলেন— হে মোহাম্মাদ, আপনার অবর্তমানে আপনার উম্মাতেরা ইহাকে কতল করিবে। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে কিছু মাটি দান করিলেন। হুজুর, উহা শুঁইয়া বলিলেন, ইহাতে কারবালার (দুঃখ ও বিপদের) গন্ধ পাইতেছি। অতঃপর বলিলেন,— হে উম্মে সালমা, যখন এই মাটি রক্ত হইয়া যাইবে, তখন তুমি জানিবে যে. আমার পুত্র হোসাইন কতল হইয়াছে। অতঃপর আমি উহা একটি বোতলে রাখিয়া দিলাম। (খাসায়েসে কোবরা খঃ ২ পৃঃ ১২৫) হজরত জিবরাইল আমীন যখন সিদরাতুল মোন্তাহা হইতে হুজুরের দরবারে আসিবার জন্য মনস্থ করিতেন। তখন হুজুরের নাক উহার সুগন্ধ অনুভব করিত। (নাসীমুর্রিয়াজ, সংগৃহীত খোতবাতে বার্তানীয়া খঃ ১ পৃঃ ১৮৪) **মুখমণ্ডল**— হজরত আয়শা বর্ণনা করিয়াছেন—আমি রাতে কাপড় সেলাই করিতাম। একদা আমার সুঁচ পড়িয়া গিয়াছিল। আমি খুঁজিবার পরও উহা পাইয়াছিলাম না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমার নিকট প্রবেশ করিলেন। অতঃপর তাঁহার মুখমণ্ডলের নুরের আলোতে সুঁচটি প্রকাশ হইয়াগিয়াছিল। (খাসায়েসে খঃ ১ পৃঃ ৬২)

এতক্ষন পর্যন্ত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের বাশারিয়াত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাবে যাহা

pdf By Syed Mostafa Sakib



আ.লোচনা করা হইল, তা'হাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে তিনি অসাধারণ ছিলেন। তাঁহাকে নিজেদের ন্যায় ধারনা করা আদৌ উচিত নয় বরং কাফেরদিগের তরিকা। সর্ব্বযুগে কাফেররা নবীগণকে বলিত 'তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ।' ( সুরা ইয়াসিন ) বর্ত্তমান যুগে দেওবন্দীরা কাফেরদের স্বভাব অবলম্বন করত: বলিতেছে হুজুর আমাদের মতই মানুষ ছিলেন'। ইহারা প্রমান স্বরূপ বলিয়া থাকে যে, স্বয়ং হুজুর বলিয়াছেন - 'আমি তোমাদের মতই মানুষ'। এই নির্বোধদের মধ্যে এতটুকু বোধ নাই যে, যদি কেহ নিজের সম্পর্কে বিনয়ী প্রকাশ করত: কিছু বলিয়া থাকে উহা অপরের জন্য বলা উচিত নহে। যথা : দেওবন্দীদের হাকিমুল উম্মাত আশরাফ আলী থানুবী সাহেব আত্মহত্যা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন– একদা আমার নিকট একব্যক্তি বন্দুক লইয়া আসিয়াছিল। আমার মনে হইয়াছিল যে, আমি উহাকে বলিয়াদিব—আমাকে ফায়ার করত: আমার অপবিত্র দেহ হইতে পৃথিবীকে পবিত্র করিয়া দাও। কারণ, আমি ফেরাউন ও হামান অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ( তালখীস আশরাফুস্ সাওয়ানেহ খঃ ১ পৃঃ ৪৩)—আছেন কোন ঈমানদার দেওবন্দী ! মাওলানা থানুবী সাহেবকে ফেরাউন ও হামানের থেকে নিকৃষ্ট বলিবেন অথবা কাহার বলিবার অধিকার দিবেন।

# জামা'তে ইসলাম কি প্রকৃত ইসলামী দল ?

উলামায়ে আহলে সুন্নাত কোরআন ও হাদীসের আলোকে আবুল আ'লা মাওদুদী সাহেবকে গোমরাহ ও উহার প্রতিষ্ঠিত 'জামা'তে ইসলাম'কে বাতিল ফিরকা বলিয়া প্রমান করিয়াছেন। উলামায়ে আহলে সুন্নাতের ফতওয়া অনুযায়ী জামা'তে ইসলামে যোগ দেওয়া এবং উহাদের পশ্চাতে নামাজ পড়া কঠিন নাজায়েজ। ১৯৫১ সাল, ১লা আগষ্ট দিল্লীতে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের উলামা সম্মেলনে দেওবন্দের বড়বড় আলেমগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে জামা'ত ইসলামকে বাতিল ফিরকা বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। যথা—মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী, মাওলানা জাকারিয়া. দেওবন্দ মাদ্রাসার সেক্রেটারী কারী তৈয়ব, মুফতী কেফায়েতুল্লাহ ও মুফতী সাইদ আহমাদ ইত্যাদিগণ। (মাওদুদী মাজহাব পৃঃ ১৪৭) হোসাইন আহমাদ মাদানী সাহেব জামা'তে ইসলামীকে কেবল গোমরাহ ও বাতিল ফিরকা বলিয়া সমাপ্ত করেন নাই. বরং উহাদিগকে জাহান্নামী পর্যন্ত বলিয়াছেন। যথা. তিনি বলিয়াছেন,—"হাদীস শরীফে আসিয়াছে, উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হইবে। উহাদের মধ্যে কেবল একটি দলকে জান্নাতী ও বাকী দল গুলিকে জাহান্নামী বলা হইয়াছে। আমি দলীলের ভিত্তিতে পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত বলিতেছি,

pdf By Syed Mostafa Sakib


জামা'তে ইসলামীরা জাহান্নামী দল"। (শাইখুল ইসলাম নম্বর পৃঃ ১৫৯)—১২/৯/৭৪ সালে ফুরফুরা ফতহীয়া মাদ্রাসার মুফতী হাফেজ আবদুল মান্নান সাহেব মাওদুদী সাহেবের ভ্রান্ত ধারনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিবার পর লিখিয়াছেন—"মৌদুদী সাহেব ও জামাতে ইসলামীর মতামত সমুহ আহলে সুন্নাত অল জামাতের মতের বিরুদ্ধ ও বিপরীত। এইহেতু উক্ত জামাতে যোগ দেওয়া মুসলমানদিগের জন্য নাজায়েজ এবং এইরূপ মতাবলম্বী মৌলবীর পশ্চাতে একতেদা করা কোন প্রকারেই সহী হইবে না।" মুফতী সাহেবের উক্ত ফতওয়াটি সঠিক বলিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন ফুরফুরার মেজ হুজুর মুফতী আবু জাফর সিদ্দিকী সাহেব, মাওলানা সাইফুদ্দিন সিদ্দিকী সাহেব, শাইখুল হাদীস আবদুল অহীদ সাহেব ও মাওলানা আবুল কাসেম সাহেব প্রমুখগণ। (জামাতে ইসলামী সম্বন্ধে মুফতীয়ে বাংলা ও আসাম ফুরফুরার মেজ হুজুর পীর কেবলা, ফুরফুরা মাদ্রাসার মুফতী ও মোদার্রেসগণের গুরুত্বপুর্ণ ফতওয়া দ্রষ্টব্য)

অতি আশ্চর্যের বিষয় যে, উলামায়ে দেওবন্দ ও ফুরফুরা পন্থী আলেমগণ জামাতে ইসলামকে গোমরাহ, বাতিল ফিরকা, জাহান্নামী দল ও উহাদের পশ্চাতে নামাজ নাজায়েজ ইত্যাদি বলিয়া ফতওয়া প্রদান করা সত্বেও উহাদের একাংশ আলেম এবং সাধারণ ভক্তবৃন্দেরা ব্যাপকভাবে জামাতে ইসলামের কাজ জোর কদমে চালাইতেছে। ইহারা পরস্পর সহানুভুতি ও সম্প্রীতি বজায় রাখিয়া সবাই সবায়ের পশ্চাতে নামাজও পড়িতেছে। —জামা'তে ইসলামীদের গোমরাহী সম্পর্কে বিস্তারিত জানিতে হইলে নিম্নের কিতাবগুলি পাঠ করুন। 'জামাতে ইসলামী কা শিশ মহল' (লেখক আল্লামা মোশ্‌তাক আহমাদ নিজামী আলাইহির রহমাত) 'জাতে ইসলামী' (লেখক আল্লামা আরশাদুল কাদেরী) 'ইসলাম কা নজরীয়ায় ইবাদাত আওর মউদুদী সাহেব' (লেখক বর্তমান শাইখুল ইসলাম আল্লামা মাদানী মিঞা কিবলা) ইত্যাদি।

# সম্পাদকের কি ভ্রম হইয়াছে?

পশ্চিম বাংলায় লা-মাজহাবী তথাকথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের মুখ্য প্রবক্তা, 'আহলে হাদীস' পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা আইনুল বারী সাহেব। গত ১৯৯০ সাল, জুলাই সংখ্যা, ২০৯ পৃষ্ঠায় সম্পাদককে লক্ষ করিয়া বলা হইয়াছে—"অসাধারণ স্মৃতি শক্তির অধিকারী কোরআন ও হাদীসের অগাধ পণ্ডিত কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজের অধ্যাপক হাফেজ শায়খ আইনুল বারী সাঁহেব"। ইহাতে আমার কোন মন্তব্য নাই। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত সংখ্যায় স্বয়ং সম্পাদক সাহেব নিজ কলমে—"মোহাররমের মাহাত্ম্য ও শির্ক-বিদয়াতের দৌরাত্ম্য" শিরনাম দিয়া মোহার্রম সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বহুকিছু আলোচনা করিয়াছেন। সম্পাদক সাহেবের শিরনামাটি নিঃসন্দেহে সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু তিনি বিদআতের

pdf By Syed Mostafa Sakib



দৌরাত্ম্য কমাইতে যাইয়া নিজেই দৌরাত্ম্য বাড়াইয়া দিয়াছেন। যথা,– তিনি রাসুলুল্লার নামের পর 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম' লিখিবার পরিবর্ত্তে কেবল "(সঃ)" চিহ্ন দিয়াছেন। ইমাম বোখারী হইতে আরম্ভ করিয়া সিহাহ্ সিত্তার কোন ইমাম কি হুজুরের নামের পর ঐ প্রকার চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছেন? উহা কি বিদআত নয়? কোরআন ও হাদীসের অগাধ পণ্ডিত সম্পাদক সাহেব কি উহার কোন সঠিক উত্তর দিবেন?

সম্পাদক সাহেব উক্ত পত্রিকায় জুলাই সংখ্যা, ২২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"কোন মহান ব্যক্তির আত্মাকে হাযির-নাযির (উপস্থিত ও দর্শনকারী) মনে করা শির্ক ও কাফেরী কাজ"। আবার তিনি উক্ত পত্রিকায় ২২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"উপরে বর্ণিত তা'যিয়া ও তৎসংক্রান্ত গহিত শির্ক ও বিদআত মুলক কাজগুলো আহলে হাদীস কিংবা শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বালী মযহাব পন্থীরা করে না। কেবল মাত্র হানাফী মযহাবের দাবীদার কিছু সুন্নী ঐ সব কাজগুলো করে থাকে। হানাফীদের সবাই অবশ্য ঐ কাজে জড়িত নয়। সুন্নীদের মধ্যে যাঁরা উক্ত কাজগুলো করে থাকেন তাঁরা প্রায় সবাই ব্রেলী পন্থী হানাফী। তাই ব্রেলী পন্থী হানাফীরা যাঁকে তাঁদের নেতা মনে করেন সেই আল্লামা আহমাদ রেযা খান (রহঃ) তাযিয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে যে সব ফতওয়া দিয়েছেন তা নিম্নে প্রদত্ত হল।"

সম্পাদক সাহেবের উক্তিতে কোন প্রকার মন্তব্য না করিয়া কেবলমাত্র তাঁহাকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই যে, ইমাম আহমাদ রেজা আলাইহির রাহমাত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে 'হাজের-নাজের' বলিতেন। যথা.— পাক-ভারত উপমহাদেশের মধ্যে একমাত্র নির্ভরশীল ও বিশুদ্ধ কোরআনের অনুবাদ ইমাম আহমাদ রেজার লেখা 'কাঞ্জুল ঈমান' এর মধ্যে সুরা হুজুরাতে 'ইন্না-আর সাল নাকা শাহিদা' আয়াতের অনুবাদে হুজুরকে হাজের-নাজের বলিয়াছেন। বর্তমানে সমস্ত উলামায়ে আহলে সুন্নাত যেরেলবীগণ হুজুরকে হাজের-নাজের ধারনা করিয়া থাকেন। ইহা কাহার অজানা নয়। কারণ, প্রায় এক শতাব্দি হইতে চলিল এ বিষয়ে উলামায়ে আহলে সুন্নাতের সহিত উলামায়ে দেওবন্দের বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সম্পাদক সাহেব ইহা ভালই অবগত আছেন। এখন জিজ্ঞাস্য ইহাই যে, কাহার হাজের নাজের বলা যদি সম্পাদকের ধারনা অনুযায়ী একান্তই শির্ক ও কাফেরী কাজ হয়, তাহালে ইমাম আহমাদ রেজার নামের পর (রহঃ) লিখিয়াছেন কেন? ইহাকি অসাধারন স্মৃতি শক্তির অধিকারী সম্পাদকের ভ্রম হইয়াছে?

# আরো কিছু জানিয়া নিন—

প্রশ্ন: হজরত আদম আলাইহিস্ সালাম কোথায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? তিনি কতবার হজ করিয়া-

pdf By Syed Mostafa Sakib

ছিলেন ? তিনি কত ভাষা জানিতেন ? তিনি কত সন্তানাদি দেখিয়া গিয়াছেন ? কোন্ স্থানে তাঁহার কবর শরীফ রহিয়াছে ?

উত্তর ঃ হিন্দুস্তানের সরন্দীপ [বর্ত্তমানে সিংহল] নামক স্থানে হজরত আদম আলাইহিস সালাম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। [খাসায়েসে কোবরা খঃ ১ পৃঃ ৮, রুহুল বয়ান খঃ ১ পৃ ১১১, সাবী শরীফ খঃ ১ পৃ ২৩] তিনি হিন্দুস্তান হইতে পায়ে হাঁটিয়া এক হাজার বার হজ করিয়াছিলেন। [ইবনো খোজাইমা, সংগৃহীত রিয়াজুল জান্নাত, পৃঃ ১২, মে সংখ্যা ১৯৯০ সাল, জৌনপুর হইতে ছাপা ] তিনি সাত লক্ষ ভাষা জানিতেন। [ রুহুল বয়ান খঃ ১ পৃঃ ১০০ ] তিনি পুত্র পৌত্র ইত্যাদি করিয়া চল্লিশ হাজার সন্তানাদি দেখিয়া গিয়াছেন। [ আশরাফুত্ তাফাসীর খঃ ১ পৃঃ ৩৪০ ] মক্কা শরীফ হইতে তিন মাইল দূরে মিনাতে মাসজিদে খায়েফের নিকট তাঁহার কবর রহিয়াছে। [ ॥ ৩৩২ ]

প্রশ্ন ঃ ভারতবর্ষে কোন্ নবীর কবর রহিয়াছে ?

উত্তর ঃ

প্রশ্ন ঃ কোন্ প্রাণী আগুনের মধ্যে বাস করিতে পারে ?

উত্তর ঃ 'সামন্দাল' নামক এক প্রকার পাখি আগুনের মধ্যে থাকিতে ভালবাসে। যখন উহার শরীর ময়লা হইয়া যায় তখন আগুনের মধ্যে প্রবেশ করে এবং শরীরের ময়লা পুড়িয়া পরিস্কার হইয়া যায়. [আজায়েবুল হায়ওয়ানাত পৃঃ ১২০]

প্রশ্ন ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের জানাজার নামাজ কি সাধারণ মানুষের ন্যায় হইয়াছিল ?

উত্তর ঃ এবিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। সর্বাধিক সহী মতে সাধারণ মানুষের ন্যায় হুজুরের জানাজার নামাজ হয় নাই। বরং মানুষ দলে দলে আসিয়া হুজুরের প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ করিয়াছিলেন হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন— আমার গোসল ও কাফনের কাজ সমাধা হইয়া গেলে আমার খাস ঘরের মধ্যে রাখিয়া তোমরা বাহিরে চলিয়া যাইবে। সর্বপ্রথম হজরত জীবরাইল আমার প্রতি সলাত পাঠ করিবেন। ইহার পর হজরত মিকাইল তারপর হজরত ইসরাফিল ও তারপর হজরত ইজরাইল সদলবলে সলাত পাঠ করিবেন। তারপর তোমরা দলে দলে আসিয়া আমার প্রতি দরুদ সালাম পাঠ করিবে। ( খুতবাতে মুহার্রম পৃঃ ৫৩) মোট কথা হুজুরের জানাজাতে কেহ ইমাম ছিলেন না। হজরত আলী বলিয়াছেন— হুজুর তোমাদের ইমাম ছিলেন। এখনও তিনি ইমাম আছেন। (আসাহ্ হুস্ সিয়ার পৃঃ ৪৪০)

প্রশ্ন : মাটি পানির ন্যায় রক্তকে শোষন করিতে পারেনা কেন ?

উত্তর : হজরত আদম আলাইহিস্ সালামের পুত্র কাবীল যখন হাবীলকে কতল করিয়াছিল, তখন মাটি পানির ন্যায় উহার রক্ত খাইয়া ফেলিয়াছিল। আল্লাহ্ তাআলা আওয়াজ দিয়াছিলেন— হে কাবীল, তোমার ভাই কোথায় ? সে বলিয়াছিল— আমি উহার সংবাদ রাখিনা। তখন আল্লাহ বলিয়াছিলেন,

pdf By Syed Mostafa Sakib



তোমার ভাইকে কতল করিয়াছ কেন ? তাহার রক্ত মাটি থেকে আমাকে ডাকিতেছে। কাবীল বল্লিল যদি আমি তাহার কতল করিয়া থাকি তাহলে তাহার রক্ত কোথায়? ঐ দিন হইতে আল্লাহ তাআলা মাটির প্রতি চিরদিনের জন্য রক্ত পান করা হারাম করিয়াছেন। ( সাবী শরীফ খঃ ১ পৃঃ ২৮০ )

প্রশ্ন : কোন যুগে কোন নবীর ছবি ছিল কিনা ?

উত্তর : রোমের বাদশা হিরাক্লার নিকট সমস্ত আম্বিয়াগনের ছবি ছিল। হজরত আদম আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন—হে আল্লাহ, আমার বংশধরগণের মধ্যে যাঁহারা নবী হইবেন, তাঁহাদের আকৃতি আমাকে দেখাইয়া দিন। আল্লাহ তাআলা সমস্ত নবীগনের ছবি উহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তিন গজ লম্বা ও দুই গজ চওড়া শামশাদ কাঠের একটি সিন্দুকের মধ্যে এই ছবিগুলি ছিল। হজরত জুলকারনাইন আলাইহিস্ সালাম হজরত আদমের ভাণ্ডার হইতে ছবিগুলি বাহির করিয়া হজরত দানিয়াল আলাইহিস্ সালামকে দিয়াছিলেন। যুগে যুগে বিভিন্ন নবীর মাধ্যমে ছবিগুলি রোমের বাদশার নিকট পৌঁছিয়াছিল। হজরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর আদেশে হজরত হিশাম বিন আস ইসলামের দাওয়াত দিবার জন্য যখন রোমের বাদশা হিরাক্লার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন বাদশা উহাকে হজরত আদম, নুহু, ইব্রাহিম, ইসমাইল, মুসা, হারুন, ইসহাক, ইয়াকুব, ইউসুফ, দাউদ, সুলাইমান, লুত, ইসা ও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ আলাইহিমুস সালামগনের ছবি দেখাইয়াছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে নামাজের অবস্থায় দেখা গিয়াছিল। (শাওয়াহেদুন্ নবুওয়াত পৃঃ ৩৬, বাশীরুল কারী পৃঃ ২২৪, সাবী শরীফ খঃ ১ পৃঃ ১১৬, রুহুল বয়ান খঃ ১ পৃঃ ৩৮৫, তাফসীরে কাবীর খঃ ৬ পৃঃ ১৭৬, জালাইন পৃঃ ৩৮)

প্রশ্ন : হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পিতা-মাতা কি মো'মেন ছিলেন ?

উত্তর : হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম ও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সল্লোমের মধ্যবর্ত্তী যুগের মানুষের নাজাতের জন্য কেবল তৌহিদ—(আল্লার একত্বকে স্বীকার করা) যথেষ্ট ছিল। হজরত আবদুল্লাহ ও আমীনা ইসলামের যুগ পান নাই। তৌহিদের উপর কায়েম ছিলেন। উহারা কোন দিন প্রতিমা পুজা করেন নাই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম উহাদিগকে কবর হইতে জীবিত করিয়াছিলেন। অতঃপর উহারা ঈমান আনিয়াছিলেন। ( সীরাতে হালাবী খঃ ১ পৃঃ ৭৮, ম্যওয়াহিবে লাদুন্নীয়া খঃ ১ পৃ ৩৩, শামী খঃ ৪ পৃ ২৩১) এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে হইলে ইমাম আহমাদ রেজার লেখা 'শামুলুল ইসলাম' পাঠ করুন।

প্রশ্ন : হজরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের পিতা কি কাফের ছিলেন ? আযার কে ছিলেন ?

উত্তর : কোন কাফেরের ঔরশে কোন নবী জন্ম গ্রহন করেন নাই। হজরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের পিতা কাফের ছিলেন না। হজরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের পিতার নাম ছিল 'তারাখ'। 'আযার' উহার চাচার নাম ছিল। (লোগাতে কেশওয়ারী পৃঃ ২৯, তাফসীরে খাজায়েনুল ইরফান পৃঃ

pdf By Syed Mostafa Sakib



১৯৮, জালালাইন পৃ: ১২৮ টীকা নং ১৪) এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে হইলে 'শামুলুন ইসলাম' ও 'আযার তাহকীক্‌কে আয়না মে' কিতাব পাঠ করুন।

## ঘোর চক্রান্ত মাওলানা তাহের

কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ তাহের সাহেব 'কিয়াম' বা 'দাঁড়ান' সম্পর্কে আলোচনা করিতে যাইয়া মিলাদের কিয়াম প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"এই কিয়াম ত দুরের কথা, যে মিলাদ মহফিলে ইহা করা হয় হিজরী চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত সেই মিলাদেরই অস্তিত্ব ছিলনা। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লাম পুণ্যাত্মা সাহাবাবৃন্দ, শাস্ত্র বিশারদ ইমাম এবং মনীষীগন চারিশত বৎসর পর্যন্ত কিয়াম প্রথা দুরের কথা মিলাদ মহফিলের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন না এবং সুক্ষদর্শী পণ্ডিত এবং মনীষীগন অদ্যাবধি অধুনা পরিচিত ও আবিস্কৃত মিলাদ মহফিল এবং কিয়ামের প্রয়োজন, যৌক্তিকতা এবং বৈধতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। অনুরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাদেরই একটি মহামুল্য বাণী উপহার দিয়া এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিতে চাই। "যাহারা ইসলাম ধর্মে অমূলক এবং নুতন নুতন বিষয় আবিষ্কার করতঃ ইহাকে "হাসানাহ" বা উত্তম বলিয়া ধারনা করে ও প্রচার করে, তাহারা প্রকারান্তরে একথাই বলিতে চায় যে—প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লাম নবুওতের দায়িত্ব সম্পাদনে বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়াছেন, অথচ আল্লাহ্ তাআলা বলেন—আমি তোমাদের ধর্ম্মকে পুর্ণ পরিণত করিয়া দিয়াছি। অতএব তখন যাহা ধর্ম ছিলনা, আজও তাহা ধর্ম হইতে পারেনা। (ইমাম মালিক)" (সাধনা ও সংবিধান পৃ: ২৪৪/১৪৫)

মাওলানা তাহের সাহেব মিলাদ, কিয়ামকে প্রত্যক্ষ ও পরক্ষ অবৈধ—হারাম প্রমান করিয়াছেন। কারন, তাঁহার ধারনায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যুগ হইতে চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত এগুলির অস্তিত্ব ছিলনা এবং সুক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত ও মনীষীগন আজ পর্যন্ত এগুলির যৌক্তিকতা ও বৈধতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। অতএব মিলাদ, কিয়াম ইত্যাদি অমূলক। আর এই অমূলক জিনিষগুলি আবিস্কার করতঃ 'হাসানাহ' বলিয়া পালন ও প্রচার করার অর্থই হইল পরক্ষভাবে হুজুরকে নবুওয়াতের দায়িত্বহীন ও বিশ্বাসঘাতক বলা। অতএব যে মিলাদ, কিয়াম হুজুরের যুগে ধর্ম্মের অঙ্গ ছিলনা, আজও উহা ধর্ম্মের অঙ্গ হইতে পারেনা। কারন, আল্লাহ তাআলা হুজুরের যুগে ধর্ম্মকে পুর্ণ করিয়া দিয়াছেন। —"আল্লাহ তাআলা ধর্মকে পুর্ণ করিয়া দিয়াছেন" ইহার অর্থ হইল শরীয়তের সংবিধানকে নির্ধারিত করিয়াছেন এবং ধর্ম্মের মৌলিক বিষয়গুলি পুর্ণ করিয়াছেন। উহাতে কিছু বাড়াইবার ও কমাইবার অবকাশ নাই। (তাফসীরাতে আহমাদীয়া পৃঃ ২২০) ধর্ম্মের মৌলিক বিষয়ে কাহার হস্তক্ষেপ করিবার

pdf By Syed Mostafa Sakib


অধিকার নাই ? কিন্তু শরীয়তের সংবিধানকে সামনে রাখিয়া শরীয়ত সাপেক্ষ আবিষ্কারের প্রেরণা দিয়াছে ইসলাম। যথা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যাহারা ইসলামের মধ্যে ভাল জিনিষ প্রচলন করিবে, তাহারা উহার সওয়াব পাইবে এবং উক্ত জিনিষের প্রতি কেহ আমল করিলে তাহারও সওয়াব পাইবে। ( মিশকাত পৃঃ ৩৩ ) হুজুরের যুগে যাহা ছিল না, পরবর্ত্তি যুগে তাহা প্রকাশ পাইলেই যে অবৈধ– হারাম হইয়া যাইবে এরূপ স্পষ্ট ঘোষণা ইসলামে নাই। হুজুরের কালে যাহা ছিলনা, পরবর্ত্তিকালে তাহা প্রকাশ পাইয়া যদি সুন্নাতের বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে ইসলামের দৃষ্টে উহা 'বিদয়াত' অবৈধ বলিয়া পরিগণিত হয়। (নাসীমুর্ রিয়ায খঃ ৩ পৃঃ ৩২৪) এই প্রকার 'বিদয়াত' অত্যন্ত যঘন্ন ও নিন্দনীয়। যাহারা শরীয়তের সীমা লংঘন করতঃ এই যঘন্ন 'বিদয়াত' প্রচলন করিবে, তাহারা অবশ্যই অপরাধী হইবে। অনুরূপ যাহারা 'বিদয়াতে হাসানার' অস্তিত্বকে অস্বীকার করতঃ ইসলামকে সীমাবদ্ধ করিয়া কোনঠাশা করিবার চেষ্টা করিবে তাহারাও অপরাধী হইবে। মনে রাখা উচিৎ! ইসলাম সীমাবদ্ধ নহে ; জড় ঘোড় নহে ; কোনঠাশা নহে। তাই উলামায়ে ইসলাম শত সহস্র বিদয়াতে হাসানার প্রচলন দিয়া ইসলামের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। যথাঃ—হুজুর সালাল্লাহু আলাইহি অ অ সাল্লামের যুগে কালেমা পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিলনা, জমানে মুজমাল ও মফাস্সাল বলিয়া কিছু ছিলনা, হাদীসের কোন শ্রেনী ভাগ ছিলনা, সহীহ ও যইফ হাদীস নির্বাচন করিবার কোন নিয়ম ছিলনা হানিফী ও শাফয়ী ইত্যাদি কোন মাজহাব ছিলনা। অনুরূপ কাদেরীয়া, চিশ্তীয়া ইত্যাদি তরীকা বলিয়া কিছুই ছিলনা। তাহা হইলে ইমামগণ, পীরানে পীরগণ ও ইসলামের মহামনিষীগণ এইগুলির প্রচলন দিয়া কি প্রকারান্তরে হুজুরকে নবুওয়াতের দায়িত্বহীন ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়াছেন ? ( নাউজু বিল্লাহ ) যদি ইসলাম হুজুরের যুগে মুল ও কাণ্ড, মৌলিক ও অমৌলিক সর্বদিক দিয়া সমভাবে সম্পূর্ণ হইয়া থাকে তাহা হইলে মাওলানা তাহের সাহেব 'কোরআনের তাফসীর' ও 'সাধনা ও সংবিধান' ইত্যাদি কিতাব লিখিবার স্পর্ধা কোথা হইতে পাইলেন ? তিনিও কি প্রকারান্তরে হুজুরকে নবুওয়াতের দায়িত্ব সম্পাদনে বিশ্বাসঘাতক বলিয়াছেন ? – হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম, সাহাবাগণ, তাবেঈগণগণ ও চার ইমামের মধ্যে কোন ইমাম নামাজে মৌখিক নিয়্যাত করেন নাই। (কাঞ্জুদ্দাকায়েক পৃঃ ২১ টিকা নং-১) আল্লামা ইবনুল কাইয়েম জাওযী বলিয়াছেন –"হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ও সাহাবাগান নামাজ আরম্ভ করিবার পুর্বে মৌখিক নিয়্যাত করিয়াছেন বলিয়া কোন সহীহ অথবা যইফ হাদীসও বর্ণিত হয় নাই। শাফয়ী ও হানিফী ইমামগণ মৌখিক নিয়াতকে উত্তম বলিয়া থাকেন। ইমাম মোহাম্মাদ উহাকে 'সুন্নাতে হাসানাহ' বলিয়াছেন"। ( মোয়াত্তায় ইমাম মালিক পৃঃ ২৭ টিকা নং-১৫ ) যদিও হুজুরের যুগে মৌখিক নিয়াত ছিলনা ; তথাপীও হানিফী মাজহাবে মৌখিক নিয়াত করা উত্তম বলা হইয়াছে। ( শারহে বিকায়া খঃ ১ পৃঃ ১৩৯ ) মহানবীর যুগে যাহা ছিলনা পুন্যাত্মা সাহাবাগণ যাহা করেন নাই, তাহা ইমাম মোহাম্মাদ 'সুন্নাতে হাসানা' আখ্যা দিয়া কি ইসলামের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন ?– আবার 'মৌখিক নিয়্যাত'

pdf By Syed Mostafa Sakib


হানাফী মাযহাবে উত্তম বলা হইয়াছে কেন ?—উল্লেখিত জিনিষগুলি হুজুরের যুগে. সাহাবাদিগের কালে ও ইমামগনের সময়ে ছিলনা. পরবর্ত্তী কালে প্রকাশ পাইয়াছে। অথচ ঐ জিনিষগুলি অদ্যাবধি ধর্ম্ম বলিয়া সমাদর করা হইতেছে। তাহা হইলে মিলাদ ও কিয়াম কি অপরাধ করিয়াছে যে, ঐগুলি অধর্ম্ম বলিয়া প্রত্যাখান করিতে হইবে ?—চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত মিলাদ, কিয়ামের অস্তিত্ব না থাকিবার কারণে যদি অধর্ম্ম ও অবৈধ হইয়া যায়, তাহা হইলে চৌদ্দ শতাব্দী পর্যন্ত যাহার অস্তিত্ব ছিলনা, বর্ত্তমানে যাহার বয়স এক শতাব্দীও হয় নাই, মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের আবিস্কৃত ছয় ধারায় সীমাবদ্ধ তাবলিগী জামা'ত কেমন করিয়া ধর্ম্ম ও বৈধ হয় ?—হঠাৎ স্বরণ হইয়া যায়, ১৯৭৯ সালের ১৭ই এপ্রিল মঙ্গলবার, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, 'চেতা' গ্রামে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক বাহাসের কথা। এই বাহাস হইয়াছিল ফুরফুরা পন্থীদের সহিত দেওবন্দীদের। বিষয় ছিল 'কিয়াম' জায়েজ কিনা। প্রকাশ থাকে যে, বেরেলীদিগের সাহায্য না লইয়া ফুরফুরা পন্থীদের একধাপ আগাইবার ক্ষমতা নাই। এই বাহাসেও ইহারা কয়েক জন বিশিষ্ট বেরেলবী আলেমকে সঙ্গে নিয়াছিলেন। যথা,—মুফতী সানাউল মোস্তাফা সাহেব কিবলা ও মাওলানা রফিক আহমাদ আ'জমী সাহেব কিবলা প্রমুখ। নিমক হারামের দলেরা যাঁহাদের সাহসে সাহসী হইয়া বাহাস করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম পুস্তিকার কোনা-তেও প্রকাশ করে নাই। যাহাই হউক, নির্দিষ্ট দিনে উভয় পক্ষ মহা সমরহে উপস্থিত হইয়াছিলেন বাহাস সভায়। নির্দিষ্ট সময়ের ১৫ মিনিট পুর্ব্বে মাওলানা তাহের সাহের সভায় উপস্থিত হইয়া বাহাস না করিবার জন্য হাজার হাজার জনতার সম্মুখে যে ভাষন রাখিয়াছিলেন তাহার একাংশ নিম্নে প্রদান করিলাম। যথা, – "মাওলানা হাজী এমদাদুল্লাহ সাহেব কেয়াম করিতেন। মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী সাহেব, মাওলানা আশরাফ আলী থানুবী সাহেব কেয়াম করিতেন না। তাই বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে তো পীর মুরিদী সম্পর্ক নষ্ট হয় নাই বা ঝগড়া হয় নাই। আমি আজ ৩০ বৎসর কলিকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করিয়া আসিতেছি। এখানে ২০/২৫ জন ওলাম আছেন তাহারা সকলেই আমার ছাত্র। এরা কি বলিতে পারিবে যে আমি বলিয়াছি, যাহারা কেয়াম করে তাহারা জাহান্নামী বা দোজখী। আমি কোন দিনই দ্বন্দ মুলক কথা বলি নাই। বেহেস্ত কাহারো ঠিকা করা না। তিনি আরও বলেন মোজাদ্দেদে আলফেছানী (রহঃ) সাহেব বলিয়াছেন মৌখিক নিয়াত করা বেদয়াত, কিন্তু তাঁহার পুর্ব্বে মৌখিক নিয়াত করা হইত এবং আমরা এখনও মৌখিক নিয়াত করিয়া থাকি।..... হুজুর (ছঃ) এর প্রতি আমরা ছালাম পড়া নাজায়েজ বলিয়াছিলাম। অনেক চিন্তার পর স্থির করিয়াছি, দাঁড়াইয়া ছালামকারীগনের প্রতি কটাক্ষ ও মন্তব্য করা উচিৎ হবেনা ও ঐ সম্বন্ধে কোনরূপ ফাছাদ করা উচিৎ নহে।" ( চৈতা বাহাসের বিবরণ পৃঃ ১৫/১৬ )—আমার নিরপেক্ষ পাঠকবৃন্দ বিবেচনা করিয়া বলুন, মাওলানা তাহের সাহেবের "সাধনা ও সংবিধান" এর কিয়াম প্রসঙ্গ আলোচনা কি দ্বন্দমূলক নয় ?

pdf By Syed Mostafa Sakib

তিনি কি কিয়ামকে প্রত্যক্ষ অবৈধ প্রমান করতঃ পরক্ষ কিয়ামকারীগণকে জাহান্নামী বলেন নাই ? থাক, যদি জান্নাত কাহারো ঠিকা করা না হয়, তাহা হইলে মাওঃ তাহের সাহেব যাঁহার নিকট হইতে হাদীস শাস্ত্র অধ্যায়ন করিয়াছিলেন দেওবন্দ মাদ্রাসায় তাঁহার সেই পরমগুরু মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানী সাহেব সরাসরি জামাতে ইসলামীদিগকে জাহান্নামী বলিয়াছেন কেন ?—মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী ও আশরাফ আলী থানুবী প্রমুখ দেওবন্দীগন পীরের পদাঙ্ক অনুস্বরন না করিয়া চরম বিরুদ্ধ —চারণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে পীরি মুরিদী সম্পর্ক সমুলে নির্মুল হইয়াছিল। ইহারা পীরের অভিশাপে খোদাই গজবে পড়িয়া আজও পর্যন্ত কুফরের কালীমাতে কলংক হইয়া রহিয়াছেন। ইহার পরেও 'তাঁহাদের মধ্যে পীরিমুরিদী সম্পর্ক নষ্ট হয় নাই' বলা মিথ্যা বই আর কি হইতে পারে।— বাহাসের দিন দৃশ্যটি ছিল দেখিবার মত। কিন্তু দেওবন্দীদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। কারন, বিশাল জন ধমুদ্রের মাঝখানে মুষ্টিমিয় দেওবন্দীগণ যেন হাবুডুবু খাইতে ছিলেন। আবার জনতার মধ্যে রহিয়াছে চাপা উত্তেজনা, হয়ত আজ তাহাদের তরী ডুবিয়ে যাবে। মাওলানা তাহের সাহেব শান্তির দুত সাজিয়া মধুমাখান ভাষন সমাপ্ত করিলেন ঠিক বেলা ৯ ঘটিকায়। ৯ ঘটিকা হইতে বাহাস আরম্ভ হইবার কথা ছিল। কিন্তু আরম্ভ না হইয়া সমাপ্ত হইয়া গেল, শুরু না হইয়া শেষ ঘন্টা বাজিয়া গেল,— আর বাহাস হইবে না। দেওবন্দীরা মানিয়া লইয়াছেন। ফুরফুরা পন্থী আলেমগণ কেয়াম আরম্ভ করিয়া দিলেন। হাজার হাজার মানুষ আনন্দে আত্মহারা হইয়া প্রিয় নবীর প্রতি সালাম পাঠ আরম্ভ করিলেন। আমি মাওলানা তাহের সাহেবের সামনে মাত্র কয়েক গজ দুরে দাঁড়াইয়া স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তিনিও অতি বিনয়ীর সাহত দাঁড়াইয়া ছিলেন কিন্তু কিছুক্ষনের মধ্যেই জনৈক ব্যক্তি তাঁহার হাত ধরিয়া 'আপনি অসুস্থ আছেন' বলিয়া বসাইয়া দিলেন।—আজ মাওলানা তাহের সাহেব এ ভুমিকা অবলম্বন করিলেন কেন ? চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত যে কিয়ামের অস্তিত্ব ছিলনা, সুক্ষ্মদর্শী পন্ডিতগণ যাহার যৌক্তিকতা এবং বৈধতা অদ্যাবধি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, আজ তিনি কেমন করিয়া উহার যৌক্তিকতা এবং বৈধতা উপলব্ধি করিতে পারিলেন ? হুজুরের যুগে যাহা ধর্ম ছিলনা, আজ তাহা কেমন করিয়া ধর্ম্ম হইয়া গেল ? তিনি কি সত্যই কিয়ামের বৈধতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন ?— মাওলানা তাহের সাহেব অত্যন্ত দুরদর্শী এবং সুবিচক্ষন দেওবন্দী। তিনি তাঁহার মতের উপর আজ পর্যন্ত দৃঢ় আছেন। তিনি কিয়ামকে কোন সময়ে বৈধ ও ধর্মের অঙ্গ মনে করেন নাই। তাই "সাধনা ও সংবিধান" কে সংশোধন না করিয়া আজও ছাপাইতেছেন। মোট কথা যাহারা অধার্মিক হয়, তাহারা স্থায়ী স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অস্থায়ীভাবে অধর্ম্মের আশ্রয় লইতে পিছপা নয়। তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন, ফুরফুরাবীদের সহিত বাহাস করা অমূলক। কারন, উহারা দেওবন্দীদের অংশ বিশেষ। আবার ভয় হয়, কেঁচো খুড়িতে সর্প বাহির হইয়া না যায়। ফুরফুরাবীদের সহিত কিয়ামের বাহাস করিতে যাইয়া কুফরের বাহাস আরম্ভ না

pdf By Syed Mostafa Sakib


হইয়া যায়। আবার বাহাসে পরাজয় হইলে ফুরফুরাবীদিগের জয়লাভ হইবে বটে কিন্তু পতাকা উড়িবে বেরেলিদিগের। কেবল তাই নয়, দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর চেষ্টা চালাইয়া তাবলীগের মাধ্যমে দেওবন্দীরা যতদুর আগাইয়াছে, ততদুর পিছাইয়া যাইবে। আবার ইহাও হইতে পারে যে, পশ্চিম বাংলার মাটিতে দেওবন্দীদের চেরাগ চিরতরে নিভিয়া যাইবে। এই সব গুলি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন ঘোর চক্রান্ত মাওলানা তাহের

# দাজ্জালের দ্বিতীয় ক্যাম্প তাবলিগী জামায়াত

আপনি কি অবগত আছেন? তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে হাজার হাজার মুসলমানের ঈমান ও আকীদাহ জবাই হইয়া যাইতেছে, ইহারা তৌহীদের দোহাই দিয়া নবুওয়াত ও রিসালাতের উপর আক্রমণ করিতেছে. আবার কালেমা ও নামাজের আড়ালে মিল্লাত ও মাজহাবকে কতল করিতেছে। যাহারা নামাজ পড়েনা ও রোজা রাখেনা, তাহাদের সংশোধন করা সম্ভব। কিন্তু যাহাদের ঈমান ও আকীদাহ্ খারাপ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের সংশোধন করা অসম্ভব। যে ব্যক্তি নামাজ পড়িল না, সে তাহার ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষতি সাধন করিল। কিন্তু যে ব্যক্তি নামাজ পড়িয়া ঈমান ও আকীদার বিরুদ্ধচারণ করিল, সে অবশ্যই মিল্লাত ও মাজহাবের ক্ষতি সাধন করিল। চোখে ধুলা দিয়া কাহার মাল লুট করিয়া নেওয়া অবশ্যই অপরাধ গোনাহ। কিন্তু ইহা অপেক্ষা বড় অপরাধ ও গোনাহের কাজ হইল, আমলের দোকান খুলিয়া দিয়া মুসলমানের ঈমান লুট করিয়া নেওয়া। বাহিয্যিক ভাবধারায় তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে মাসজিদে গণ্ডাখানেক মুসাল্লী বেশি দেখা যাইতেছে। কিন্তু ইহাদের দ্বারায় মাসজিদের বাহিরে হাজার হাজার মুসলমানের ঈমান ও আকীদাহ্ জবাই হইতেছে।—জানিয়া রাখিবেন. কেহ কাহার এই বলিয়া ধোকা দিতে পারেনা যে, আসুন বন্ধু! আমি আপনাকে ধোকা দিব। বরং ধোকাবাজ প্রথমে বন্ধুত্ব পুর্ণ আলাপ করতঃ শেষে ধোকা দিয়া থাকে। অনুরূপ কেহ কাহার এই বলিয়া বিষ খাওয়াতে পারেনা যে, আসুন বন্ধু। বিষ্ পান করিয়া চিরতরে নিদ্রায় যান। বরং বিষদাতা বিষকে মিষ্টির সহিত মিশাইয়া অতি গোপনে পান করাইয়া থাকে। শিকারী যখন কোন পাখীকে শিকার করিতে ইচ্ছা করে তখন সে পাখীর কণ্ঠস্বর নকল করিয়া থাকে। অথচ শিকারী একজন মানুষ। কিন্তু সে নিজ উদ্দেশ্য পুর্ণ করিবার জন্য সাময়িক পাখী হইয়া যায়। হাতীর দুইটি দাঁত দুর হইতে দেখা যায় কিন্তু সে উহা দ্বারা খায়না। যে দাঁতগুলি দিয়া খাইয়া থাকে সেগুলি কিন্তু দেখা যায়না। অবিকল অবস্থা তাবলিগী জামায়াতের। ইহারা কোন সময়ে নিজেদের আসল রূপ প্রকাশ করিতে

pdf By Syed Mostafa Sakib


চায়না। ইহারা মনের প্রোগ্রাম কোন সময়ে মুখে প্রকাশ করেনা। অধিকাংশ সময়ে দেখা যায়, গ্রামে ও শহরের বিভিন্ন মাসজিদে ইমাম সাহেবের সালাম ফিরাইবার পর কিছু মানুষ দাঁড়াইয়া মুসাল্লীগনকে সম্বোধন করিয়া বলিতে থাকে যে, নামাজের পর কিছুক্ষনের জন্য বসিয়া যাইবেন। আমরা আল্লাহ ও রাসুলের কথা আলোচনা করিব। অতঃপর উহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মাওলানা জাকারিয়া সাহেবের লেখা তাবলিগী নেসাব' নামক কিতাবখানা পড়িয়া শুনাইতে আরম্ভ করে। তারপর ইহারা পাড়ায় পাড়ায় ঘুড়িয়া সাধারন মানুষকে কালেমা ও নামাজের জন্য মাসজিদে ডাকিতে থাকে। প্রকাশ থাকে যে, কালেমা ও নামাজে কোন মুসলমানের মতভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু উলামায়ে আহলে সুন্নাত তাবলিগী জামাতের খোর বিরোধীতা করতঃ সাধারন মানুষকে উহাদের থেকে বাঁচিবার জন্য সাবধান করিতেছেন। কারন, উহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কালেমা ও নামাজ নয়, বরং এইগুলির আড়ালে ওহাবীয়াত প্রচার করা। কিন্তু সাধারণ মানুষ উহাদের আসল রূপ বুঝিতে না পারিয়া কেবল কালেমা ও নামাজের লেবেল দেখিয়া ওহাবীয়াতের বিষ পান করিয়া নিজেদের অমুল্য ইমান ও আমলের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিতেছে। এই বার আসুন, তাবলিগী জামাতের আসল রূপ ও উহাদের উদ্দেশ্য কি খুঁজিয়া বাহির করি। তাবলিগী জামাতের অধিকাংশ আমিরের মুখে প্রায় বলিতে শুনা যায় যে, 'এই তাবলিগের কাজ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ও সাহাবাগন করিয়াছিলেন'। উহাদের এই উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও সাধারন মানুষের জন্য ধোকা ছাড়া কিছুই নয়। কারন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ও সাহাবাগন দ্বীন্ ইসলামের তাবলীগ অবশ্যই করিয়াছিলেন। কিন্তু ছয়টি ধারায় সীমাবদ্ধ তাবলীগ হুজুরের যুগ হইতে মাওলানা ইলিয়াস সাহের পুর্ব্ব পর্যন্ত ছিলনা। এই সীমাবদ্ধ তাবলীগের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস সাহেব। তাবলীগের মুবাল্লিগগন সাধারন মানুষকে আকৃষ্ট করিবার জন্য ওহাবীয়াত প্রচারের মাধ্যম ছয় ধারার সীমাবদ্ধ তাবলীগ'কে আল্লাহ রাসুল ও সাহাবাগনের দিকে সম্বোধন করিয়া থাকে। কিন্তু উহারা পুস্তকাদিতে ও যে সমস্ত এলাকায় তাবলীগের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে সেখানে মাওলানা ইলিয়াস সাহেবকে তাবলীগ জামাতের বানী বা প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া থাকে। যথা, 'তাবলিগী নেসাব এক্ মোতালাআ' নামক কিতাবে ১৩ পৃষ্ঠায় ইলিয়াস সাহেবকে তাবলিগী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা বলা হইয়াছে।—প্রচলিত তাবলিগী জামাত ছয়টি ওসুল বা ধারায় সীমাবদ্ধ। যথা, কালেমা, নামাজ এখলাসে নিয়াত ও জিক্র ইত্যাদি। মাওলানা জাকারিয়া সাহেব আরো একটি ধারা বাড়াইয়া দিয়াছেন যে, উল্লেখিত ছয়টি ধারার বাহিরে কোন আলোচনা না করা। তাবলীগের সর্ব্বমোট ওসুল বা ধারা সাতটি হইল। (তাবলিগী জামাত পার চান্দ অমুমী এতেরাজাত আওর উনকে মুফাস্সাল জওয়াবাত পৃ: ৪৬) তাবলিগী জামাত ছয়টি বিষয়ের বাহিরে কোন প্রকার আলোচনা করিতে আদৌ সম্মত হয়না। কারন, মতভেদী মসলা লইয়া আলোচনা করিলে সাধারন মানুষ সহজেই উহাদের স্বরূপ ধরিয়া ফেলিবে। তাই দেখা যায়, তাবলীগের মধ্যে নামাজে তাহরীমা বাঁধিবার সময় অনেকেই কান

pdf By Syed Mostafa Sakib

পর্যন্ত হাত উঠায়, আবার অনেকেই কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠায়। আবার কেহ নাভির নিচে হাত বাঁধে, আবার কেহ সিনাতে হাত বাঁধে। এক কথায় অতি সুকৌশলে সাধারন মানুষকে ওহাবী বানাইতেছে। —যেহেতু তাবলিগী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস সাহেব। সেইহেতু তাঁহার নিকট হইতে তাবলীগের উদ্দেশ্য কি জানিয়া নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাবলিগী জামাত মুসলমানদের দ্বারে দ্বারে আসিয়া বলিয়া থাকে যে, আমরা আল্লাহ ও রাসুলের দ্বীন প্রচার করিবার জন্য আসিয়াছি। কিন্তু মাওলানা ইলিয়াস সাহেব ইহার সম্পুর্ণ বিপরীত উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন— "হজরত মাওলানা থানুবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) অত্যন্ত বড় কাজ করিয়াছেন। আমার আন্তরিক ইচ্ছা ইহাই যে. শিক্ষা হইবে উহার এবং প্রচার পন্থা হইবে আমার। এই প্রকারে উহার শিক্ষা ব্যাপক হইয়া যাইবে"। ( মালফুজাতে হজরত মাওলানা ইলিয়াস পৃঃ ৫৬/৫৭ ) ইলিয়াস সাহেবের উক্তিতে তার আন্তরিক উদ্দেশ্য দিবালোকের ন্যায় প্রকাশ হইয়া গেল যে, তাবলিগী জামাতের আসল উদ্দেশ্য আ'ল্লাহ ও রাসুলের দ্বীন প্রচার করা নয়. বরং মাওলানা আশরাফ আলী থানুবী সাহেবের তালীম বা শিক্ষাকে প্রচার করা। অথচ তাবলীগের আমীর ও মুবাল্লেগগণ সরল প্রাণ সাধারণ মানুষকে নির্লজ্জভাবে ধোকা দিয়া থাকে যে. বর্ত্তমান তাবলীগের তরীকা আম্বিয়া ও সাহাবাগনের তরীকা। এখন একটি প্রশ্ন রহিয়া যায় যে, আশরাফ আলী থানুবী সাহেবের নাম দিয়া তাঁহার মত ও পথ প্রচার করা হয় না কেন ? এবং তাঁহার মত বা শিক্ষা কি ছিল ?—যেহেতু মাওলানা আশরাফ আলী থানুবী সাহেব 'হিফজুল ঈমান' কিতাবের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের খোদা প্রদত্ত 'ইল্মে গায়েবকে চতুষ্পদ জন্তুর সহিত তুলনা দেওয়ার কারণে উলামায়ে ইসলামের ফতওয়ায় কাফের বলিয়া কলংক হইয়া গিয়াছেন। সেইহেতু থানুবী সাহেবের নাম দিয়া তাঁহার মত ও পথ প্রচার করা সম্ভব নয়। এবার থানুবী সাহেবের তালীম বা শিক্ষার কয়েকটি নমুনা নিম্নে প্রদান করিতেছি— থানুবী সাহেবের জনৈক মুরীদের বিবরণ ; একদা আমি স্বপ্নে দেখিতেছি যে, কালেমা শরীফ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' পাঠ করিতেছি। কিন্তু 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' এর স্থানে হুজুরের (থানুবী সাহেবের ) নাম বলিতেছি। এই সময়ে আমার অন্তরে জাগিল যে. আমার ভুল হইতেছে। সহীহ পড়িবার, উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার কালেমা শরীফ পড়িতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু অনিচ্ছা বশতঃ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নামের পরিবর্ত্তে 'আশরাফ আলী বাহির হইতেছে। অথচ আমি জানিতেছি যে, ইহা ঠিক নহে। কিন্তু অনিচ্ছায় এই কালেমা মুখ থেকে বাহির হইতেছে। যখন দুই তিন বার এই প্রকার হইল, তখন আমার সামনে হুজুর ( আশরাফ আলী)কে দেখিতে পাইলাম। ঘুম ভাঙ্গিবার পর কালেমা শরীফ স্বঠিক পাঠ করিবার উদ্দেশ্যে দরুদ শরীফ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু আবার আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম—'আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা সাইয়েদিনা অ নাবীয়েনা অ মাওলানা আশরাফ আলী অথচ এখন আমি জাগ্রত আছি, সপ্ন নয়। মাওলানা

pdf By Syed Mostafa Sakib

আশরাফ আলী থানুবী সাহেব ইহার উত্তরে লিখিয়াছেন— "এই ঘটনায় শাস্তনা ছিল যে, যাহার দিকে তুমি ধাবিত হইতেছ, তিনি আল্লাহ তায়ালার সাহায্যে সুন্নাতের অনুগত। (আল ইনদাদ পৃঃ ৩৪/৩৫, সফর মাস, ১৩৩৬ হিজরী) নিরপেক্ষ পাঠকবৃন্দ ঈমান শর্ত্তে ইন্সাফ করিয়া বলুন। থানুবী সাহেবের উত্তর কি ঈমানদারী হইয়াছে? মুরীদ কেবল নিদ্রাবস্থায় থানুবী সাহেবের কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশরাফ আলী রাসুলুল্লাহ' পাঠ করে নাই. বরং জাগ্রতাবস্থায়ও থানুবী সাহেবের নবুওয়াতের সমর্থনে একাধিকবাদ দরুদ শরীফ পাঠ করিয়াছে। যদি বলা হয় যে, মুরীদের জবান আয়ত্তে ছিলনা, অনিচ্ছায় পাঠ করিয়াছে। তাহা হইলে কি থানুবী সাহেবের কলম আয়ত্তে ছিলনা? তিনিও কি অনিচ্ছায় উত্তর লিখিয়াছিলেন? 'জবান আয়ত্তে ছিল না' এই ল্যাংড়া অজুহাত যদি মানিয়া নেওয়া যায় তাহা হইলে পৃথিবীতে শান্তি বলিয়া কিছুই থাকিবেনা। কারণ, সবাই ঐ লাংড়া অজুহাত দেখাইয়া বলিবে আমার জবান আয়ত্তে ছিলনা। থানুবী সাহেবের উত্তর নিছক ঈমান ও ইসলাম বিরুদ্ধ ছিল। কোন ঈমানদার ব্যক্তি উহা সমর্থন করিতে পারেনা। কলিকাতা মাদ্রাসা আলীয়ার প্রাক্তন প্রিন্সিপাল 'বোরহান' পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা সাঈদ আহমাদ আকবার আবাদী দেওবন্দী হওয়া সত্বেও থানুবী সাহেবের উত্তর সমর্থন করিতে পারেন নাই। তিনি থানুবী সাহেবের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তীব্র নিন্দা করতঃ লিখিয়াছিলেন যে, "নিজের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা করার যে স্বভাব থানুবী সাহেবের মধ্যে ছিল, তাহা এই ঘটনা হইতে অনুমান করা যায়। একদা কোন মুরীদ থানুবী সাহেবকে লিখিয়াছিলেন, আমি বার বার কালেমা সহী পাঠ করিবার সত্বেও প্রত্যেকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর পর 'আসরাফ আলী রাসুলুল্লাহ মুখ হইতে বাহির হইতে ছিল। প্রকাশ থাকে যে, ইহার সোজা উত্তর ইহাই ছিল যে, ইহা কুফরী কথা শয়তানের চক্রান্ত ও নফসের ধোকা. তুমি অবিলম্বে তওবা কর।" ('বরহান' পৃঃ ১০৭. ফেব্রুয়ারী সংখ্যা. ১৯৫২ সাল. সংগৃহীত খুনকে আঁসু খঃ ১ পৃঃ ১১৬/১১৭। প্রকাশ থাকে যে কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকাও কুফ্রী। ইহা শরীয়তের একটি অন্যতম বিধান। মাওলানা আকবার আবাদী সাহেব থানুবী সাহেবের নামে মুরীদের কালেমা ও দরুদ পাঠ করাকে 'কুফ্রী কালেমা' বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। থানুবী সাহেবেও উহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিয়া প্রেরণা মূলক উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। এইবার শরীয়তের বিধান অনুযায়ী থানুবী সাহেব কি কাফের হইল না? থানুবী সাহেবের এই কুফরী শিক্ষাকে ব্যাপক প্রচারের জন্য মাওলানা ইলিয়াস সাহেব তাবলিগী জামাত চালু করিয়াছেন। এইবার বলুন। তাবলীগ জামাতে অংশ গ্রহন করিলে মুসলমানদের ঈমান ও ইসলামের পরিণাম কি হইবে?—থানুবী সাহেবের শিক্ষার আরও একটি দৃষ্টান্ত :—থানুবী সাহেব কোন এক সময়ে কান্পুরে মাদ্রাসা জামেউল উলুম মোদার্রেস ছিলেন। তথায় তিনি নিজের মতের বিরুদ্ধে মীলাদ, কিয়াম করিতেন। যখন কিছু উলামায়ে দেওবন্দ তাঁহাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib


ছিলেন, তখন তিনি উহার উত্তরে বলিয়াছিলেন—ওখানে মীলাদ কিয়াম না করিয়া থাকা আমার অসম্ভব ছিল এবং ওখানে থাকাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। কারন, উপকার ছিল যে, মাদ্রাসা হইতে বেতন পাইতাম। ( সাইফে ইমানী পৃঃ ২৪, সংগৃহীত তাবলিগী জামাত পৃঃ ১০০ ) দেওবন্দী জগৎ থানুবী সাহেবকে হাকীমুল উম্মাত বলিয়া স্মরণ করিয়া থাকে। আমার নিরপেক্ষ ঈমানদার পাঠক বৃন্দ থানুবী সাহেবের চরিত্রটা একবার দেখুন। যিনি মীলাদ্ কিয়ামকে শির্ক— হারাম বলিয়া ধারনা করিতেন। এতদ্ সত্বেও দুন্ইয়াবী স্বার্থে কেবল কিছু পয়সার উদ্দেশ্যে নিজের ঈমান ও আকীদাকে জবাই করিতে দ্বিধা করিতেন না। ইহা কি কোন দ্বীনদার পথ প্রদর্শকের কাজ হইতে পারে ? যদি থানুবী সাহেব প্রকৃত ঈমানদার হইতেন এবং দ্বীন ইসলাম সত্যিই যদি তাঁহার নিকট প্রিয় হইত। তাহা হইলে নিজের ঈমানকে জবাই না করিয়া খোদার বিশাল জগতের অন্যত্রে জীবিকা নির্ব্বাহের সন্ধানে চলিয়া যাইতেন। যাঁহার নিকট পয়সাই সবকিছু তিনি কেবল ঈমান ও আকীদাহ নয়, প্রয়োজনে নিজেকেও বিক্রয় করিয়া দিতে পারেন। থানুবী সাহেবের এই শিক্ষা প্রচার প্রসার করিবার জন্য ইলিয়াস সাহেব তাবলিগী জামাত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এইবার বলুন। তাবলিগী জামাতে অংশগ্রহন করিলে আপনার চরিত্র কেমন হইবে ? থানুবী সাহেবের চরিত্রে চরিত্রবান হইয়া শতশত দেওবন্দী মৌলবী সুন্নী সাজিয়া সুন্নীদের মাসজিদের ইমাম ও মকতবের মোদার্রেস হইয়া রহিয়াছে। দুঃখের বিষয়, সুন্নীরা এই ঈমান চোর দেওবন্দীদের চিনিতে না পারিয়া উহাদের পশ্চাতে একতেদা করতঃ নিজেদের অমুল্য আমলকে সর্ব্বনাশ করিতেছে। যে সমস্ত এলাকায় তাবলিগ জামাতের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সেই এলাকা হইতে ধীরে ধীরে মীলাদ কিয়াম ইত্যাদি বিদায় লইয়াছে।— থানুবী সাহেবের শিক্ষার আরো একটি নমুনা। থানুবী সাহেব দুন্ইয়ার বিনিময়ে কেবল নিজের দ্বীনকে বিক্রয় করেন নাই। বরং দুন্ইয়ার পরিবর্ত্তে অপরের দ্বীনকে ক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন। যথা : তিনি বলিতেন—"যদি আমার নিকট দশ হাজার টাকা হয়, তাহা হইলে সবাইকে বেতন ধার্য্য করিয়া দিব। অতঃপর সবাই নিজে থেকেই ওহাবী হইয়া যাইবে।" ( আল্ ইফাদাতুল ইয়াওমীয়া খঃ ৩ পৃঃ ৬৭, সংগৃহীত তাবলিগী জামাত পৃঃ ১০১) মাওলানা ইলিয়াস সাহেব যে থানুবী সাহেবের শিক্ষার ব্যাপক প্রচারের জন্য তাবলীগ জামাত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান তাবলীগী জামাত যাহার জন্য অক্লান্ত মেহনত চালাইতেছে, সেই থানুবী সাহেবের উদ্দেশ্য কাহার মুসলমান করিবার ছিলনা। বরং মুসলমানকে বেতন দিয়া ওহাবী করিবার বাসনা ছিল। ইহার পরেও যদি কোন মুসলমান তাবলিগী জামাতকে দ্বীনের কাজ বা ইসলামী দল মনে করিয়া থাকে তাহা হইলে কিছু বলিবার নাই। আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ তাআলার দরবারে বিচার হইবে।— তাবলিগী জামাতের পশ্চাতে ইসলাম দুশমন ইংরেজদের আর্থিক সাহায্য রহিয়াছে। ইহারা মুসলমানদের ধর্মীয় ঐক্য বিনষ্ট করিবার জন্য মাওলানা ইলিয়াস সাহেবকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করিয়া তাবলিগ

pdf By Syed Mostafa Sakib



জামাত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। যথা : জমীয়তে উলামায়ে হিন্দের অন্যতম সদস্য মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেব স্বীকার করতঃ বলিয়াছেন, "প্রথম অবস্থায় সরকারের তরফ হইতে হাজী রশীদ আহমাদের মাধ্যমে মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহির তাবলিগী জামাত কিছু টাকা পাইত। পরে উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।" (মুকালামাতুস্ সাদরাইন পৃঃ ৮) যদি ইলিয়াস সাহেব নিছক ইসলাম প্রচারের জন্য তাবলিগী জামাত প্রতিষ্ঠা করিতেন, তাহা হইলে অবশ্য ইসলাম দুশমনদের আর্থিক সাহায্য থাকিত না। বর্ত্তমানেও তাবলিগী জামাত বিদেশী লক্ষ লক্ষ ডলার ও রিয়াল সাহায্য পাইয়া থাকে। যাহা নিম্নের উদ্ধৃতিগুলি হইতে স্পষ্ট প্রমান হয়। যথা :—"কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে ১০৬টি জামাতের প্রতি নির্দেশ জারী করা হইতেছে যে, সরকারের বিনা অনুমতিতে উহারা কোনও রূপ বৈদেশিক সাহায্য গ্রহন করিতে পারিবেনা। উক্ত ১০৬টি জামাতের মধ্যে দুইটি জামাতের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য যথা : অল ইণ্ডিয়া মজলিসে মাসওয়াত এবং তাবলিগী জামাত বস্তি নিজামুদ্দিন দিল্লী"। (দৈনিক 'সঙ্গম' পত্রিকা, পাটনা হইতে ছাপা, ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ সাল. সংগৃহীত অভিশপ্ত মযহব পৃঃ ৩১০) পি, টি, আই :— ভারতের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতি মন্ত্রী যোগেন্দ্র মাকোয়ানা ১৯৭৬ সালের বিদেশী অর্থ সাহায্য সংক্রান্ত আইনের আওতায় পড়ে এমন ১৪১ টি সংস্থার নাম জানান। এখন থেকে এই সংস্থাগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ছাড়া কোন বিদেশী সাহায্য নিতে পারবেনা। উল্লেখ যোগ্য সংস্থাগুলি হল :—১) জামাতে ইসলামী ২) আর, এস, এস ৩) তাবলিগ জামাত ৪) সি, পি, এম ৫) সি, পি, আই ইত্যাদি। ( যুগান্তর, ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৮০ সাল, সংগৃহীত অভিশপ্ত মযহব পৃঃ ৩১১ )— এই কালো বাজারী তাবলিগী জামাতের আমীর ও মুবাল্লেগগন প্রত্যেকেই বেতন ভুক্ত। যথা, 'তাবলিগী নেসাব' এর লেখক জাকারিয়া সাহেব লিখিয়াছেন' 'প্রথম অবস্থায় আমি নিজেই বেতন ভুক্ত মুবাল্লেগদের স্বপক্ষে ছিলাম। প্রথম দিকে আমার যিদে অনেক বেতন ভুক্ত মুবাল্লেগ রাখা হইয়াছিল। কিন্তু অভিজ্ঞতায় জানা গিয়াছে বেতন ভুক্ত মুবাল্লেগদের থেকে বিনা বেতনের মুবাল্লেগরা ভাল কাজ করে। (আবুল হাসান) আলী মিয়া লিখিয়াছেন, দিল্লী এবং অন্যান্য স্থানে তাবলিগের জন্য কয়েক বৎসর পাঁচ জন বেতন ভুক্ত মুবাল্লেগ নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ইহারা তাবলিগের প্রচলিত সাধারণ কাজগুলি করিত। ইহারা প্রায় আড়াই বৎসর কাজ করিয়াছে"। (তাবলিগী জামাত পার ইতেরাজাত পৃঃ ২০২)— কাহার ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষতি বরদাশ্‌ত করা যায়। কিন্তু মাজহাব ও মিল্লাতের ক্ষতি কোন মুসলমান বর্দাশ্‌ত করিতে পারেনা। তাবলিগী জামাত সম্পর্কে উহাদের পুস্তকাদি হইতে সংক্ষিপ্ত ভাবে যাহা আলোচনা করা হইল, তাহা হইতে দিবালোকের ন্যায় প্রমান হইল যে, উহারা ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম প্রচার করিতেছে এবং ইসলামের নামে ওহাবীয়াত প্রচার করতঃ মুসলমানদের ঐক্যে ভাঙ্গন ধরাইতেছে। পাঠক বৃন্দ আমার উদ্ধৃতিগুলি নিরপেক্ষভাবে যাচাই করিলে এবং যে এলাকায় উহাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে সে দিকে লক্ষ করিলে অবশ্যই

pdf By Syed Mostafa Sakib


বুঝিতে পারিবেন যে, উহারা মীলাদ, কিয়াম, যিয়ারত. ফাতেহা ও উরুস ইত্যাদি বিষয়ে মতভেদ করতঃ ফাসাদের আগুন জালাইয়াছে।

# দিশেহারা ফুরফুরা

'দেওবন্দী. তাবলিগী জামা'ত ও জমীয়তে উলামায়ে হিন্দ' মুলতঃ ইহারা একই দল ভুক্ত। ফুরফুরা সিলসিলা অঙ্গাঙ্গীভাবে ইহাদের সহিত জড়িত। কিন্তু ফুরফুরা পন্থীগন শতকরা নিরানব্বই জন নিজেদেরকে দেওবন্দী বলিয়া স্বীকার করেন না। ইহারা বলিয়া থাকেন. 'ফুরফুরা সিলসিলা' একটি স্বতন্ত্র দল। ইহাদের নীতি নৈতিকতা বলিয়া কিছুই নাই। সমালোচনা ও পর্যালোচনার দ্বারা প্রমান হয় যে. ইহারা দেওবন্দীদের অপেক্ষা ভ্রষ্ট। ইহাদের সম্পর্কে 'ইমাম আহমাদ রেজা' দ্বিতীয় সংখ্যায় একটি সমীক্ষা লিখিয়া ছিলাম। বর্ত্তমান সংখ্যায় ইহাদের সম্পর্কে সমালোচনা করিবার মানসিকতা ছিলনা। কিন্তু মুজাদ্দেদ পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা পাঠ করতঃ আবার কলম ধরিতে বাধ্য হইলাম। গত ১৯৯০ সালে ৯ই আগষ্ট মুজাদ্দেদ পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করা হইয়াছে যথাক্রমে বিজ্ঞাপণটির নাম "ফুরফুরা শরীফের দাদা হুজুর পীর কেবলা (রঃ। এর ভক্ত মুরীদ ও খলিফাগনের প্রতি সতর্ক বানী।" উক্ত বিজ্ঞাপনের একাংশ নিম্নে প্রদান করিলাম।..... ফেতনাবাজ তাবলীগ জামাতে যোগ দেওয়া চলিবে না।..... দাদা পীরের সিলসিলায় ও আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার জন্য ভীষন চক্রান্ত চলিতেছে। অতএব সাবধান হউন। খবরদার দুই নৌকায় পা দিবেন না।.....উপস্থিত ফুরফুরার পীর সাহেবগনের মুরিদদিগের জন্য সতর্ক বানী আমল করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।..... এবার আমি দেওবন্দী সমর্থিত ওহাবী মতাবলম্বী তবলীগ জামাতের কয়েকটি নমুনা সংক্ষেপে নিম্নে পেশ করিলাম : ..... প্রত্যেক সৃষ্টি ছোট হউক কিংবা বড়, নবী হউক কিংবা না হউক, সকলেই আল্লাহের শানের নিকট চামার অপেক্ষাও অধিক নিকৃষ্ট (খারাপ)। ( তকবিয়াতুল ঈমান লেখক মৌঃ ইসমাইল দেহলবী) হুজুর রসুলে করীম (সঃ) কে ভাই বলা জায়েজ, কেননা তিনিও মানুষ (তকবিয়াতুল ঈমান ও বারাহীনে কাতেয়া, লেখক—ইসমাইল দেহলবী ও খলিল আহমদ আম্বেবী) যে ব্যক্তি রসুলুল্লাহকে সাফায়াৎকারী জ্ঞান করে, সে মুশরিক। যে ব্যক্তি কোন নবী ও অলীর কুপের পানিকে তাবারক জ্ঞান করিয়া আনে সে মুশরিক। যে ব্যক্তি দুর দেশ হইতে কোন নবী ও অলীর বাড়ীতে কিংবা মাজারে যাইবার জন্য নিয়ত করিয়া যাত্রা শুরু করে, সে মুশরিক। যে ব্যক্তি কোন রওজা (মাজার) হইতে ফিরিবার সময় পীঠ না দেখাইয়া ভক্তি সহকারে পিছনের দিকে হাঁটে সে মুশরিক। ( তকবিয়াতুল ঈমান ) উক্ত পুস্তকে তিনি আরও লিখিতোছন যে, যে ব্যক্তি

pdf By Syed Mostafa Sakib


ইয়া রসুলাল্লাহ (সঃ) বলে সে কাফের। ( তকবিয়াতুল ঈমান ) যে ব্যক্তি মিলাদ শরীফে কেয়াম করে সে কাফের। .... মাদ্রাসা দেওবন্দের আলেমগনের সংস্পর্শে আসিয়া হুজুর রাসুলে করীম উর্দু ভাষা আয়ত্ব করিয়াছিলেন। (বারহীনে ফাতেয়া, লেখক খলিল আহমাদ, ফাতয়া রশিদীয়া ৩০ পৃষ্ঠা ) আমলের দিক দিয়া উম্মতি নবীর সমান হইয়া যায় আবার কখনও বাড়িয়া যায়। (তাহ-জীরুন্নাস, লেখক—মৌ: কাসেম নানুতবী) "আমি হুজুর রসুলে করীমকে স্বপ্নে দেখিলাম তিনি আমাকে পুলসেরাতের উপর লইয়া গেলেন, দেখিলাম তিনি পড়িয়া যাইতেছেন (দোজখে), আমি তাহাকে পতন হইতে রক্ষা করিলাম।" (বালাগাতুল হায়রান, লেখক—মৌ হুসেন আলী)। (মুজাদ্দেদ পৃঃ ৪, ৯ই আগষ্ট, ১৯৯০ সাল ) - মোজাদ্দেদ মিশন কর্তৃক অনুমোদিত আরো একটি বিজ্ঞাপণের একাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—"তাবলীগ জামাত কোরান হাদীসের খেলাফ জামাত। প্রত্যেক মুসলমানকে তবলীগে যোগ দিতে হবে এরূপ নির্দেশ শরিয়তে নাই। কোরান হাদীস এজমা কেয়াস এমনকি দুনিয়ার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ইমাম মোহাদ্দেস মোজতাহেদ ফকিহ এবং গওস কুতুব ও বোজর্গানে দ্বীন আওলিয়ায়ে কেরাম পীরে কামেল গনের রায় অনুসারে প্রমান করা হইয়াছে যে. ছয় ওসুলের তবলীগের কোন প্রমান বা দলিল নাই। সমালে চনার দ্বারা প্রমান হয় যে, এই তবলীগি আন্দোলন ধর্ম্মের নামে এক ভ্রান্তিকর প্রচার মাত্র। তবলীগ জামাতে ভ্রমন করা কঠিন নাজায়েজ। সুন্নত অল জামাতের আকীদার খেলাপী দল। হাজার হাজার সুন্নত অল জামাতের অন্তরভুক্ত বোজর্গানে দ্বীনগণের পথ ও মত এবং জামাত পরিত্যাগ করে নিজের আখেরাতকে বরবাদ করা উচিত হবে কি? .. ..... ভারত পাকিস্তান তথা পশ্চিম বাংলার বুকে খারেজী, রাফেজী, শিয়া, মোতাজেলা, কাদিয়ানী, ওহাবী, লামাজহাবী, মোহাম্মাদী, আহলে হাদীস, আহলে কোরান জামাতে ইসলামী...তবলীগি জামাত..... ... কত শত শত দল আছে তার ইয়ত্তা নাই।" ( গোমরাহী যুগ। আখেরী জামানা। ঈমান লুঠার দিন। পৃঃ ১/৩ ) —মাওলানা সাইফুদ্দিন সিদ্দিকী সাহেবের সংকলিত পুস্তিকার একাংশ—"প্রচলিত ছয় ধারার (সীমাবদ্ধ) তবল্লীগের জন্য দেশ বিদেশে গাস্তে বাহির হওয়াকে প্রাধান্য দেওয়া ইহা কোরআন, হাদীস বা হজরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সাহাবা বা তাবেইনের পাক জিন্দেগী হইতে সাব্যস্ত হয় না। এইরূপ সীমাবদ্ধ ছয় ধারার তবলীগ উহার জন্য ভ্রমণে যাওয়া নিঃসন্দেহে নাজায়েজ বেদয়াত হইতেছে।" ( তবলীব জামাত সম্বন্ধে পশ্চিম বাংলার বিজ্ঞ আলেম ও মুফতীগনের ফাতাওয়া পৃঃ ২)

আমার নিরপেক্ষ পাঠক বৃন্দ, উল্লেখিত উদ্ধৃতিগুলি সামনে রাখিয়া ঈমান শর্ত্তে বলুন। ফুরফুরা পন্থী বলিয়া দাবী করতঃ তাবলীগ জামাতে সরাসরি অংশ গ্রহন করা অথবা উহার সমর্থন করা কি ঈমানদারের কাজ হইবে? আর যদি তাবলীগি জামাত প্রকৃত হক জামাত হয় তাহা হইলে উহার বিরুদ্ধে ফুরফুরাবীদিগের এই প্রকার জঘন্ন অপ-প্রচার চালান কি বে-ঈমানী নয়? কেন তাঁহারা বাংলার মানুষকে বিভ্রান্ত করিতেছেন? ফুরফুরা পন্থীগণ কাগজ কলমে প্রমান করিতেছেন যে, ঈমান

pdf By Syed Mostafa Sakib



ও ইসলামের সহিত দেওবন্দী আলেমদের ও তাবলীগ জামাতের দূরের সম্পর্কও নাই। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে ইহাদের সম্পূর্ণ বিপরীত দেখা যাইতেছে। ইহারা দেওবন্দী আলেমদের অন্তরিক ভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন এবং বর্ত্তমানে বহুস্থানে নিজেরাই তাবলীগের মারকাজ খুলিয়া দিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে. মাওলানা আশরাফ আলী থানুবী সাহেবের মত ও পথকে প্রচার ও প্রসার করিবার উদ্দেশ্যে তাবলীগি জামাত প্রচেষ্টা চালাইতেছে। . এই কারনে যদি তাহার ফেতনাবাজ,.অমুসলমান হয়, তাহা হইলে যাহারা থানুবী সাহেবের নামের পর ভক্তি সহকারে 'রাহমাতুল্লাহি আলাইহি' পাঠ করিয়া থাকে তাহারা কি ফেতনাবাজ, অমুসলমান নয়? যে সমস্ত পত্র পত্রিকায় ও পুস্তকাদিতে দেওবন্দী— তাবলীগি জামাতকে ফেতনাবাজ গোমরাহ ইত্যাদি বলিয়াছেন, আবার সেই সমস্ত পত্রিকায় ও পুস্তকে থানুবী সাহেব ও দেওবন্দীদের প্রতি 'রাহমাতুল্লাহি আলাইহি' লিখিয়াছেন। ফুরফুরা পন্থীগণ কি প্রমান করিতে পারিবেন যে, থানুবী সাহেব ওহাবী দেওবন্দী ছিলেন না. তিনি খাঁটি মুসলমান ও দীন্দার ছিলেন এবং তাবলীগ জামাত ওহাবী দেওবন্দী হইয়া অমুসলমান ও বেদ্বীন হইয়া গিয়াছে? থানুবী সাহেবের মত ও পথ যাহাই ছিল, তাবলিগী জামাতের মত ও পথ তাহাই রহিয়াছে। এই বার বলুন, তাবলিগী জামাতের অপরাধ কোথায়? ইহাদের প্রতি এতই খড়্গহস্ত কেন?— গুরুরা অসাবধান হইলে শিষ্যরা সাবধান হইতে পারেনা। যাঁহারা তাবলিগী জামাতে যোগ দেওয়া নাজায়েজ — বেদয়াত বলিয়া ফতওয়া লিখিয়াছেন, আবার তাঁহারা তাবলিগী জামাতের মারকাজ খুলিয়া দিয়াছেন। পশ্চিম বাংলায় সবচাইতে বড় ওহাবী অড্ডাখানা হইল 'মগরাহাট'। ইহার থেকে বড় দেওবন্দীগড় বা তাবলিগের মারকাজ আর নাই। ইহার পার্শ্ববর্ত্তি এলাকা 'সংগ্রামপুর' ফুরফুরা পন্থীদের বড় ঘাটি। বর্তমানে সংগ্রামপুর তাবলীগ জামাতের বড় গড় হইয়াছে। সংগ্রামপুর মারকাজ মাসজিদের ইমাম মাওলানা নুরুল হক সাহেব ও তাঁহার সাহেবজাদা মাওলানা এহসানুল হক সাহেব। ইহারা হইলেন এই এলাকার প্রভাবশালী আলেম। কেবল তাই নয়, মাওলানা নুরুল হক সাহেব ফুরফুরার মেজ হুজুর মাওলানা আবু জাফর সিদ্দিকী সাহেবের বিশিষ্ট খলীফা এবং মাওলানা এহসানুল হক সাহেব খেলাফতী না পাইলেও পীর সাহেবদের একনিষ্ঠ ভক্ত। ইহাদের দেখিয়া সাধারন মানুষ ব্যাপকভাবে তাবলীগ জামাতে অংশ গ্রহন করিয়াছেন। এই এলাকার অবস্থা যেন বলিতেছে, ফুরফুরার পীর সাহেবগন এতদিন পর্যন্ত না বুঝিয়া তাবলীগ জামাতের বিরুদ্ধে অপ প্রচার করিয়াছিলেন। এখন তাঁহাদের ভুল ভাঙ্গিয়াছে এবং তাবলীগ জামাতের প্রয়োজনীতা বুঝিতে পারিয়াছেন। সেইহেতু তাঁহাদের ভক্ত ও খলীফাগনকে তাবলীগের কাজে নিযুক্ত করিয়াছেন। এলাকার অবস্থা আরো বলিতেছে, তাবলীগ জামাতেই একমাত্র ইসলামী দল। যাহারা এই জামাতের বাহিরে আছে অথবা ইহার বিরুদ্ধে প্রচার চালাইতেছে, তাহরা পথ ভ্রষ্ট গোমরাহ। তাই এলাকার মানুষ বাঁধ ভাঙ্গা স্রোতের ন্যায় তাবলীগ মুখি হইয়াছেন। কিন্তু যাহারা কট্টর পীর পন্থী এবং

pdf By Syed Mostafa Sakib



প্রথম থেকেই তাবলীগ জামাতের ঘোর বিরোধীতা করিয়া আসিয়াছেন, আজ তাহারা নিরব দর্শকের ভুমিকা অবলম্বন করিয়াছেন। উহারা আন্তরিকভাবে তাবলীগকে সমর্থন করিতে পারিতেছেন না। কারন, পীর সাহেবগণ কাগজ কলমে তাবলীগ জামাতকে পথভ্রষ্ট. গোমরাহ, ফেতনাবাজ, কোরআন ও হাদীসের খেলাফ দল, নাজায়েজ ও বেদয়াত ইত্যাদি বলিয়া ভক্তদিগকে সাবধান করিতেছেন। আবার উহারা প্রকাশ্যে তাবলীগের বিরোধীতাও করিতে পারিতেছেন না। কারন, পীর সাহেবদের যোগ্য খলীফা ও ভক্ত আলেমগন তাবলীগের কাজে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। বেচারারা দিশেহারা হইয়া যাইতেছেন, কোন নৌকায় পা দিবেন তাহারা। তাবলীগ জামাত যদি হক দল হয়, তাহা হইলে পীর সাহেবগণ বিরোধীতা করিতেছেন কেন। আর যদি বাতিল ফিরকা হয়, তাহা হইলে পীর সাহেবগন তাঁহাদের ঐ সমস্ত খলীফা ও ভক্তবৃন্দকে সিলসিলা হইতে বহিষ্কার করত: উহাদের সহিত সর্ব্ব প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করিতেছেন না কেন। আবার দুই নৌকায় পা দেওয়াও বিপদ। কারন, পীর সাহেবগন হুঁসিয়ারী করিতেছেন—"খবরদার। দুই নৌকায় পা দিবেন না।"—পীরের নৈতিকতা না থাকিলে মুরীদও নৈতিকহীন হয়। পীরের পা দুই নৌকায় থাকিলে মুরীদ দশ নৌকায় পা দিতে পিছপা নয়। আমার মনে হয়, আল্লাহ তাআলা ফুরফুরা পন্থীদের যদি ছয় ডজন পা দান করিতেন তাহা হইলে উহারা ৭২টি নৌকায় পা রাখিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ উহারা দুইটি পা পাইয়াছেন মাত্র। উহারা সময়ে দুই নৌকায় পা রাখিয়া থাকেন। আবার কখন দুই নৌকায় পা রাখিয়া অন্য নৌকায় হাতও রাখিয়া দেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতেছি :— ঝাপবেড়িয়া হাই স্কুলের হেড মাষ্টার মোফাজ্জেল হক সাহেব ফুরফুরার হুজুরের একজন বিশিষ্ট মুরীদ। সম্ভবতঃ ইনি খিলাফত প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি প্রায় তাবলীগ জামাতের মারকাজ নগরাহাটে যাইয়া মাওলানা আবদুল হক সাহেবের মেজ সাহেবজাদা মাওলানা আবদুল গাফ্ফার সাহেবের জিকিরের হালকাতে অংশগ্রহন করিয়া থাকেন। আশ্চর্য হইতে হয়। পীরের হুঁসিয়ারী বানী - "দুই নৌকায় পা দিবেন না।" উপেক্ষা করতঃ একজন ঘোর ওহাবী, পাকা দেওবন্দী ও তাবলীগ জামাতের জবর্দস্ত আমীরের পশ্চাতে বসিয়া জিকির করিয়া থাকেন। আমি স্বয়ং মাষ্টার সাহেবকে বলিয়াছিলাম. আপনি নগরাহাটে যাইয়া উহাদের সহিত যোগাযোগ করিয়া থাকেন কেন? উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, যোগাযোগ এমন কিছুই করিনা ; কেবল জিকিরের মজলিসে বসিতে যাই। আমি আবার বলিলাম. আপনি কি ইহার অনুতি লইয়াছেন? তিনি তখন বলিয়াছিলেন, জিকিরের মজলিসে বসিলে ক্ষতি কি? তখন আমি বলিয়াছিলাম. অনুমতি না লইয়া আপনার যাওয়া উচিত হইবে না এবং মনে মনে বলিয়াছিলাম. এই প্রকার শিক্ষিত মানুষ সহজেই শয়তানের শিকার হইয়া যায়। — যাক, মাষ্টার সাহেব একজন সাধারন মানুষ। তিনি ইসলাম সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞ নহেন। তাঁহার পক্ষে দুই নৌকায় পা দেওয়া অতি আশ্চর্যের বিষয় নয়। কিন্তু অতি

pdf By Syed Mostafa Sakib



আশ্চর্যের বিষয় ইহাই যে, এই সিলসিলার আলেমগণ দুই নৌকায় পা দিয়া অন্ত নৌকা ধরিয়াও থাকেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতেছি কলিকাতা মাদ্রাসা বোর্ডের প্রাক্তন পরিদর্শক-মাওলানা মাওলা বক্‌শ সাহেব, আকড়া সিনিয়র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা ইরফান সাহেব ও সপ্তগ্রাম সিনিয়র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা এহসানুল হক সাহেব, আমার উস্তাদ। কিন্তু ইসলামের মৌলিক বিষয়ে ইহাদের সহিত মতভেদ হইবার কারনে আমি গুরু শিষ্যের সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছি। ১৯৮৫ সালে ঈদের চাঁদ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য এক বৈঠকে ইহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিলাম। ইহারা আমাকে দেওবন্দীদের সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন করিতে থাকেন। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলাম, উহারা পথভ্রষ্ট গোমরাহ, আদৌ আহলে সুন্নাত নয়। মাওলানা এহসানুল হক সাহেব মাওলানা ইরফান সাহেবকে লক্ষ করিয়া বার বার বলিতেছিলেন, আমি এক কথায় শুনিতে চাই দেওবন্দীরা আহলে সুন্নাত কিনা? আমিও বার বার গর্জন করিয়া বলিতেছিলাম, উহারা আহলে সুন্নাত নয়। কিন্তু তিনি ইরফান সাহেবের জবানে শুনিতে চান। মাওলানা ইরফান সাহেব সরাসরি উত্তর না দিয়া বলিয়াছিলেন—দেওবন্দীদের বিরুদ্ধে আমার বহু অভিযোগ রহিয়াছে। কেবল গোলাম ছামদানীকে দোষ দিলে হইবেনা। কিন্তু এহসানুল হক সাহেবের একই প্রশ্ন, দেওবন্দীরা আহলে সুন্নাত কিনা? এক কথায় উত্তর চাই। ইরফান সাহেব দিশেহারা মত হইয়া বলিয়াছিলেন—ফুরফুরাও আহলে সুন্নাত, বেরেলবীরাও আহলে সুন্নাত দেওবন্দীরাও আহলে সুন্নাত। দেওবন্দীদের কথা শেষ না হইতেই আমি গর্জন করিয়া বলিয়াছিলাম,— উহারা আহলে সুন্নাত নয়। এই সময়ে মওলা বক্‌শ সাহেব মৃদু হাসিতেছিলেন এবং ইরফান সাহেবকে লক্ষ করিয়া এহসানুল হক সাহেব বলিতেছিলেন— দেখ। কি বলিতেছে একবার দেখ। ইরফান সাহেব একেবারে নিরব হইয়াছিলেন। ফুরফুরা পন্থী এই বিজ্ঞ আলেমগন আজ চরম অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিলেন। ঈমান ও কুফরের পার্থ্য বোধ হারাইয়া ফেলিলেন। ইসলামের মৌলিক বিষয়ে দেওবন্দীদের সহিত বেরেলবীদিগের বিতর্ক চলিতেছে প্রায় এক শতাব্দী হইতে। উভয় পক্ষই আহলে সুন্নাত কখনই হইতে পারে না। তবে বেরেলবীগণ খাঁটি আহলে সুন্নাত, ইহাতে তাঁহাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিলনা। তাই মাওলানা এহসানুল হক সাহেব কোন প্রকার প্রতিবাদ না করিয়া কেবল দেওবন্দীদের সুন্নী হইবার স্বীকৃতি আদায় করিয়াছিলেন। যাহারা সবাইকে সন্তুষ্ট করিতে চায়, সবাই তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। বেরেলবী ও দেওবন্দী কেহই ফুরফুরাবীদের প্রতি সন্তুষ্ট নয়। কারন, ইহাদের মধ্যে ঈমান ও কুফরের বিতর্ক থাকা সত্বেও উভয়েই কেমন করিয়া আহলে সুন্নাত হয়? ইহুদী ও ইসায়ীগণ যদি আহলে সুন্নাত হয়, তথাপীও দেওবন্দীগন আহলে সুন্নাত নয়। ফুরফুরা পন্থীদের দ্বিমুখী মোনাফেকী নীতি ত্যাগ করতঃ ঈমান ও ইসলামের খাতিরে খাঁটি আহলে সুন্নাত বেরেলবী হইয়া যাওয়া উচিৎ। কারন, বেরেলবীদিগের সুন্নী হওয়ায় তাঁহাদের সন্দেহ নাই। মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব বেরেলবী-

pdf By Syed Mostafa Sakib


দেওবন্দীটি আহলে সুন্নাতী বলিয়াছেন। (ফাতাওয়ায় আমিনীয়া খঃ ৪ পৃঃ ৫১) আর যদি ইহাদের নিকট ঈমান ও ইসলামের কোন মূল্যই না থাকে। তাহা হইলে দেওবন্দীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাইয়া সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত না করিয়া নিজেদের দেওবন্দী বলিয়া ঘোষনা করিয়া দেওয়া উচিৎ। —ফুরফুরা সিলসিলার উপর সমীক্ষা করিলে প্রমান হয় যে, ইহারা ঈমান ও ইসলামকে যথার্থ মূল্য দেন না। যথা,— মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব দেওবন্দীদের পথভ্রষ্ট, ঘোর ধর্ম্মদ্রোহী, ওহাবী ও নামাজহাবী বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। (ইসলাম দর্শন, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন মাস, ১৩২২ সাল, সংগৃহীত অভিশপ্ত মযহব পৃঃ ১১৭) তিনি আবার বলিয়াছেন যে, "দেওবন্দরা ওহাবী নয়।" (ফাতাওয়ায় আমিনিয়া ৪র্থ ভাগ পৃঃ সম্ভবতঃ ৫১) ফুরফুরার বড় হুজুর মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী সাহেব বলিয়াছেন— "পীর, ওলী, নবী ও আল্লার প্রতি অহাবী (লামাজহাবী) কাসেমীদের যে ভাবের আকীয়েদ দেখা যায়। তাহাতে উহারা নিশ্চয় কাফের, কাফের, কাফের। (ওয়াজে বে-নযীর পৃঃ ৩২) আবার তিনি ১৯৭৫ সালে ২২শে ফাল্গুন সন্ধ্যার পর হাজার হাজার মানুষের সামনে বলিয়াছিলেন— আমরা এতদিন চার ভাই ছিলাম—হানিফী, শাফয়ী, মালিকী ও হাম্বলী। এখন আমরা পাঁচ ভাই হইলাম,—আহলে হাদীস— লা মাজহাবীরও আমাদের ভাই। 'ওয়াজে বে-নযীর' পুস্তকে দেওবন্দীদের কুফরী আকীদাহগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিবার পর উহাদিগকে গোমরাহ ও বেদ্বীন প্রমান করা হইয়াছে। পিয়ার ডাঙ্গার মাওলানা আহমাদুল্লাহ সাহেব উক্ত পুস্তকের সমর্থনে প্রশংসা পত্র লিখিয়াছিলেন। আবার তিনি গত ৬।১১।৮৮ সালে দেওবন্দীদের সহিত একমত হইয়া "যৌথ বিবৃতি" নামক একখানা বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছিলেন। উক্ত বিজ্ঞাপনের প্রথম কলমে আছে— "আমরা ফুরফুরা সিলসিলা ও দেওবন্দ সিলসিলার আলেমগন ও মেদিনীপুর জেলা শরীয়ত সংরক্ষন কমিটির সদস্যগন মনে করি যে, দেওবন্দ সিলসিলা ও ফুরফুরা সিলসিলা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর অনুসরণ কারী হক পন্থী জামাত। তৎসহ আমরা আরো মনে করি যে, কাদিয়ানী ফিরকা, শিয়া ফিরকা, ভণ্ড মারেফতী ফিরকা এবং যাহারা আমাদের আকাবের ও বুজুর্গানে দ্বীনদেরকে কাফের বলে তাহারা বাতিল ও গোমরাহ।" এই বিজ্ঞাপনে মাওলানা আহমাদুল্লাহ সাহেব ও মাওলানা আজীজুল হক কাসেমী সাহেব প্রমুখ স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করিতেছি, ১৯৭৪ সালে যখন আমি ফুরফুরা মাদ্রাসায় পড়িতাম। একদা মাওলানা আবু জাফর সিদ্দিকী সাহেব (মেজ হুজুর) আমাদের সহিত আলোচনা কালে আজীজুল হক কাশেমী সাহেবের প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,— মেদিনীপুর জেলায় এক সভাতে আমি (মেজহুজুর) ও মাওলানা আহমাদুল্লাহ সাহেব ছিলাম এবং ঐ সভাতে আজীজুল হক কাসেমীও ছিল। আমরা উহাকে সভায় উঠিতে দিবনা বলিয়াছিলাম। কিন্তু কিছু মানুষ বলিল যে, সে আপনাদের বিরুদ্ধে কিছু বলিবে না। আজীজুল হক কাসেমী সভায় উঠিয়াই বলিতে আরম্ভ করিয়াছে ; গ্রামে জুমা নাজায়েজ। আমি ইহা প্রমান করিয়া দিব। এখানে ফুরফুরার

pdf By Syed Mostafa Sakib


মেজ হুজুর ও মাওলানা আহমাদুল্লাহ সাহেব আছেন। আমি তাহাদের সহিত বাহাস করিতে প্রস্তুত আছি। তাঁহারা সভায় আসিতে পারেন। তখন আমি বলিলাম, আহমাদুল্লাহ চলো আমরা সভায় যাই। আমাদের আর কে নিয়ে যাবে। আমি সভাতে গিয়ে বলিলাম, এএ আজীজুল হক ভোর পেট টিপলে মেজ হুজুরের ভাত বাহির হইবে। তুই আমাকে ডাকছিস্। আগে মাওলানা রুহুল আমিন সাহেবের 'গ্রামে জুমা' কিতাব খানা খণ্ডন করে দিয়ে আয়। তারপর আমার সহিত বাহাস হইবে।— ফুরফুরার পীর সাহেবদের প্রতি আমার যে আন্তরিকতা ছিল— বিশেষ করিয়া মেজ হুজুরের প্রতি, তাহা কোনদিন ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না। একমাত্র আল্লাহ ও তাঁহার প্রিয় মাহবুব অবগত আছেন। মেজ হুজুর আমাকে আদর করিয়া বলিতেন 'এটা আমার কচি মুরীদ'। কিন্তু আজ তাঁহার কথায় চরম দুঃখ পাইলাম। মেজ হুজুরের কথা মধু অপেক্ষা মিষ্ট মনে করিতাম। কিন্তু আজ অত্যন্ত অপ্রিয় ও তিক্ত অনুভব করিলাম। তখনও পর্যন্ত যদিও আজীজুল হক কাসেমী সাহেবকে জানিতাম না। তবুও তাঁহার প্রতি আন্তরিকভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম এবং মনে মনে করিলাম আজিজুল হক কাসেমী সাহেবের ব্যক্তিগত জীবনের উপর ফের্আউনী আক্রমন করা হইল। হজঃত মুসা আলাইহিস্ সালাম ত ফেরআউনের বাড়িতে বহুকাল পানাহার করিয়াছিলেন। আরো চিন্তা করিলাম যে ফুরফুরা সিলসিলার সব চাইতে বড় দুইজন আলেম উপস্থিত থাকা সত্বেও সরাসরি বাহাস করিতে সাহসী হইলেন না কেন। যাক, এ প্রসঙ্গ এখানে ইতি করতঃ বলিতেছি,— মাওলানা আজীজুল হক কাসেমী সাহেব যিনি ফুরফুরা সিলসিলার দুই দলনেতাকে ব্যাঘ্রের ন্যায় করিয়া বাহাসের জন্য হুংকার দিয়াছিলেন। আজও তিনি তাঁহার মতের উপর অটল পাহাড়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু নৈতিকহীন, পথভ্রষ্ট গোমরাহ মাওলানা আহমাদুল্লাহ সাহেব বিড়ালের ন্যায় পর্ব্বতের পাদদেশে যাইয়া ফুরফুরা সিলসিলার পক্ষ হইতে পথভ্রষ্ট—গোমরাহ, বেদ্বীন দেওবন্দীদের হক পন্থী ও আহলে সুন্নাত বলিয়া স্বাক্ষর করতঃ নিজেদের গোমরাহ ও বাতিল ফিরকা হইবার সার্টিফিকেট কিনিয়াছিলেন। বাংলা আসামের মুফতী আবু জাফর সিদ্দিকী সাহেবও উহা অনুমোদন করিয়াছেন। তাহা না হইলে তিনি আহমাদুল্লাহ সাহেবকে সিলসিলা হইতে বহিষ্কার করতঃ পথভ্রষ্ট বলিয়া ফতওয়া প্রচার করিতেন। জানিয়া ফুরফুরা পন্থী আলেমগন কোন্ নেশায় বেরেলবীদিগকে আহলে সুন্নাত বলিয়াছিলেন। আবার আজ কোন্ আশায় দেওবন্দীদিগকে গোমরাহ বলিতেছেন।—মাওলানা রুহুল আমীন সাহেব লিখিয়াছেন,—"আমরা মীলাদ শরীফের কেয়াম মোস্তাহাব বলি, তাঁহারা (দেওবন্দীরা) উহা নাজায়েজ হারাম ও শেরক বলেন।..... মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব ফাতাওয়ায় মীলাদ শরীফের ১৩ পৃষ্ঠায় নবী (ছাঃ) এর মীলাদ শরীফকে হিন্দুদের শ্রীকৃষ্ণের সঙ করার সহিত তুলনা দিয়াছেন।" (ফাতাওয়ায় আমিনিয়া ৪র্থ ভাগ পৃঃ ৪৯) রুহুল আমীন সাহেবের দাবীদার খলীফা মোহাম্মাদ আয়নুদ্দিন গোবিন্দপুরী বলিয়াছেন,—"ফুরফুরার আমিরোশ শরিয়ত পীর সাহেব কেবলা, আগামা হজরত

pdf By Syed Mostafa Sakib


মাওলানা রুহুল আমিন ছাহেব এক যোগে দেওবন্দী ওলামাগনের সহিত 'জমিয়তে ওলামা' পরিচালনা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা কেয়াম করিতেন আর ইহারা কেয়াম করিতেন না।" ( চৈতা বাহাসের বিবরণ পৃঃ ১৭ ) আশরাফ আলী থানুবী, রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী প্রমুখ দেওবন্দীগন মীলাদ, কিয়ামকে হারাম ও শেরক বলিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাবলিগী জামাতের মাধ্যমে সুকৌশলে উহাদের ফতওয়াগুলি মানাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। গুরুরা যদি একযোগে জমিয়তের কাজ করিতে পারেন, তাহা হইলে শিষ্যরা একযোগে জামাতের কাজ করিলে ক্ষতি কোথায়? দেওবন্দীরা গোমরাহ, তাবলিগী জামাত ফেতনাবাজ ইত্যাদি বলিয়া চিৎকার করিবার কারন কি?- ফুরফুরা পন্থীদের সম্পর্কে তাহাদের পুস্তকাদি ও পত্র পত্রিকা হইতে সংক্ষিপ্ত ভাবে যাহা আলোচনা হইল, তাহাতে আশাকরি আমার নিরপেক্ষ পাঠক বৃন্দ উহাদের নৈতিকহীনতা ও গোমরাহী সম্পর্কে যথেষ্ট অবগত হইতে পারিয়াছেন। এইবার নিজেরাই বিবেচনা করিবেন যে অন্ধ ভক্তের ন্যায় উহাদের অনুসরন করিয়া চলিবেন কিনা।

# বালাকোট খণ্ডনে এক কলম

*( পুর্ব্ব প্রকাশিতের পর )*

মাওলানা আজীজুল হক কাসেমী সাহেব লিখিয়াছেন,- "ইংরাজদের রাজত্বকালে খৃষ্টান পাদ্রীগন ভারতবর্ষে ব্যাপক ভাবে খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করিতে উদ্যোগী হইয়াছিল। তাহারা অন্যান্য ধর্ম তথা ইসলাম ধর্মের মোকাবিলায় খৃষ্ট ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করিতে যাইয়া ইসলাম ধর্ম এবং হজরত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সম্পর্কে বহু অভিযোগ ও আপত্তি প্রকাশ্যে প্রচার করিত এবং মুসলমানদিগকে তাহার উত্তর দেওয়ার জন্য চ্যালেঞ্জ করিত। তাহার উত্তরে দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা নানোতা নিবাসী হজরত মওলানা কাসেম সাহেব (রঃ) কয়েকটি মুল্যবান কেতাব লিখিয়া প্রচার করিয়াছিলেন এবং কয়েকটি বাহাসে খৃষ্টান পাদ্রীদিগকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু পাদ্রীদের ইসলাম ধর্ম বিরোধী আক্রমনের মোকাবিলায় আহমদ রেজা খান সাহেব বেরেলবী এবং তাঁহার অনুসারীদের কোন ভুমিকা ছিল না এবং নাই। আরো সেই যুগেই আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী 'সত্যার্থ প্রকাশ নামক একটি পুস্তক প্রনয়ন করিয়া বৈদিক ধর্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন এবং সেই পুস্তকে ইসলাম ধর্মের সমালোচনায় একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। তাহাতে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ আপত্তি উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। সভা সমিতিতেও সেইগুলি প্রচার করিয়া বেড়াইতেন এবং মুসলমানগনকে উত্তর দেওয়ার জন্য চ্যালেঞ্জ জানাইতেন। তাঁহারা

pdf By Syed Mostafa Sakib



অভিযোগ আপত্তিগুলির খণ্ডনে ইসলাম ধর্ম্মের পক্ষ হইতে দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মাওলানা কাসেম সাহেব নানোতবী (র:) কয়েকটি অতুলনীয় পুস্তক প্রনয়ন করিয়াছিলেন এবং কয়েকটি বাহাস মোনাজারায় দয়ানন্দ সরস্বতীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়াছিলেন। আর্য-সমাজের ইসলাম ধর্ম্ম বিরোধী আন্দোলনের প্রতিরোধেও আহমাদ রেজা খান সাহেব বেরেলবী এবং তাঁহার অনুসারীদের কোন অবদান ছিলনা এবং নাই।" (বালাকোট খ: ১ পৃ: ৯, ১০)

আল্লাহ তায়াআলা প্রতি শতাব্দির শিরোভাগে একজন করিয়া মোজাদ্দিদ প্রেরন করিয়া থাকেন। (মিশকাত পৃঃ ৩৬) হুজুর সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি অ সাল্লামের পর হইতে কিয়ামত পর্যন্ত দ্বিতীয় কোন নবীর আগমন ঘটিবে না। মোজাদ্দিদ হুজুরের প্রতিনিধি হইয়া ইসলামের রক্ষনা বেক্ষনের দায়িত্ব পালন করিবেন। যিনি সে যুগের মোজাদ্দিদ হইবেন, তিনি সেই যুগের সমস্ত বাতিল ফিরকার সহিত মোকাবিলা করিয়া ইসলামের আসল রুপ প্রকাশ করিয়া দিবেন। ইমাম আহমাদ রেজা ফাজেলে বেরেলবী আলাইহির রহমাত ছিলেন যুগের মোজাদ্দিদ। যাঁহার মোজাদ্দেদীয়াতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। আরব ও আজমের উলামায়ে ইসলাম সর্ব্বসম্মতিক্রমে যাঁহাকে মোজাদ্দিদ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। সেই কলংক করিবার জন্য আজীজুর হক সাহেব আজাজিলের মত কাজ করিয়াছেন। তিনি ইমাম রেজা ও বেরেলবী জামায়াত সম্পর্কে এমনই মিথ্যা কথা লিখিয়াছেন, যাহা দিবালোকের ন্যায় সত্য। সম্ভবতঃ তিনি মনে করিয়াছেন যে, ইমাম আহমাদ রেজা সাইয়েদ আহমাদ রায় বেরেলবী ও ইসমাইল দেহলবীর ন্যায় ঝুটা মোজাদ্দিদ ছিলেন। ইমাম আহমাদ রেজার লেখনীর ময়দান কত বিশাল, তাহা উলামায়ে ইসলাম রিসার্চ করিবার বিষয় বলিয়াছেন। এই বিশাল ময়দানের চৌহদ্দী সম্পর্কে সম অবগত না হইয়া কিছু বলা বা লেখা যে মুর্খের কাজ হইবে, তাহাও তাঁহার আদৌ জানা ছিলনা। তাই তিনি নাদানের ন্যায় লজ্জাহীনভাবে লিখিয়াছেন যে, 'পাদ্রীদের ইসলাম ধর্ম্ম বিরোধী আক্রমনের মোকাবিলায় আহমাদ রেজা খান সাহেব বেরেলবী এবং তাঁহার অনুসারীদের কোন ভুমিকা ছিলনা এবং নাই। তদ্রুপ আর্য সমাজের ইসলাম ধর্ম বিরোধী আন্দোলনের প্রতিরোধেও আহমাদ রেজাখান সাহেব বেরেলবী এবং তাঁহার অনুসারীদের কোন অবদান ছিলনা এবং নাই।"—দুশমনে ইসলাম ও মুসলমানদের পরম শত্রু খৃষ্টান পাদরী ও আর্য সমাজের ইসলাম ধর্ম্ম বিরোধী আন্দোলনের মোকাবিলায় ইমাম আহমাদ রেজার ন্যায় একজন মহান মোজাদ্দিদ নিরব ছিলেন; ইহাকি আশ্চর্যের বিষয় নয়। ইহাকি তাঁহার মোজাদ্দেদীয়াতের কলংকময় চিত্র নয়। ( লা হাউলা-ওলা-কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ ) ইমাম আহমাদ রেজা এবং তাঁহার অনুসারী উলামাগন শতাধিক কিতাবে খৃষ্টান পাদ্রী ও হিন্দু পণ্ডিতদের ভ্রান্ত ধারনাগুলি অকাট্যভাবে খণ্ডন করিয়াছেন এবং ইমাম রেজা কয়েকখানা স্বতন্ত্র পুস্তক প্রনয়ন করতঃ ইসলামের সত্যতা প্রমান করিয়াছেন। যথা: 'আস্ সাম্ সাম্ আ'লা মুশাক্কিকে ফি আয়াতে উলুমিল্ আরহাম', 'জাম্মুন নাসরানী অত্তাবসীমুল

pdf By Syed Mostafa Sakib 

ঈমানী' ও 'বাইবেল মাক্বদাহ আরা অ-কায়ফারে কুফরানে নাসারা' ইত্যাদি কিতাব পাদ্রীদের খণ্ডনে লিখিয়াছিলেন। অনুরুপ হিন্দু পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীর খণ্ডনে 'কাইফারে কুফরে আরিয়া' নামক কিতাব লিখিয়াছিলেন। এতদ্ সত্বেও পাদ্রী ও পুরোহিতদের বিরুদ্ধে ইমাম রেজার কোন ভুমিকা ছিলনা বলা একমাত্র সণদ্প্রাপ্ত মিথ্যাবাদীর পক্ষে সম্ভব। আমার মনে হয় দারুল উলুম দেওবন্দে মিথ্যার কোন কোর্স পড়ান হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ আজীজুল হক সাহেব সেই কোর্সের ডিভিশন প্রাপ্ত ছাত্র। তাহা না হইলে তিনি বাস্তব সত্যকে মিথ্যায় পরিণত করিবার স্পর্ধা পাইলেন কোথায়? তবে ইহাও হইতে পারে যে, ইমাম রেজার উক্ত কিতাবগুলি পাঠ করিবার সৌভাগ্য তাঁহার হয় নাই। তাই বলিয়া তাঁহার অপরাধ ক্ষমা হইয়া যাইবে এমন কথা নহে। তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সাচ্চা নায়েব এবং ইসলামের সীমান্ত রক্ষী উলামায়ে আহলে সুন্নাতকে কলংক করিয়াছেন। তাঁহার এই পাপের প্রায়সচিত্ত স্বরূপ অবিলম্বে বিজ্ঞাপন করতঃ উলামায়ে আহলে সুন্নাতের নিকট ভুল স্বীকার করা এবং বেরেলী শরীফে উপস্থিত হইয়া ইমাম আহমাদ রেজার রওজাপাকের চৌকাঠে দাঁড়াইয়া নতশিরে করজোড়ে বিনয়ীর সহিত ক্ষমা চাওয়া উচিত।

আজীজুল হক কাসেমী সাহেব কেবল পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীর কথা উল্লেখ করতঃ মাওলানা কামেম নানোতুবী সাহেবকে ইসলামের একনিষ্ঠ খাদেম বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। কিন্তু দয়ানন্দ সরস্বতীর ন্যায় আরো একজন হিন্দু পণ্ডিত সিতারথ প্রকাশ কোরান শরীফের প্রতি বহু অভিযোগ উত্থাপন করতঃ মুসলিম সমাজকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন হাকীমুল উম্মাত মুফতী আহমাদ ইয়ার খান আলাইহির রাহমাত তাঁহার লেখা অতুলনীয় তাফাসীর 'আশ্রাফুত্ তাফসীর' কিতাবের মধ্যে শতাধিক স্থানে পণ্ডিতজীর প্রশ্নাবলীর দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়াছেন। সিতারথ প্রকাশের ইসলাম বিরোধী আন্দোলনের মোকাবিলায় মাওলানা নানোতুবী হইতে আরম্ভ করিয়া উলামায়ে দেওবন্দের কোন অবদান আছে কি? জানাইলে কৃতজ্ঞ থাকিব।

'মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ বা ইমাম মেহদী দাবী করিয়া কোরআন হাদীসকে বিকৃত করিয়া মুসলিম জনগনকে চরমভাবে বিভ্রান্ত করিতেছিল। ইংরেজ সরকারের পক্ষ হইতে তাহার পৃষ্ঠপোষকতা করা হইতেছিল। দেওবন্দী আলিমগন এই ফেৎনার মোকাবিলা করিবার জন্য ব্যাপক ভাবে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া দারুল উলুম দেওবন্দের তৎকালীন শাইখুল হাদীস আল্লামা আন্ওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রঃ) কাদিয়ানী মতবাদের খণ্ডনে আরবী ভাষায় কয়েকটি বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ প্রনয়ন করিয়াছিলেন এবং তাহার উর্দু সারসংকলন প্রচার করিয়াছিলেন। 'ভাওয়ালপুর' রাজ্যের হাইকোর্টে যাইয়া কাদিয়ানী তার্কিকদিগকে নিরুত্তর করিয়া প্রমান করিয়া আসিয়াছিলেন যে, কাদিয়ানীদিগের সহিত মুসলমানদিগের বিবাহ শুদ্ধ নহে। যেহেতু তাহারা মুসলমান নহে। কিন্তু আহমাদ রেজাখান সাহেব বেরেলবী এবং তাঁহার অনুসারীগন কাদিয়ানী ফেৎনার বিরুদ্ধেও

pdf By Syed Mostafa Sakib


ই সলামের কোন খেদমত করেন নাই।" ( বালাকোট খঃ ১ পৃঃ ১১/১২)।

মাওলানা আজীজুল হক কাসেমী সাহেবের নির্লজ্জতা দেখিয়া নিজেকে লজ্জাবোধ করিতেছি। আপনি পশ্চিম বাংলায় দেওবন্দীদের স্বনাম ধন্য লেখক সাজিয়াছেন কিন্তু কলমকে কন্ট্রল করিতে পারেন নাই। আপনার মত একজন লেখকের কলম যে মাতালের মত ঠোক্কর খাইবে তাহা আমার আদৌ জানা ছিলনা। আমি আপনার প্রতিদন্দী হইয়াও পরামর্শ দিতে কুপনতা না করিয়া লতেছি আশনি অবিলম্বে ইমাম আহমাদ রেজার লেখনী ময়দানের একাংশ 'ইমাম আহমাদ রেজা নাম্বার' কিতাবে ৩০৬ পৃষ্ঠা হইতে ৩২৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেখিয়া নিন। ইহাতে পাঁচ শত আট চল্লিশ খানা কিতাবের নাম লিপিবদ্ধ পাইবেন। প্রকৃত পক্ষে নাদানীর কারনে যদি আপনার কলম ঠোক্কর খাইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার পরামর্শ অবলম্বনে ভবিষ্যতে আপনার কলম যথেষ্ট সাবধান হইয়া যাইবে। আর যদি ইমাম রেজাক কলংক করিবার জন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সারাজীবন আপনাকে উলামায়ে আহলে সুন্নাতের বাক্ থাপ্পড় খাইতে হইবে। তবে আপনার লেখনী নিরব ইংগিত করিতেছে যে, আপনি ইমাম রেজাকে কলংক করিবার জন্য সজ্ঞানেই মিথ্যার অবলম্বন করিয়াছেন। — ইমাম আহমাদ জেরার কলমের দাপটে কাদিয়ানী জগতে ভুমিকম্প আসিয়াছিল। মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর ঝুটা নবুয়াতের রাজপ্রাসাদকে ইমাম আহমাদ রেজা কোরআন ও হাদীসের এটম (ATOM) বোম্ব দিয়া এমনই ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন যে, আজ পর্যন্ত তাহাদের রাজা ও প্রজা কাহার পাত্তা পাওয়া যায় না। পাক-ভারত উপমহাদেশে কেহ নিজেকে কাদিয়ানী বলিয়া প্রকাশ্যে পরিচয় দিতে পারে না। উলামায়ে আহলে সুন্নাত শতাধিক কিতাবে কাদিয়ানীদের অকাট্যভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। অখণ্ড ভারতের দুইশত আটষট্টি জন মোহাক্কিক আলেম উহাদের কাফের বলিয়া ফতওয়া প্রদান করিয়াছেন। আল্লামা হাশমাত আলী লাখনুবী উক্ত উলামাদিগের ফতওয়ার নকল ও মোহরগুলি ,'আস্সাওয়ারেমুল হিন্দীয়া" নামক কিতাবে লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। অনুরূপ ইমাম আহমাদ রেজা মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীকে কাফের বলিয়া ফতওয়া দিয়াছেন এবং মক্কা ও মদীনা শরীফের শতাধিক উলামায়ে কেরামগনের নিকট হইতে মির্জাজির কাফের হওয়ার ফলওয়া সংগ্রহ করিয়াছেন। যাহা 'হোসামুল হারামাইন' নামে মুদ্রিত হইয়াছে। কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে ইমাম রেজার ইসলামের খিদমাত কেবলা এখানেই সমাপ্ত নয়, বরং কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আরো কয়েক খানা স্বতন্ত্র পুস্তক প্রনয়ন করিয়া ইসলামের খিদমাত করিয়াছেন। যথা: ১) আস্ সুও অল্ ইকাব আলাল্ মাসীহিল কাজ্জাব ২) কাহরুদ্ দাইয়ন্ আলা মুরতাদে বে-কাদ্ইয়ান ৩) আলমুবীন খাতমুন্নাবীইন ৪) আস্ সারেমুর্ রব্বানী আলা ইস্রাযিল কাদ্ইয়ানী ৫) শামশীরে রব্বানী বর গারদানে কাদ্ইয়ানী ইত্যাদি। এতদ্ সত্বেও আহমাদ রেজাখান বেরেলবী এবং তাঁহার অনুসারীগন কাদিয়ানী ফেৎনার বিরুদ্ধেও ইসলামের কোন খেদমত করেন নাই, বলা একমাত্র দাজ্জাল ও শয়তানের

pdf By Syed Mostafa Sakib

পক্ষে সম্ভব।

*প্রকৃত অপরাধী কে? মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী, না কাসেম নানুতবী?* আল্লাহ্ তাআলা কোরান মাজীদে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে 'খাতামান্নাবীইন' বলিয়া নবুওয়াতের দরওয়াজা চিরতরে অবরুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। স্বয়ং হুজুর বলিয়াছেন— আমি নবুওয়াত প্রাসাদের শেষ ইট। আমার দ্বারা নবুওয়াত প্রাসাদের কাজ সমাপ্ত করা হইয়াছে। আমি রাসুলদিগের সমাপ্তকারী। আমি নবীদিগের সমাপ্তকারী। (মিশকাত পৃঃ ৫১১) এইবার তল্লাসী করা যাক, প্রকৃত অপরাধী কে? নবুওয়াতের অবরুদ্ধ দ্বার প্রথমে কে উন্মুক্ত করিল? চোর চুরির দায়ে অপরাধী অবশ্যই। কিন্তু যে বেড়া ভাঙ্গিয়া রাস্তা তৈয়ার করিয়া দিয়াছে, তাহার অপরাধ চোর অপেক্ষা কোনাংশে কম হইতে পারেনা। মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নবী দাবী করিবার জন্য শত সহস্রবার অপরাধী। ইহাতে যাহারা বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিবে তাহারা অবশ্যই কাফের। কিন্তু মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানির পুর্ব্বে যে ব্যক্তি নবুয়াতের অবরুদ্ধদারকে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, তাহার অপরাধ কি মির্জা গোলাম আহমাদ অপেক্ষা কম হইতে পারে? জগৎ বলিবে কখনই না। মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ১৯০১ সালে নিজেকে নবী বলিয়া ঘোষনা করিয়াছিলেন। ইহার বহু পুর্বে—১৮৭২ সালে দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসেম নানুতুবী সাহেব সীসা লাগানো নবুওয়াতের অবরুদ্ধ দ্বার খুলিয়া দিয়া কাদিয়ানিদের রাস্তা প্রসস্ত করিয়াছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যুগ হইতে মাওলানা কাসেম নানুতুবীর পুর্ব্ব পর্যন্ত সমস্ত উম্মাত খাতামান্নাবীইন শব্দের যে অর্থের উপর দৃঢ় ও একমত ছিল। মাওলানা কাসেম নানুতুবী উহার বিপরীত মত পোষন করতঃ লিখিয়াছেন- যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যুগের পর কোন নবী পয়দা হয়, তথাপীও হুজুরের শেষত্বে কোন পার্থক্য আসিবেনা। (তাহজীরুন্নাস পৃঃ ২৮) কাদিয়ানী সম্প্রদায় তাহাদের লিখিত 'খাতমান্—নবীঈন" নামক পুস্তকে ১৩, ১৪ পৃষ্ঠায় মাওলানা নানুতুবীর উক্তিকে উদ্ধৃতি দিয়াছে। এইবার পাঠকবৃন্দ বিবেচনা করিয়া বলুন। দেওবন্দী আলিমগন কাদিয়ানী কেৎনার মোকাবিলা করিবার জন্য ব্যাপক ভাবে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন? না চোরকে আগাইয়া দিয়া বাড়ি ওয়ালাকে জাগাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন? ইহাকি মারাত্মক অপরাধ নয়? মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানির উপর আল্লাহ তাআলার যে গজব ও অভিশম্পাত নাজিল হইয়াছিল, মাওলানা কাসেম নানুতুবীর উপরও সেই গজব ও অভিশম্পাত নাজিল হইয়াছিল। যেমন ভাওয়ালপুর কোর্ট হইতে কাদিয়ানী সম্প্রদায় অমুসলমান বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল, তেমনই ফয়জাবাদ কোর্ট হইতে দেওবন্দী সম্প্রদায় অমুসলমান বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। ইমাম আহমাদ রেজা শরীয়তের সীমা লংঘনকারী দুই অপরাধীকে গ্রেফতার করতঃ ইসলামী আদালত হইতে উভয়কেই সমান শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib



এইবার আজীজুল হক সাহেব বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। প্রকৃত খাদেমুল ইসলাম কে ?

"তুরস্কের ওসমানিয়া বংশের খলীফাগনের খেলাফতকে ধ্বংস করিবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শক্তি বিশ্বব্যাপী চক্রান্ত জাল বিস্তার করিয়াছিল। ভারতীয় মুসলমানগন তাহার বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ইতিহাসে এই আন্দোলন 'খেলাফত আন্দোলন' নামে পরিচিত। দেওবন্দী আলিমগন সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। গান্ধীজী পর্যন্ত সেই আন্দোলনে অংশগ্রহন করিয়াছিলেন। সারা ভারত সেই আন্দোলনে উত্তাল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আহমাদ রেজাখান সাহেব এবং তাঁহার অনুসারীগন সেই আন্দোলনেও অংশগ্রহন করেন নাই।" ( বালাকোট খ: ১ পৃ: ১২ )

প্রবাদ বাক্যে বলা হয়—"পাপ লুকায়না ও সাগর শুকায়না"। ইমাম আহমাদ রেজা ও তাঁহার অনুসারীগন 'খেলাফত আন্দোলনে' কেন অংশগ্রহন করেন নাই এবং দেওবন্দী আলিমগন উক্ত আন্দোলনে কেন নেতৃত্ব দিযাছিলেন, আজ তাহা প্রকাশ হইয়া যাইবে।—প্রকাশ থাকে যে, খেলাফত ও সুলতানাত এক নয়। অনুরুপ খলীফা ও বাদশা এক নয়। খলীফাতুল মোসলেমীন হইবার জন্য সাতটি শর্ত রহিয়াছে ঐ শর্তগুলির মধ্যে একটি শর্ত পাওয়া না যাইলে শরীয়ত সম্মত খলীফাতুল মোসলেমীন হইতে পারিবেনা। "সাতটি শর্তের মধ্যে একটি বিশেষ শর্ত হইল কোরাইশ' হওয়া। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—'খেলাফত সর্বদা কোরাইশদের মধ্যে থাকিবে।' ( মিশকাত পৃ: ৫৫০ )—খলীফা এবং খেলাফতকে সর্ব প্রকার সাহায্য ও হেফাজত করা অয়াজিব। মোট কথা, খলীফা ও বাদশার মধ্যে আকাশ ও পাতালের ব্যবধান রহিয়াছে। যাহা মাওলানা আজীজুল হক সাহেবের বোধগম্যের বাহিরে। তাই তিনি নাদানী করিয়া বাদশাহী আন্দোলনকে খেলাফত আন্দোলন বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন।—১৯১৯ সালে তুরস্কের বাদশা-সুলতান আবদুল হামীদ কর্তৃক যে আন্দোলনের সুত্রপাত হইয়াছিল, বাহিয্যিক ভাব ধারায় উহা মাজহাবী আন্দোলন বলিয়া মনে হইতে ছিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা ছিল বাদশাহী বা রাজনৈতিক আন্দোলন। এই আন্দোলনের সহিত ইসলামী খেলাফতের দুরের সম্পর্কও ছিলনা। এই আন্দোলনে মুসলমানদের ব্যাপক অংশগ্রহন করানোর জন্য খেলাফত কমিটি একটি চাল চালিয়া তুরস্কের 'বাদশাহ'কে খলীফা এবং 'বাদশাহী'কে খেলাফত আখ্যা দিয়াছিল। যাহার কারনে ইমাম আহমাদ রেজা উহাতে অংশগ্রহন করেন নাই। ইমাম রেজা আবদুল হামীদকে তুরস্কের সুলতান বলিয়া মানিতেন। কিন্তু উহাকে খলীফা বলিয়া সমর্থন করিতে সম্মত ছিলনা। অবশ্য ইমাম রেজা আবদুল হামীদকে সামর্থানুযায়ী সাহায্য করা অয়াজিব জানিতেন। স্বয়ং ইমাম রেজা 'জামাতে রেজায়ে মোস্তাফা'র পক্ষ হইতে তুরস্কের সুলতানকে সামর্থ অনুযায়ী সাহায্যও করিয়াছিলেন। ( আ'লা হজরত পৃ: ৩৮ মাসিক পত্রিকা, আগষ্ট সংখ্যা ১৯৯০ সাল) মোট কথা, খেলাফত আন্দোলনে ইমাম রেজার অংশ গ্রহন না করিবার

pdf By Syed Mostafa Sakib



একটি মৌলিক কারন হইল যে, উহা প্রকৃত ইসলামী খেলাফত ছিলেন না। যাহা পরবর্ত্তিকালে এই ভাবে প্রকাশ হইয়া গেল যে, স্বয়ং তুরস্কবাসীরা সুলতান আবদুল হামীদকে খলীফা বলিয়া মানিতেন না। যাহার কারনে মোস্তফা কামাল পাশা সুলতান আবদুল হামীদকে বরখাস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সমস্ত রাজনৈতিক নেতারা আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিলেন। পরে নিজেদের লজ্জা ও শরমকে ঢাকিবার জন্য তার পাঠাইয়া কামাল পাশাকে ধন্যবাদ জানাইয়াছিলেন।— খেলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহন না করিবার আরো একটি মৌলিক কারণ ইহাই ছিল যে, ইসলামী আন্দোলনের নামে খেলাফত কমিটির উদ্দেশ্য ছিল—হিন্দু-মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধ করা, কাফের ও মোশরেকদের সহিত আন্তরিক ভালবাসা স্থাপন করা, মুসলমানদিগকে হিন্দুদের অনুগত করা, কাফের মোশরেকদের জয়ধ্বনী দেওয়া ও শরীয়তের হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করা ইত্যাদি। এইগুলি ইমাম আহমাদ রেজা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতঃ দুরে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।— খেলাফত আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর অংশগ্রহন করায় এবং সারা ভারত উত্তাল হওয়ায় আরো পরিস্কার হইয়াগিয়াছে যে, উহা আদৌ 'ইসলামী খেলাফত' আন্দোলন ছিলনা। কারন, গান্ধীজী কি ইসলাম দরদী ও মুসলমানদের হিতাকাঙ্খী ছিলেন? কখনই না। তবে জানিনা আজীজুল হক সাহেবের ন্যায় গান্ধীবাদী দেওবন্দী মৌলবী আমার সহিত একমত হইবেন কিনা। যিনি তুরস্কে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি নিজের দেশে মুসলমানদের ন্যায্য দাবী পুরনে সর্বস্তরে বিরোধীতা করিয়াছিলেন কেন? ইহার পরও কি কাহার বুঝিতে বাকী থাকে যে, খেলাফত আন্দোলনে গান্ধীজী কেন অংশগ্রহন করিয়াছিলেন। এবং সারা ভারত কেন উত্তাল হইয়াছিল —এই ভুয়া আন্দোলনের নামে লেখাফত কমিটি লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিল। যথা: খেলাফত কমিটির জনৈক সদস্য মৌলবী আবদুর রাজ্জাক মালিয়াহ্‌বাদী বলিয়াছেন—"খেলাফত আন্দোলনে ভারতবর্ষের গরীব মুসলমানেরা প্রচুর ধন সম্পদ খেলাফত তহবিলে দান করিয়াছেন। পরদাশীলা মহিলাগন অলংকারাদী দান করিয়াছেন। স্বয়ং নেতারা স্বীকার করিয়াছিলেন যে ছাপান্ন লক্ষ টাকা জমা হইয়াছিল। কিন্তু ঐ তহবিলের পরিনাম কি হইয়াছিল? উক্ত টাকার সামান্য অংশ তুর্কীদের জন্য পাঠান হইয়াছিল। বাকী সমস্ত টাকা নেতারা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। আমি উহা স্বচক্ষে দেখিতাম যে, বড় বড় নেতারা সমাজের টাকা কেমন আত্মসাৎ করিতে পারে।" (জিকরে আজাদ পৃ: ৩৮৮) মৌলবী আবদুর রাজ্জাক মালিহাবাদী প্রথমতঃ খেলাফত কমিটির সদস্য ছিলেন। কিন্তু যখন উহার নিকট কমিটির আসল রূপ প্রকাশ হইয়া গিয়াছিল অথবা সমান ভাগ পাইয়াছিলেন না। তখন গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। ইমাম আহমাদ রেজা খোদা প্রদত্ত দুরদর্শিতায় বুঝিয়াছিলেন যে, খেলাফত আন্দোলনের নামে মুসলমানদের গোমরাহ্‌ করা হইবে। সেইহেতু তিনি প্রথম হইতে উহাতে অংশগ্রহন করেন নাই এবং কয়েকটি বিজ্ঞাপণ দ্বারা মুসলমানদের নিকট খেলাফত কমিটির আসল রূপ প্রকাশ করিয়া ছিয়াছিলেন। পরিশেষে

pdf By Syed Mostafa Sakib



'আল হুজ্জাতুল মো'তামিনা' নামক পুস্তক লিখিয়া প্রচার করিয়া নিজের ইসলামী দায়িত্ব পালন করিয়া ছিলেন। ভারতবর্ষের বিখ্যাত আলেম মাওলানা আবদুল বারী ফিরিংগী সাহেবও পর্যন্ত খেলাফত কমিটির চক্রান্তে পড়িয়া গিয়াছিলেন। পরে উহার আসল রূপ জানিতে পারিয়া অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছিলেন। —জামিয়াতুল্ উলামা হিন্দের বোম্বাই শাখার সভাপতি মাওলানা মোখতার আহমাদ সিদ্দিকী এক চিঠিতে লিখিয়াছেন,—"এই প্রদেশে ওহাবীরা তুর্কীদের করুণাবস্থার কথা বর্ণনা করিয়া যে সমস্ত টাকা আদায় করিয়াছিল, সেই টাকা দিয়া দুই লক্ষ 'তাকবীয়াতুল ঈমান' ছাপাইয়া বিনামুল্যে বিতরণ করিয়াছে ." ( খুতবাতে সাদারাত পৃঃ ২১ সাল ১৯২৫, মুরাদাবাদ হইতে ছাপা, সংগৃহীত আ'লা হজরত পৃঃ ৩৯ আগষ্ট সংখ্যা, সাল ১৯৯০) খেলাফত আন্দোলনে দেওবন্দী আলেমগন কেন নেতৃত্ব দিযাছিলেন, তাহা পাঠকবৃন্দের আর বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। তাই প্রথমে প্রবাদ বাক্য বলিয়াছি—'পাপ লুকায়না ও সাগর শুকায়না'। — পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য প্রসঙ্গত উল্লেখ করিতেছি.— মৌলবী ইসমাইল দেহলবী 'তাকবীয়াতুল ঈমান' কিতাবখানা লিখিয়া সর্বপ্রথম অংও ভারতে ওহাবীয়াতের বীজ বপন করিয়াছিলেন। এই কবিতাটি লিখিবার কারণে মৌলবী ইসমাইল দেহলবী পাঞ্জাবের পাঠানদের হাতে নিহত হইয়াছিলেন। দেওবন্দীরা বালাকোটে উহার কাল্পনিক কবর দেখাইয়া থাকে। এক কথায় 'তাকবীয়াতুল ঈমান' কিতাবখানা প্রকৃত পক্ষে ঈমান ও ইসলাম ধ্বংসকারী কিতাব। উলামায়ে দেওবন্দ উহার পুর্ণ সমর্থক। তাই উহারা তুর্কীদের নামে গরীব মুসলমানদের অর্থ সংগ্রহ করিয়া দুই লক্ষ 'তাকবীয়াতুল ঈমান' ছাপাইয়া বিনামুল্যে বিতরন করিয়াছিল।- ইমাম আহমাদ রেজা এবং তাঁহার অনুসারীগন কোরান, হাদীসের আলোকে খেলাফত কমিটির চক্রান্তময় উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়া উহার চরম বিরোধীতা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালে স্বয়ং খেলাফত কমিটির মুফতী মৌলবী রেসাসাত আলী সাজাহানপুরী এবং উক্ত কমিটির অন্যতম নেতা আবদুল মজিদ বাদাউনী উলামায়ে আহলে সুন্নাতের ফতওয়াকে সমর্থন করিয়াছিলেন। তবুও বে-ঈমানের দলেরা ইমাম আহমাদ রেজা এবং তাঁহার অনুসারীদিগকে বদ্‌নাম করিতে পিছপা নহে।

'সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ শক্তিকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিয়া ভারতকে স্বাধীন করিবার জন্য যেই ব্যাপক স্বাধীনতা সংগ্রাম দফায় দফায় পরিচালিত হইয়াছিল তাহার প্রত্যেক স্তরে দেওবন্দী আলিমগন মুখ্য ভুমিকায় অংশগ্রহন করিয়াছিলেন। ..... ..... কিন্তু আহমাদ রেজাখান সাহেব বেরেলবী তাঁহার অনুসারীগনসহ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কোন রকম অংশগ্রহন করেন নাই। বরং ইংরাজ শাসিত ভারতবর্ষকে 'দারুল ইসলাম' অর্থাৎ ইসলামের দেশ' বা 'মুসলমানদের জন্য শান্তির দেশ' বলিয়া প্রমান করিবার উদ্দেশ্যে তিনি একটি পুস্তিকা প্রনয়ন করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন; পুস্তিকাটির নাম 'এলামুল আলাম বে আন্না হিন্দুস্তান দারুল ইসলাম।" ( বালাকোট পৃ: ১২/১৩ )

'ইমাম আহমাদ রেজা' প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় ইতিহাসের আলোকে প্রমান করানো হইয়াছে,

pdf By Syed Mostafa Sakib



দেওবন্দী আলেমগন সর্ব্বদা ব্রিটিশ সরকারের পাশে ছায়ার ন্যায় দাঁড়াইয়াছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে উহাদের মুলতঃ কোন অবদান নাই। ইতিহাসের আয়নাতে উহাদের কালো মুখ দেখিবার মত নয়। উহারা নিজেদের মুখের কালিমাতে ইমাম আহমাদ রেজাকে কলংক করিবার অপচেষ্টা করিয়াছে। —ইমাম আহমাদ রেজা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহন করেননি কেন? ইমাম আহমাদ রেজার রাজনৈতিক চিন্তাধারা অপেক্ষা ইসলামী চিন্তাধারা ছিল অনেক গুনে বেশী। তিনি ইংরেজদের দাসত্বের জুতা কেলিয়াদিয়া হিন্দুদের দাসত্বের মালা গলায় পরিয়া উহাদিগকে সর্ব্বময় কর্তা বলিয়া স্বীকার করিতে আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। যেমন একশ্রেনীর সার্থান্বেষী মুসলমান এবং জমীয়াতুল উলামা হিন্দের নেতারা হিন্দুরের দিকে প্রীতি ও মুহাব্বাতের হাত বাড়াইয়াদিয়া উহাদিগকে পথপ্রদর্শক বলিযা মানিয়া লইয়াছিল। মাওলানা শওকাত আলী সাহেব হিন্দুদের সন্তুষ্ট করাই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্ট করা বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন। এমনকি আবুল কালাম আজাদ সাহেব মহাত্মাগান্ধীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কোরআনের বিকৃত ব্যাখা করতঃ লিখিয়াছিলেন—"মানুষ যে কোন মাজহাব ও ধর্ম্মের হউক না কেন যদি সে আল্লার প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাহা হইলে পরকালে নাজাত পাইবে।" (সারা শ) ( তরজমানুস কোরআন ১ম খঃ সংগৃহীত 'আ'লা হজরত পৃঃ ৪১ আগষ্ট সংখ্যা ১৩৯০ সাল ) গান্ধীজী আজাদ সাহেবের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তফসীরের ঐ অংশটুকু গুজরাটি ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচারও করিয়াছিলেন। এক শ্রেণীর মুসলমানের ধারনা ছিল যে, বিদেশী কাফের মোশ্‌রেকদের নিকট পরাধীনতা বরণ করা ভাল। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টীতে দেশী ও বিদেশী বলিয়া কিছুই নাই। শক্তি চাই বিদেশী মোশ্‌রেকদের হউক অথবা দেশী মোশ্‌রেকদের হউক ইসলামের দৃষ্টিতে সবই এক। ইমাম আহমাদ রেজা মুসলমানদের ভ্রান্ত ধারনা হইতে মুক্ত করিবার জন্য সর্ব প্রকার প্রচেষ্টা চালাইয়া ছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, যদি রাজত্ব হয়, তাহা হইলে ইসলামের হউক, অন্যথায় ইসলামের দৃষ্টিতে দেশী ও বিদেশী সবাই সমান। যদি মুসলমানেরা কেবল ইসলামী স্বাধীনতার জন্য সাগ্রাম করিত, তাহা হইলে ইমাম আহমাদ রেজা অবশ্য অবশ্যই অংশগ্রহন করিতেন। যেমন পাকিস্তান আন্দোলনের সময় একজনও হিন্দু অংশগ্রহন করেন নাই। ইমাম আহমাদ রেজার অগণিত শিষ্য, ভক্ত ও খলীফাগন অংশগ্রহন করিয়াছিলেণ।—ইমাম আহমাদ রেজা প্রথম হইতে ইহুদী, ইসায়ী,—খৃষ্টানদের সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করিবার পূর্ণ পক্ষপাতি ছিলেন কিন্তু চরমপন্থী হইয়া নয় শরীয়তের সীমা লংঘন করিয়া নয়। তাঁহার লিখিত 'ইলামুল আ'লাম' কিতাব হইতে ইহার প্রমান পাওয়া যায়। ইমাম আহমাদ রেজা পাদ্‌রীদের ইসলাম বিরোধী অপ-প্রচারকে কখনই বরদাশ্‌ত করিতেন না। অত্যন্ত কঠোর মনোভাব নিয়া তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। জনৈক খৃষ্টান পাদ্‌রী কোরআনের প্রতি প্রশ্ন করতঃ বলিয়াছিল, 'মাতৃগর্ভে পুত্র আছে, না কন্যা আছে উহা কাহার জানা নাই।' ইহা কোরআনের কথা। কিন্তু আমরা এমন যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছি, যাহা দ্বারা উহা

pdf By Syed Mostafa Sakib


বলিয়া দিব। ইহাতে পাটনা শহরের বহু মুসলমান বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ১৮৯৭ সালে কাজী আবদুল অহীদ সাহেব পাদরীর উক্তিকে নকল করিয়া ইমাম আহমাদ রেজার নিকট উত্তর চাহিয়াছিলেন। ইমাম রেজা এবিষয়ে 'আস্‌সাম্‌ সাম্‌ আলা মুশাক্কিকে ফি আয়াতে উলুমিল আরহাম' নামক কিতাব লিখিয়া পাদরীর প্রশ্নের অখণ্ডনীয় উত্তর দিয়াছিলেন। উক্ত কিতাবখানা পাঠ করিলে সহজে উপলব্ধি করা যায়, খৃষ্টানদের প্রতি ইমাম রেজা কেমন কট্টর ছিলেন। খৃষ্টানদের রাজত্বে বাস করিয়া তাহাদের ধর্মীয় ধারণার বিরুদ্ধে পূর্ণ প্রতিবাদ করায় পরিস্কার বুঝা যায়, তিনি ব্রিটিশ সরকারকে আদৌ পরওয়া করিতেন না। পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য উক্ত কিতাব হইতে কিছু অংশের উদ্ধৃতি দেওয়ার ইচ্ছা থাকা সত্বেও স্থানাভাবে সম্ভব হইল না। —ইমাম আহমাদ রেজা ইসলামী বিধানের বিরুদ্ধে দোস্ত ও দুশমন কাহার বরদাস্ত করিতেন না। ১৯১৩ সালে কানপুর শহরে মাছ বাজারের মাসজিদের একাংশ সরকার রাস্তা তৈয়ার করিয়াছিল। মুসলমানদের আন্দোলন চরম পর্যায় পৌছাইলে সরকার গুলি চালাইয়াছিল যাহাতে বহু মুসলমান শহীদও হইয়াছিল। ১৯১৩ সাল ১৬ই আগষ্ট মাওলানা আবদুল বারী ফিরিংগী, রাজা সাহেব মাহমুদ আবাদ ও স্যার রেজা আলী ইত্যাদিগন মুসলমানদের প্রতিনিধি হইয়া লেফটেন্যান্ট গভর্ণরের সহিত সাক্ষাত করিয়াছিলেন। অতপর ১৯১৩ সাল ১৪ অক্টোবর মুসলমানদের উক্ত প্রতিনিধিগন সরকারের সহিত কয়েকটি শর্ত্তের উপর মিমাংসা করিয়াছিলেন। উহার মধ্যে একটি শর্ত্ত ছিল, মাসজিদের যে অংশটি রাস্তার মধ্যে রহিয়াছে, উহার উপরে মাসজিদের গোসলখানা হইবে এবং যাতায়াতের জন্য নীচে ফুটপাত করিয়া দেওয়া হইবে। যেহেতু চুক্তিটি ছিল ইসলাম বিরোধী, সেহেতু ইমাম আহমাদ রেজা সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বন্ধু মাওলানা আবদুল বারী সাহেবের বিরুদ্ধে 'ইবানাতুল মুতাওয়ারী ফি মুসালিহাতে আব্দিল বারী' নামক কিতাব লিখিয়াছিলেন। – ইমাম আহমাদ রেজা মুসলমানদের ঘরোয়া বিষয়ে মীমাংসার জন্য সরকারী আদালতে যাইবার ঘোর বিরোধী ছিলেন। ১৯১২ সালে 'তাদবীরে ফালাহ্‌ অ নাজাত্‌ অ ইসলাহ্‌' নামক কিতাব লিখিয়া মুসলমানদের সরকারী আদালতে যাইতে কঠোরভাবে নিষেধ করত: বলিয়াছিলেন, আল্লাহ তাআল যেই জাতির জন্য কোরআন ও হাদীসকে বিচারক করিয়া দিয়াছেন। সেই জাতি কখনই আল্লাহ ও রাসুলের দুশমনদের আদালতে গিয়া কোরআন ও হাদীসকে অসম্মান করিতে পারেনা।

— ইমাম আহমাদ রেজা যেমনই ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা রাখিতেন, তেমনই উহাদের রাজা-মহারাজাদিগের প্রতিও আন্তরিক ঘৃণা রাখিতেন। তিনি সর্বদা খামের উপরে টিকিট উল্টো করিয়া লাগাইতেন এবং বলিতেন রানী ভিক্টোরিয়া ও পঞ্চম জর্জের মাথা নিচু করিয়া দিলাম। যখন তাঁহার পোষ্টকার্ডে পত্র লিখিবার প্রয়োজন হইত, তখন রাজা ও রানীর মস্তক নিচের দিকে রাখিয়া উপরের দিকে ঠিকানা লিখিতেন। তিনি তাঁহার ভক্তবৃন্দকে খামের উপর অতিরিক্ত টিকিট লাগাইতে নিষেধ করিতেন এবং বলিতেন, বিনা কারণে খৃষ্টানদের পয়সা কেন বেশি করিয়া দেওয়া হইবে। ( আ'লা হজরত পৃঃ ৩৬

pdf By Syed Mostafa Sakib



মে ও জুন সংখ্যা ১৯৯০ সাল ) তাঁহার খৃষ্টান বিরোধী মনোভাব বিস্তারিত জানিতে হইলে প্রফেসার মাসউদ আহমাদ দেহলবীর লেখা 'গোনাহে বে-গোনাহী' পাঠ করুন— ইহাতে আদৌ সন্দেহ নাই, ইমাম আহমাদ রেজা ব্রিটিশ সরকারের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং আন্তরিকভাবে উহাদের ঘৃণা করিতেন। তিনি নরম পন্থায় চরম পন্থী ছিলেন। যাহাতে মুসলমানেরা কোন প্রকার ক্ষতির সম্মুখিন না হয়।

***—ইমাম আহমাদ রেজা ইংরাজ শাসিত ভারতবর্ষকে 'দারুল ইসলাম' বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন কেন ?*** ইহা জানিবার পুর্বে 'দারুল ইসলাম' ও 'দারুল হরব' কাহাকে বলা হয়, জানা প্রয়োজন। যে দেশে ইসলামী আইন কানুন ব্যাপক চালু থাকে, ঐ দেশকে ইসলামের পরিভাষায় দারুল ইসলাম' বলা হয়। দারুল হরব' হইবার জন্য অনেকগুতি শর্ত্ত রহিয়াছে। যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ শর্ত্তগুলি পুর্ণভাবে পাওয়া না যাইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন দেশ 'দারুল হরব' হইবে না। যথা ঃ ১) কাফের মোশ্‌রেকদের দেশ শাসন করা ২) মোশ্‌রেকদের মোশরেকানা কানুন প্রকাশ্যে চালু থাকা ৩) ইসলামী কানুন মুলতঃ চালু না থাকা ৪) দারুল হরবের নিকটে কোন মুসলিম দেশ না থাকা ৫) মুসলমান ও মোশ্‌রেক উভয়ের কানুন চালু না থাকা ইত্যাদি। ( শামী খঃ ৪ পৃঃ ১৭৪ ) প্রকাশ থাকে যে দারুল ইসলাম' হইতে ব্যাপকভাবে চলিয়া যাওয়া হারাম। কারণ, মসজিদ ও মুসলমানদের কবরস্থানগুলি বে-ইজ্জত হইয়া যাইবে। 'দারুল হরবে' মুসলমানদের বাস করা হারাম। 'দারুল ইসলামের' দিকে হিজরত করতঃ চলিয়া যাওয়া ফরজ। ইহা হইল ইসলামের বিধান। —ইমাম আহমাদ রেজা ইংরাজ শাসিত ভারতবর্ষের মধ্যে 'দারুল হরব' হইবার শর্ত্তাবলী পুর্ণভাবে পাওয়া না যাইবার কারণে ভারতবর্ষকে 'দারুল ইসলাম' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষে মুসলমানদের থাকিবার মৌলিক অধিকার আছে প্রমান করিয়াছিলেন। ইমাম আহমাদ রেজা ভারতবর্ষকে দারুল ইসলাম বলিয়া প্রমান করিয়া বর্ত্তমান ভারতবর্ষের ২০/২২ কোটি মুসলমানের উপর কতবড় অবদান রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আজীজুল হক কাসেমী সাহেবের ন্যায় বে ঈমান বুঝিতে পারিবেন না। ইংরাজ শাসিত ভারতবর্ষ যদি দেওবন্দীদের ধারনায় দারুল হরবই' ছিল, তাহা হইলে ইসলামী বিধানানুযায়ী তাহারা ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পরিবর্ত্তে দারুল উলুম দেওবন্দের ন্যায় দাজ্জালের ক্যাম্প কেন খুলিয়া রাখিয়াছিল মাওলানা আজীজুল হক সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ব্রিটিশের যুগ হইতে আজ পর্যন্ত শাসন ব্যবস্থা একই রহিয়াছে, কেবল শাসক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' বলিবেন, না 'দারুল ইসলাম' বলিবেন ? যদি 'দারুল হরব' বলেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষে থাকা আপনাদের মৌলিক অধিকার নাই। দাজ্জালের বড় ক্যাম্পটি রন্ধ করিয়া স্বদলবলে ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যান। বি জে পি—আর এস এস ইত্যাদি দলের মহান নেতা এল-কে আদবানীর কলিজা একটু ঠাণ্ডা হউক। আর যদি বলেন, বর্ত্তমান ভারত

pdf By Syed Mostafa Sakib


বর্ষ 'দারুল ইসলাম'। তাহা হইলে বলুন, ব্রিটিশের শাসনকালে মুসলমানেরা ধর্মীয় দিক দিয়া কি পরাধীন ছিল এবং স্বাধীনতার পর কংগ্রেস ও জনতা ইত্যাদি সরকারের আমলে মুসলমানেরা কি স্বাধীন হইয়াছে? ইহার উত্তর প্রস্তুত করিবার জন্য আপনার আরও একবার দাজ্জালী ক্যাম্পে ট্রেনিং এর জন্য ভর্ত্তি হইতে হইবে।—"ইমাম আহমাদ রেজা ইংরাজ শাসিত ভারতবর্ষকে 'দারুল ইসলাম' বলিয়াছিলেন," উল্লেখ করিয়া আজীজুল হক সাহেব ইমাম রেজার দিকে যে তীর নিক্ষেপ করিতে চাহিয়াছেন, সেই তীরে তাঁহার গুরুজনেরা যে নিহত হইবে, তাহা তাঁহার জানা নাই। দেখুন। দেওবন্দীদের নির্ভর যোগ্য আলেম হজরত মাওলানা আবদুল হাই লাখ্নুবী সাহেব ইংরাজ শাসিত ভারতবর্ষকে দৃঢ়তার সহিত দারুল ইসলাম বলিয়াছেন। (মাজমূয়াতুল ফাতাওয়া খঃ ১ পৃঃ ১২৩) ইংরাজ শাসিত ভারতবর্ষ সম্পর্কে রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী সাহেব দৃঢ়তার সহিত কিছুই বলিতে পারেন নাই। তিনি কেবল বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষ 'দারুল হরব' হওয়ার ব্যাপারে উলামাদিগের মতভেদ রহিয়াছে।" (ফাতাওয়ায় রশিদীয়া পৃঃ ৪৩০) অনুরূপ কাসেমী নানুতুবী সাহেবও দৃঢ়তার সহিত ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' বলিতে পারেন নাই। (কাসেমুল উলুম পৃঃ ২৬৪) এইবার বলুন। আজীজুল হক সাহেব কোন শোকে কাতর হইয়া ইমাম আহমাদ রেজাকে চিহ্নিত করিয়াছেন।—প্রিয় পাঠকবৃন্দ, ইতিহাসের আয়নাতে মাওলানা আশরাফ আলী থানুবী সাহেবের কালোমুখটা একবার দেখিয়া নিন। ব্রিটিশ সরকারের সৌভাগ্য। তাহারা আশরাফ থানুবীকে এজেন্ট স্বরূপ পাইয়াছিল। সাধারন মানুষের উপর থানুবী সাহেবের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সাধারন মানুষ তাঁহাকে হাফেজ, কারী, পীর-মোরশিদ, মুফতী ও হাকীমুল উম্মাত বলিয়া সমাদর করিয়া থাকে। জাঁহাবাজ সরকার প্রভাবশালী পীর সাহেবকে হাতিয়ার বানাইয়া মুসলমানদের ঐক্যে ভাঙ্গন ধরাইয়াছিল। ব্রিটিশ সরকার তাহাদের প্রিয় এজেন্ট থানুবী সাহেবকে তৎকালীন মুদ্রায় মাসিক ছয়শত টাকা বেতন প্রদান করিত। যাহা বর্তমান মুদ্রায় প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা। ধুরন্ধর সরকার অত্যন্ত চালাকীর সহিত টাকা পাঠাইত। যাহাতে সাধারণ মানুষ বুঝিতে না পারে। সুতরাং দেওবন্দীদের নির্ভরযোগ্য শাফী মৌলবী শাবীর আহমাদ উসমানী জমিয়াতুল উলামা হিন্দের সদস্যদের সম্মুখে বলিয়াছেন—"দেখুন। হজরত মাওলানা আশরাফ আলী সাহেব (রঃ) আমাদের ও আপনাদের সর্ব্বসম্মত বুজুর্গ ও পেশওয়া ছিলেন। তাঁহার সম্পর্কে কিছু লোকের বলিতে শুনা গিয়াছে যে, ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হইতে তাঁহাকে মাসিক ছয়শত টাকা প্রদান করা হইত। তবে অত্যন্ত সুকৌশলে প্রদান করা হইত, স্বয়ং মাওলানা থানুবী সাহেব পর্যন্ত জানিতে পারিত না।" (মুকালামাতুস্ সাদরাইন পৃঃ ৯) ব্রিটিশ সরকার থানুবী সাহেবকে অত্যন্ত আদর ও আরামের সঙ্গে রাখিয়াছিল, যাহা থানুবী সাহেব নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন যথা:—"জনৈক ব্যক্তি আমাকে (আশরাফ আলীকে) জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। যদি রাজত্ব তোমাদের হইয়া যায়, তাহা হইলে ইংরেজদের সহিত কেমন ব্যবহার করিবে? আমি বলিলাম,

pdf By Syed Mostafa Sakib

উহাদের অনুগত করিয়া রাখিব। তবে সেই সঙ্গেই উহাদের অত্যন্ত আরামের সহিত রাখিব। কারন, উহারা আমাকে আরাম দিয়াছে। (ইফাদাতুল ইয়াওমীয়া খঃ ৪ পৃঃ ৬৯৭)—থানুবী ভক্ত আজীজুল হক সাহেবকে বলিতেছি; আপনী ইমাম আহমাদ রেজা সম্পর্কে এই প্রকার দৃষ্টান্ত প্রমান করুন। অন্যথায় তাঁহাকে অযথা বদনাম করা হইতে বিরত থাকুন। ক্রমশঃ .....

# পীরজাদা কুতবদ্দিন সাহেব তওবা করুন

ফুরফুরার পীর মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী সাহেবের স্মরণে প্রকাশিত সাপ্তাহিক মুজাদ্দেদ পত্রিকায় 'মুজাদ্দেদ জামানের (রহঃ) দরবার শরীফ ও ইসালে সওয়ার' শিরোনাম দিয়া পীরজাদা মাওলানা কুতবদ্দিন সাহেব তাঁহার দাদার দরবারের মান মর্যাদা ও ইসালে সওয়ারের গুরুত্ব ও মাহত্ব বুঝাইবার জন্য বহু কিছু আলোচনা করিবার পর শেষ কলমের দিকে লিখিয়াছেন—পীর মুরিদী করিতে গিয়া অর্থ ও গদির স্বার্থে সেলসেলার এবং মুজাদ্দেদ জামান (রহ:) এর দরবার শরীফ ও ইসালে সওয়ারের মর্যাদা ক্ষুন্ন হেও প্রতিপন্ন না হয় সেদিক থাঁটি ভক্তবৃন্দের সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া মরিতে হইবে এবং কেয়ামতের দিন মুজাদ্দেদ জামান (রহঃ) এর হক দলের অন্তরভুক্ত হইতে হইবে। আধ্যাত্মিক জগতে বেলায়েতে মুজাদ্দেদিয়াত হইতে উচ্চ মকাম (পদ) আর নাই। আদম (আ:) ছাড়া

---

প্রত্যেক নবীই (আঃ) মুজাদ্দেদ ছিলেন।" (মুজাদ্দেদ পৃঃ ৪, ৭ই জুন সংখ্যা, ১৯৯০ সাল)।

আল্লাহ তায়ালার নিকট আধ্যাত্মিক জগতে নবুওত ও রিসালাত অপেক্ষা উচ্চ পদ আর কিছুই নাই। মুজাদ্দেদীয়াত হইল নবুওয়াতের ছায়া স্বরূপ। নবুয়াত অপেক্ষা মুজাদ্দেদীয়াতকে বড় ধারনা করা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী ও কুফরী। কোন পীর, ওলী, গওস, কুতুব ও মুজাদ্দিদ কোনো নবীর পদ মর্যাদায় পৌছিতে পারেনা। ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত কোন ওলী অথবা মুজাদ্দিদকে নবী অপেক্ষা উচ্চ মর্যাদা দান করিলে ইসলামী বিধানানুযায়ী অবশ্যই কাফের হইবে। পীরজাদা কুতবদ্দিন সাহেব তাঁহার দাদার বেলায়েত ও মুজাদ্দেদীয়াতে মত্ব হইয়া নবুওয়াতের মর্যাদা হানী করিয়াছেন। তিনি বেলায়েতে মুজাদ্দেদিয়াতকে নবুওত অপেক্ষা উচ্চ পদ বলিয়াছেন। সেই সঙ্গেই হজরত আদম আলাইহিস্ সালাম যে, এই উচ্চপদ মর্যাদা হইতে বঞ্চিত ছিলেন তাহাও প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার কথায় পরক্ষ প্রমান হইয়াছে যে, মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী সাহেবের পদ মর্যাদা আদম আলাইহিস্ সালাম অপেক্ষা উচ্চ ছিল। কারন আবু বকর সাহেব মুজাদ্দেদ ছিলেন। কিন্তু আদম আলাইহিস্ সালাম মুজাদ্দেদ ছিলেন না। (নাউজু বিল্লাহ) কুতবদ্দিন সাহেব তাঁহার দাদার দরবার ও ইসালে সওয়ারের মর্যাদা ক্ষুন্ন যাহাতে না হয়, সেদিকে অত্যন্ত কড়া প্রহরা দিয়াছেন। ইহাতে আমাদের আদৌ আপত্তি থাকিতে পারেনা। কিন্তু তাঁহার দাদার মর্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

নবুওতের মর্যাদা ক্ষুন্ন করিবেন, আমরা তাহা আদৌ বরদাশ্‌ত করিতে পারিব না। "আধ্যাত্মিক জগতে বেলায়েতে মুজাদ্দেদিয়াত হইতে উচ্চ মাকাম (পদ) আর নাই। আদম (আঃ) ছাড়া প্রত্যেক নবীই (আঃ) মুজাদ্দেদ ছিলেন।" ইহা প্রমান করুন। অন্যথায় পীরজাদা কুতবদ্দিন সাহেব তওবা করুন।

# ইমামে কা'বার পশ্চাতে নামাজ হারাম

আল্লাহ তাআলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের অসিলায় মক্কা ও মদীনা শরীফকে সম্মানিত করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া কা'বা শরীফকে মুসলিম জাতির জন্য ঈমান ও ইসলামের প্রাণকেন্দ্র করিয়াছেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ এই পবিত্র কাবা শরীফ ও মাসজিদে নবুবীর ইমামগন ঈমান ও ইসলামের মাথা খাইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। কারন, ইহারা ওহাবী। বর্তমানে সৌদী সরকার —আরব জগৎ ওহাবী মতাবলম্বী। উহারা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী ধারনা পোষন করিয়া থাকে। যথা, "হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কবরে স্বশরীরে জীবিত নাই। কবরে সাধারন মানুষের যে অবস্থা তাঁহারও সেই অবস্থা। হুজুরের রওজাপাক যিয়ারত করিতে যাওয়া হারাম ও ব্যাভিচারের পর্যায় গোনাহ। তিনি শাফায়াত করিতে পারিবেন না। আমাদের প্রতি তাঁহার কোন অবদান নাই। নিতি আমাদের মতই মানুষ ছিলেন। তাঁহার অসিলা দিয়ে দোওয়া চাওয়া জায়েজ নয়। আল্লার নবী অপেক্ষা আমাদের হাতের লাঠি বেশী সাহায্যকারী। কারন, লাঠি দ্বারা আমরা কুকুর মারিয়া থাকি। হানিফী, শাফয়ী ইত্যাদি মাজহাব অবলম্বন করা শির্ক। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রতি দরুদ, সালাম ও মীলাদ পাঠ করা বিদয়াত হারাম। যাহারা উহাদের অনুসরন করিবেনা, তাহারা মুসলমান নয়"। (সংগৃহীত আশ্‌শিহাবুস্ সাকিব ২৪ পৃঃ. হইতে ৬৭ পৃঃ. লেখক হোসাইন আহমাদ মাদানী) আল্লামা শামী ওহাবীদিগের ধারনা সম্পর্কে ইংগিত করতঃ লিখিয়াছেন, "ওহাবী সম্প্রদায় আরবের নজ্‌দ প্রদেশ হইতে আবির্ভূত হইয়াছে এবং মক্কা ও মদীনা শরীফের উপর আক্রমন করিয়াছিল। উহারা নিজদিগকে হাম্বলী মাজহাব অবলম্বী বলিয়া দাবী করিয়া থাকে। কিন্তু উহাদের ধারনা ইহাই যে, যাহারা উহাদের বিপরীত চলিবে তাহারা মোশরেক। সেই হেতু উহারা আহলে সুন্নাতের সাধারন মানুষ ও আলেমগনকে কতল করা হালাল বলিয়া থাকে।" (রদ্‌দুল মোহতার খঃ ৪ পৃঃ ২৬২)—লক্ষ লক্ষ মানুষ উহাদের ইসলাম বিরোধী ধারনা হইতে সম অবগত না হইয়া উহাদের পশ্চাতে নামাজ আদায় করিতেছে। যাহারা উহাদিগকে শাফয়ী অথবা হাম্বলী ধারনা করিয়া উহাদের পশ্চাতে নামাজ আদায় করিবে, তাহারা চরম পর্যায়ের ভুল করিবে। মুলতঃ নামাজ হইবে না। আমি ১৯৮৩ সালে পবিত্র

pdf By Syed Mostafa Sakib


হজ্ পালন করিতে যাইয়া কাবা শরীফের দুইজন ইমামকে সরাসরি প্রশ্ন করিয়াছিলাম, "আপনারা কোন্ মাজহাব অবলম্বী"? উহারা পরিস্কার উত্তর দিয়াছিলেন, "আমরা নির্দিষ্ট কোন মাজহাব মানিনা। কোরআন, হাদীস হইতে মসলা গ্রহন করিয়া থাকি।" কেবল ইহাই নয়, উহারা হুজুর সাল্লল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের অসিলা দিয়া দোওয়া চাওয়া হারামও শির্ক বলিয়া থাকে এবং নিজ দিগকে ওহাবী বলিয়া গৌরব করিয়া থাকে। ১৯৭৯ সালে মুজাহিদে মিল্লাত আল্লামা হাবীবুর রহমান আলাইহির্ রহমাত মাসজিদে নবুবীর বড় ইমাম শায়েখ আবদুল আজীজের সহিত অসিলা সম্পর্কে বাহাস করিয়াছিলেন। উক্ত বাহাসে শায়েখ আবদুল আজীজ সাহেব পরাজিত হইয়া নিজেকে ওহাবী বলিয়া স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। (হক্বফে হাক্কানীয়াত পৃঃ ২৩) আল্লামা হাবীবুর রহমান সাহেব ওহাবী ইমামগনের পশ্চাত নামাজ না পড়িয়া পৃথক জামাত করিয়াছিলেন। যাহার কারণে তাঁহাকে কারাবরন করিতে হইয়াছিল।

যাহারা হুজুর সাল্লল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দাসত্ব করিতে চাহেনা। আল্লাহ তাআলা তাহাদিগকে কাফের মোশরেকদের দাস বানাইয়া দেন। যাহারা 'ইয়া রাসুলাল্লাহ' বলিয়া হুজুরকে আহ্বান করা হারাম ও শির্ক বলিয়া থাকে। যাহাদের ধারনায় হুজুরের নিকট সাহায্য চাওয়া ও হুজুরকে অসিলা দেওয়া হারাম ও শির্ক। আজ তাহারা আমেরিকাকে আহ্বান করতঃ উহাদের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইয়া হারাম ও শির্ক করিতেছে। হুজুর সাল্লাল্লহু আলাইহি অ সাল্লাম ইহুদী, ঈসায়ী—খৃষ্টান জাতি হইতে আরব ভুমি পবিত্র করিতে আদেশ করিয়াছেন। বর্তমান ওহাবী সৌদী সরকার দুশমনে ইসলাম ও মুসলমানদের পরম সক্রু শুকর ভক্ষনকারী, মদ্যপায়ী ও নির্লজ্জ খৃষ্টান জাতিকে ডাকিয়া আরব ভুমি অপবিত্র করিতেছে। ইহাদের সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করা মুসলমানদের ঈমানী কর্তব্য।

# আবুল কাসেমেই লা মাজহাবী ঃ ২০ রাকা'তেই তারাবীহ

*(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)*

আবুল কাসেম সাহেব লিখিয়াছেন—"নবী (সঃ) যেথানে উম্মাতের উপর এহসান করে মাত্র তিন দিন জামাতের সাতে তারাবীহ পড়ে ফরয হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ছেড়ে দিলেন সেখানে হজরত উমারের (রঃ) কি গরম পড়েছিল যে তিনি উম্মাতের উপর ২০ রাকায়াত পড়ার গুরুভার চাপিয়ে দেবেন? ইহা কোন সুস্থ বিবেক মানতে পারবে কি?" (কে লামাযহাবী? পৃঃ ৩৮)— আবুল কাসেম সাহেবের উক্তি হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, হজরত উমার রাদি আল্লাহু আনহু আদৌ ২০ রাকা'ত তারাবীহ পড়েন নাই অথবা তিনি উহার কোন প্রকার ব্যবস্থা করেন নাই। বরং তিনি

pdf By Syed Mostafa Sakib



সুবিধাবাদী লা মাজহাবী সম্প্রদায়ের ন্যায় মাত্র ৮ রাকা'ত তারাবীহ কেবল তিনদিন পড়িতেন।— হজরত সায়েব বিন ইয়াজিদ বর্ণনা করিয়াছে, আমরা হজরত উমার রাদি আল্লাহু অনহুর যুগে ২০ রাকা'ত ও বেতের পড়িতাম। (শারহে নিকাইয়াহ খঃ ১ পৃঃ ১০২) হজরত ইয়াজিদ বিন রোমান হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হজরত উমারের যুগে মানুষ ২৩ রাকা'ত পড়িতেন। ২০ রাকা'ত তারাবীহ এবং ৩ রাকা'ত বেতের) (মোয়াত্তায় ইমাম মালিক শারহুন্ নিকাইয়াহ খঃ ১ পৃঃ ১০৪, খঃ ২ পৃঃ ৪৯৬) হজরত উবাই বিন কা'ব হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হজরত উমার তাঁহাকে আদেশ করতঃ বলিয়াছেন যে, মানুষ দিনের বেলায় রোজা রাখিয়া থাকে এবং ভাল করিয়া কেরাত পাঠ করিতে পারেনা। অতএব, যদি তুমি রাতে তাহাদিগের ইমাম হইয়া নামাজ পড়াইয়া দাও। তাহা হইলে কত সুন্দর হয়। হজরত উবাই বলিলেন, হে আমীরুল মো'মেনীন। ইহাতো প্রথমে ছিলনা। (অর্থাৎ ধারাবাহিক জামাতের সহিত তারাবীহ নামাজ হইত না) হজরত উমার বলিলেন, আমি উহা অবশ্য জানি। কিন্তু ইহাও ভাল কাজ। অতঃপর হজরত উবাই বিন কা'ব তাহাদিগকে ২০ রাকা'ত পড়াইয়াছিলেন। (কাঞ্জুল্স্ উম্মাল খঃ ২ পৃঃ ২৮৪) হজরত সায়েব বিন ইয়াজিদ বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে মানুষ রমজান শরীফে ২০ রাকা'ত পড়িতেন। (ফতহুল বারী খঃ ২ পৃঃ ২০৪, আইনী খঃ ১১ পৃঃ ১২৭, সহীহুল বিহারী খঃ ৩ পৃঃ ৫৯০) হারেস বিন আবদুর রহমান হজরত সায়েব বিন ইয়াজিদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত উমারের যুগে মানুষ ২৩ রাকা'ত পড়িতেন। (২০ রাকা'ত তারাবীহ, ৩ রাকা'ত বেতের মোহাম্মাদ বিন নাসর ইয়াজিদ বিন খোসাইফা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত সায়েব বিন ইয়াজিদ বর্ণনা করিয়াছেন—মানুষ হজরত উমারের যুগে রমজান শরীফে ২০ রাকা'ত পড়িতেন। (আইনি খঃ ১১ পৃঃ ১২৭) ইয়াহ্ইয়া বিন সা'দ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হজরত উমার এক ব্যক্তিকে ২০ রাকা'ত পড়াইতে আদেশ করিয়াছিলেন। (আওজাজুল মাসালেক খঃ ১ পৃঃ ৩৯৭) হজরত সায়েব বিন ইয়াজিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, মানুষ হজরত উমারের যুগে ২০ রাকা'ত পড়িতেন। অনুরূপ হজরত উসমান ও হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমার যুগে পড়িতেন। (আইনী খঃ ৭ পৃ ১৭৮. শারহুন্ নিকাইয়া খঃ ১ পৃ ১০৪)—উল্লেখিত বিভিন্ন প্রামান্য কিতাবগুলির উদ্ধৃতি হইতে দিবালোকের ন্যায় প্রমান হয় যে, হজরত উমার স্বয়ং ২০ রাকা'ত তারাবীহ পড়িতেন এবং তিনি স্বয়ং ২০ রাকা'ত তারাবীহ জামা'ত সহকারে পড়িবার সুব্যবস্থাও করিয়াছিলেন কেবল তাই নয় হজরত উসমান গনী ও হজরত আলী হায়দারের যুগে সমস্ত সাহাবাগন ২০ রাকা'ত পড়িয়াছিলেন। এইবার আবুল কাসেম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিতেছি ; আমি যে সমস্ত কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়াছি, যদি সেগুলি আপনার ধারনায় মিথ্যা হয়, তাহা হইলে প্রমান করুন। অন্যথায় বলুন। ঐ সমস্ত মোহাদ্দেসগন কি হজরত উমারের প্রতি মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছেন ? মোহাদ্দেসগনের কি সুস্থ বিবেক ছিলনা ? আপনার সুস্থ বিবেক আছে কি গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন। (তারাবীহ সম্পর্কে যে সমস্ত উদ্ধৃতি দিয়াছি, এইগুলি আল্লামা আহমাদ সাঈদ কাজেমী আলাইহির রাহমাতের 'কিতাবুত্ তারাবীহ' হইতে সাহায্য লইয়াছি) ক্রমশঃ .....

pdf By Syed Mostafa Sakib

# —ঃ উরুস শরীফ ঃ—

আপনি অবশ্যই স্মরণ রাখিবেন। প্রতি বৎসর ১৭ই ফাল্গুন দক্ষিণ ২৪ পরগণার অন্তর্গত কানখুলী শরীফে পীর শাহ জালালী বাবা রাহমাতুল্লাহ আলইহির উরুস শরীফ অনুষ্ঠিত হয়। আপনার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ঐ ঐতিহাসিক উরুসে অংশগ্রহণ করতঃ ফ'য়েজ ও বর্কাত হাসেল করুন।

পথ নির্দেশ : - কলিকাতা শিয়ালদহ হইতে বজবজ ট্রেন যোগে সন্তোষপুর ষ্টেশনে নামিয়া মাত্র ৩/৪ মিনিটের পথ। ধর্মতলা হইতে ১২ বি বাস যোগে আকড়া ষটক নামিয়া রিক্সা যোগে আসুন।

# ★ ব্যাঙ্কের সুদ প্রসঙ্গ ★

ব্যাঙ্কের লভ্যাংশ, এল, আই. সি ইত্যাদি বিষয়ে আপনি বিভ্রান্ত না হইয়া সম্পাদকের ঠিকানায় টাকা পাঠাইয়া "ব্যাঙ্কের সুদ প্রসঙ্গ" পুস্তিকাটি সংগ্রহ করুন। এটাই হইল বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম পুস্তিকা। ইহাতে কোরআন, হাদীস ও উলামায়ে ইসলামের উক্তি দ্বারা প্রমান করান হইয়াছে, ব্যাঙ্কের লভ্যাংশ, এল, আই, সি ইত্যাদি মূলতঃ সুদ নহে। একসঙ্গে দুইখানার মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র।

pdf By Syed Mostafa Sakib

# 'ইমাম আহমাদ রেজার' সদস্যগণের নাম

১। আল্লামা শামসুদ্দিন কাদেরী ( পি, এইচ, ডি ) ২। আল্লামা জহুরুল আলাম সাহেব কিবলা ৩। মুফতী কাজী উসমান গণী ( লালগোলা ) ৪। হাফিজ মোস্তকীম রেজবী ৫। শাইখুল হাদীস মোমতাজুদ্দিন আশরাফী ৬। মুফতী জাফর হাসানাইন ৭। মুফতী নইমুদ্দিন রেজবী ৮। শাইখুল হাদীশ মোজাহিদুল কাদেরী ৯। প্রাক্তন শাইখুল হাদীস লোকমান আশরাফী ১০। পীরে তরীকত আল্লামা নুরুল মঈন চিশ্‌তী কিবলা ১১। আল্লামা হাশিম রেজা রেজবী ১২। মাওলানা নুরুল ইসলাম চতুর্বেদী ১৩। আল্লামা কুতুবুদ্দিন আখতার আল্‌কাদেরী ( বর্তমান গদ্দীনশীন কলিকাতা খানকা শরীফ ১৪। মুফতী আলিমুদ্দিন রেজবী ১৫। মাওঃ মাকবুল আহমাদ আশরাফী ১৬। মাওঃ শিহাবুদ্দিন কাসিমী ১৭। মাওঃ তালেব আলী ( ফাজেলে ফুরফুরা ) ১৮। মাওঃ কারামাত আলী রেজবী ১৯। মাওঃ শাওকাত আলী ২০। মাওঃ মঈনুল ইসলাম রেজবী ২১। মুফতী খায়রুদ্দিন রেজবী ২২। হাবীবুর রহমান রেজবী ২৩। তায়মুর রহমান রেজবী ২৪। আব্দুল হাকিম নুরী ২৫। ইঃ হারুদ্দিন রেজবী ২৬। সাফিরুদ্দিন আহমাদ রেজবী ২৭। সিরাজুদ্দিন রেজবী ২৮। আফজাল হোসাইন ফাজেলে ফুরফুরা ) ২৯। মাওঃ আবুল কাসেম ( শিক্ষক ছয়ঘরী আলিয়া মাদ্রাসা ) ৩০। ইসলামুদ্দিন রেজবী ৩১। আলিমুদ্দিন ( ফাজেলে ফুরফুরা ) ৩২। আবুসুফিয়ান রেজবী ৩৩। মোহসেন আলী রেজবী ৩৪। সাইদ আহমাদ রেজবী ৩৫। 'অভিশপ্ত মযহব' এর লেখক মোঃ রবিউল ইসলাম কাদেরী ৩৬। মোঃ শহিদুল ইসলাম কাদেরী ( এ্যাডভোকেট কলিকাতা হাইকোর্ট )


## সম্পাদকের ঠিকানা ঃ

## মোহাম্মাদ গোলাম ছামদানী রেজবী

*গ্রাম—খাঁপুর ( বেরেলী মহল্লা ) পোঃ— কালিকাপোতা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা*

পিন— ৭৪৩৩৫৫

***শিক্ষক, ছয়ঘরী আলিয়া মাদ্রাসা, পোঃ- ছয়ঘরী, মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০১***


***পথ নির্দেশ ঃ***—কলিকাতা শিয়ালদহ হইতে ডায়মণ্ডহারবার ট্রেন যোগে সংগ্রামপুর ষ্টেশনে নামিয়া উত্তরে ১৫ মিনিটের পথ। বহরমপুর বাসষ্ট্যাণ্ড হইতে করিমপুর, গোপালপুর ও সাগরপাড়া ইত্যাদি লাইনের বাসযোগে ছয়ঘরী হাটে নামিয়া ২ মিনিটের পথ।

* *শাব্দিক ভুলের জন্য সব সময়ে ক্ষমা প্রার্থী।*

---

সম্পাদক, মোহাম্মাদ গোলাম ছামদানী রেজবী কর্তৃক প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক ফ্রেণ্ডস প্রিন্টিং প্রেস, ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ হইতে মুদ্রিত।

৭৮৬
৯২

# ইমাম আহমাদ রেজা

( রাদিয়াল্লাহু আনহু )

চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা
১৯৯৪ সাল

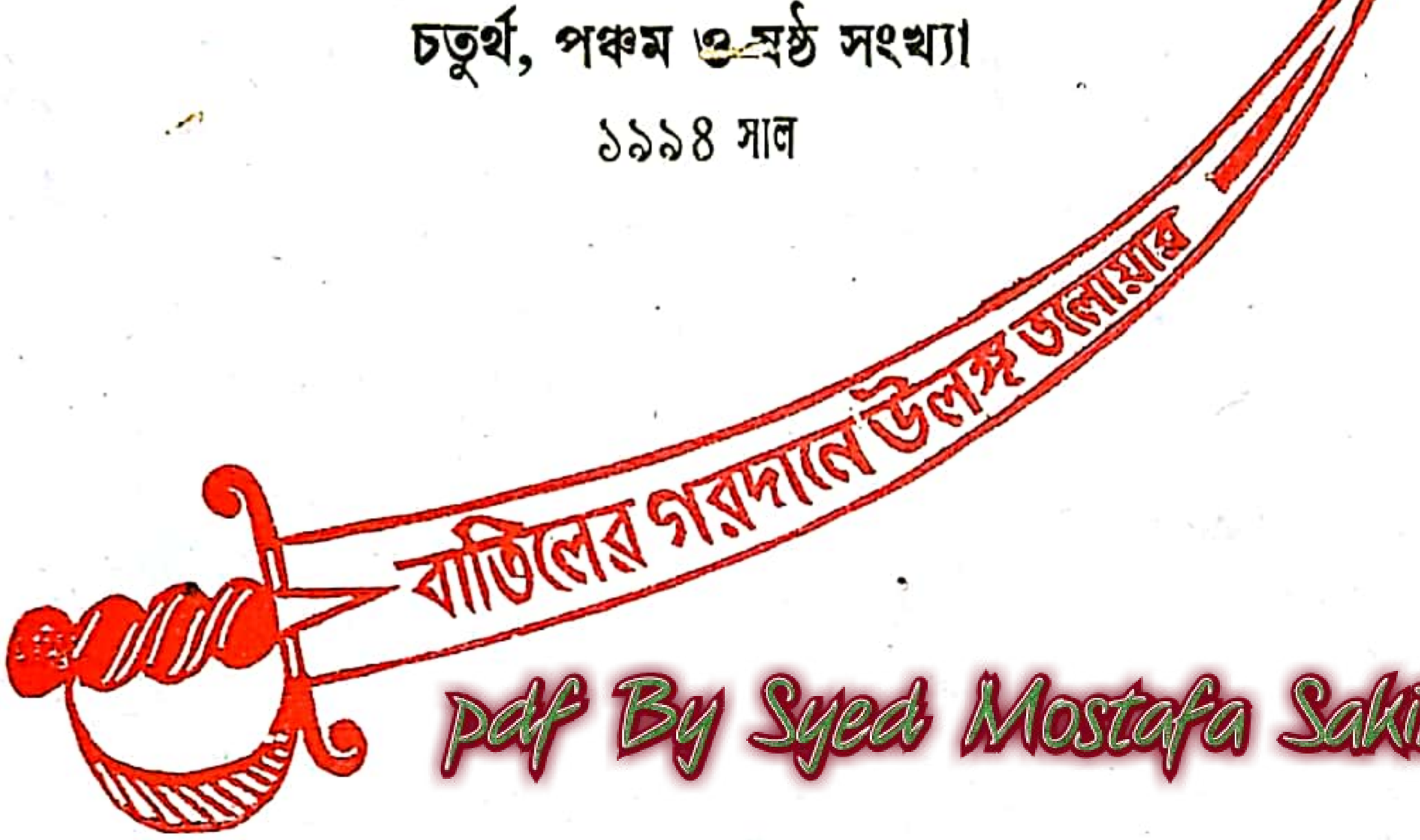


pdf By Syed Mostafa Sakib

## কয়েকটি আকর্ষণীয় শিরোনাম ঃ—

(১) 'চেপে রাখা ইতিহাস' এর উপর এক কলম
(২) স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক
(৩) ইসলামের দরবারে আধুনিক যন্ত্র
(৪) ইরানের আয়াতুল্লাহ
(৫) বাংলার বাতিল ফিরকা 'ফুরফুরা'

---

সম্পাদক—মুফতী মোহাম্মদ গোলাম ছামদানী রেজবী
খাঁপুর ( বেরেলী মহল্লা ) পোঃ—কালিকাপোতা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৫৩।
শিক্ষক—ছয়ঘরী আলিয়া মাদ্রাসা, পোঃ—ছয়ঘরী, মুর্শিদাবাদ—৭৪২১০১

মূল্য-পঁচিশ টাকা মাত্র

**বাংলাদেশ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মাদ নকীবুল্লাহর চিঠি ঃ—**

আস্‌সালামু আলাইকুম অ রহমাতুল্লাহি অ বরাকাতুহু

জনাব, আপনার সম্পাদিত 'ইমাম আহমাদ রেজা' ( রাদী আল্লাহু আনহু, তৃতীয় সংখ্যা, ১৫ / ১ / ৯১ ) পত্রিকাটি পড়লাম। পত্রিকাটি আমার খুবই ভাল লেগেছে। এর প্রত্যেকটি শিরোনাম বিশেষ করে দাজ্জালের দ্বিতীয় ক্যাম্প তাবলিগী জামায়াত, জামায়াতে ইসলামী কি প্রকৃত ইসলামী দল ? দিশেহারা ফুরফুরা, ইমামে কা'বার পশ্চাতে নামাজ হারাম প্রভৃতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।.....

**কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাডভকেট মোহাম্মাদ শহীদুল্লাহ বলিয়াছেন ঃ—**

মাননীয় মুফতী সাহেব, আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন। আপনার 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যা অতি আগ্রহের সহিত প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত পড়েছি। আপনি উদ্ধৃতির আলোকে যে সমস্ত তথ্য পরিবেশন করেছেন ; যদি পাঠক নিরপেক্ষ হয়. তাহলে আপনার প্রশংসা করতে বাধ্য হবে। এই পত্রিকাটি মাসিক হ'লে সাধারণ মানুষ খুবই উপকৃত হবে। মাসিক করার জন্য চিন্তা ভাবনা করতে অনুরোধ করছি। আমাদের সকলের জন্য দোয়া করবেন।

**মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর কোর্টের এ্যাডভকেট শেখ মুহিব্বুল্লাহ বলিয়াছেন ঃ—**

আস্‌সালামু আলাইকুম—

প্রিয় সম্পাদক, আপনার 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকা সত্যই পড়িবার মত। পত্রিকাটি বাৎসরিক হইবার কারণে ধৈর্য্য থাকে না। এই ধরণের পত্রিকা মাসিক হইবার একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে। আপনি মাসিক করিবার চেষ্টা করুন। আমাদের সহানুভূতি পাইবেন। দোয়া করিবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

# "চেপে রাখা ইতিহাস" এর উপর এক কলম

"চেপে রাখা ইতিহাস" এর লেখক গোলাম আহমাদ মোর্তজা। গোলাম মোর্তজা সাহেব আলেম না হইলেও একজন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি, ইহাতে সন্দেহ নাই। তিনি বাংলা ভাষায় বাঙ্গালী মানুষের কয়েকখানা নামকরা পুস্তক উপহার দিয়াছেন। যথা, পুস্তক সম্রাট, ইতিহাসের ইতিহাস ও সেরা উপহার ইত্যাদি। তাঁহার অবদান কেবল এখানেই সমাপ্ত নয়, তিনি স্বয়ং বক্তা সম্রাট হইয়া সভা-সমিতিতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। আবার তাঁহার অবদানের আর একটি উজ্জ্বল দিক হইল, যে স্থানে তাঁহার শুভাগমন হয় সেখানে মিলনের পরিবর্তে বিচ্ছেদের বীজ বপণ করিয়া থাকেন। ইহা কাহারো অজানা নয়, গোলাম মোর্তজা সাহেবের আবির্ভাবের পর হইতে পশ্চিম বাংলায় বেরেলবী ও দেওবন্দীদের মতপার্থক্যের চাপা আগুন আগ্নেয়গিরী রূপ ধারণ করিয়াছে। তিনি এক শ্রেণীর মানুষের নিকট শ্রদ্ধার ও প্রশংসার পাত্র হইলেও তাঁহার প্রতি এক শ্রেণীর মানুষের চরম অশ্রোদ্ধা ও ক্ষোভ রহিয়াছে। কারণ, তিনি অধিকাংশ সময় অনোধিকার চর্চা করিয়া থাকেন। কেয়াম করা জায়েজ কিনা? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইল্মো গায়েব আছে কিনা? ইত্যাদি বিতর্কিত বিষয়গুলি লইয়া আলোচনা করিবার অধিকার রাখেন উলামা সম্প্রদায়। গোলাম মোর্তজা সাহেব খুঁড়িয়ে মোড়ল হইবার ন্যায় বক্তৃতার মাধ্যমে বিতর্কিত বিষয়ের উপর চ্যালেঞ্জ করিয়া থাকেন। কোন আলেম তাঁহার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিলে তিনি কোরআন, হাদীসের আলোকে সমস্যা সমাধান করিবার পরিবর্তে বিভিন্ন প্রকার ছল-চাতুরি কলাকৌশল অবলম্বনে প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। ফলে সভায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি হইয়া যায়। এই প্রকারে শত শত সভা হৈ হুল্লোড়ে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে—বর্তমান সালের ১৯শে মে আমাদের মাদ্রাসার লাইব্রেরীতে একটি কিতাব খুঁজিতে গিয়া 'চেপে রাখা ইতিহাস' দেখিতে পাইলাম। পূর্ব হইতে পুস্তকটির নাম শোনা ছিল কিন্তু পড়িবার সুযোগ হয় নাই। আজ সামনে পাইয়া পাঠ করিবার প্রেরণা জন্মাইল যে, লেখক তাঁহার পুস্তকে প্রকৃত ইতিহাসগুলি চাপিয়া দিয়াছেন, না প্রকৃত চাপা পড়া ইতিহাসগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। কয়েক ঘন্টা পড়াশোনা করিবার পর বুঝিলাম যে, নামের সঙ্গে পুস্তকের যথার্থ মিল রহিয়াছে। দুইটি দিক তাহাতে বিদ্যমান। যেমন লেখক বহু সত্য তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন, তেমন বহু সত্য তথ্য গোপনও করিয়াছেন। নমুনা স্বরূপ কিছু কিছু অংশের উপর আলোচনা করিতেছি :—

গোলাম মোর্তজা সাহেব লিখিয়াছেন, [ "সৈয়দ আহমাদ বেরেলী ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে

pdf By Syed Mostafa Sakib


২৯শে নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ···ইংরেজ বিতাড়ন পরিকল্পনা তাঁর মাথায় এমন গাঢ় হয়ে বসে গেল যে, তিনি বিখ্যাত আলেম হওয়ার সময় আর পেলেন না।" ( চেপে রাখা ইতিহাস ৩০৭ পৃঃ ) ]।

আমার বক্তব্য আরম্ভ করিবার পূর্বে গোলাম মোর্তজা সাহেব কে ধন্যবাদ জানাইতেছি। নামকরা লেখক হইতে হইলে এই প্রকার লেখার প্রয়োজন রহিয়াছে। সত্যিই লেখক একজন সেরা ঐতিহাসিক বটে। গোলাম মোর্তজা সাহেবের উক্তি হইতে প্রমাণ হয় যে, সৈয়দ আহ্মাদ বেরেলবী একজন আলেম ছিলেন। কিন্তু বিখ্যাত আলেম হইবার সুযোগ পান নাই। কারণ, ইংরেজ বিতাড়ন পরিকল্পনায় ব্যস্ত ছিলেন। লেখকের উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। সাইয়েদ সাহেব কে সামলাইবার জন্য নিজের কাল্পনিক কথা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার উক্তির স্বপক্ষে ঐতিহাসিক প্রমাণ পেশ করিতে পারিবেন না। —সাইয়েদ সাহেব সম্ভ্রান্ত ঘরের একজন বুদ্ধিহীন বালক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত স্মৃতিশক্তি শূন্য শিশু ছিলেন। শত চেষ্টা করিয়াও তাহাকে লেখাপড়া শেখানো সম্ভব হয় নাই। মোট কথা তাঁহার ভাগ্যে লেখাপড়া ছিল না। সাইয়েদ সাহেবের কোন জীবনীকার তাঁহাকে আলেম বলিয়া চিহ্নিত করিতে পারেন নাই। এ সম্পর্কে তাঁহার জীবনীকারদের মতামত নেওয়া ভাল।—গোলাম রসুল মেহর লিখিয়াছেন, চারি বৎসর চারি মাস চারিদিন বয়সের সময় তৎকালীন ভদ্র ঘরের নিয়ম মত তাঁহাকে ( সাইয়েদ আহমাদ কে ) মক্তবে পাঠানো হইল। তিনি ছিলেন সেই বংশের একমাত্র সম্পদ। তাই তাঁহাকে উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে কোন প্রকার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু শত চেষ্টা সত্বেও লেখাপড়ার প্রতি তাঁহার কোন উৎসাহ ছিল না। ···মৌলবী আবদুল কাইউম বলেন,— কিতাব পাঠ করার সময় সৈয়দ সাহেবের দৃষ্টি হইতে কিতাবের অক্ষরগুলি অদৃশ্য হইয়া যাইত। রোগ মনে করিয়া চিকিৎসা করাইয়াও কোন ফলোদয় হইল না। শাহ আবদুল আযীয এই কথা শুনিয়া উপদেশ দিলেন,—'কোন সূক্ষ্ম বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, উহা অদৃশ্য হইয়া যায় কিনা?' পরীক্ষায় দেখা গেল, অতি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম বস্তুও তিনি দেখিতে পান। শাহ সাহেব বলিলেন, 'লেখাপড়া ছাড়িয়া দাও। কারণ সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে না পাইলে মনে করিতাম, ইহা কোন রোগ। তাই মনে হয়, ইল্মে যাহেরী লাভ করা তাঁহার অদৃষ্টে নাই।' ( হজরত সৈয়দ আহমাদ শহীদ (বাংলা) ৪২ / ৪৩ পৃঃ )— উপরের উদ্ধৃতি এই কথাই বলে, লেখাপড়ায় অমনোযোগী বদ্‌মাইশ বালকের ন্যায় সাইয়েদ সাহেব অক্ষর দেখিতে পান না বলিয়া ভান করিতেন। আর সত্যিই যদি দেখিতে না পাইতেন তাহা হইলে মনে করিতে হইবে, সাইয়েদ সাহেবের প্রতি কোন কারণে খোদাই অভিশম্পাৎ ছিল। —সাইয়েদ সাহেবের স্মৃতিশক্তিহীনতা সম্পর্কে মির্যা হায়রাত দেহলবী

pdf By Syed Mostafa Sakib



লিখিয়াছেন,—"কারীমা বাহ বখশায়ে বর হালে মা" এই ছন্দটি কণ্ঠস্থ করিতে সাইয়েদ সাহেবের তিনদিন সময় লাগিয়াছিল। আবার ইহার মধ্যে কখন 'কারীমা' ভুলিয়া গিয়াছেন, আবার কখন 'বর হালেমা' ভুলিয়া গিয়াছেন।" ( হায়াতে তাইয়েবা ৩৯০ পৃঃ ) সাইয়েদ মোহাম্মাদ আলী লিখিয়াছেন,—"দীর্ঘ তিন বৎসরের মধ্যে সাইয়েদ সাহেব কেবল কোরআন শরীফের কয়েকটি সুরা পড়িতে এবং আরবী অক্ষরগুলি লিখিতে শিখিয়াছিলেন।" ( মাখ যানে আহমাদী ১২ পৃঃ )—মির্যা হায়রাত লিখিয়াছেন, "তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়া যপিবার পর সামান্য কিছু মুখস্থ করিতেন, আবার পরদিন তাহা ভুলিয়া যাইতেন। যখন সাইয়েদ সাহেবের এই অবস্থা হইল, তখন পিতা-মাতা তাঁহাকে তিরস্কার ও মারপিট পর্যন্ত করিয়াছিলেন। ইহাতেও পিতা-মাতার আশা পূর্ণ হইল না। তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, আল্লার তরফ হইতে তাহার বুদ্ধিতে তালা লাগিয়া গিয়াছে। কোন প্রকার চেষ্টাতে পড়াশোনা হইবে না। তখন তাঁহারা বাধ্য হইয়া পড়া হইতে উঠাইয়া নিয়াছিলেন। ( হায়াতে তাইয়েবা ৩৯১ পৃঃ )—বোকা বালকদের পিতা-মাতাগণ সহজে লেখাপড়া হইতে উঠাইয়া নিতে চাহেন না। সাইয়েদ সাহেবের পিতা-মাতা তাঁহাকে পড়াশোনা হইতে উঠাইয়া নিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, সাইয়েদ সাহেব বোকার বোকা ছিলেন। মির্যা হায়রাত আরো লিখিয়াছেন, "সাইয়েদ সাহেব একজন নামকরা নির্বোধ বালক ছিলেন। মানুষের ধারণা ছিল, তাহার লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া অর্থহীন হইবে। কখন কিছু শিখিতে পারিবে না। সাইয়েদ সাহেব কেবল বাল্যকালে লেখাপড়ার প্রতি অনাগ্রহী ছিলেন এমন কথা নয়। বরং তিনি যুবক হওয়া পর্যন্ত কোন সময় লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী হন নাই।" ( ৩৮৯ পৃঃ )—মির্যা হায়রাতের বর্ণনা হইতে পরিস্কার হইয়া গেল যে, লেখাপড়ার প্রতি সাইয়েদ সাহেবের কোন সময় উৎসাহ ছিল না। তাঁহার মূর্খামি ও নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে মির্যা হায়রাত আরো লিখিয়াছেন,—"সাইয়েদ সাহেব ১৯ বৎসর বয়সে প্রথমবার লাখনউ গিয়াছিলেন। লাখনুতে শিয়া ও সুন্নীর চরম মতবিরোধ ছিল। এতদিনেও তিনি ঐ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মৌলিক মতভেদ কি তাহা জানিতেন না। যখন সাইয়েদ সাহেব জনৈক আমীরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন তিনি তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আপনি 'খারিজী', না 'শিয়ানে আলী'? ইহাতে তিনি চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ, এই শব্দ দুইটি সর্বপ্রথম তাঁহার কানে পড়িয়াছিল। তাই উহার অর্থ কি বুঝিতে পারেন নাই।" ( ৩৯৫ / ৩৯৬ পৃঃ )—শিক্ষা দীক্ষা না থাকিলেও সাধারণ জ্ঞানোবুদ্ধি যতটুকু থাকার প্রয়োজন, তাহাও সাইয়েদ সাহেবের মধ্যে ছিল না। উপরের উদ্ধৃতি তাহাই প্রমাণ করে।

– বাল্যকাল হইতেই সাইয়েদ সাহেব লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী না থাকিলেও

খেলাধূলার প্রতি চরম উৎসাহী ছিলেন। মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী লিখিয়াছেন, "বাল্যকাল হইতেই সৈয়দ সাহেবের খেলার প্রতি ঝোঁক ছিল। খুব আগ্রহের সাথে হা-ডু-ডু খেলিতেন। কখনও বা বালকদিগকে দুইটি ভাগে ভাগ করিয়া দিতেন। একদল অন্য দলের দুর্গের উপর আক্রমণ করিত। 'তাওয়ারীখে আজীবাহ'তে আছে.—বস্তীর সম-বয়স্ক বালকদিগকে ইসলামী লস্কর রূপে সমবেত করিতেন। জিহাদের ন্যায় উচ্চ স্বরে তকবীর ধ্বনি করিয়া মনগড়া কাফির সৈন্যদের উপর হামলা করিতেন।" ( হঃ সৈঃ আঃ শঃ ৪৩ পৃঃ )।

—এ পর্যন্ত যাহা আলোচনা হইল, তাহাতে কাহারো বুঝিতে বিলম্ব হওয়া উচিত নয় যে, সাইয়েদ সাহেব অত্যন্ত বোকা মানুষ ছিলেন। তিনি জীবনে কোন সময় বিদ্যা শিক্ষা করিতে সক্ষম হন নাই। এই সত্য তথ্যকে চাপা দেওয়ার জন্য গোলাম মোর্তজা সাহেব একটি মোটা তিরপল তৈয়ার করিয়াছেন। তিরপলটি আর একবার দেখুন :—

"ইংরেজ বিতাড়ন পরিকল্পনা তাঁর মাথায় এমন গাঢ় হয়ে বসে গেল যে, তিনি বিখ্যাত আলেম হওয়ার সময় আর পেলেন না।"

ইসলাম ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে এমন দুইটি দল 'শিয়া' ও 'সুন্নী' কি ? যে সাইয়েদ সাহেব ১৯ বৎসর বয়সে তাহা বুঝিতে সক্ষম হন নাই। তিনি কেমন করিয়া ইংরেজদের অত্যাচার অনাচার প্রভৃতি বুঝিয়া ইংরেজ বিতাড়ন পরিকল্পনায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন ? যাহার কারণে বিখ্যাত আলেম হইতে পারিলেন না। গোলাম মোর্তজা সাহেবকে খুব বেশি কিছু বলাও যাইবে না। কারণ, তিনি বলিয়া দিয়াছেন, 'চেপে রাখা ইতিহাস'। আমার মনে হয়, লেখক ভাল উদ্দেশ্য নিয়া সাইয়েদ সাহেবের আসল ইতিহাস গোপন করিয়াছেন। কারণ, দেওবন্দীদের উর্ধতন ধর্ম গুরু ছিলেন সাইয়েদ আহমাদ সাহেব। উর্ধতন মহান গুরুকে অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ হিসাবে পরিচয় দেওয়া লজ্জার বিষয় নয় কি ! —সাইয়েদ সাহেব বাল্যকাল হইতেই কাফের বলায় অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার সম-বয়স্ক বালকদের একদলকে কাফের বলিয়া আক্রমণ করিতেন। যদিও ইহা নিছক খেলাধূলা ছিল। কিন্তু তাঁহার এই স্বভাবের পরিবর্তন হয় নাই। তিনি শত শত নিরপরাধ মুসলমানকে কাফের মোর্তাদ মোনাফেক বলিয়া মরঘাটে পাঠাইয়াছেন। এই মুহূর্তে এ সবের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। গোলাম মোর্তজা সাহেব লিখিয়াছেন,—

[ "আলিগড়ের সৈয়দ আহমাদ ও বেরেলীর সৈয়দ আহমাদ দুজনেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ মানুষ। তবে আলিগড়ী আহমাদ সাহেব পেয়েছেন ইংরেজের পক্ষ থেকে 'স্যার' উপাধি, প্রচুর সম্মান, চাকরীর পদোন্নতি প্রভৃতি। আর বেরেলীর আহমাদ সাহেব ইংরেজের পক্ষ থেকে

pdf By Syed Mostafa Sakib



পেয়েছেন অত্যাচার ও আহত হওয়ার উপহার। আর সবশেষে শত্রুদের চরম আঘাতে তাঁকে শহীদ হতে হয়েছে : ভারতবাসীকে শেষ উপহার দিয়ে গেছেন তিনি তাঁর রক্তমাখা কাঁচা কাটা মাথা।" ( চেপে রাখা ইতিহাস ৩০৮ পৃঃ )।

—গোলাম মোর্তজা সাহেব আরো লিখিয়াছেন,—"'সৈয়দ আহমাদ' একটি ঐতিহাসিক নাম। আলিগড়ের স্যার সৈয়দ আহমাদের প্রশংসার প্রাচীর তুলে ইংরেজ চেয়েছিল বেরেলীর সৈয়দ আহমাদের বিপ্লবী নাম আড়াল করে দিতে। আর ঘটেছেও তাই : শতকরা ৮০ জন লোক যত সহজে স্যার সৈয়দ আহমাদকে চেনেন ঐ শতকরা ৮০ জন হজরত সৈয়দ আহমাদ বেরেলীকে তত সহজে চেনেন না : অথচ তিনিই প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনের নায়ক ও অমর শহীদ।" ( ৫১৩ পৃঃ ) ]

ইতিহাস প্রমাণ করে যে, সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবী কোন সময় বৃটিশের বিরোধীতা করেন নাই। বরং তিনি বৃটিশের রাজত্বকে সুদৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী হইতে সাহায্য করিয়াছিলেন। বৃটিশ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিল এবং তাঁহাকে স্বসম্মানে পাদরী বলিয়া সম্বোধন করিত এবং তাঁহার সর্বপ্রকার সুখ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিত। বৃটিশের পক্ষ থেকে সাইয়েদ সাহেবের অত্যাচার ও আহত হওয়ার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। অনুরূপ তাঁহার শহীদ হওয়ার কথাও মিথ্যা।

**সাইয়েদ আহমাদের সহিত বৃটিশের ব্যবহার ঃ—**

মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী লিখিয়াছেন—"সাইয়েদ আহমাদ সাহেবের কাফেলা নৌকায় চড়িয়া যাইতেছিল। হঠাৎ তাহারা দেখিতে পাইল যে, জনৈক ইংরেজ ঘোড়ায় চড়িয়া কয়েকটি পাল্কীতে খাদ্য লইয়া নৌকায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—পাদরী সাহেব কোথায়? হজরত ( সাইয়েদ আহমাদ ) নৌকা হইতে উত্তর দিলেন,—'আমি এখানে উপস্থিত আছি'। ইংরেজ ঘোড়া হইতে নামিয়া (মাথার) টুপী হাতে লইয়া নৌকায় আসিয়া অবস্থা জিজ্ঞাসা করিবার পর বলিল, আমি তিনদিন হইতে এখানে লোক রাখিয়া দিয়াছি,—আপনার সংবাদ জানাইয়া দিবে। সে আজ জানাইয়া দিয়াছে, খুবই সম্ভব আজ হজরত কাফেলার সঙ্গে আপনার বাড়ির সামনে উপস্থিত হইবেন। ইহা অবগত হইয়া আমি সূর্য্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত খাদ্য তৈরী করিতে ব্যস্ত ছিলাম। তৈয়ার করিয়া আনিয়াছি। সাইয়েদ সাহেব আদেশ করিলেন, খাদ্য আমাদের পাত্রে ঢালিয়া নাও। খাদ্য লইয়া কাফেলার মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল। ইংরেজ দুই-তিন ঘণ্টা থাকিয়া চলিয়া গেল।" ( সীরাতে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ১৯০ পৃঃ )—'স্যার' অপেক্ষা 'পাদরী' উপাধির মূল্য কম নয়। আবার কত সুন্দর রেশনের ব্যবস্থা। আবার রেশন বিতরণের জন্য তিনদিন হইতে অপেক্ষামান। আবার যেহেতু পীর সাইয়েদ সাহেব এখন পাদরী হইয়া গিয়াছেন,

pdf By Syed Mostafa Sakib


সেহেতু ইংরেজের খাদ্য বিনা যাচাইয়ে গ্রহণ ও সঙ্গে সঙ্গে কাফেলার মধ্যে বিতরণ ! এই প্রকার পরহিজ্‌গারী না থাকিলে আধ্যাত্মিক উন্নতি কেমন করিয়া হইবে ?—'পাদরী সাহেব কোথায়' ? সাইয়েদ সাহেব তরিৎ উত্তর দিয়াছিলেন,—'আমি এখানে আছি'। সাইয়েদ সাহেবের উত্তর হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ইংরেজের সহিত তাঁহার পূর্ব্ব থেকেই যোগাযোগ ছিল। তাই 'পাদরী' কে ? ইহা বুঝিতে সামান্য বিলম্ব হয় নাই। ইংরেজের সহিত পাদরী সাহেবের দুই-তিন ঘণ্টা কি আলোচনা হইল তাহা কিন্তু প্রকাশ হইল না। —কেহ যেন এই বলিয়া দুঃখ না করেন যে, 'স্যার' উপাধির ন্যায় 'পাদরী' উপাধিটি ইংরেজ কর্ত্তৃক লিখিত পড়িত ছিল না।

## ইংরেজের সহিত সাইয়েদ আহমাদের গোপন ষড়যন্ত্র

মির্যা হায়রাত দেহলবী লিখিয়াছেন,—"লর্ড হেষ্টিংস সাইয়েদ আহমাদের অসাধারণ কর্ম দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। দুই পক্ষের সৈনিকদের মাঝখানে একটি তাঁবু করা হইয়াছিল। উহার মধ্যে লর্ড সাহেব, আমীর খান ও সাইয়েদ সাহেবের মধ্যে আপসে একটি চুক্তি করিয়াছিলেন। সাইয়েদ সাহেব আমীর খানকে অত্যন্ত কষ্ট করিয়া বোতলের মধ্যে ভরিয়াছিলেন।" ( হায়াতে তাইয়েবা ২৯৪ পৃঃ )—লর্ড সাহেব সাইয়েদ সাহেবের প্রতি কেন অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন, তাহা খুব বেশি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। কারণ, উপরের উদ্ধৃতি হইতে দিবালোকের ন্যায় পরিস্কার হইয়া গিয়াছে যে, লর্ড সাহেব সাইয়েদ সাহেবকে পুতুল হিসাবে ব্যবহার করিতে পারিতেন এবং যে সমস্ত আলেমকে স্বপক্ষে আনা লর্ড সাহেবের পক্ষে অসম্ভব হইত, সাইয়েদ সাহেব তাহা সম্ভব করিয়া দিতেন। যেমন আমীর খানের ন্যায় একজন কট্টর বৃটিশ বিরোধী মানুষকে সাইয়েদ সাহেব স্বপক্ষে করিয়া ফেলিলেন। নিশ্চয় ইহা লর্ড সাহেবের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এইবার বলুন, ইংরেজ কোন্ দুঃখে তাহাদের মনের মত এজেণ্ট সাইয়েদ সাহেবকে অত্যাচার ও আহত করিবে ?—

## সাইয়েদ সাহেব বৃটিশের রাজত্বকে নিজের রাজত্ব মনে করিতেন

জাফর থানেশ্বরী লিখিয়াছেন,—"ইংরেজ সরকারের সহিত জিহাদ করিবার ইচ্ছা সাইয়েদ সাহেবের আদৌ ছিল না। তিনি বৃটিশের রাজত্বকে নিজের রাজত্ব মনে করিতেন। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, যদি ইংরেজ সরকার এই সময় সাইয়েদ সাহেবের বিরুদ্ধে হইত, তাহা হইলে হিন্দুস্তান হইতে সাইয়েদ সাহেবের নিকট কোন সাহায্য যাইত না। কিন্তু ইংরেজ সরকার এই সময় চাহিয়াছিল, শিখদের শক্তি কম হইয়া যাক।" ( সাওয়ানেহে আহমাদী ১৩৯ পৃঃ ) দেওবন্দী জগতে খ্যাতিসম্পন্ন আলেম ও মোনাজির মাওলানা মঞ্জুর নোমানীও উল্লেখিত উদ্ধৃতির সহিত একমত। নোমানী সাহেব লিখিয়াছেন,—"তিনি

pdf By Syed Mostafa Sakib



( সাইয়েদ আহমাদ ) ইংরেজদের বিরোধীতা করিতে ঘোষণা করেন নাই। বরং কলিকাতায় অথবা পাটনায় উহাদের সাহায্য করিবার কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আরো ইহাও প্রচার রহিয়াছে, ইংরেজরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁহার সাহায্য করিয়াছে।" ( আল ফুরকান শহীদ নং ৭৮ পৃঃ )।

—উপরের উদ্ধৃতিগুলি হইতে ভালই বুঝা যাইতেছে, সাইয়েদ সাহেব আদৌ ইংরেজ বিরোধী ছিলেন না। উহাদের রাজত্বকে নিজের রাজত্ব মনে করিতেন। ইংরেজরাও তাঁহার প্রতি সাহায্য ও সহানুভূতির হাত বাড়াইয়া দিয়াছিল। ইহার পরেও যদি কেহ ইংরেজের পক্ষ হইতে সাইয়েদ সাহেবের অত্যাচারের অভিযোগ তুলিয়া সেরা ঐতিহাসিক হইতে চাহেন, তাহা হইলে আমাদের কিছু বলিবার নাই। —সাইয়েদ সাহেব বৃটিশের বিরোধীতা করিতে নিষেধ করিতেন :— জাফর থানেশ্বরী লিখিয়াছেন,—"তাঁহার ( সাইয়েদ সাহেবের ) জীবনীগুলিতে এবং চিঠিপত্রে ২০-র বেশি স্থানে পাওয়া গিয়াছে, সাইয়েদ সাহেব প্রকাশ্যে ও খোলামেলা ভাবে শরীয়তের দলীল দিয়া তাঁহার অনুসরণ-কারীদের ইংরেজ সরকারের বিরোধীতা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।" ( সাওয়ানেহে আহমাদী ২৪৬ পৃঃ )—সাইয়েদ সাহেবের উক্তি নকল করিয়া জাফর থানেশ্বরী আরো লিখিয়াছেন,—"আমরা কোন কারণে ইংরেজ সরকারের সহিত যুদ্ধ করিব ? এবং মাজহাবী কানুন বিরোধীভাবে বিনা কারণে উভয় পক্ষের রক্ত ঝরাইব ?" ( সাওয়ানেহে আহমাদী ৭১ পৃঃ )—উপরের উদ্ধৃতি কি এই কথা প্রমাণ করে না যে, সাইয়েদ সাহেব কেবল বৃটিশের বিরোধীতা করিতে নিষেধ করিতেন না, বরং বৃটিশের বিরোধীতা করা ইসলাম বিরোধী কাজ বলিয়া প্রমাণ করিতেন। আমার মনে হয়, সাইয়েদ সাহেবের ন্যায় সুদক্ষ দ্বিতীয় কোন পাদরী ইংরেজের অনুগত ছিল না। এই পাদরীর প্রতি ইংরেজের অত্যাচারের কথা বলাই আসল ইতিহাস চেপে দেওয়া ছাড়া কিছুই নয়।

সাইয়েদ সাহেবের চিঠির একাংশের নকল :—

"ইংরেজ সরকারের সহিত আমাদের কোনো শত্রুতা ও ঝগড়া নাই। কারণ, আমরা উহাদের প্রজা। বরং উহাদের স্বপক্ষে প্রজাদের অত্যাচার স্বমূলে নির্মূল করাই আমাদের দায়িত্ব।" ( মাকতুবাতে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ, অনুবাদক সাখাওয়াত মির্যা ৩২ পৃঃ ) —সাইয়েদ সাহেবের বৃটিশ বিরোধী মনোভাব কত সুদৃঢ় ছিল এবং বৃটিশ বিতাড়ন পরিকল্পনা তাঁহার মাথায় কেমন পাথরের ন্যায় শক্ত হইয়া বসিয়াছিল, পাঠকবৃন্দ তাহা যথেষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। এইবার বলুন, ইংরেজের নিমক খোর দালাল সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবীকে স্বাধীনতা সংগ্রামের 'মহানায়ক', 'মহাবিপ্লবী' ও 'অমর শহীদ' বলিয়া চিহ্নিত করিতে যাওয়া কি আসল ইতিহাসের উপর অত্যাচার করা নয় ? গোলাম মোর্তজা সাহেব

pdf By Syed Mostafa Sakib



'ইতিহাসের ইতিহাস' লিখিয়াছিলেন কিন্তু এই ইতিহাসগুলি কেন লিপিবদ্ধ করেন নাই ? যদি না জানিবার কারণে না লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কেমন ঐতিহাসিক ? যিনি 'ইতিহাসের ইতিহাস' লিখিবেন, তিনি আবার সমস্ত ইতিহাসের খোঁজ রাখিবেন না। আর যদি জানা সত্বেও চাপিয়া দিয়া থাকেন, তাহা হইলে আসল ইতিহাসের উপর অত্যাচার করিয়াছেন। আমার মনে হয়, এই প্রকার কোন অত্যাচারের অভিশাপে তাঁহার 'ইতিহাসের ইতিহাস' বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

**সাইয়েদ আহমাদের বেরেলবী শহীদ নহেন ঃ—**

সাইয়েদ সাহেব শহীদ কিনা, জানিবার পূর্বে 'শহীদ' কাহাকে বলা হয় তাহা জানা প্রয়োজন। নিছক ইসলামের জন্য যুদ্ধে প্রাণদাতাকে 'শহীদ' বলা হয়। ইসলাম 'নবী' ও 'রাসুল' এর পর 'শহীদ' এর মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। কোরআন ও হাদীসে শহীদের সম্মান সম্পর্কে বহু কিছু ঘোষিত হইয়াছে। আজকাল 'শহীদ' শব্দটি বাজারী হইয়া গিয়াছে। সি পি এম, কংগ্রেস প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলি ব্যাপকভাবে শহীদ শব্দ ব্যবহার করিতেছেন। অথচ ইসলামের শহীদের সহিত এই শহীদের কোনো দূরের সম্পর্কও নাই। সি পি এম, কংগ্রেস প্রভৃতি পার্টির জন্য যাহারা প্রাণ হারাইতেছেন তাহারা নিঃসন্দেহে জাহান্নামী। —সাইয়েদ সাহেব কি ইসলামের জন্য প্রাণ দিয়াছেন ? কখনই না। বর্তমানে সাইয়েদ গোষ্ঠীর অন্যতম ঐতিহাসিক গোলাম মোর্তজা সাহেব লিখিয়াছেন; "ভারতবাসীকে শেষ উপহার হিসাবে দিয়ে গেছেন তিনি তাঁর রক্তমাখা কাঁচা কাটা মাথা।" ভারতে হিন্দু, মুসলিম ও শিখ প্রভৃতি বহু জাতি উপজাতি বাস করিয়া থাকেন। যদি তিনি নিছক ইসলামের জন্য প্রাণ দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার 'কাঁচা কাটা মাথা' ভারত-বাসীর জন্য উপহার হইত না। একমাত্র মুসলমানরাই এই উপহারের উপযুক্ত। যিনি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করিবার জন্য প্রাণ দিয়াছেন তাঁহার কাটা মাথা কেন ? আরো কিছু উপহার দিলেও কোন অমুসলিম তাহাদের স্বার্থ বিরোধী উপহার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবেন না। সাইয়েদ সাহেব ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কায়েম করিতে চাহিয়াছিলেন ঃ—

দেওবন্দীদের শায়খুল ইসলাম হোসাইন আহমাদ মাদানী সাহেব লিখিয়াছেন,—[ "যেহেতু সাইয়েদ সাহেবের আসল উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষ হইতে ইংরেজের রাজত্ব এবং শক্তিকে সমূলে নির্মূল করা, যাহার কারণে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই চঞ্চল ছিল। এই কারণে তিনি তাঁহার সহিত অংশ গ্রহণ করিবার জন্য হিন্দুদেরও আহ্বান করিয়াছিলেন এবং পরিস্কার বলিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল দেশ হইতে বিদেশীদের শক্তিকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া। ইহার পর রাজত্ব কাহার হইবে ? ইহাতে তাঁহার কোন উদ্দেশ্য নাই। যেই মানুষ রাজত্বের উপযুক্ত হইবে, হিন্দু অথবা মুসলমান অথবা উভয়েই, সেই রাজত্ব

pdf By Syed Mostafa Sakib



করিবে।" ( নকশে হায়াত ২ খঃ ১৩ পৃঃ ) ]—ইতিহাসের আলোকে পূর্ব্বেই প্রমাণ করানো হইয়াছে যে, সাইয়েদ সাহেব ইংরেজের ঘনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিত তাঁহার দূরের সম্পর্কও ছিল না। পূর্ব্বের সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্যগুলি কবরস্থ করিয়া মুহূর্ত কালের জন্য মাদানী সাহেবের উক্তিটি যদি মানিয়া নেওয়া যায়, তবুও সাইয়েদ সাহেবকে 'শহীদ' প্রমাণ করানো সম্ভব হইবে না। কারণ, তিনি 'সেকুলার স্টেট' বা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কায়েম করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রকাশ থাকে যে, ধর্মনিরপেক্ষ দেশ গড়িবার জন্য প্রাণ দিলে ইসলামী 'শহীদ' হইবে না। সাইয়েদ সাহেবকে শহীদ বলাই প্রকৃত শহীদের মর্য্যাদাহানী করা। ধর্মনিরপেক্ষ দেশ কায়েম করিবার জন্য প্রাণ দিলে যদি শহীদ হয়, তাহা হইলে শত শত হিন্দুও প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহারা কি ইসলামী শহীদ হইবেন? গোলাম মোর্তজা সাহেব কি কোনো হিন্দুকে ইসলামী শহীদ বলিয়া মনে প্রাণে স্বীকার করিয়া থাকেন?

গোলাম মোর্তজা সাহেব লিখিয়াছেন,—[ "এই ওহাবী আন্দোলনের নায়কের নাম আসলে মহম্মদ। ইংরেজদের কারসাজিতে ছেলের নামেই ইতিহাস তৈরী হয়েছে: তাদের রাখা ঐ নাম হল ওহাব। আরব দেশে যখন শির্ক, বেদআত ও অধর্মীয় আচরণ ছেয়ে গিয়েছিল তখন তা রুখতে ঐ ওহাবের পুত্র মহম্মদ প্রতিবাদী দল গড়ে তোলেন। ···আরব দেশে ওহাবী নামাঙ্কিত কোন মযহাব বা তরিকার অস্তিত্ব নেই। এই সংজ্ঞাটির প্রচলন আরব দেশের বাইরে, এবং এই মতানুসারীদের বিদেশী দুশমন, বিশেষতঃ তুর্কীদের ও ইউরোপীয়দের দ্বারা 'ওহাবী' কথাটির সৃষ্টি এবং তাদের মধ্যেই প্রচলিত। ···প্রকৃত পক্ষে আবদুল ওহাব কোনও মযহাবও সৃষ্টি করেন নি, চার ইমামের অন্যতম ইমাম হাম্বালের মতানুসারী ছিলেন তিনি.··· ··· ···তারিখ হিসাব করে দেখা যায়, আরবের মহম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের যখন মৃত্যু হচ্ছে তখন সৈয়দ আহমাদ বেরেলীর বয়স মাত্র এক বৎসর। তাঁর সঙ্গে যে এঁর কোন যোগাযোগ ছিল না স্পষ্টই প্রমাণ হয়। —'কিতাবুত তওহীদে' হাম্বল মজহাব অনুযায়ী আবদুল ওহাবের পুত্র মহম্মদ যা যা নির্দেশ দিয়েছিলেন তা বিস্তারিত উল্লেখিত হয়েছে। তবে তার সংক্ষেপ হচ্ছে এই: ··· মাধ্যম ব্যতিরেকে সরাসরি আল্লার কাছে সাহায্য চাইতে হবে। ··· ··· শুধু কলমা পড়ে আল্লার নাম নিয়ে কোন হালাল পশু জবেহ করলেও তা হালাল খাদ্য হবে না, যদি তার চরিত্র মোটামুটি কলঙ্ক মুক্ত না হয়। তাছাড়া তিনি কবরের উপর সৌধ নির্মাণ, কবরকে ইট ও পাথর দিয়ে বাঁধানো প্রভৃতির উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলেন। এগুলো শুধু তাঁর মুখের কথাই ছিল না, বাস্তবে রূপ দিতে মক্কা ও মদিনার অনেক নামজাদা মনীষীর কবর তিনি ভেঙে দিয়েছিলেন।" ( চেপে রাখা ইতিহাস ৩১৪ / ১৫ / ১৬ পৃঃ ) ] —লেখক 'ওহাবী' সম্পর্কে যে তথ্য

pdf By Syed Mostafa Sakib



পরিবেশন করিয়াছেন, উহা আদৌ সত্য নয়। শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার মত ব্যাপার করিয়াছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রহিয়াছে কিন্তু স্থানাভাবে সম্ভব হইবে না। —'ওহাবী' আন্দোলনের নায়ক ছিলেন মোহাম্মাদ। মোহাম্মাদের পিতার নাম আবদুল ওহাব। আরবী প্রথায় অনেক ক্ষেত্রে পুত্রের কর্ম পিতার দিকে সম্বোধন হইয়া থাকে। যেমন ইসলামের চারটি মাজহাবের মধ্যে একটির নাম 'হাম্বলী'। এই 'হাম্বলী' মাজহাবের ইমামের নাম 'আহমাদ'। ইমাম আহমাদের পিতার নাম 'হাম্বল'। 'হাম্বল' সাহেব কোন মাজহাবের জনক ছিলেন না। ইমাম আহমাদ ছিলেন মাজহাবের নায়ক বা জনক। অথচ মাজহাবের নামকরণ 'আহমাদী' না হইয়া 'হাম্বলী' হইয়াছে। এখানেও কি ইংরেজদের কারসাজি রহিয়াছে? —হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র নাম 'মোহাম্মাদ' শব্দের সম্মান দেওয়া ঈমান ও ইসলামের অঙ্গ। যেহেতু ওহাবী মতবাদের নায়কের নাম 'মোহাম্মাদ'। সেইহেতু উলামায়ে কিরামগণ লক্ষ্য করিয়াছেন, এই মোহাম্মাদের ইসলাম বিরোধী মতবাদের প্রতি ক্ষুব্ধ হইয়া সাধারণ মানুষ মোহাম্মাদ নাম উচ্চারণ করতঃ অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করিতে পারে। যাহাতে পবিত্র 'মোহাম্মাদ' শব্দের বেআদবী হইবে। এই কারণে উলামাগণ দলের নাম 'মোহাম্মাদী' আখ্যা না দিয়া 'ওহাবী' আখ্যা দিয়াছেন। (আনওয়ারে আহমাদী ৩১৪ পৃষ্ঠা —আরব দেশে 'ওহাবী' নামে কোন মাজহাব না থাকিলে কি 'ওহাবী' বলিয়া কোন মতবাদ থাকিতে পারে না? মতবাদের জন্য মাজহাব হওয়া শর্ত নয়। হাদীস পাকে তিয়াত্তরটি দলের কথা উল্লেখ হইয়াছে। প্রত্যেকটি দলের মতবাদ ভিন্ন হইবে। আরব ও বহির্আরব সর্বত্রে ওহাবী রহিয়াছে। উহাদের মতবাদ চার মাজহাব হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। "মাধ্যম ব্যতিরেকে সরাসরি আল্লার কাছে সাহায্য চাইতে হবে।" ইহা হাম্বলী মাজহাবের মত নয়। ইহা ফলাও করিয়া হাম্বলী মাজহারের মত বলা হইয়াছে। মুসলমানের চরিত্র কলঙ্ক মুক্ত না হইলে, কেবল আল্লার নাম লইয়া জবাহ করিলে পশু হালাল হইবে না, এইরূপ কথা হাম্বলী মাজহাবে নাই, ইহা একটি মাজহাবকে কলঙ্ক করিবার নামান্তর মাত্র। মক্কা ও মদীনার অনেক নামজাদা মনীষীর কবর ভাঙ্গিয়া ইসলামের কি উন্নতি করিয়াছেন?

**'কিতাবুত তাওহীদ' এর কয়েকটি অংশের অনুবাদ ঃ—**

(১) —"অতএব কোন ব্যক্তি নবী ও তাঁহার অনুসরণকারীগণকে পূজা করে এমন কি তাঁহাদিগকে নিজের শাফাতকারী ও সাহায্যকারী বলিয়া বিশ্বাস করে, ইহা নিকৃষ্টতম শির্ক।" —নবী ও ওলীর সম্মান করা ইসলাম ও ঈমানের অঙ্গ। আম্বিয়া ও আউলিয়াগণ শাফায়াত করিতে পারিবেন, ইহা কোরআন হাদীস হইতে প্রমাণিত। কিন্তু মোহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওহাবের ধারণায় এইগুলি হইল শির্ক।

pdf By Syed Mostafa Sakib



(২) —"যে ব্যক্তি নবী ও ওলীকে নিজ সাহায্যকারী বলিয়া বিশ্বাস করে সে ব্যক্তি এবং আবু জাহেল একই শ্রেণীর মুশ্‌রেক।" কোরআনে আল্লাহ পাক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে মুসলমানদিগের সাহায্যকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু ওহাবীর মতে রাসুলকে সাহায্যকারী ধারণা করিলে আবু জাহেলের ন্যায় মুশ্‌রেক হইতে হইবে।

(৩) —"যে ব্যক্তি ইহা বলে যে, ইয়া রসুলাল্লাহ, আমি আপনার নিকট শাফায়াতের জন্য প্রার্থনা করিতেছি অথবা ইহা বলে যে, হে মুহম্মদ, আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দোওয়া করুন কিংবা ইহা বলে যে, হে মুহম্মদ, আমি আপনার ওয়াসীলা ( মাধ্যম ) হইতে আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হইতেছি, এবং প্রত্যেকে যাহারা নবীকে এইভাবে ডাকে তাহারা সবাই বড় মুশ্‌রেক।" —এখানেও হুজুরকে 'ইয়া রাসুলাল্লাহ' বলিয়া আহ্বান ও তাঁহাকে শাফায়াৎকারী ধারণা করাকে শির্ক বলা হইয়াছে।

(৪) —"নবী ও ওলীর কবর এবং সমস্ত বুতের (প্রতিমার) দিকে সফর করা বড় শির্ক।" —আম্বিয়া ও আউলিয়াগণের পবিত্র রওজা যিয়ারত করিতে যাওয়া শির্ক বলিতেছে। ( নাউজুবিল্লাহ )।

(৫) —"অগ্রবর্তী লোকগণ 'লাত', 'উয্‌যা' ও 'সোওয়া' ( নামক প্রতিমা ) কে পূজা করিত এবং পরবর্তী লোকগণ মুহম্মদ, আলী এবং আবদুল কাদেরকে পূজা করে অথচ লাত, উয্‌যা ও সোওয়া এবং মুহাম্মদ, আলী ও আবদুল কাদের সকলেই হইতেছে সমান।" —ইহার পরেও কি কোন মুসলমান কিতাবুত তাওহীদের অনুবাদ শুনিতে ধৈর্য্য রাখিতে পারে? হুজুর সাইয়েদুল মুরসালীন, হজরত আলী ও গওস পাক আবদুল কাদের জীলানীকে সরাসরি প্রতিমার সঙ্গে তুলনা করিতেছে! ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল কি এই প্রকার ঈমান ও ইসলাম বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ করিতেন? —( 'কিতাবুত তাওহীদ' এর অনুবাদ 'কে ঈমানদার পুস্তক' হইতে অবিকল নকল করা হইল )।

**হোসাইন আহমাদ মাদানীর কলমে —**

মোহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব নজদী ১৩ শতাব্দীর প্রথম দিকে আরবের 'নজদ' নামক স্থানে প্রকাশ হইয়াছিলেন। যেহেতু তিনি ভ্রান্ত ধারণা ও বাতিন আকীদাহ পোষণ করিতেন। এই কারণে তিনি আহলে সুন্নাত অল্ জামাআতের সহিত যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ড করিয়াছেন। তিনি তাঁহার ধারণার উপর চলিবার জন্য আহলে সুন্নাতকে বাধ্য করিতেন। সুন্নীদের ধনসম্পদ লুটের মাল এবং হালাল ধারণা করিতেন। উহাদিগকে হত্যা করা সওয়াবের কাজ ও রহমাত ধারণা করিতেন। বিশেষ করিয়া মক্কা ও মদীনাবাসীকে এবং সাধারণভাবে সমস্ত আরববাসীকে কঠিন কষ্ট দিয়াছেন। পূর্ববর্তী ইমামগণ এবং উহাদের

pdf By Syed Mostafa Sakib



অনুসারীগণের সম্পর্কে অত্যন্ত কটু ভাষা ও বিয়াদবীমূলক কথা ব্যবহার করিয়াছেন। বহু মানুষ তাহার অত্যাচারে মক্কা ও মদীনা শরীফ ত্যাগ করিয়াছেন। হাজার হাজার মানুষ তাহার এবং তাহার সৈন্যদের হাতে শহীদ হইয়াছেন। মোট কথা, তিনি একজন অত্যাচারী, বিদ্রোহী, রক্ত পিপাষু ও ফাসেক মানুষ ছিলেন। এইসব কারণে উহার প্রতি এবং উহার অনুসারীদের প্রতি বিশেষ করিয়া আরববাসীর আন্তরিক হিংসা ছিল এবং আছে। এতই হিংসা রহিয়াছে যে, এই প্রকার হিংসা না ইহুদীদের প্রতি, না ইসায়ীদের প্রতি না অগ্নি পূজকদের প্রতি ও না হিন্দুদের প্রতি। আরববাসীরা উহাদের থেকে এতই অত্যাচার পাইয়াছেন, যাহার কারণে উহারা ইহুদী ও ইসায়ীদের অপেক্ষা ওহাবীদের প্রতি বেশি দুঃখ ও হিংসা পোষণ করিয়া থাকেন।

(১) মোহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাবের ধারণা ছিল, সমস্ত আলেম ও সমস্ত দেশের মসলমান মোশ্‌রেক ও কাফের। উহাদের সহিত যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ড করা এবং উহাদের ধন সম্পদ লুট করিয়া নেওয়া হালাল, জায়েজ বরং ওয়াজিব।

(২) —ওহাবী এবং উহাদের অনুসারীদের আজও এই ধারণা রহিয়াছে যে, আম্বিয়া আলাইহিস্ সালামগণের হায়াত কেবল ঐ সময় পর্যন্ত, যতদিন তাঁহারা দুনইয়াতে ছিলেন। তারপর উহারা এবং অন্যান্য মোমেনগণ মরণের দিক দিয়া সমান। যদি মৃত্যুর পর উহাদের জীবন থাকে তাহা হইলে উহা বরযাখী জীবন, যাহা হাদীস হইতে প্রমাণিত। উহাদের একাংশ নবীর দেহ রক্ষার পক্ষপাতি কিন্তু তাহা রুহের সহিত বিচ্ছিন্নভাবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের হায়াত সম্পর্কে বহু ওহাবীর মুখে এমনই কটু ভাষা শোনা গিয়াছে, যাহা উচ্চারণ করা নাজায়েজ।

(৩) —হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রওজা পাক যিয়ারত করা ওহাবীরা বেদআত হারাম ইত্যাদি লিখিয়া থাকে এবং যিয়ারতের জন্য সফর করা নাজায়েজ ধারণা করিয়া থাকে। আবার অনেকেই যিয়ারতের জন্য সফর করাকে ব্যাভিচারের সমপর্যায় বলিয়া থাকে। যদি কেহ মসজিদে নবুবীতে যায়, তাহা হইলে হুজুরের প্রতি দরুদ সালাম পাঠ করে না এবং রওজার দিকে মুখ করিয়া দোয়া করে না।

(৪) —ওহাবীরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সম্পর্কে অত্যন্ত কটু ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। হুজুরকে নিজেদের মতই ধারণা করিয়া থাকে। উহাদের ধারণা যে, ইন্তেকালের পর আমাদের প্রতি হুজুরের কোন অধিকার নাই, আমাদের প্রতি তাঁহার কোন দয়া ও উপকার নাই। তাই তাঁহার অসীলা দিয়া দোয়া করা নাজায়েজ বলিয়া থাকে। আরো বলিয়া থাকে, আমাদের হাতের লাঠি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম

pdf By Syed Mostafa Sakib



অপেক্ষা বেশি উপকারী। আমরা লাঠি দ্বারা কুকুর তাড়াইয়া থাকি, হুজুরের দ্বারায় তাহাও করা যায় না।

(৫) —ওহাবীরা 'বাতেনী ইল্ম' আধ্যাত্মিক বিদ্যা শিক্ষা করা অযথা কাজ ও বেদআত বলিয়া থাকে এবং আউলিয়ায় কিরামগণের কথা ও কর্মকে শির্ক বলিয়া থাকে।

(৬) —ওহাবীরা নির্দিষ্ট কোন ইমামের অনুসরণ করাকে শির্ক বলিয়া থাকে। চার ইমাম এবং উহাদের অনুসরণকারীদের সম্পর্কে অত্যন্ত কটু ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। এই কারণে উহারা আহলে সুন্নাত অল জামাতের বিপরীত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ভারতের 'গায়ের মুকাল্লিদ'—লামাজহাবী ( তথাকথিত আহলে হাদীদ ) সম্প্রদায় ঐ জঘন্য দলের অনুসরণকারী। আরবের ওহাবীরা সাময়িক হাম্বলী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু উহারা আদৌ হাম্বলী মাজহাব অবলম্বী নয়।

(৭) —বদমাইশ ওহাবীরা হুজুরের প্রতি বেশি দরুদ সালাম পাঠ করা, দালায়েলুল খয়রাত শরীফ পাঠ করা জঘন্যতম নাজায়েজ মনে করিয়া থাকে।

(৮) —হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মীলাদ শরীফ পাঠ করাকে জঘন্যতম বেদআত বলিয়া থাকে। ওহাবীরা যখন মক্কা, মদীনার উপর ক্ষমতায় আসিয়াছিল, তখন মীলাদ শরীফ করিবার কারণে হাজার হাজার মানুষকে শহীদ করিয়া দিয়াছে। ( আশ্‌শিহাবুস্ সাকিব ৪২ পৃঃ হইতে ৬৮ পৃঃ পর্যন্ত )—যেহেতু হোসাইন আহমাদ মাদানী গোলাম মোর্তজা সাহেবের অত্যন্ত শ্রোদ্ধার পাত্র, যাহার পবিত্র নাম 'চেপে রাখা ইতিহাসে' একাধিক স্থানে উচ্চারণ করিয়াছেন। উলামায়ে দেওবন্দ ও মাদানী সাহেবকে 'শাইখুল ইসলাম' বলিয়া স্মরণ করিয়া থাকেন। সেহেতু মাদানী সাহেবের কলমে মোহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব তথা ওহাবীদের মতবাদ লিপিবদ্ধ করা হইল। বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গোলাম মোর্তজা সাহেব মাদানী সাহেব সম্পর্কে কি অভিমত প্রকাশ করিবেন তাহা এই মুহূর্তে বলা দুষ্কর। —নিরপেক্ষ পাঠকবৃন্দ, ঈমান শর্তে বলুন, একজন মুসলমান যাহার রক্ত, মাংসের সহিত ঈমান ও ইসলামের সম্পর্ক রহিয়াছে, তিনি কি ওহাবীদের মতবাদ মানিতে পারেন? ওহাবীদের মুসলমান বলিয়া গণ্য করিতে পারেন? ওহাবীদের দ্বারায় মুসলমানেরা যেভাবে অত্যাচারিত হইয়াছে, আম্বিয়া ও আউলিয়াগণের পবিত্র ইয়াদ্‌গার ও রওজাগুলি যেভাবে ধুলিস্যাৎ হইয়াছে, ইসলামের ইতিহাসে উহার নজির পাওয়া বিরল। এই জঘন্য বর্বর অত্যাচারী ওহাবী সম্প্রদায়কে ইসলামের একনিষ্ঠ খাদেম হিসাবে দেখাইবার জন্য অদ্ভুত ঐতিহাসিক চমৎকার ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, "আরব দেশে যখন শির্ক বেদআত ও অধর্মীয় আচরণ ছেয়ে গিয়েছিল তখন তা রুখতে ঐ ওহাবের পুত্র মহম্মদ প্রতিবাদী দল গড়ে তোলেন।"

pdf By Syed Mostafa Sakib



**সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবী ওহাবী ছিলেন ঃ—**

মোহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাবের সহিত সাক্ষাৎ না হইলেও সাইয়েদ সাহেব ওহাবী মতাবলম্বী ছিলেন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সাইয়েদ আহমাদ বলিয়াছেন,—[ "হিন্দুস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে যে পাহাড়ী সম্প্রদায় থাকে, উহারা সুন্নী মাজহাব হানিফী সম্প্রদায় .... .... যেহেতু এই পাহাড়ী সম্প্রদায় উহাদের ( সাইয়েদ সাহেব ও ঈসমাইল দেহলবীর ) আক্বায়েদের বিপরীত ছিল। এই কারণে ঐ ওহাবী ( সাইয়েদ'আহমাদ ) তাঁহার মতবাদ পাহাড়ীদের আদৌ মানাইতে পারেন নাই। কিন্তু পাহাড়ীরা শিখদের অত্যাচারে জর্জরিত হইয়াছিল। এই কারণে শিখদের উপর আক্রমণ করিবার জন্য ওহাবীদের পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু যেহেতু এই সম্প্রদায় মাজহাবী বিরোধীতায় অত্যন্ত কঠোর ছিল, সেইহেতু এই সম্প্রদায় শেষে ওহাবীদের সহিত প্রতারণা করিয়া শিখদের সহিত সন্ধি করতঃ মৌলবী মোহামাদ ঈসমাইল সাহেব ও সাইয়েদ আহমাদ সাহেবকে শহীদ করিয়াছিল। ( মাকালাতে স্যার সাইয়েদ নবম খণ্ড ১৩৯ পৃঃ ) ]

—স্যার সাইয়েদ আহমাদের উক্তি হইতে আসল রহস্য প্রকাশ হইয়া গেল যে, অর্থ ও পার্থিব স্বার্থের কারণে সাইয়েদ সাহেবের সহিত পাহাড়ীদের মতবিরোধ হইয়াছিল না। বরং সাইয়েদ সাহেবের ওহাবী মতবাদকে পাহাড়ীরা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। যাহার কারণে সাইয়েদ সাহেব পাহাড়ী হানিফীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। পাহাড়ীরা রণকৌশল অবলম্বনে শিখদের সহিত সন্ধি করতঃ ইসলামের মহা শত্রু ওহাবী সাইয়েদ সাহেব ও তাঁহার বাহিনীকে উপযুক্তভাবে শাস্তি প্রদান করিয়াছিল। এই মুহূর্তে বলা কি অন্যায় হইবে ? সাইয়েদ সাহেবের 'কাঁচা কাটা মাথা' ভারতবাসীর জন্য উপহার ছিল না। মুসলমানদের জন্যেও উপহার ছিল না। উহা প্রকৃত পক্ষে ওহাবীদের জন্য উপহার ছিল।

—হয়তো অনেকেই ধারণা করিতে পারেন যে, স্যার সাইয়েদ আহমাদ ইংরেজদের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া সাইয়েদ সাহেবকে ওহাবী বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। এই ধারণা কিন্তু আদৌ ঠিক নয়। সাইয়েদ সাহেব নিঃসন্দেহে ওহাবীও ইংরেজদের এজেন্ট ছিলেন, যাহা দেওবন্দীদের পরম বুজর্গ শায়েখ আবদুল হক হাক্কানীর উক্তি হতেও প্রমাণ হয়। আবদুল হক সাহেব 'তাফসীরে হাক্কানী'র প্রথম খণ্ডে ১১২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"সাইয়েদ আহমাদ প্রথম জীবনে শাহ ওলী উল্লাহর পৌত্র মৌলবী মাখসুস সুল্লার খিদমাতে আসিয়া সামান্য আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাবীজ ও ঝাড় ফুঁক করাও শিখিয়াছিলেন। কিন্তু যখন এই ব্যবসা চলিল না, তখন বৃটিশ সরকারের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং খোদা প্রদত্ত নিজ প্রতিভায় ভাল আসনও পাইয়াছিলেন। তারপর কট্টর ওহাবী ও মৌলবী ইসমাঈল সাহেবের অনুসারী হইয়া যান।

pdf By Syed Mostafa Sakib



[ "ইংরেজরা মুসলমান বিপ্লবীদের মতিগতি লক্ষ্য ক'রে, ঐ আন্দোলন যে তাদের বিরুদ্ধে অব্যর্থ আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি করছে তা বুঝতে পেরেছিল। তাই তারা কতকগুলো দরিদ্র ও দুর্বলমনা আলেমকে টাকা দিয়ে মুড়িয়ে তাদের মুখ দিয়ে বলিয়ে নিল—তোমরা যুগ যুগ ধরে যা করে আসছ তা করতে থাক। এই বিপ্লবীরা আসলে ওহাবী : ওরা নবী, সাহাবী ও ওলীদের কবর ভাঙার দল। ইংরেজ তাদের প্রচারে যোগ দিয়ে বলল, ১৮২২ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমাদ মক্কায় যান, ওখানে গিয়েই তিনি ওহাবী মতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অথচ এটা একেবারে মিথ্যা।" ( চেপে রাখা ইতিহাস ৩১৬ পৃঃ ) ] ইংরেজরা যে সমস্ত দরিদ্র ও দুর্বলমনা আলেমকে টাকা দিয়ে মুড়িয়ে তাহাদের স্বপক্ষে করিয়াছিল, সেই সমস্ত আলেমদের মধ্যে কমপক্ষে দুই একজনের নাম উল্লেখ করা হইল না কেন ? ওহাবীরা কি নবী, সাহাবী ও ওলীদের কবর ভাঙার দল নয় ? সৈয়দ আহমাদ কি ওহাবী ছিলেন না ?

**রশীদ আহমাদ গাংগুহীর প্রভু ইংরেজ সরকার ঃ—**

মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগুহী সাহেব বলিয়াছেন,—"যখন আমি বৃটিশ সরকারের অনুগত, তখন ঐ সমস্ত মিথ্যাবাদীদের কথায় আমার লোম বাঁকা হইবে না। আর যদি আমি মরিয়া যাই, তাহা হইলে সরকার আমার মালিক। উহার অধিকার রহিয়াছে, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে।" ( তাজকিরাতুর রশীদ ১ খঃ ৮০ পৃঃ ) অনুরূপ গাংগুহী সাহেব ইংরেজকে 'দয়ালু সরকার' বলিয়াছেন। ( " ৭০ পৃঃ )—যে বৃটিশ সরকার মুসলমানদের রক্ত নিয়ে হুলি খেলিয়াছে, মুসলমানদের লাশকে গাছে ঝুলাইয়া চিল ও শকুনকে খাওয়াইয়াছে, পবিত্র মসজিদগুলিকে ঘোড়া বাঁধিয়া অপবিত্র করিয়াছে এবং শাহ জাফরের খাবারের পাত্রে তাহার পুত্রের মস্তক কাটিয়া দিয়াছে। সেই দুশমন সরকারকে গাংগুহী সাহেব 'দয়ালু সর্কার' বলিয়া আখ্যা দিলেন এবং তিনি উহাদের প্রকৃত 'অনুগত' ছিলেন বলিয়া স্বীকারও করিলেন। 'অনুদান' না পাইলে কি অনুগত হয় ? 'দয়া' না পাইলে কি দয়ালু বলে ? গাংগুহী সাহেবের প্রতি ইংরেজের 'অনুদান' ও 'দয়া' ছিল বলিয়া তো গাংগুহী সাহেব সরকারের 'অনুগত' ছিলেন এবং 'দয়ালু সরকার' বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন। আশাকরি লেখক নিরপেক্ষ ভূমিকা অবলম্বনে চিন্তা করিলে অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন, ইংরেজ যে দরিদ্র ও দুর্বলমনা আলেমকে টাকা দিয়ে মুড়িয়েছিল, সেই হতভাগ্য দরিদ্র ও দুর্বলমনা আলেম আর কেহ নয়, তিনি জনাব রশীদ আহমাদ গাংগুহী। যে সমস্ত আলেম 'ওহাবীদের কবর ভাঙার দল' বলিয়াছিলেন, তাঁহারা সরকারের পয়সায় পেশাবও করেন নাই। **—ওহাবীরা প্রকৃতই কবর ভাঙার দল ঃ—** কেহ অসাবধনতা বশতঃ মসজিদ অপবিত্র করিয়া ফেলিলে, মসজিদ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে ? না মসজিদ পবিত্র করিতে হইবে ? নাকের উপর মাছি বসিলে নাক কাটিয়া ফেলিতে হইবে ? না মাছি

pdf By Syed Mostafa Sakib



তাড়াইয়া দিতে হইবে ? আম্বিয়া ও আউলিয়াগণের পবিত্র রওজাগুলিতে যদি কোন প্রকার শরীয়ত বিরোধী কাজ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেগুলি বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। বেদ্বীন বর্বরদের মত ভাঙ্গিয়া দেওয়ার অধিকার কে দিয়াছে ? —গোলাম মোর্তজা সাহেব স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন, "মক্কা ও মদিনার অনেক নামজাদা মনীষীর কবর তিনি ভেঙে দিয়েছিলেন।" এইবার বলুন ওহাবীরা কি কবর ভাঙার দল হইল না ? ইংরেজদের পাছাতে মুখ লাগাইয়া নাক সিটকানী দেওয়ার কারণ কি ? —ওহাবীরা যে সমস্ত নামজাদা মনীষীর কবর ধ্বংস করিয়াছিল, সেই মনীষীদের একজন হজরত উসমান গণি রাদী আল্লাহু আনহু। যাঁহার পবিত্র সমাধির উপর বিরাট সৌধ নির্মাণ ছিল। বেদ্বীন বর্বরেরা হজরত উসমান হইতে আরম্ভ করিয়া শত শত সাহাবার পবিত্র সমাধি ধুলিসাৎ করিয়াছে। পরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র রওজা শরীফ ধ্বংস করিবার অপবিত্র পরিকল্পনা নিয়া যাহারা তথায় উপস্থিত হইয়াছিল, খোদাই ব্যবস্থায় এক বিষধর সর্পের দংশনে তাহারা নিপাৎ হইয়াছিল। এই প্রকারে আল্লাহ তাঁহার প্রিয় হাবীবের পবিত্র রওজাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

**কবর ভাঙার অপবিত্র কাজে স্বয়ং সাইয়েদ ঃ—**

সাইয়েদ সাহেব স্বয়ং কয়েক হাজার ইমামবাড়া ভাঙিয়াছেন এবং পঞ্চাশ হাজার ইমামবাড়া ভাঙাইয়াছেন। অনুরূপ তিনি স্বয়ং কবরও ভাঙিয়াছেন। ( আরওয়াহে সালাসা ১২৯ / ১৪১ পৃঃ ) যখন সউদীর বর্বরেরা তথাকার মাজার ও পবিত্র স্থানগুলি ধুলিসাৎ করতঃ অপবিত্র কাজ সমাধা করিয়াছিল, তখন সাইয়েদ সাহেবের সিলসিলার ওহাবীপন্থী জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের পক্ষ হইতে বর্বরদের অভিনন্দন বার্তা পাঠাইয়াছিল। আজও সাইয়েদ সাহেবের মতানুসারী উলামায়ে দেওবন্দ আম্বিয়া ও আউলিয়াগণের মাজারগুলি ধ্বংস করিবার পরিকল্পনায় দৃঢ় রহিয়াছেন। ইহাদের কথা হইল, যে স্থানে পূর্ণ শক্তি সঞ্চয় হইয়া গিয়াছে, মাজারগুলি ধুলিসাৎ করিলে হাঙ্গামা সৃষ্টি হইবে না, সেই স্থানে ধ্বংস করিতে হইবে। আর যদি হাঙ্গামা সৃষ্টি হইবার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে বিলম্ব করিতে হইবে। ( ফাতাওয়ায় দারুল উলুম দেওবন্দ খঃ ১ পৃঃ ৩৭৩ )।

**ভারতের ওহাবীয়াতের বীজ বপণকারী সাইয়েদ সাহেব ঃ—**

পূর্ব্বেই স্যার সাইয়েদ আহমাদ আলীগড়ীর বিবৃতি ও আবদুল হক হাক্কানীর উক্তি হইতে প্রমাণ হইয়াছে যে, সাইয়েদ সাহেব ওহাবী ছিলেন। মাধ্যমিক হইতে আরম্ভ করিয়া ডিগ্রি কোর্স পর্যন্ত ভারতের সমস্ত ইতিহাসগুলিতে সাইয়েদ সাহেবকে ওহাবীয়াতের বীজ বপণকারী বলা হইয়াছে। বাংলাদেশ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন হইতে যে সমস্ত বই পুস্তক প্রকাশ হইতেছে, তাহাতে সাইয়েদ আহমাদকে ওহাবী বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib



যথা, ১৯৮১ সালে প্রকাশিত 'ইতিহাস কথা কয়' পুস্তকে ১১৭ পৃষ্ঠায় আছে,—"সৈয়দ আহমাদ ছিলেন ওহাবী আন্দোলনের একজন নেতা।" ... "সৈয়দ আহমাদ সবেমাত্র মক্কা থেকে ফিরেছেন। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন নূতন মন্ত্র—ওহাবী মতবাদ।" .. মক্কা থেকে ফিরে সৈয়দ আহমাদ ওহাবী মতবাদ প্রচার করতে শুরু করেন। —**সাইয়েদ সিলসিলার আলেমগণ ওহাবী বলিয়া গৌরব করিতেছেন ঃ—** যেহেতু ওহাবীরা অমার্জনীয় অপরাধ করিয়াছে, সেইহেতু উহারা বিশ্ব মুসলিমদের কাছে লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত। বহুকাল ধরিয়া নিজদিগকে 'ওহাবী' বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করিত। সউদীর ওহাবীরা প্রথম অবস্থায় নিজদিগকে হাম্বলী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। বর্তমানে উহারা 'ওহাবী' পরিচয় দিয়া গৌরব করিতেছে। ১৯৭৯ সালে মুজহিদে মিল্লাত আল্লামা হাবীবুর রহমান আলাইহির রহমাত মসজিদে নবুবীর বড় ইমাম শায়েখ আবদুল আজীজের সহিত অসীলা সম্পর্কে বাহাস করিয়াছিলেন। উক্ত বাহাসের শর্তনামাতে আবদুল আজীজ সাহেব নিজেকে ওহাবী বলিয়া স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ( হরফে হাক্কানীয়াত ২৩ পৃঃ ) অবিভক্ত ভারতে সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবীর সিলসিলা ভুক্ত দেওবন্দী উলামাগণ নিজদিগকে ওহাবী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করিয়া থাকেন। ইহারা নিজদিগকে হানিফী বলিয়া দাবী করেন। বর্তমানে ইহারা ওহাবীদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন। আবার অনেকেই সগৌরবে নিজেকে ওহাবী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যেমন তাবলিগী জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইল্‌ইয়াস সাহেবের ইন্তেকালের পর তাঁহার প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে আলোচনা কালে মাওলানা মাঞ্জুর নোমানী বলিয়াছিলেন,—"আমি আমার সম্পর্কে পরিষ্কার বলিতেছি, "আমি বড় কঠিন ওহাবী।" ইহার উত্তরে তাবলিগী নেসাবের লেখক মাওলানা জাকারিয়া সাহেব বলিয়াছিলেন,—"মৌলবী সাহেব, আমি নিজেই তোমার থেকে বড় ওহাবী।" ( সাওয়ানেহে ইউসুফ ১৯১ / ১৯৩ পৃঃ )।

—গোলাম মোর্তজা সাহেব প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, ওহাবী ধর্ম নামে পৃথিবীতে কোন ধর্ম বা মতবাদ নাই, উহা ইংরেজের চক্রান্তে ও কারসাজিতে একটি কাল্পনিক ফিরকার নাম। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে একটি মৌলিক প্রশ্ন থাকিয়া যায়, আরবের শায়েখ আবদুল আজীজ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের শায়েখ জাকারিয়া পর্যন্ত কেহ ইংরেজের চক্রান্ত বুঝিতে পারিলেন না? কেন ইহারা নিজেদের নামের সহিত 'ওহাবী' শব্দ যুক্ত করিয়া কাল্পনিক ফিরকার সদস্য হইলেন? আমরা কি আশা রাখিতে পারি, কোনদিন এই সামান্য প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাইব? মাঞ্জুর নোমানী ও মাওলানা জাকারিয়া সাধারণ আলেম নন। ইহারা দেওবন্দীদের নিকটে দেবতা তুল্য। আজ তাঁহারা নিজেদের,

pdf By Syed Mostafa Sakib


ওহাবী বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই। বরং একে অপরের থেকে বড় ওহাবী হইবার জন্য পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীতা আরম্ভ করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গ এখানে ইতি করিবার পূর্বে শেষ কথাস্বরূপ বলিতেছি, সাইয়েদ সাহেব একজন পাক্কা ওহাবী ও ইংরেজের পলিটিক্যাল এজেন্ট এবং ভণ্ড পীর ছিলেন, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। অতএব, পাক-ভারত উপমহাদেশে যাহাদের আধ্যাত্মিক সিলসিলার ঊর্ধতন পীর সাইয়েদ সাহেব, তাহাদের সিলসিলা অবশ্যই বাতিল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

# স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক

স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক আল্লামা ফজলে হক খয়রাবাদী ১২১২ হিজরী অনুযায়ী ১৭৯৭ সালে দিল্লীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ( মুকাদ্দামায়ে তাহকীকুল ফাতাওয়া ৮ পৃঃ ) 'তাজকীরায়ে উলামায়ে আহলে সুন্নাত' এর ১৯৪ পৃষ্ঠায় আল্লামার জন্মস্থান খয়রাবাদ বলা হইয়াছে। তাঁহার বংশ সূত্র হজরত উমার ফারুক রাদী আল্লাহু আনহু পর্যন্ত পৌঁছায় বলিয়া তিনি ফারুকীও ছিলেন। তিনি হানিফী মাজহাব অবলম্বী ও বাতিনী বিদ্যায় বা আধ্যাত্মিক শিক্ষায় চিশ্‌তীয়া সিলসিলার সহিত যুক্ত ছিলেন। আল্লামার আধ্যাত্মিক গুরু বা পীর মুর্শিদ ছিলেন শাহ ধুমান দেহলবী। ( তাজকীরাতুল মুসান্নিফীন অল মুয়াল্লিফীন ২০১ পৃঃ )—**আল্লামার শিক্ষা জীবন ঃ—** আল্লামা ফজলে হক তাঁহার পিতা মাওলানা ফজলে ইমামের নিকট হইতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। শাহ আবদুল কাদের মোহাদ্দিস দেহলবী ও শাহ আবদুল আজীজ মোহাদ্দিস দেহলবীর নিকট হইতে হাদীস অধ্যায়ন করিয়াছিলেন। মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে প্রচলিত সমস্ত বিদ্যার সনদ লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পর চার মাস কয়েক দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ কোরআন কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। আরবী ভাষার উপর তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। আরবী ভাষায় ভাল কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। মাওলানা ফজলে ইমাম খয়রাবাদী যখন আল্লামাকে শাহ আবদুল আজীজের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। তখন শাহ সাহেবের সহিত কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, ফজলে হক কবিতা রচনা করিতে পারে। শাহ সাহেব কিছু শুনিতে চাহিলে তিনি একটি কবিতা শুনাইয়া দিলেন। শাহ সাহেব কবিতার একটি শব্দ সম্পর্কে বলিলেন, ইহা আরবী ভাষায় খুব কম ব্যবহার হইয়া থাকে। আল্লামা সঙ্গে সঙ্গে ২০ জন নির্ভরযোগ্য কবির কবিতা হইতে উক্ত শব্দটির ব্যবহার দেখাইয়া দিলেন। তাঁহার আরো কয়েকটি কবিতা শুনাইবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাঁহার পিতা নিষেধ করতঃ বলিলেন, আদব রক্ষা কর। আল্লামা বলিলেন, ইহা তো তাফসীর ও হাদীসের কোন মসলা নয়, কবিতা মাত্র। ইহাতে বেয়াদবীর কি প্রশ্ন থাকিতে পারে ? শাহ সাহেব বলিলেন—সাহেব জাদা, তুমি সঠিক বলিতেছো। আমার ভুল হইয়াছে। ( তাজকীরাতুল মুসান্নিফীন ২০১ পৃঃ, মুকাদ্দামায়ে তাহকীকুল ফাতাওয়া ৮/৯ পৃঃ )—**ইরাণী মুজ্‌তাহিদের পলায়ন ঃ—** শাহ আবদুল আজীজ দেহলবী শিয়া সম্প্রদায়ের খণ্ডনে 'তোহফায়ে ইসনা আশারীয়া' নামক কিতাব লিখিয়াছিলেন। যাহার কারণে হিন্দুস্তান হইতে ইরাণ পর্যন্ত শিয়া জগতে আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছিল। জনৈক শিয়া মুজ্‌তাহিদ বহু কিতাব লইয়া শাহ সাহেবের

pdf By Syed Mostafa Sakib



সহিত মুনাজারা করিবার জন্য ইরাণ হইতে দিল্লী পৌঁছিয়াছিলেন। এই সময় আল্লামা ফজলে হকের বয়স ছিল মাত্র বারো বৎসর। মুজতাহিদের আগমনের সংবাদ শুনিয়া আল্লামা ফজলে হক সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হইলেন। প্রাথমিক পরিচয়ের পর **মুজতাহিদ ঃ—** সাহেবজাদা কি পড়? **আল্লামা ঃ—** 'শারহে ইশারাত' ও 'উফকুল মুবীন' প্রভৃতি কিতাব দেখাশোনা করি। **মুজতাহিদ ঃ—** ( আশ্চর্য হইয়া ) 'উফকুল মুবীনে'র অমুক স্থানের বিবরণ দিতে পার? **আল্লামা ঃ—** 'হাঁ' বলিয়া সেই স্থানের কেবল ব্যাখ্যা করিলেন না বরং লেখকের উপর অনেকগুলি প্রশ্ন করিয়া দিলেন। **মুজতাহিদ ঃ—** উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করিলেন। **আল্লামা ঃ—** বহু দিক দিয়া উত্তরগুলি খণ্ডন করিতে লাগিলেন এবং 'উফকুল মুবীনে'র এমন সুন্দর ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন যে, তাঁহার প্রশ্নগুলির উত্তরও হইয়া গেল। **মুজতাহিদ ঃ—** আশ্চর্য হইয়া এই কিশোর দার্শনিককে দেখিতে লাগিলেন। **আল্লামা ঃ—** ( বিদায় লইবার সময় ) আমি শাহ্ সাহেবের নগণ্য শিষ্য। ইরাণী মুজতাহিদ চিন্তা করিলেন যে, এই দরবারের একজন শিশুর বিদ্যা যদি এই প্রকার হয়, তাহা হইলে শায়েখের বিদ্যা কেমন হইবে। রাতারাতি নিজের আসবাবপত্র লইয়া ইরাণ পলায়ন করিলেন। সকালে শাহ্ সাহেব জানিতে পারিলেন, তাঁহার ইরাণী অতিথি পলায়ন করিয়াছেন। শাহ্ সাহেব আসল ব্যাপারটি অবগত হইবার পর আল্লামাকে ভালবাসার স্বরে বলিলেন, মেহমানের সহিত তোমার এই প্রকার ব্যবহার করা উচিৎ ছিল না। আমার মেহমান ছিল, আমি নিজেই বুঝিয়া নিতাম। ( বাগিয়ে হিন্দুস্থান ৭৭ / ৭৮ পৃঃ )।

**ইসমাঈল দেহলবীর সহিত মুনাজারাহ ঃ—**

শাহ ওলী উল্লাহ মোহাদ্দিস দেহলবীর পৌত্র ও শাহ আবদুল গণির পুত্র মাওলানা ইসমাঈল দেহলবী যখন ওহাবী মতবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন এবং মোহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর 'কিতাবুত তাওহীদ' এর অনুকরণে 'তাকবীয়াতুল ঈমান' লিখিয়া উপমহাদেশের মুসলমানদের বিভ্রান্ত করিতেছিলেন, তখন আল্লামা ফজলে হক খয়রাবাদী বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে উহার খণ্ডন করিতে আরম্ভ করিলেন। আল্লামার অতুলনীয় কিতাব 'তাহকীকুল ফাতাওয়া' ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। উক্ত কিতাবে ইসমাঈল দেহলবীর গোমরাহী দিবালোকের ন্যায় প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। একদা দিল্লীর জামে মসজিদে 'ইমতেনায়ে নজীর' এর মসলায় ( অর্থাৎ আল্লাহ পাক মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ন্যায় আরো হাজার হাজার 'মোহাম্মাদ' সৃষ্টি করিতে পারেন কিনা ) ইসমাঈল দেহলবীর সহিত মুনাজারাহ হইয়াছিল। এই মুনাজারাতে ইসমাঈল দেহলবী শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হইয়াছিলেন। ঈমান ও ইসলামের ব্যাপারে ইসমাঈল দেহলবীর সহিত যেমন আল্লামার

pdf By Syed Mostafa Sakib



মতপার্থক্য ছিল, তেমন রাজনৈতিক জীবনেও পরস্পর বিরোধী ছিলেন। বলাই বাহুল্য, ইসমাঈল দেহলবী আল্লামার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ইংরেজের এজেন্সী গ্রহণ করিয়াছিলেন।

## আল্লামার রাজনৈতিক জীবন ঃ—

আল্লামা ফজলে হক খোদা প্রদত্ত প্রতিভায় ও দূরদর্শিতায় ভারতের ভবিষ্যত উপলব্ধি করিতেছিলেন এবং ইংরেজদের জঘন্য চক্রান্ত দেখিতেছিলেন। আল্লামা 'আস্‌সাওরাতুল হিন্দীয়া' নামক কিতাবে ইংরেজদের কিছু চক্রান্তের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—(১) ইংরেজরা মুসলমানদের শিশুদিগকে খৃষ্টানী শিক্ষায় গড়িবার জন্য শহরে শহরে ও গ্রামে-গঞ্জে ইস্কুল খুলিয়াছিল এবং ইসলামী মাদ্রাসাগুলি ধ্বংস করিবার জন্য পূর্ণ চেষ্টা চালাইতেছিল। (২) নগদ মূল্যে সমস্ত শস্যাদি ও খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইত, যাহাতে মানুষ তাহাদের মুখাপেক্ষি হইয়া পড়ে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার আন্দোলন না করে। (৩) মুসলিম বালকদের খাৎনা নিষিদ্ধকরণ ও মুসলিম মহিলাদের পরদা প্রথা উচ্ছেদ করতঃ ঈমানদারদিগকে বিভিন্ন প্রকার ফেৎনার দিকে ঠেলিয়া দেওয়া এবং ইসলামী কানুন খতম করিবার জন্য জঘন্য চেষ্টা চালাইয়াছিল। (৪) মুসলমান সৈন্যদের শূকরের চর্বি ও হিন্দু সৈন্যদের গরুর চর্বি জিহ্বাতে লাগাইতে বাধ্য করিয়াছিল। যলে হিন্দু মুসলিম সৈন্যরা উত্তেজিত হইয়া উহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ করিয়াছিল। হিন্দু মুসলিম সৈন্যরা বহু

---

ইংরেজ সৈন্যকে হতাহত করিয়া মীরাট দুর্গ হইতে দিল্লী পৌঁছিয়াছিল এবং ভারত স্বাধীনের জন্য ইংরেজ সৈন্যদের সহিত লড়াই শুরু করিয়াছিল। এই সময় আল্লামা ফজলে হক আলওয়ার হইতে দিল্লী পৌঁছান এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে নায়ক রূপে অংশ গ্রহণ করেন।

**জিহাদের ফতওয়া প্রদান ঃ—** আল্লামা ফজলে হকের পরামর্শ অনুযায়ী উলামায়ে কিরামদিগের দ্বারায় একটি জিহাদের ফতওয়া সংগ্রহ করা হইয়াছিল। আল্লামা স্বয়ং স্বতন্ত্রভাবে একটি জিহাদের ফতওয়া প্রদান করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেই ফতওয়ার উপর অটল ছিলেন এবং এই অপরাধে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে হইয়াছিল আন্দামানের কারাগারে। এতদ্ সত্বেও এক শ্রেণীর হিংসুক আল্লামার আসল ইতিহাস বিকৃত করিবার চেষ্টা করিয়া লিখিয়াছেন যে, ১৮৫৭ সালে জিহাদের ফতওয়ায় আল্লামার দস্তখত নাই।

**ফাজেলে দেওবন্দ মাওলানা সাঈদ আহমাদ আকবারাবাদীর কলমে ঃ—**

মাওলানা সাঈদ আহমাদ আকবার আবাদী লিখিয়াছেন,—"এখন আমাদের সম্মুখে ফতওয়ার যে নকল রহিয়াছে, ইহাতে দিল্লীর ৩৮ জন আলেম ও শায়েখের দস্তখত রহিয়াছে। ইহাতে মাওলানা ফজলে হক খয়রাবাদীর দস্তখত নেই। কিন্তু উহার একটি আলাদা

pdf By Syed Mostafa Sakib



জিহাদের ফতওয়া ছিল। এই বিষয়ে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইসলামী ইতিহাস-গুলিতে বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে। ..... তিনি অত্যন্ত নির্ভীক হইয়া দিল্লীর জামে মসজিদে জুমার নামাজের পর জিহাদ অয়াজিব হওয়া সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়াছিলেন। তারপর জিহাদের একটি ফতওয়া ঘোষণা করেন। যাহাতে মুফতী সদরুদ্দীন খান, মাওলানা ফায়েজ আহমাদ, মৌলবী ওজীর খান আকবার আবাদী এবং আরো উলামায়ে কিরামগণের দস্তখত ছিল।" ( হিন্দুস্তান কি শারয়ী হাই সিয়াত ৪১/৪২ পৃঃ )।

**মুফতী ইন্তেজা মুল্লার কলমে ঃ—** মুফতী সাহেব লিখিয়াছেন,—"ইংরেজের বিরুদ্ধে মাওলানা ফজলে হক জিহাদের ফতওয়া দিয়াছিলেন। এই ফতওয়ার উপর মুফতী সদরুদ্দীন, মৌলবী ফায়েজ আহমাদ বাদাউনী ও মৌলবী ওজীর খান আকবার আবাদী প্রমুখ ব্যক্তিগণের দস্তখত করানো হইয়াছিল। —জজের সম্মুখে মাওলানার উপস্থিতিতে সরকারী সাক্ষীকে আনা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, যিনি জিহাদের ফতওয়া প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি এই ফজলে হক নন। তিনি অন্য লোক। সঙ্গে সঙ্গে মাওলানা চিৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন, প্রথম বিবরণ সঠিক। এখন ভুল বলিতেছেন। আমার উপর যে অভিযোগ আনা হইয়াছে, তাহা সত্য। আমিই ফতওয়া লিখিয়াছি। আজও আমার ঐ সিদ্ধান্ত। জজ যাবজ্জীবন কারাবাসের শাস্তি লিখিলেন। মাওলানা উহা হাস্য বদনে গ্রহণ করতঃ আন্দামান চলিয়া গেলেন।" ( উলামায়ে হক আওর উনকী মাজলুমিয়াত কি দাস্তানে ৫৬ পৃঃ )।

**হোসাইন আহমাদ মাদানীর কলমে ঃ—** মাদানী সাহেব লিখিয়াছেন,—"মাওলানার ( ফজলে হকের ) প্রতি যে সমস্ত অভিযোগ ছিল, তিনি এক এক করিয়া প্রত্যেকটির খণ্ডন করিয়াছেন। যে সাংবাদিক ফতওয়ার সংবাদ দিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ সমর্থন করতঃ বলিয়াছেন,—'এই সাক্ষী প্রথমে সত্য কথা বলিয়াছিলেন এবং রিপোর্ট সঠিক লিখাইয়াছিলেন। এখন আদালতে আমার আকৃতি দেখিয়া ভীত হইয়া গিয়াছেন এবং মিথ্যা বলিতেছেন। উক্ত ফতওয়া সঠিক, আমারই লিখিত। আজ এই মুহূর্তেও উহাই আমার সিদ্ধান্ত। জজ বার বার আল্লামাকে বাধা প্রদান করিতেছিলেন যে, আপনি কি বলিতেছেন! সাংবাদিক আদালতের মোড় এবং আল্লামার ভয়ঙ্কর ও ভদ্র আকৃতি দেখিয়া না চিনিবার ভান করতঃ বলিয়া দিয়াছিলেন যে, ইনি সেই মাওলানা ফজলে হক নন, তিনি অন্য ছিলেন। সাক্ষী সুন্দর আকৃতি ও পবিত্র গুণে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু আল্লামার দৃঢ়তা দেখুন, খোদার বাঘ গর্জন করিয়া বলিতেছেন, উক্ত ফতওয়া সঠিক, আমার লিখিত এবং আজ এই মুহূর্তেও আমার ঐ সিদ্ধান্ত। ( নকশে হায়াত খঃ ২ পৃঃ ৫২ )।

pdf By Syed Mostafa Sakib



**প্রফেসার আইউব কাদেরীর কলমে ঃ—** "১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের যুদ্ধে মাওলানা ফজলে হক অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। দিল্লীতে জেনারেল বখ্‌ত খানের সঙ্গী ছিলেন। লাখনউতে বেগম হজরত মহল কোর্টের সদস্য ছিলেন, শেষে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। মুকাদ্দামা চলিয়াছিল এবং সমুদ্র পার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি হইয়াছিল। ……আন্দামান ও নিকোবরের অবস্থান কালে আল্লামা খয়রাবাদীর দুইটি স্মরণীয় জিনিষ রহিয়াছে। একটি 'আস্‌সাওরাতুল হিন্দীয়া' অপরটি 'কসায়েদে ফিৎনাতুল হিন্দীয়া'। ……এই রিসালা এবং কাসীদাহ ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান।" ( জাজায়েরে আন্দামান অ নিকোবর মে মুসলমানো কি ইল্মী খিদমাত, ত্রিমাসিক উরদু করাচি, ৬৮ সাল, ৬১ পৃঃ )।

**দিল্লীর বিখ্যাত সাংবাদিক চুন্নীলালের কলমে ঃ—** সেই যুগে বিখ্যাত সাংবাদিক চুন্নীলাল ১৯ মে ১৮৫৭ সালে সংবাদ পরিবেশন করিয়াছিলেন,—"উলামায়ে ইসলাম সমস্ত শহরের মুসলমান বাসিন্দাদের একত্রিত করিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রেরণা দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, কাফেরদের হত্যা করিলে বড় পুণ্য পাওয়া যায়। হাজার হাজার মুসলমান উহাদের পতাকাতলে সমবেত হইয়াছেন।" ( বাহাদুর শাহ জাফর কা মুকাদ্দামা ১১৭ পৃঃ )। —চুন্নীলাল আরো লিখিয়াছেন, "মৌলবী ফজলে হক তাঁহার বক্তৃতার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সব সময়ে উত্তেজিত করিতেছেন।" ( আখবারে দেহলী, ২৭৩ পৃঃ ১২৭ নং কাইল, সংগৃহীত ফজলে হক খয়রাবাদী আওর সানে সাতাওন ৪৮ পৃঃ হাকীম মাহমুদ আহমাদ বর্কাতী )। **আল্লামার শেষ পরীক্ষা ঃ—** "আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে যখন হজরত আল্লামা ফজলে হক নিজের মৃত্যু শয্যায় শায়িত ছিলেন, উঠিতে বসিতে পাশ ফিরিতে পারিতেছিলেন না। কাহারও সাহায্য ছাড়া বসিতে পারিতেন না। জীবনের শেষ সময় ছিল। মৃত্যু পদ চুম্বন করিতে আসিতেছিল। জীবন বিপদ লইয়া বিদায় লইতেছিল। জীবনের এই কঠিন মুহূর্তে তাঁহার ঈমানের একটি শক্ত পরীক্ষা নেওয়া হইয়াছিল। যাহার উদাহরণ পাওয়া খুবই বিরল। সুতরাং এই বিপদ ও চাঞ্চল্যকর অবস্থায় জনৈক ইংরেজ অফিসার আসিয়া আল্লামাকে বলিলেন, 'যদি আপনি কেবল এতটুকু বলিয়াছেন যে, আমি ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের যে ফতওয়া প্রদান করিয়াছি, উক্ত ফতওয়ার প্রতি আমার দুঃখ হইতেছে। আমি এখনই আপনাকে মুক্তি দিব এবং আমার দায়িত্বে আপনার সন্তানাদির নিকটে পৌঁছাইয়া দিব। মৃত্যু শয্যার সেই দুর্বলের দুর্বল, যিনি বসিয়া ঔষধ পান করিতে অক্ষম ছিলেন। এই প্রস্তাব শোনা মাত্রই গর্জন কণ্ঠে বসিয়া ইংরেজ অফিসারকে বলিয়াছিলেন, "আমাকে এই প্রকার একটি নয়, হাজার জীবন দান করিলেও ফজলে হক ইহাই বলিবে—ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ ফরজ।" ( খুঁনকে আঁসু ১ম খঃ ১৪ পৃঃ,

pdf By Syed Mostafa Sakib



লেখক মুশতাক আহমাদ নিজামী আলাইহির রহমাত )—সাঈদ আহমাদ আকবার আবাদী হইতে প্রফেসার আইউব কাদেরী পর্যন্ত কেহ নিরপেক্ষ না হইলেও স্বাধীনতা সংগ্রামে আল্লামা ফজলে হকের অবদান অস্বীকার করিতে পারেন নাই। মনের ইচ্ছা না থাকিলেও কলমের ইচ্ছায় প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, জিহাদের ফতওয়ায় আল্লামা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মুক্তির জন্য জজের প্রদান করা সমস্ত সুযোগে লাথি মারিয়া, জিহাদের ফতওয়া বলবৎ রাখিয়া, হাসিমুখে কারাবরণ করিয়াছিলেন। মোট কথা, স্বাধীনতা সংগ্রামের এই মহানায়ক আল্লামা ফজলে হকের অবদানের কথা কোনদিন ভুলিবার নয়।

### এক নজরে ইসমাঈল দেহলবীর ফতওয়া ঃ—

"যখন মাওলানা ইসমাঈল কলিকাতায় জিহাদ সম্পর্কে বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং শিখদের অত্যাচার সম্পর্কে বলিতেছিলেন। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন. আপনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতওয়া দেন না কেন? তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, উহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা কোন প্রকারে অয়াজিব নয়। প্রথমতঃ আমরা উহাদের প্রজা, দ্বিতীয়তঃ আমাদের মাজহাবী কাজ পালন করিতে উহারা কোন প্রকার বাধা দেয় না। উহাদের রাজত্বে আমরা সর্বদিক দিয়া স্বাধীন, বরং উহাদের প্রতি কেহ আক্রমণ করিলে তাহার সহিত লড়াই করা এবং নিজের সরকারকে বাঁচানো মুসলমানদের প্রতি ফরজ হইবে।" ( হায়াতে তাইয়েবা ২৯৬ পৃঃ, মির্যা হায়রাত দেহলবী )—এই সেই ইসমাঈল দেহলবী, যিনি দিল্লীর জামে মসজিদে আল্লামা ফজলে হকের সহিত তর্কে অবতীর্ণ হইয়া নিজেকে গোমরাহী হইতে বাঁচাইতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন এবং শত শত মানুষের লাঞ্ছনা ও ভৎসনার শিকার হইয়াছিলেন। আজ তাঁহার ফতওয়া পাঠকের সামনে নকল করা হইল। আশাকরি ইনসাফের সহিত বিচার করিবেন। —ইহা অতি সত্য কথা, এক হাতের তালি বাজে না। দুই হাতের তালি বাজিয়া থাকে। শত শত মাইল দূর শিখ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অয়াজিব হইয়া গেল কিন্তু অত্যাচারী ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অয়াজিব না হইয়া, তাহাদের সপক্ষে যুদ্ধ করা ফরজ হইয়া গেল কেন? অবস্থা ইংগিত করিতেছে, ইসমাঈল দেহলবীর ফতওয়ার পিছনে ইংরেজের টাকার থলি ছিল। —আপনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতওয়া প্রদান করেন না কেন? এই প্রশ্নটি একেবারে সাধারণ নয়। ভারতীয় মুসলমানেরা আন্তরিক ভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিতে চাহিয়াছিলেন। অত্যাচারী ইংরেজকে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। কোরআন হাদীসের আলোকে জিহাদের ফতওয়া প্রদানকারী পথপ্রদর্শক চাহিয়াছিলেন। আশা করিয়াছিলেন, ইসমাঈল দেহলবী জিহাদের ফতওয়া প্রদান করিয়া তাহাদের রাহবার ও রাহনুমা হইবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib



কিন্তু 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিঁটা'র ন্যায় হইয়া গেল ইসমাঈল দেহলবীর উল্টো ফতওয়া। তিনি জিহাদের ফতওয়া তো দিলেন না, উপরন্তু অত্যাচারীদের সপক্ষে লড়াই করা ফরজ বলিয়া দিলেন। এইবার বলুন, প্রকৃত পক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক কে? আল্লামা ফজলে খয়রাবাদী, না ইসমাঈল দেহলবী?

**আল্লামার আর দেশে ফেরা হইল না ঃ—** আল্লামা ফজলে হক খয়রাবাদী মাওলানা ফজলে ইমামের সেই সাহেবজাদা, যিনি কখন পাল্কীতে চড়িয়া আবার কখন হাতীর পিঠে বসিয়া পিতার নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিতেন। আজ তিনি আন্দামানের কারাবাসে আবর্জনার ডালি নিজের মাথায় উঠাইতেছেন। যাঁহার দুরাবস্থা দেখিয়া জনৈক ইংরেজ অফিসারের অশ্রু আসিয়াছিল। এদিকে আল্লামার সাহেবজাদাগণ মাওলানা আবদুল হক, মৌলবী শামসুল হক এবং খাজা গোলাম গওস আরো অন্যান্যরা তাহাদের বৃদ্ধ পিতা, মহাপণ্ডিত, স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়কের মুক্তির জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালাইতেছিলেন। সফল হইয়াছিল তাহাদের এই চেষ্টা। মৌলবী শামসুল হক মুক্তির পরওয়ানা লইয়া আন্দামান রওয়ানা হইয়া গেলেন। জাহাজ হইতে নামিয়া শহরে পৌঁছিয়া হাজার হাজার মানুষ সহ একটি জানাজা দেখিতে পাইলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, কাল ১২ই সফর ১২৭৮ হিজরী অনুযায়ী ১৯শে আগষ্ট ১৮৬১ সালে আল্লামা ফজলে হকের ইন্তেকাল হইয়াছে। এই তাঁহার দাফনের জন্য যাওয়া হইতেছে। ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রজিউন। ( খুঁনকে আঁসু ১ম খঃ ৭৪ পৃঃ ইত্যাদি )।

**—পুত্রের নিকট হইতে পিতার পরিচয় পাওয়া যায় ঃ—** ইসলামের মহা শত্রু, অত্যাচারী ইংরেজের থেকে আল্লামা আন্তরিকভাবে ভারতকে যে পবিত্র করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সাহেবজাদা মাওলানা আবদুল হক খয়রাবাদীর অসীয়ত হইতে ভালই বুঝা যায়। মাওলানা আবদুশ্ শাহিদ খান লিখিয়াছেন,—"মাওলানা ( আবদুল হক খয়রাবাদী ) শেষে অসীয়ত করিয়াছিলেন, যখন ইংরেজ ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, তখন এই সংবাদটি আমার কবরের নিকট পৌঁছাইয়া দিবে। সুতরাং ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ সালে মাওলানা সাইয়েদ নজমুল হাসান রেজবী খয়রাবাদী বহুসংখ্যক মানুষ লইয়া, আল্লামা আবদুল হক খয়রাবাদীর সমাধির নিকট উপস্থিত হইয়া, মীলাদ শরীফ ও ফাতেহা করিয়াছিলেন এবং এই প্রকারে পূর্ণ পঞ্চাশ বৎসর পর ইংরেজদের দেশ ত্যাগ করিবার সংবাদ শুনাইয়া অসীয়ত পালন করিয়াছেন।" ( মুকাদ্দামায়ে তহদাতুল হিকমাত ১২ পৃঃ )।

pdf By Syed Mostafa Sakib

# ইসলামের দরবারে আধুনিক যন্ত্র

প্রথমে জানিয়া রাখা উচিত যে, ইসলাম কাহারো মুখাপেক্ষি নয়। সমস্ত জিনিষ ইসলামের মুখাপেক্ষি। নতুন নতুন জিনিষ আবিষ্কার করা মূলতঃ ইসলামে অবৈধ নয়। কিন্তু নব আবিষ্কৃত জিনিষগুলি ইসলামী ঈবাদাত—উপাসনাতে ব্যবহার করা বৈধ হইবে কিনা, তাহা বিবেচনার বিষয়। এ পর্যন্ত যে সমস্ত জিনিষ আবিষ্কার হইয়াছে, সেগুলি ইসলামের দরবারে আনিতে হইবে। যদি ইসলাম অনুমোদন করিয়া থাকে, তাহা হইলে গ্রহণ করা যাইবে। অন্যথায় বর্জন করিতে বাধ্য। —যে সমস্ত জিনিষ হারাম—অবৈধ কাজের জন্য আবিষ্কার করা হইয়াছে, ইসলাম ঐ জিনিষগুলি সরাসরি হারাম ঘোষণা করিয়াছে। যথা, সমস্ত প্রকার বাদ্য যন্ত্র। যে সমস্ত জিনিষ হালাল—বৈধ ও অবৈধ কাজের জন্য আবিষ্কার করা হইয়াছে, ইসলাম সেগুলিকে কোন কোন ক্ষেত্রে জায়েজ, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে নাজায়েজ ঘোষণা করিয়াছে। যথা, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি। ইসলামী ঈবাদাত দুই প্রকার—মাক্সুদাহ ও গায়ের মাক্সুদাহ। যে ঈবাদাতের আসল উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করা, উহাকে 'ঈবাদাতে মাক্সুদাহ' বলা হয়। আর যে ঈবাদাতের আসল উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করা নয়, বরং ঈবাদাতে মাক্সুদার মাধ্যম স্বরূপ, উহাকে 'ঈবাদাতে গায়ের মাক্সুদাহ' বলা হয়। যথা :—নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাত ইত্যাদি 'ঈবাদাতে মাক্সুদাহ'। নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া যথা, নামাজের জন্য মাসজিদের দিকে যাওয়া ও হজের জন্য সফর করা প্রভৃতি 'ঈবাদাতে গায়ের মাক্সুদাহ'।

'ঈবাদাতে মাক্সুদাহ' কোন সময় পরিবর্তন হয় না। কোরআন ও হাদীসে উহার যে নিয়ম বলা হইয়াছে, সেই নিয়মে উহা পালন করিতে হইবে। ঈবাদাতে মাকসুদার বাহিয্যিক উদ্দেশ্য কোন প্রকারে পূর্ণ হইয়া গেলেও উহাকে পরিবর্তন করা যাইবে না। যথা, রোজার একটি বাহিয্যিক উদ্দেশ্য হইল, ইন্দ্রিয় শক্তিকে দুর্বল করিয়া দেওয়া। যদি বিনা রোজাতে কাহারো ইন্দ্রিয় শক্তি দুর্বল হইয়া যায়, তবুও রোজা ফরজ থাকিবে। অনুরূপ আজানের একটি উদ্দেশ্য, বস্তির মানুষকে একত্রিত করা। আজানের পূর্বে বস্তির সমস্ত মানুষ উপস্থিত হইয়া গেলেও আজান ত্যাগ করা যাইবে না। আরো যেমন, জুমার খুতবার বাহিয্যিক উদ্দেশ্য, মুসলমানদিগের শরীয়তের আহকাম শিক্ষা দেওয়া। জুমার জামায়াতের সমস্ত মানুষ আলেম হইলেও বিনা খুতবাতে জুমা আদায় হইবে না। আরো বলা যাইতে পারে যে, 'হজ' একটি 'ঈবাদাতে মাকসুদাহ'। যাহার বাহিয্যিক উদ্দেশ্য,

pdf By Syed Mostafa Sakib



বিশ্ব মুসলিমদের মিলন। যদি মক্কা শরীফ ছাড়া পৃথিবীর কোন শহরে বিশ্ব মুসলিমদের মিলনের ব্যবস্থা হয়, তবুও হজ ফরজ থাকিবে এবং কোরআন ও হাদীসে উহার যে নিয়ম বলা হইয়াছে, ঠিক সেই নিয়মে পালন করিতে হইবে। —'ঈবাদাতে গায়ের মাকসুদাহ' পরিবর্তন হইতে পারে। যেমন নামাজের জন্য মসজিদের দিকে যাওয়া 'ঈবাদাতে গায়ের মাকসুদাহ'। যদি কেহ মসজিদের পাশ কামরাতে থাকে এবং নামাজের জন্য গমনের প্রয়োজন না হয়, তাহা হইলে নামাজের ক্ষতি হইবে না। অথচ 'ঈবাদাতে গায়ের মাকসুদাহ' এখানে পাওয়া গেল না। অনুরূপ হজের জন্য অর্থ সঞ্চয় করা, হজ অফিসে যাওয়া আসা করা, উড়োজাহাজ অথবা জলোজাহাজ যোগে জিদ্দা পৌঁছানো এবং ঐখান হইতে সফর করিয়া মক্কা শরীফ উপস্থিত হওয়া প্রভৃতি কাজগুলি 'ঈবাদাতে গায়ের মাকসুদাহ'। যদি কোন মানুষ মক্কা শরীফে উপস্থিত থাকে অথবা কোন ব্যক্তি উহার সমস্ত কাজ নিজের দায়িত্বে নিয়া উহাকে মক্কা মোয়াজ্জামায় পৌঁছাইয়া দেয়, হজের কোন ক্ষতি হইবে না। অথচ এখানে 'ঈবাদাতে গায়ের মাকসুদাহ' পাওয়া গেল না। —ঈবাদাতে মাকসুদার মধ্যে কোনো প্রকার যান্ত্রিক সাহায্য নেওয়া জায়েজ নয়। কারণ, উহাতে ইসলামী বিধানের ক্ষতি সাধন হইয়া থাকে। যথা, নামাজে লাউডস্পিকার ব্যবহার করা জায়েজ নয়। ইমামের শব্দ মুকাব্বিরের মাধ্যমে শেষ লাইনে পৌঁছানো সুন্নাত। লাউডস্পিকার ব্যবহার করিলে এই সুন্নাতটি নিহত হইয়া যায়। ইহা ছাড়াও আরো বহু ক্ষতি রহিয়াছে। অনেক স্থানে লাউডস্পিকারে নামাজ হইতেছে বলিয়া সেগুলি দলীল হইবে না। —ইবাদাতে গায়ের মাকসুদার মধ্যে যান্ত্রিক সাহায্য নেওয়া যাইতে পারে, যদি উহাতে কোন প্রকার ইসলামী বিধানের ক্ষতি না হয়। যেমন ওয়াজ ও নসীহতের জন্য লাউডস্পিকার ব্যবহার করা, রেলগাড়ী ও উড়োজাহাজের মাধ্যমে হজ করিতে যাওয়া, জিহাদের জন্য আধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করা ইত্যাদি। এ পর্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে যাহা আলোচনা হইল, তাহা পরবর্তী আলোচনার জন্য ভূমিকা স্বরূপ। **রেডিও সংবাদে ঈদের নামাজ জায়েজ কিনা ?** —রেডিও সংবাদে ঈদ করা জায়েজ কিনা, ইহা জানিবার পূর্বে 'সংবাদ' ও 'শাহাদাত' এর পার্থক্য কি ? তাহা জানার প্রয়োজন রহিয়াছে। সংবাদ ও শাহাদাত এক জিনিষ নয়। শাহাদাতের জন্য কয়েকটি শর্ত রহিয়াছে। যথা, (১)—দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা হওয়া। (২)—উহাদের প্রত্যেকের ন্যায়পরায়ণ হওয়া এবং ফাসেক না হওয়া। (৩)—কাজীর মজলিসে আমি সাক্ষ প্রদান করিতেছি, বলিয়া বর্ণনা আরম্ভ করা। (৪)—হাকীমের সম্মুখে সাক্ষীর উপস্থিত হওয়া। ( কাঞ্জুদ্ দাকায়েক ২৮৮ পৃঃ, হিদাইয়া ৩য় খঃ ১৩৮/৪০/৪২ পৃঃ ) দ্বীনি বিষয়ে সংবাদের জন্য শর্ত। (১) সাংবাদিকের মুসলমান হওয়া। (২) ন্যায়পরায়ণ হওয়া ( আলামগিরী ৫ম খঃ ৩২০ পৃঃ )

pdf By Syed Mostafa Sakib



অবশ্য সাংবাদিক যদি মুসলমান হয় এবং প্রকাশ্য ফাসেক না হয়, তাহা হইলে কোন কোন ক্ষেত্রে উহার সংবাদ গ্রাহ্য হইবে। ( শামীর সহিত দুর্রে মুখতার ২য় খঃ ৯৩ পৃঃ )—ইসলাম প্রত্যেক ঈবাদাতের জন্য একটি নির্দিষ্ট নিয়ম করিয়া দিয়াছে। ঈদ ইসলামের একটি অন্যতম ঈবাদাত। ইসলাম উহা পালন করিবার জন্য নির্দিষ্ট বিধান বলিয়া দিয়াছে। যথা. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন,—চাঁদ না দেখিয়া রোজা ও ইফতার ঈদ করিবে না। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহা হইলে (৩০) ত্রিশ দিন পূর্ণ করিয়া লইবে। ( বোখারী খঃ ১ পৃঃ. মোয়াত্তায় ইমাম মালিক ৯২ পৃঃ. মোয়াত্তায় ইমাম মোহাম্মাদ ১৮০ পৃঃ )—উল্লেখিত হাদীস হইতে প্রমাণ হইল যে, ইসলাম ঈদের জন্য চাঁদ দেখা শর্ত করিয়া দিয়াছে। ইহার ব্যতিক্রম হইলে ঈদ জায়েজ হইবে না। যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে, তাহা হইলে এত সংখ্যক মানুষের চাঁদ দেখার প্রয়োজন, যাহাতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ না থাকে। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহা হইলে ঈদের চাঁদ প্রমাণ হইবার জন্য দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার সাক্ষ্য প্রদানের প্রয়োজন রহিয়াছে। অবশ্য ইহারা কেমন ব্যক্তি হইবেন তাহা উপরে উল্লেখিত হইয়াছে। (১)—যেহেতু চাঁদের সহিত পঞ্জিকার বাস্তব মিল নেই। চাঁদের বহু পূর্বে পঞ্জিকা প্রস্তুত হইয়া যায়, সেহেতু পঞ্জিকা অনুযায়ী চাঁদ প্রমাণিত হইবে না। ফকীহ্‌গণ বলিয়াছেন, সময় নির্ধারণকারীগণ ন্যায়পরায়ণ হইলেও উহাদের কথা গ্রহণযোগ্য নয়। ( শামীর সহিত দুর্রে মুখতার ২ খঃ ৯২ পৃঃ )। (২)—চাঁদ প্রমাণিত হইবার জন্য সংবাদপত্রগুলি আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, অধিকাংশ সময় পত্র-পত্রিকাগুলিতে মিথ্যা সংবাদ প্রচার হইয়া থাকে। যদি সংবাদ সঠিক হয়, তবুও গ্রাহ্য হইবে না। কারণ, উহা ইসলামী শাহাদাত বা সাক্ষ্য নয়। যেহেতু সাংবাদিকগণ নিজেদের দেখার সাক্ষ্য প্রদান করেন না, বরং অপরের দেখার সংবাদ পরিবেশন করিয়া থাকেন। সেহেতু উহাদের সংবাদ গ্রাহ্য নয। ( রদ্দুল মুহতার ২ খঃ ৯৭ পৃঃ )। (৩)—চাঁদ প্রমাণের জন্য চিঠি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, লেখার নকল হইয়া থাকে। ( রদ্দুল মুহতারের সহিত দুর্রে মুখতার খঃ পৃঃ. হিদাইয়া খঃ পৃঃ )। (৪)—ফাতাওয়ায় আলামগিরী ৩ খঃ ২৫৭ পৃষ্ঠায় আছে,—পরদার আড়াল হইতে শুনিয়া সাক্ষী প্রদান করিতে পারিবে না। কারণ, কণ্ঠস্বর নকল হইতে পারে। ইসলামের এই বিধান অনুযায়ী টেলিফোন, রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে চাঁদ প্রমাণ হইবে না। - মোট কথা, বর্তমানে যে সমস্ত জিনিষ আবিষ্কার হইয়াছে, ঐ জিনিষগুলি সংবাদ পরিবেশনের কাজে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ জিনিষগুলির মাধ্যমে শাহাদাৎ আদায় হইবে না। চিঠি, তার, টেলিফোন, রেডিও এবং টেলিভিশনের সংবাদ কোর্ট কাছারীতে গ্রাহ্য হয় না। বরং সাক্ষীকে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিতে হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib



সরকারের আবিষ্কার করা জিনিষগুলি যদি সরকারী কানুনে সাক্ষীর ক্ষেত্রে গ্রাহ্য না হয়, তাহা হইলে শরিয়তের সূক্ষ্ম কানুনে শাহাদাতের ক্ষেত্রে কেমন করিয়া গ্রাহ্য হইবে ? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে ৩০ দিন পূর্ণ করিতে হইবে। অথচ বর্তমান যুগের এক শ্রেণীর বেনামাজী ও বে রোজাদার মুসলমান টেলিফোন ও রেডিও প্রভৃতির সংবাদে ঈদ আদায় করিবার জন্য দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়া থাকে। —ঈদের চাঁদ প্রমাণ হইবার জন্য তার, টেলিফোন ও রেডিওর সংবাদ গ্রাহ্য নয়। ( জান্নাতী জেওর ৩৬৭ পৃঃ, কানুনে শরিয়ত ১ম খঃ ১৩৭ পৃঃ ) তার, টেলিফোন, রেডিও, পঞ্জিকা ও গুজব এবং বাজারী সংবাদের উপর নির্ভর করতঃ ঈদ করা নাজায়েজ হারাম। ( বাহারে শরিয়ত ৫ম খঃ ৭৭ পৃঃ ) তার, টেলিফোন ও রেডিওর মাধ্যমে চাঁদ প্রমাণিত হইবে না। (ফাতাওয়ায় পাসবান ৮৮ পৃঃ) তারের সংবাদ গ্রাহ্য নয়। ( ফাতাওয়ায় দারুল উলুম দেওবন্দ ৮ম খঃ ৪৫ পৃঃ ) পঞ্জিকা, টিভি ও টেলিগ্রামের সাহায্যে চাঁদ প্রমাণিত হইবে না। ( ইলমুল ফিকাহ ৩য় খঃ ২০ পৃঃ )। টেলিগ্রাম এবং অয়ারলেসের মাধ্যমে চাঁদ প্রমাণ হইবে না। ( জাদীদ মাসায়েলকে শরয়ী আহকাম ১৩ পৃঃ ) ইহা ছাড়াও আরো অনেক কিতাবে আধুনিক যন্ত্রগুলির সাহায্যে সংবাদ গ্রহণ করতঃ ঈদ করা নাজায়েজ বলা হইয়াছে।

**কয়েকটি প্রশ্ন ঃ—** (১)—হিলাল কমিটি জায়েজ কিনা ?—উঃ—যদি হিলাল কমিটির উদ্দেশ্য এই হয় যে, এলাকার মানুষ অথবা শহরের মানুষ কমিটির নিকট উপস্থিত হইয়া যাহারা চাঁদ দেখিয়াছে, তাহারা চাঁদের সাক্ষ্য প্রদান করিবে এবং যাহারা দেখে নাই, তাহারা চাঁদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে, তাহা হইলে জায়েজ হইবে। অবশ্য কমিটির সমস্ত সদস্যকে পরহিজ্‌গার-মুত্তাকী হইতে হইবে। আর যদি হিলাল কমিটির উদ্দেশ্য এই হয় যে, উড়োজাহাজে উড়িয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে চাঁদ দেখিবে, তাহা হইলে হিলাল কমিটি গঠন করা জায়েজ হইবে না। কারণ, (১)—চাঁদ সমতল ভূমি অর্থাৎ মাটি থেকে দেখিতে হইবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যুগে উড়োজাহাজ না থাকিলেও বহু উঁচু পাহাড় ছিল। চাঁদ দেখিবার জন্য হুজুর কোনো সময় কোনো দলকে পাহাড়ের উপর পাঠান নাই। অনুরূপ সাহাবাগণও কোনো সময় কোনো দলকে চাঁদ দেখিবার জন্য পাহাড়ের উপর উঠান নাই। (২)—চাঁদ ধ্বংস হইয়া যায় না, বরং দৃষ্টি হইতে দূর হইয়া যায়। প্রকাশ থাকে যে, দূরের জিনিষ সমতল ভূমি অপেক্ষা উঁচু হইতে দেখা বেশি সম্ভব হয়। অতএব, উড়োজাহাজে উঠিয়া দেখিলে ২৮ তারিখেও চাঁদ দেখা সম্ভব হইবে।

**পাকিস্তানে হিলাল কমিটি বাতিল—** জেনারেল আইউব খানের শাসনকালে পাকিস্তান সরকার হিলাল কমিটি গঠন করিয়াছিল। দুই ঈদের সময় পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানে উড়োজাহাজ যোগে চাঁদ দেখা হইত এবং সরকারের পক্ষ হইতে চাঁদ

pdf By Syed Mostafa Sakib


ঘোষণা করা হইত। একবার ঈদের সময় ২৯শে রমজান কমিটির সদস্যগণ চাঁদ দেখিবার জন্য উড়োজাহাজ যোগে উপরে উঠিয়াছিল। পূর্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিম পাকিস্তানে যাইবার সময় চাঁদ দেখিতে পায় এবং সরকারকে জানাইয়া দেয়। সরকারী পক্ষ হইতে চাঁদ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু সুন্নী উলামাগণ উহা মানিতে অস্বীকার করেন। ইহাতে বেশ বিশৃংখলা দেখা দেয়। ফলে পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম দেশে মুফতীগণের নিকট ফতওয়া চাওয়া হইয়াছিল। ভারতবর্ষে মুফতীয়ে আ'জমে হিন্দ আল্লামা মোস্তফা রেজার নিকটও ফতওয়া চাওয়া হইয়াছিল। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মুফতীগণ হিলাল কমিটির সপক্ষে ফতওয়া প্রদান করিয়াছিলেন। ইমাম আহমাদ রেজার সুযোগ্য সাহেবজাদা মুফতীয়ে আ'জমে আলাম আল্লামা মোস্তফা রেজা আলাইহির রহমাত হিলাল কমিটির বিপক্ষে নিম্নরূপ ভাষায় ফতওয়া প্রদান করিয়াছিলেন। —"শরীয়তের নির্দেশ, চাঁদ দেখিয়া রোজা রাখিবে এবং ঈদ করিবে। যেখানে চাঁদ দেখা যাইবে না, সেখানে শরীয়ত সাপেক্ষ সাক্ষী ( শাহাদাত ) লইয়া শরীয়তের কাজী নির্দেশ প্রদান করিবেন। সমতল ভূমি অথবা মাটির সহিত যোগাযোগ রহিয়াছে এই রকম স্থান হইতে চাঁদ দেখিতে হইবে। জাহাজে উঠিয়া চাঁদ দেখা ভুল। কারণ, চাঁদ ডুবিয়া যায়, ধ্বংস হইয়া যায় না। এই কারণে কোন স্থানে ২৯ তারিখে আবার কোন স্থানে ৩০ তারিখে চাঁদ দেখা যায়। যদি জাহাজ উড়াইয়া চাঁদ দেখা শর্ত হয়, তাহা হইলে আরো উঁচুতে উঠিবার পর ২৭ ও ২৮ তারিখেও দেখা সম্ভব হইবে। তাহা হইলে ২৭ এবং ২৮ তারিখে কি চাঁদ দেখিবার আদেশ দেওয়া যাইবে? কোনো জ্ঞানী উহা সমর্থন করিবেন না। এই অবস্থায় জাহাজের সাহায্যে চাঁদ দেখা কেমন করিয়া গ্রহণযোগ্য হইবে?" —মুফতীয়ে আ'জমে হিন্দের এই ঐতিহাসিক ফতওয়াটি পাকিস্তানের সমস্ত পত্রিকায় মোটা অক্ষরে ছাপা হইয়াছিল এবং তাঁহার ফতওয়ার সত্যতা যাচাই করিবার জন্য পাকিস্তান সরকার যখন পরবর্ত্তী মাসে ২৭ এবং ২৮ তারিখে জাহাজ উড়াইয়াছিল এবং ২৮ ও ২৭ তারিখ পর্যন্ত চাঁদ দেখা গিয়াছিল, তখন পাকিস্তান সরকার মুফতীয়ে আ'জমের ফতওয়া সমর্থন করতঃ হিলাল কমিটি বাতিল করিয়া দিয়াছিল। ( মুফতীয়ে আ'জমে হিন্দ ৩৯ / ৪০ পৃঃ )।

(২)—যদি রেডিও সংবাদে ঈদ জায়েজ না হয়. তাহা হইলে একই দিনে সারা ভারতে ঈদ কেমন করিয়া হইবে? উঃ—পূর্বে সংবাদ ও শাহাদাতের মধ্যে পার্থক্য দেখান হইয়াছে। ঈদ সংবাদের ভিত্তিতে হয় না, বরং শাহাদাতের ভিত্তিতে হইয়া থাকে। অতএব, রেডিওর সংবাদে ঈদের কোনো প্রশ্নই উঠে না। একই দিনে সারা ভারতে ঈদ করিতে হইবে. ইসলামে এই প্রকার কোন নির্দেশ নাই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন. "আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে ৩০ দিন পূর্ণ করিতে হইবে।". প্রকাশ থাকে যে, সারা ভারতের

pdf By Syed Mostafa Sakib



আকাশ একই দিনে মেঘাচ্ছন্ন থাকিবে এমন কথা নয়। পশ্চিম বাংলার আকাশ পরিষ্কার এবং বোম্বাই-এর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পরিষ্কার আকাশে ২৯শে রমজান চাঁদ দেখিবার কারণে পরদিন ঈদ করিতে বাধ্য। কিন্তু বোম্বাই-এর মানুষ মেঘাচ্ছন্ন আকাশে ২৯শে রমজান চাঁদ না দেখিবার কারণে পরদিন রোজা রাখিয়া ৩০ দিন পূর্ণ করিতে বাধ্য। এক্ষেত্রে একই দিনে ঈদ সম্ভব নয়। অনুরূপ একই দিনে ঈদ না হইবার আরো একটি কারণ হইল, সময়ের ব্যবধান। কলিকাতা হইতে বোম্বাই-এর প্রায় ৪৫ মিনিট সময়ের ব্যবধান রহিয়াছে। যখন কলিকাতার মানুষ চাঁদ দেখিতে ব্যস্ত থাকিবে, তখন বোম্বাই-এর মানুষ আদৌ চাঁদ দেখিবার চেষ্টা করিবে না। কারণ, সেখানে সন্ধ্যা হইতে এখনও ৪৫ মিনিট বাকী রহিয়াছে। এইবার যখন কলিকাতার মানুষ চাঁদ দেখিতে না পাইয়া অন্ধকার হইয়া যাইবার কারণে চাঁদ দেখা বন্ধ করিয়া দিবে, তখন বোম্বাই-এর মানুষ চাঁদ দেখা আরম্ভ করিবে। কারণ, এই মাত্র সেখানে সন্ধ্যা হইতেছে।

কলিকাতায় চাঁদ দেখা সম্ভব হইল না কিন্তু বোম্বাইয়ে চাঁদ দেখা সম্ভব হইল। কলিকাতার মানুষ চাঁদ না দেখিবার কারণে পরদিন রোজা রাখিতে বাধ্য। বোম্বাই-এর মানুষ চাঁদ দেখিবার কারণে পরদিন ঈদ করিতে বাধ্য। এক্ষেত্রেও একই দিনে ঈদ সম্ভব নয়। সারা ভারতের মানুষ একই দিনে ঈদ করিবার জন্য যদি বোম্বাই-এর মানুষ চাঁদ দেখা সত্ত্বেও পরদিন ঈদ না করিয়া একদিন বিলম্ব করে, তাহা হইলে হারাম হইবে এবং ঈদ বাতিল হইয়া যাইবে। অনুরূপ কলিকাতার মানুষ চাঁদ না দেখিয়া একই দিনে ঈদ করিবার উদ্দেশ্যে যদি পরদিন বোম্বাই-এর মানুষের সহিত ঈদ করে, তাহা হইলে হারাম হইবে এবং ঈদ বাতিল হইয়া যাইবে। অবশ্য বোম্বাইয়ের মানুষের চাঁদ দেখা কলিকাতার মানুষের জন্য ঐ সময় গ্রহণযোগ্য হইবে, যদি বোম্বাই হইতে কমপক্ষে দুইজন পরহিজগার পুরুষ কলিকাতায় আসিয়া চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদান করে। রেডিওর সংবাদে নয়। (৩)—ইসলাম ঈদের ব্যাপারে যদি রেডিওর সংবাদ সমর্থন না করে, তাহা হইলে কলিকাতা নাখোদা মসজিদের ইমাম ও দিল্লীর জামে মসজিদের ইমাম রেডিওর মাধ্যমে ঈদ ঘোষণা করেন কেন? উঃ—পৃথিবীর কোনো মসজিদের ইমাম শরীয়তের দলীল নয়। কোরআন, হাদীসই শরীয়তের দলীল। জামে মসজিদ অথবা নাখোদা মসজিদের ইমামের উদ্ধৃতি দিয়া রেডিওতে কিছু প্রচার হইলে উহা অন্যান্য সংবাদের ন্যায় একটি সংবাদ ধরিতে হইবে। ঐ সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া ঈদ করা আদৌ জায়েজ হইবে না। কয়েক বৎসর পূর্বে জামে মসজিদের ইমামের উদ্ধৃতি দিয়া যেদিন ঈদ ঘোষণা করা হইয়াছিল, ইমাম সাহেব তার পরদিন ঈদ পড়িয়াছিলেন। অনুরূপ কয়েক বৎসর পূর্বে নাখোদা মসজিদের ইমামের উদ্ধৃতি দিয়া রেডিওতে চাঁদ ঘোষণা করা হইয়াছিল। এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানিবার

pdf By Syed Mostafa Sakib



জন্য ইমাম সাহেবের সহিত যোগাযোগ করা হইলে, তিনি কোন প্রকার আলোচনা করিতে অস্বীকার করেন। মোট কথা, রেডিওর মাধ্যমে যাহা প্রচার হয়, উহার মধ্যে অনেক সময় রাজনৈতিক কারণ থাকে। **উলামাদের দায়িত্ব ঃ—** সাধারণ মানুষের উপর কোরআন, হাদীসের প্রভাব ফেলিয়া দেওয়া এবং ঈদ ও চাঁদের সঠিক মসলা বুঝাইয়া দেওয়া, যাহাতে কোরআন ও হাদীসের প্রতি আমল করিবার প্রেরণা জন্মিয়া যায়। দুঃখের বিষয়, এক শ্রেণীর আলেম আছেন, যাহারা শরীয়তকে উপেক্ষা করিয়া সমাজের অনইসলামিক ঢেউয়ে ভাসিতে থাকেন। এই প্রকার দায়িত্বহীন উলামাদের অনুসরণ করা হারাম। সাধারণ মানুষের উচিৎ, যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং এলাকার কোন স্থান হইতে চাঁদ দেখার নিখুঁত প্রমাণ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে রেডিওর সংবাদে কর্ণপাত না করিয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নির্দেশ মত ৩০টি রোজা পূর্ণ করা। — বর্তমান সালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিবার কারণে আমাদের এলাকায় কোন স্থানে চাঁদ দেখা সম্ভব হয় নাই। অনেক রাত পর্যন্ত কলিকাতার বিভিন্ন এলাকা হইতে বহু মানুষ দেশে ফিরিয়া কেহ বলিল, আমাদের এলাকায় মেঘাচ্ছন্ন ছিল। কেহ বলিল, আমাদের এলাকায় টিপটাপ পানি পড়িতেছিল। সবাই এক কথা, কোন জায়গায় চাঁদ দেখা যায় নাই। অথচ ইহার পূর্বে রেডিও হইতে আমরা চাঁদের সংবাদ পাইয়াছি। এলাকায় দেওবন্দী ও দেওবন্দী শাখা ফুরফুরা পন্থী শতাধিক আলেম থাকা সত্বেও শরীয়তের একটি সরল মসলা কোরবাণী হইয়া গেল। সমস্ত গ্রাম থেকে মাইকে ঘোষণা হইল, অমুক সময় নামাজ হইবে। কিন্তু আমরা তারাবীহ ত্যাগ করিলাম না। এলাকার সর্বত্রে নামাজ হইয়া গেল। আমরা পরদিন নামাজ আদায় করিলাম। এলাকার অনেক আলেমকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনারা কিসের ভিত্তিতে নামাজ পড়িলেন ? সবার একই উত্তর, 'সব জায়গায় হইয়া গেল'। এই উত্তরটি যে কত মারাত্মক এবং ইসলাম বিরোধী, তাহা বুঝিবার মত বোধ এই মুর্খদের মধ্যে নাই। সাধারণ মানুষ শত কথা বলিয়া বিদ্রুপ করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের শেষ কথা এই যে, সারা ভারতের মানুষ বুঝিল না, ইহারাই বেশি বুঝিয়া গিয়াছে। —আমি ঈদের পর ১৫ দিনের মধ্যেই ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বীরভূম, দক্ষিণ দিনাজপুর ও উত্তর দিনাজপুরের বিভিন্ন এলাকায় সভা করিয়া জ্ঞাত হইয়াছি যে, শতাধিক স্থানে পরদিন ঈদ হইয়াছে এবং কোন জায়গায় চাঁদ দেখার প্রমাণ পাই নাই। তবে একটা কথা যে, যখন রেডিওতে সংবাদ হইয়া যায়, তখন মনে হয় সর্বত্রে ঈদ হইয়া যাইতেছে। সাধারণ মানুষকে সামলানো আর সম্ভব হয় না। বিশেষ করিয়া যাহারা নামাজ পড়ে না ও রোজা রাখে না, তাহাদের বাহাদুরী খুব বেশি হইয়া থাকে। কোন ইমাম বা আলেম উহাদের কথামত নামাজ পড়াইতে অস্বীকার করিলে তাহাদের উপর বিভিন্ন প্রকার

pdf By Syed Mostafa Sakib



সামাজিক চাপ চলিয়া আসে। এই চাপের মুখে দৃঢ়তার সহিত দাঁড়ান সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। আল্লাহ্ পাক সবাইকে শরীয়তের উপর আমল করিবার সামর্থ দান করেন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

# অল ইণ্ডিয়া মিল্লী কাউন্সিল

ওহাবী-লামাজহাবী সম্প্রদায় বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া হানিফীদিগকে চরম বিভ্রান্ত করিতেছে। সম্প্রতি 'অল্ ইণ্ডিয়া মিল্লী কাউন্সিল' নামে একটি দল পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলাতে প্রাথমিক ভাবে কাজ আরম্ভ করিয়াছে। এই নতুন দলের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী। নদবী সাহেব বর্তমান ভারতের ওহাবীদের প্রধান নেতা। লক্ষ্য করা যাইতেছে, এই সংগঠনের সদস্য পদ ব্যাপকভাবে গ্রহণ করিতেছেন তথাকথিত আহলে হাদীস ও দেওবন্দী আলেমগণ।

মিল্লী কাউন্সিল সরকারের নিকট হইতে কিছু দাবী আদায়ের ভিত্তিতে ভারতীয় সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ হইবার জন্য আহ্বান জানাইতেছে। কাউন্সিলের উদ্দেশ্য বাহ্যিক ভাল মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য পবিত্র নয়। কারণ, কাউন্সিল কোন সময়ে হানিফীদিগকে তথা কোন মাজহাব অবলম্বীকে মুসলমান মনে করে না। যথা, উহারা 'ফিক্হে মোহাম্মাদী' কিতাবের প্রথম খণ্ডে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম কলমে হানিফী, শাফয়ী, মালিকী ও হাম্বালী মাজহাব অবলম্বীগণকে মোশরেক বলিয়াছে। মুসলিম বিশ্বে ৯৫% মানুষ মাজহাব অবলম্বী। ভারতবর্ষে ৯৫% মুসলমান হানিফী। কাউন্সিলের ধারণায় যদি মাজহাব অবলম্বীগণ মোশরেক হয়, তাহা হইলে ভারতের কোন্ সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থে তাহাদের পদক্ষেপ এবং কোন্ মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হইবার জন্য আহ্বান করিতেছে? যাহারা মাজহাব অবলম্বীগণকে মোশরেক ধারণা করিয়া থাকে, তাহারা কি প্রকৃতপক্ষে মুসলমান? মিল্লী কাউন্সিল যদি সত্যই মুসলমান হয় এবং হানিফীদিগকে মুসলমান বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে তাহাদের সেই অপবিত্র, জঘন্য কিতাব 'ফিক্হে মোহাম্মাদী' বাজেয়াপ্ত করতঃ হানিফীদিগকে মুসলমান বলিয়া ঘোষণা করিবে এবং সেই সাথে নিজেদের ভণ্ডবানাম প্রচার করিবে। অন্যথায় হানিফীগণ তাহাদের সহিত সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করতঃ দূরে থাকিতে বাধ্য হইবে!

pdf By Syed Mostafa Sakib

# আমীরুল মো'মেনীন হজরত মুয়াবিয়া

সাহাবাদিগের সংখ্যা সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ইন্তেকাল করিয়াছিলেন, তখন জীবিত সাহাবাদিগের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। ( আল্ আসালীবুল বাদীয়াহ পৃষ্ঠা ৪৫৯ ) হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহু একজন অন্যতম সাহাবা ছিলেন, ইহাতে কাহারো দ্বিমত নাই। সাহাবায়ে কিরামগণের সম্পর্কে কোরআন পাকে বহু আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। অনুরূপ সাহাবাদিগের সম্পর্কে শতাধিক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া হজরত মুয়াবিয়ার জন্য রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সালাম দোয়া করিয়াছেন—"হে আল্লাহ, মুয়াবিয়াকে সুপথ প্রদর্শক ও সুপথ প্রাপ্ত কর এবং উহার দ্বারায় মানুষকে হিদায়েত কর।" ( মিশকাত ৫৭৯ পৃষ্ঠা ) হুজুর আরো দোয়া করিয়াছেন—"হে আল্লাহ, মুয়াবিয়াকে কোরআন ও হিসাবের শিক্ষা দান কর এবং উহাকে আজাব হইতে বাঁচাও।" ( আস্ সাওয়া ইকুল মুহরিকা ২১৮ পৃষ্ঠা, তারীখুল খুলাফা ১৯৫ পৃষ্ঠা ) অনুরূপ হুজুর বলিয়াছেন—"হে মুয়াবিয়া যখন তুমি বাদশাহ হইবে, তখন ভাল ব্যবহার করিবে।" ( তারীখুল খুলাফা ১৯৫ পৃঃ )—হজরত মুয়াবিয়া ছয় হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মক্কাবাসীর ভয়ে ইসলাম প্রকাশ করেন নাই। মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের আপন শ্যালক ছিলেন। আল্লামা রুমী তাঁহাকে সমস্ত মোমেনদিগের মামু উপাধি দিয়াছেন। ( খুৎবাতে মুহার্রম ১৯৪ পৃঃ ) তিনি ছিলেন আল্লার অহীর আমানতদার ও লেখক। তাঁহার থেকে বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম বোখারী তাঁহার সনদে আটটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ( আন্নাহিয়া ১৭ পৃঃ ) তিনি ইমাম হাসান রাদী আল্লাহু আনহুর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। একদা ইমাম হাসান তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি আপনাকে এমন উপঢৌকন দিব, যাহা ইতিপূর্বে কাহার প্রদান করি নাই। তারপর তিনি চার লক্ষ দিরহাম দিয়াছিলেন। অনুরূপ তিনি ইমাম হাসানকে প্রতি বৎসর এক লক্ষ দিরহাম দিতেন। ( আন্নাহিয়া ১৭ / ২৮ পৃঃ ) তিনি হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহুর প্রতি অত্যন্ত ভক্তি ও ভালবাসা রাখিতেন। একদা তিনি হজরত জাবার বিন হামজার নিকট হইতে হজরত আলীর প্রসংশা শুনিয়া খুব কাঁদিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, আল্লাহ তাঁহার প্রতি করুণা বর্ষণ করেন। খোদার কসম তিনি এই প্রকার মানুষ ছিলেন, যেমনই তাঁহার প্রসংশা করা হইয়াছে। ( আস্ সাওয়া ইকুল মুহরিকা ১৩১ / ১৩২ পৃঃ ) হজরত মুয়াবিয়ার নিকট রসুলে পাকের ইজার, চাদর ও জুব্বা মুবারক ছিল। অনুরূপ হুজুরের কিছু নোখ ও চুল মুবারক ছিল। তিনি ইন্তেকালের সময় ঐ পবিত্র কাপড়গুলিতে তাঁহার কাফন দেওয়ার এবং পবিত্র নোখ ও চুল তাঁহার

pdf By Syed Mostafa Sakib



চোখে, মুখে ও কপালে রাখিবার জন্য অসীয়ত করিয়াছিলেন। ( তারীখুল খুলাফা ১৯৮ পৃষ্ঠা, আন্‌নাহিয়া ৩১ পৃঃ )—কোরআন ও হাদীস অপেক্ষা বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য আর কি হইতে পারে? সাহাবায়ে কিরামগণের প্রসংশায় যেথানে কোরআন ও হাদীস দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, সেথামে কিছু ঐতিহাসিক উক্তির ভিত্তিতে যাহারা হজরত মুয়াবিয়ার ন্যায় একজন উচ্চপদস্থ সাহাবাকে দোষারোপ করিয়া থাকে, তাহারা নিঃসন্দেহে গোমরাঁহ। যাহারা কোন সাহাবার প্রতিহিংসা রাখে, তাহারা ইমাম মালিক ও ইমাম শাফয়ী এবং অধিকাংশ ইমামগণের মতে কাফের। ( আস্ সাওয়া ইকুল মুহরিকা ২১০ পৃঃ ) আল্লামা জালালউদ্দিন সিউতী আলাইহির রহমাত বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি কোন সাহাবাকে গালি দেয়, সে ফাসিক এবং যে গালি দেওয়া হালাল মনে করে, সে কাফের। ( বর্কাতে আলে রসুল ২৮২ পৃঃ ) আল্লামা শিহাবুদ্দীন খাফ্‌ফাজী 'নাসীমুর্ রিয়াজ' কিতাবে লিখিয়াছেন—যে ব্যক্তি হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহুকে নিন্দা করে, সে জাহান্নামের কুকুর। ( আহকামে শরীয়ত ১ম খঃ ১০৩ পৃঃ )—মুজতাহিদ ইজতেহাদের কারণে কোন সময়ে গোমরাহ ও গোনাহ্‌গার হইবেন না। বরং ইজ্‌তেহাদ সঠিক হইলে দুইটি সওয়াবের অধিকারী হইবেন। আর যদি ইজ্‌তেহাদ ভুল হইয়া যায়, তাহা হইলে একটি সওয়াব পাইবেন। ( নুরুল আনওয়ার ১৪৭ পৃঃ ) যিনি স্বয়ং সম্পন্ন মুজতাহিদ হইবেন, তাঁহার জন্য অন্য মুজতাহিদের অনুসরণ করা হারাম। ( হাশিয়াতুল বান্নানী আলা জাম্‌ইল জাওয়ামে ২য় খঃ ৩৯৪ পৃঃ ) হজরত আলী ও হজরত মুয়াবিয়া উভয়েই ছিলেন স্বয়ং সম্পন্ন মুজতাহিদ। হজরত আলী ইজ্‌তেহাদ করতঃ নিজেকে হক্ক এবং হজরত মুয়াবিয়াকে না হক্ক বুঝিয়াছিলেন। তাই হক্কের সপক্ষে ও না হক্কের বিপক্ষে যুদ্ধ করা হজরত আলীর জন্য অয়াজিব ছিল। অনুরূপ হজরত মুয়াবিয়া ইজ্‌তেহাদ করতঃ নিজেকে হক্ক ও হজরত আলীকে না হক্ক মনে করিয়াছিলেন। তাই হক্কের জন্য না হক্কের বিরুদ্ধে লড়াই করা হজরত মুয়াবিয়ার উপর অয়াজিব ছিল। মোট কথা, হজরত আলীর সহিত হজরত মুয়াবিয়ার যুদ্ধ কোন হিংসার কারণে বা কোন পার্থিব স্বার্থের কারণে ছিল না। বরং তাঁহাদের যুদ্ধ ছিল নিছকই ইজ্‌তেহাদী। কিয়ামতের ময়দানে উভয়েই সওয়ার পাইবেন। ( তাত্‌হীরুল জিনান অল্ লিসান ৬ পৃঃ )—অনেকেই বলিয়া থাকে যে, একদা হজরত মুয়াবিয়া এজীদকে কাঁধে লইয়া যাইতেছিলেন। ইহা দেখিয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছিলেন, 'জান্নাতীর উপরে জাহান্নামী যাইতেছে'। এই কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। কারণ রসুলুল্লার অনেক পরে হজরত উসমানের যুগে এজীদের জন্ম হইয়াছে। ( আন্‌নাহিয়া ৩০ পৃঃ )—যাহারা আহলে বায়েতের মুহাব্বতের দাবীদার হইয়া হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহুর প্রতিহিংসা পোষণ করিয়া থাকে, তাহাদের তওবা করা জরুরী। রব্বুল আ'লামীন তাওফীক দান করেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

# এই সেই মহান মুজাদ্দিদ

মহান মুজাদ্দিদ ইমাম আহমাদ রেজা ভারতবর্ষের বেরেলী শহরে জাসুলী মহল্লাতে ১০ই শওয়াল ১২৭২ হিজরী অনুযায়ী ১৪ই জুন ১৮৫৬ সালে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। চার বৎসর বয়সে ১২৭৬ হিজরী অনুযায়ী ১৮৬০ সালে পবিত্র কোরআন শরীফ খতম করিয়াছিলেন। সর্বপ্রথম ছয় বৎসর বয়সে রবিউল আউওল মাসে ১২৭৮ হিজরী অনুযায়ী ১৮৬১ সালে বড় সভাতে মীলাদ শরীফ পাঠ করিয়াছিলেন। ১২৮৫ হিজরী অনুযায়ী ১৮৬৮ সালে সর্বপ্রথম আরবী ব্যাকরণের কিতাব—'হিদায়তুন্নাহব'-এর আরবী ভাষায় ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলেন। তাঁহাকে আট বৎসর বয়সে ১২৮৬ হিজরী অনুযায়ী ১৮৬৯ সালে শাবান মাসে সম্মানের পবিত্র পাগড়ী পরিধান করানো হইয়াছিল। তের বৎসর দশ মাস পাঁচদিন বয়সে ১৪ই শাবান ১২৮৬ হিজরী মোতাবিক ১৮৬৯ সালে প্রথম ফতওয়া লিখিয়াছিলেন। ১২৮৬ হিজরী মোতাবিক ১৮৬৯ সালে মুদার্রিস হইয়া শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ করিয়াছিলেন।

১২৯২ হিজরী অনুযায়ী ১৮৭৫ সালে রবিউল আউওল মাসে তাঁহার বড় সাহেবজাদা হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা হামিদ রেজার জন্ম হয়। ১২৯৩ হিজরী অনুযায়ী ১৮৭৬ সালে ফতওয়া বিভাগে মুফতীর মসনদে বসিয়া ফতওয়া লিখিবার অনুমতী প্রাপ্ত হন। একুশ বৎসর বয়সে ১২৯৪ হিজরী অনুযায়ী ১৮৭৭ সালে হজরত আলে রসুল মারহারাবী রহমাতুল্লাহির নিকট বায়েত গ্রহণ ও খিলাফত প্রাপ্ত হন। ১২৯৪ হিজরী মুতাবিক ১৮৭৭ সালে সর্বপ্রথম উর্দু ভাষায় কিতাব লিখিয়াছিলেন। ১২৯৫ হিজরী অনুযায়ী ১৮৭৮ সালে প্রথমবার হজ করিয়াছিলেন। ১২৯৫ হিজরী মুতাবিক ১৮৭৮ সালে মক্কার মুফতী শায়েখ আবদুর রহমান সিরাজ মক্কী, শায়েখ আহমাদ বিন জায়েন বিন দাহলান মক্কী ও কাবার ইমাম শায়েখ হোসাইন বিন সালেহ মক্কীর নিকট হইতে হাদীসের অনুমতী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং শায়েখ হোসাইন বিন সালেহ মক্কী ইমাম আহমাদ রেজার কপালে খোদাই নূর দেখিয়াছিলেন। ১২৯৮ হিজরী অনুযায়ী ১৮৮১ সালে ইমাম রেজা বর্তমান যুগের ইহুদী ও ঈসায়ী মহিলাদিগের সহিত বিবাহ হারাম বলিয়া ফতওয়া লিখিয়াছিলেন। ১২৯৯ হিজরী অনুযায়ী ১৮৮২ সালে সর্বপ্রথম ফারসী ভাষায় কিতাব লেখেন। ১২শে জিলহাজ ১৩১০ হিজরী অনুযায়ী ১৮৯২ সালে তাঁহার ছোট সাহেবজাদা মুফতীয়ে আ'জমে হিন্দ আল্লামা মোস্তাফা রেজার জন্ম হয়। ১৩১১ হিজরী অনুযায়ী ১৮৯৩ সালে তিনি 'নদওয়াতুল উলামা'-এর সহিত অংশগ্রহণ করেন। ১৩১৫ হিজরী অনুযায়ী ১৮৯৭ সালে

pdf By Syed Mostafa Sakib



'নদওয়াতুল উলামা' এর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ১৩১৬ হিঃ মুতাবিক ১৮৯৮ সালে মহিলাদিগের মাজারে উপস্থিত হওয়া হারাম বলিয়া কিতাব লেখেন। ১৩১৮ হিজরী অনুযায়ী ১৯০০ সালে 'নদওয়াতুল উলামা' এর বিরুদ্ধে পাটনায় সভা করিয়াছিলেন। উক্ত সভাতে হিন্দুস্তানের বড় বড় উলামায়ে কিরামগণ তাহাকে বর্তমান শতাব্দির মুজাদ্দিদ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ১৩২২ হিজরী অনুযায়ী ১৯০৪ সালে তিনি বেরেলী শহরে দারুল উলুম মাঞ্জারে ইসলাম কায়েম করেন। ১৩২৩ হিজরী অনুযায়ী ১৯০৫ সালে দ্বিতীয়বার হজ্ করেন। ১৩২৪ হিঃ অনুযায়ী ১৯০৬ সালে কাবার ইমাম শায়েখ আব্দুল্লাহ নিরদাদ ও শায়েখ হামিদ মোহাম্মাদ আহমাদ মক্কী যৌথভাবে ইমাম আহমাদ রেজার নিকট ফতওয়ানামা পাঠান এবং তিনি উহার যথার্থ উত্তর প্রদান করেন এবং ঐ সালে মক্কা ও মদীনা শরীফের উলামাগণকে ইজাজাতনামা ও খিলাফাত প্রদান করেন। ১৩২৫ হিজরী অনুযায়ী ১৯০৭ সালে ইমাম আহমাদ রেজার আরবী ফতওয়া দেখিয়া সাইয়েদ ইসমাঈল খলীল মক্কী ভূয়সী প্রসংশা করেন। ১৪ই রবিউল আউওল ১৩২০ হিজরী মুতাবিক ১৯১২ সালে শায়েখ হিদায়তুল্লাহ্ সিন্ধী মুহাজিরে মদনী ইমাম আহমাদ রেজাকে মুজাদ্দিস বলিয়া সমর্থন করেন। ঐ সালে ইমাম আহমাদ রেজা কোরআন শরীফের অনুবাদ 'কাঞ্জুল ঈমান' লিখিয়াছিলেন। ঐ সালে শায়েখ মুসা আলী শামী আজহারী, সাহেব ইমাম আহমাদ রেজাকে 'ইমামুল আইম্মা' উপাধি দিয়াছিলেন। ঐ সালে শায়েখ ইসমাঈল খলীল মক্কী তাঁহাকে 'খাতেমাতুল ফুকাহা অল মুহাদ্দেসীন' উপাধি দিয়াছিলেন। ১৩৩১ হিজরী অনুযাযী ১৯১৩ সালে ডক্টর জিয়াউদ্দীন সাহেবের একটি ছাপানো প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। ২৩শে রমজান ১৩৩১ হিঃ অনুযায়ী ১৯১৩ সালে ভাওয়ালপুর হাইকোর্টের বিচারপতির একটি গুরুত্ব প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর প্রদান করেন। ঐ সালে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে একখানা কিতাব লিখিয়াছিলেন। যথাক্রমে কিতাবটির নাম 'ইবানাতুল মুতাওয়ারী ফি মুসালিহাতে আব্দিল বারী'। ১৩৩২ হিজরী অনুযায়ী ১৯১৪ সালে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর জিয়াউদ্দীন ইমাম আহমাদ রেজার দরবারে উপস্থিত হইয়া একটি জটিল সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন। ১৩৩৬ হিজরী অনুযায়ী ১৯১৭ সালে বেরেলী শরীফে 'জামা'তে রেজাযে মুস্তাফা' কায়েম করিয়াছিলেন। ১৩৩৮ হিজরী অনুযায়ী ১৯১৯ সালে ইমাম আহমাদ রেজার নিকটে আমেরিকান প্রফেসার আলবার্টের শোচনীয় পরাজয়। ১৩৩৮ হিজরী অনুযায়ী ১৯২০ সালে আইজ্যাক নিউটন ও আইন্ স্টাইন এর খণ্ডনে 'কাওজে মুবীন' লিখিয়াছিলেন। ১৩৩৯ হিজরী অনুযায়ী ১৯২১ সালে খিলাফাত আন্দোলনের চক্রান্তের বিরুদ্ধে কিতাব লিখিয়াছিলেন। ২৫শে সফর ১৩৪০ হিজরী অনুযায়ী ১৯২১ সালে ২৮ অক্টোবর জুমার আজানের সময় ইমাম আহমাদ রেজার ইন্তেকাল হইয়াছিল।

pdf By Syed Mostafa Sakib



ইন্না লিল্লাহি অ ইন্না ইলাইহি রাজেউন। —বর্তমান যুগের বাতিল ফিরকা যথা, ওহাবী, দেওবন্দী ও জামা'তে ইসলামী প্রভৃতি দল ইমাম আহমাদ রেজার সম্পর্কে অপপ্রচার করিতেছে যে, "তিনি সবাইকে কাফের বলিতেন।" এই কথাটি কত বড় মিথ্যা ও ভিত্তিহীন, তাহা ইমাম আহমাদ রেজার কিতাবগুলি হইতে প্রমাণ হইবে। যাহার সম্পর্কে পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা চলিতেছে, পৃথিবীর বড় বড় উলামাগণ যাঁহাকে মুজাদ্দিদ ও ইমাম বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তিনি শরীয়তের সংবিধান জানিতেন না যে, 'মুসলমানকে কাফের বলিলে নিজেকে কাফের হইতে হয়'। প্রকৃতপক্ষে তিনি শরীয়তের মসলা বলিতে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করিতেন। একদা তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, যদি কোন ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কাফের বলে, তাহা হইলে কি হইবে? ইহার উত্তরে তিনি লিখিয়াছেন, যদি গালি হিসাবে কাফের বলিয়া থাকে, তাহা হইলে কাফের হইবে না। গোনাহগার হইবে। আর যদি কাফের জানিয়া বলে, তাহা হইলে কাফের হইবে। (আল্ মালফুজ ৪ পৃঃ) সবাই জ্ঞাত আছেন যে, ভারতবর্ষে ওহাবীদের নেতা ইসমাঈল দেহলবী। সমস্ত উলামায়ে ইসলাম সর্বসম্মতিক্রমে তাহাকে কাফের মোরতাদ বলিয়া ফতওয়া প্রদান করিয়াছেন। ইমাম আহমাদ রেজাও সাতাত্তর দিক দিয়া তাহার কুফ্‌রী প্রমাণ করিবার পরও তাহাকে কাফের বলেন নাই। তিনি 'সুবহানুস্ সুব্বুহ' ও 'আল কাওকাবাতুশ্ শিহাবিয়া' কিতাবে পরিস্কার বলিয়াছেন, "সাবধানতা অবলম্বনকারী উলামাগণ ইসমাঈল দেহলবীকে কাফের বলিবেন না। আমাদের নিকটে সাবধানতার স্থানে কাফের বলা হইতে বিরত থাকাই উচিৎ।" ইমাম আহমাদ রেজা কাফের বলা হইতে কত সাবধান ছিলেন, পাঠকবৃন্দ নিশ্চয় উপলব্ধি করিবেন। হয়তো অনেকেই বলিবেন, যখন উলামায়ে ইসলাম ইসমাঈল দেহলবীকে কাফের বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, তখন ইমাম আহমাদ রেজা তাহাকে কাফের বলিতে বিরত থাকিলেন কেন? —যেহেতু ইসমাঈল দেহলবীর তওবা করিবার কথা প্রচার হইয়াছিল, সেহেতু তিনি তাহাকে কাফের বলিতে বিরত ছিলেন। আবার যেহেতু ইসমাঈল দেহলবীর তওবা সম্পর্কে শরীয়ত সাপেক্ষ প্রমাণ ছিল না, সেহেতু তিনি তাহাকে মুসলমানও বলিতেন না। (ইমাম আহমাদ রেজা নং—৩৪ পৃঃ)—ইমাম আহমাদ রেজা সম্পর্কে আরো একটি অপবাদ যে, তিনি খোদা ছাড়া অন্যের জন্য সিজদা জায়েজ বলিতেন এবং সিজদার আদেশ করিতেন। অপবাদ দেওয়া সহজ কিন্তু প্রমাণ করা সহজ নয়। ইমাম আহমাদ রেজা খোদা ছাড়া অন্যের জন্য সিজদা কেবল হারাম ও কুফর বলিতেন না। বরং তিনি উক্ত সিজদা হারাম ও কুফর হওয়া সম্পর্কে চল্লিশটি হাদীসের আলোকে 'আজ্ জুবদাতুজ্ জাকীয়া' নামক স্বতন্ত্র

pdf By Syed Mostafa Sakib



একখানি কিতাব লিখিয়াছেন। এতদ্ সত্বেও যাহারা তাঁহার প্রতি অপবাদ আরোপ করিতে পিছপা নয়. তাহাদের বিচার আল্লার উপর ছাড়িয়া দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করিবার নাই।

# বালাকোট খণ্ডনে এক কলম

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

দেওবন্দী লেখক আজীজুল হক কাসেমী লিখিয়াছেন—[ "পশ্চিম বাংলার রেজাখানী নেতা গোলাম ছামদানী সাহেব তাঁহার পত্রিকায় আমার 'হাজের-নাজের প্রসঙ্গ' বইয়ের জওয়াব দেওয়ার প্রহসন করিয়াছেন। কিন্তু আমার উপরিউক্ত বক্তব্যের উত্তরে এক হরফও লিখিতে পারেন নাই। তবুও উক্ত পত্রিকায় হযরত থানুবী (রঃ) এর নামে ঐ অপবাদ লিপিবদ্ধ করিতে কসুর করেন নাই। হিটলারের প্রচার সচিব গোয়েবলস এর নীতি ছিল এইরূপ। রেজাখানী জামাত গোয়েবলস এর অনুসারী।" ( অপবাদ ও প্রতিবাদ খণ্ডন পৃঃ ১১৫ ) ] —আজীজুল হক সাহেবকে জানাই প্রথমে ডবল 'সাবাস'। হ্যাঁ জনাব আগামীতে আবার লিখিবেন, আমার বক্তব্যের উত্তরে এক হরফ লিখিতে পারেন নাই, তাহা হইলে আপনার জীবনে 'সাবাস' এর অভাব হইবে না। আপনাদের হজম শক্তি খুবই মজবুত। উলামায়ে আহলে সুন্নাত যেমনই উদ্গর দিন না কেন, সবই হজম করিয়া ফেলিতে পারেন। তবে একথা সত্য, আপনার পুস্তক যাহাদের হাতে পৌঁছিয়াছে তাহারা প্রত্যেকেই আমার পত্রিকা পাইবেন না। তাই তাহাদের মধ্যে বেরেলবী জামাতের প্রতি খারাপ ধারণা জন্মানো স্বাভাবিক। কিন্তু কোনো প্রকারে আমার পত্রিকা পৌঁছিয়া গেলে আপনাদের প্রতি তাহাদের ধারণা কালো মেঘের মত হইয়া যাইবে। আমি 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকায় ধারাবাহিক লেখকের পুস্তকগুলির খণ্ডন করিতেছি। অনেক নিরপেক্ষ পাঠক বলিয়াছেন, আপনি কেবল খণ্ডন করিতেছেন না, তুলা ধুনা করিতেছেন। আবার অনেকেই বলিয়াছেন, আপনি আজীজুল হক সাহেবকে ময়দা পিষুনী দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আল হামদুলিল্লাহ, ইহাতে আমার আদৌ গৌরব নাই। যদি পাঠকবৃন্দ সঠিক বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইয়া শুকরিয়া। লেখকের 'হাজের-নাজের প্রসঙ্গ' পুস্তকটির কলেবর দেখিলে মনে হইবে যেন কয়েক তলার বিল্ডিং। কিন্তু উহার আদৌ ভিত ছিল না। যাহার কারণে 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকা সাইকোলন হইয়া সহজেই উহাকে তছনছ

pdf By Syed Mostafa Sakib



করিয়া দিয়াছে। লেখক আস্ফালন করিয়াছেন, আমার পত্রিকার বিরুদ্ধে তাঁহার পুস্তকের ২য় খণ্ডে নাকি হাতী ঘোড়া সব মারিয়া ফেলিবেন। দেখা যাক। মাওলানা আশরাফ আলী থানুবী ও তাঁহার 'হিফজুল ঈমান' এর উপর সাইকোলন যাইতেছে।

# ইংরেজদের পরিকল্পনা

[ ১৮৭০ সালে লণ্ডনের হোয়াইট হাউসে একটি কনফারেন্স হইয়াছিল। এই কনফারেন্সে তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ রিপোর্ট পেশ করিয়াছিলেন। যাহা 'দি এরাইভাল অফ ব্রিটিশ ইম্পিয়ার ইন্ ইণ্ডিয়া' নামে প্রচার করা হইয়াছিল। ইংরেজদের ভারতীয় প্রতিনিধি মিস্টার উইলিয়াম হাণ্টার নিম্নোক্রপ রিপোর্ট প্রদান করিয়াছিলেন, "মুসলমানদের ধর্মীয় ধারণা ইহাই যে, উহারা কোনো বিদেশীর আশ্রয়ে থাকিতে পারে না এবং বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করা জরুরী। মুসলমানদের এই জিহাদী মনোভাব অত্যন্ত দৃঢ়। জিহাদের জন্য উহারা সর্বদা প্রস্তুত। উহাদের এই অবস্থা যে কোনো মুহূর্তে বৃটিশের বিরুদ্ধে প্রয়োগ হইতে পারে।" অনুরূপ ইংরেজদের আরো একজন প্রতিমিধি ইণ্ডিয়ান মিশনারীর পাদরী রিপোর্ট দিয়াছিলেন যে. "ইণ্ডিয়ার অধিকাংশ মানুষ পীরী মুরীদী পছন্দ করিয়া থাকে। এই মুহূর্তে যদি আমরা কোনো গাদ্দার ও ধোকাবাজকে আয়ত্ত করতঃ নবুওয়াতের দাবী করাইতে পারি, তাহা হইলে তাহার দরবারে হাজার হাজার মানুষ যাইবে এবং আমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে। কিন্তু যদি কোন মুসলমান নিজেকে নবী বলিয়া ঘোষণা করে, তাহা হইলে সরকারের পক্ষ হইতে তাহাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করিতে হইবে। এবং আমাদের এমন কিছু কাজ করিতে হইবে, যাহাতে তাহাদের আভ্যন্তরীণ একতা নষ্ট হইয়া যায় এবং পরস্পর বিরোধী হইয়া পড়ে।" ( সারাংশ, সংগৃহীত সুন্নী দেওবন্দী ইখ্তেলাফাত কা মুনসিফানা জায়েজাহ পৃঃ ৪০ ) ]—১৮৭০ সালের উক্ত রিপোর্টটি ছিল ইংরেজদের পদক্ষেপের প্রথম ফরমুলা। এই ফরমুলা অনুযায়ী তাহারা উপমহাদেশের সমস্ত শক্তিকে ধ্বংস করিয়া সর্বময় মালিক হইয়া বসিয়াছিল। অনুরূপ উক্ত ফরমুলা অনুযায়ী মুসলমানদের জিহাদী মনোভাবকে তাহাদের দিক থেকে ঘুরাইয়া শিখদের দিকে করিবার জন্য বহু চেষ্টার পর ইসমাঈল দেহলবীকে শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য বক্তৃতা দিতে প্রস্তুত করিয়াছিল। ইংরেজরা উক্ত ফরমুলা অনুযায়ী দেওবন্দের দুর্বলমনা বড় বড় আলেমকে আয়ত্ত করিয়াছিল। যাহার কারণে দরিদ্র ও দুর্বলমনা দেওবন্দী

pdf By Syed Mostafa Sakib



আলেমগণ নিজদিগকে নবী বলিয়া ঘোষণা করিবার ভূমিকা আরম্ভ করিয়াছিলেন। যথা মাওলানা কাসেম নানুতুবী সাহেব 'তাহজীরুন্নাস' কিতাবে পরিস্কার লিখিয়াছেন, "যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পর কোন নবী পয়দা হয়, তাহলে তাঁহার শেষত্বে কোনো ক্ষতি হইবে না। অনুরূপ মাওলানা আশরাফ আলী থানুবী সাহেবের জনৈক মুরীদ নিদ্রায় ও জাগ্রত অবস্থায় থানুবীকে রসুল ও নবী বলিয়া তাঁহার নামের কালেমা ও দরুদ পাঠ করিয়াছিল। ইহাতে থানুবী সাহেব কোনো প্রকার অসন্তুষ্ট হন নাই অথবা কোনো প্রকার তিরস্কার করেন নাই। বরং তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "ইহাতে তোমার শান্ত্বনা রহিয়াছে, যাহার নিকট তুমি মুরীদ হইয়াছে, তিনি ( আমি আশরাফ আলী ) সুন্নাতের অনুসারী।" ( আল ইমদাদ পৃঃ ৩৫, সফর মাস ১৩৩৬ সাল ) যাই হোক, শেষ পর্যন্ত মির্জা গোলাম আহমাদ কাদ্‌ইয়ানী নিজেকে নবী ঘোষণা করতঃ বাজিমাৎ করিয়াছিলেন। —১৮০০ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার 'হ্যামফেরে' নামক একজন গুপ্তচরকে মুসলিম দেশগুলির উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছিল। হ্যামফেরে মুসলিম দেশগুলিতে ভ্রমণ করিয়া মুসলমানদের সর্বস্তরে আলেম উলামা, পীর দরবেশদের দরবারে থাকিয়া একটি গোপন ডায়রী তৈরী করিয়াছিলেন এবং উক্ত ডায়রীতে মুসলমানদের ধ্বংস করিবার সমস্ত প্রকার প্রোগ্রাম আঁকিয়াছিলেন। ঐ গুরুত্বপূর্ণ ডায়রীর অনুবাদ তুর্কী ও পাকিস্তান হইতে ছাপা হইয়াছে যাহা হইতে নমুনা স্বরূপ দুই একটি উদ্ধৃতি প্রদান করিতেছি। মুসলমানদের মধ্যে সব সময়ে জিহাদী মনোভাব এবং তাহারা প্রাণ দিতে প্রস্তুত কিন্তু পিঠ দেখাইতে আদৌ রাজী নয়, ইহার উৎস কোথায় ? এ সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া হামফেরে লিখিয়াছেন, "পয়গম্বরে ইসলাম, ( সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ) আহলে বায়েত, উলামা ও সুলাহাদের সমাধিগুলির সম্মান দেওয়া এবং সেখানে জিয়ারতের জন্য উপস্থিত হওয়া এবং পয়গম্বরে ইসলামের জীবনী সম্পর্কে এমনভাবে আলোচনা করা, যেন তিনি স্বশরীরে এখনও জীবিত আছেন এবং তিনি দরুদ, সালামের হকদার"। ( হামফেরে কে ই'তেরাফাত ৯৮ পৃঃ ) এইবার মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করিবার পন্থা কি, এ সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন, ঐ সমাধিগুলির সম্মান করা প্রভৃতি বিদয়াত এবং শরীয়ত বিরোধী কাজ বলিয়া দলীল সহ প্রমাণ করা এবং শির্ক ও বিদআতকে ধ্বংস করিবার নামে মক্কা মদীনা ও বিভিন্ন দেশের জিয়ারতগাহ ও পবিত্র স্থানগুলি ধ্বংস করিয়া দেওয়া জরুরী। ( হামফেরে কে ই'তেরাফাত পৃঃ ১৩০ )

ইংরেজরা তাহাদের 'ফরমুলা'কে সামনে রাখিয়া মুসলমানদের ঐক্যে ভাঙ্গন ধরাইবার ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে দিল্লীতে এ্যারাবিক কলেজ কায়েম করিয়াছিল। প্রকাশ থাকে যে দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা কাসেম নানুতুবী সাহেব এই কলেজের সনদ প্রাপ্ত ছাত্র ছিলেন। অনুরূপ ইংরেজদের সহানুভূতিতে ১৮৬৭ সালে দেওবন্দ মাদ্রাসা কায়েম হইয়াছিল। বৃটিশ সরকার

pdf By Syed Mostafa Sakib



সর্বদিক দিয়া সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৭৫ সালে এই নয় বৎসরের শিশু মাদ্রাসাকে নিম্নোক্তরূপ ভাষায় সনদ প্রদান করিয়াছিল :—[ "এই মাদ্রাসা সরকারের বিপক্ষে নয় বরং সরকারের সপক্ষে সাহায্যকারী এবং দরদী।" (দৈনিক পত্রিকা 'নঈ দুনইয়া মাদানী নং পৃষ্ঠা ৪০ কলম নং—২) ] —পাঠকবৃন্দ, ভাল করিয়া চিন্তা করুন! দেওবন্দের মাদ্রাসা সম্পর্কে ইংরেজদের রিপোর্ট কত সুন্দর যে মাদ্রাসা সরকারের আদৌ বিপক্ষে নয় বরং সপক্ষে। কেবল তাই নয়, সরকারের দরদী ও সাহায্যকারী। এইবার নিরপেক্ষ হইয়া বলুন, যে মাদ্রাসা ইসলাম প্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে মাদ্রাসা কখনো ইসলামের ঘোর শত্রু বৃটিশের সাহায্যকারী হইতে পারে? —মাওলানা আশরাফ আলী থানুবী সাহেব ১২৯৫ হিজরীতে দেওবন্দ মাদ্রাসায় ভর্তি হইয়া ১৩০১ হিজরীতে সনদ্ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ( আশরাফুস্ সাওয়ানেহ খঃ ১ পৃঃ ২৪ ) থানুবী সাহেব কেবল দেওবন্দের সনদ্ প্রাপ্ত ছাত্র ছিলেন না, বরং বৃটিশ সরকারের বেতন ভুক্ত পীর নামী পাদরী ছিলেন। যথা, জমীয়তে উলামায়ে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা শাবীর আহমাদ সাহেব।[১] থানুবী সাহেব সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে, বৃটিশ সরকারের পক্ষ হইতে থানুবী সাহেবকে মাসে ছয়শত করিয়া টাকা প্রদান করা হইত। অবশ্য সরকার এমন কৌশলে উহা দিত, থানুবী সাহেব তাহা বুঝিতে পারিতেন না। ( মুকালামাতুস্ সাদরাইন ৯ পৃষ্ঠা )

---

(১) শাবীর আহমাদ সাহেব থানুবী ভক্ত দেওবন্দী আলেম ছিলেন। তিনি হোসাইন আহমাদ মাদানীর ঘোর বিরোধী ছিলেন। যাহার কারণে জমীয়তে উলামায়েহিন্দের বিরুদ্ধে 'জমীয়তে উলামায়ে ইসলাম' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

# থানুবী সাহেবের 'হিফজুল ঈমান'

আশরাফ আলী থানুবী সাহেব জীবনে বহু মোটা মোটা কিতাব লিখিয়াছেন। কিন্তু ইংরেজদের সন্তুষ্ট করিবার মত কোনোটি ছিল না। 'হিফজুল ঈমান' কয়েক পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তিকা হইলেও এটাই ছিল থানুবী সাহেবের প্রধান হাতিয়ার। তিনি এই পুস্তিকাটির মাধ্যমে যথার্থভাবে ইংরেজদের মন জয় করতে পারিয়াছিলেন। তাহার প্রতি ইংরেজদের যে অবদান ছিল, সমস্ত পরিশোধ করিয়াছিলেন 'হিফজুল ঈমান' লিখিয়া। যেমন সরু ছোট কাঠির মাথায় সামান্য বারুদ যথা সময়ে আগুন হইয়া বড় বড় শহর ও নগরকে পুড়াইয়া দিয়া থাকে, তেমনই থানুবী সাহেবের ক্ষুদ্র পুস্তিকা 'হিফজুল ঈমানে'র কয়েকটি লাইন উপমহাদেশের মুসলমানদের একতার শহর ও নগরকে পুড়াইয়া দিয়াছে। কারণ, থানুবী সাহেব 'হিফজুল ঈমান' এর ৮ পৃষ্ঠায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র ইল্ম বা জ্ঞানকে বালক, পাগল ও জন্তু জানোয়ারের ইল্ম বা জ্ঞানের সহিত তুলনা করতঃ লিখিয়াছেন, [ "তাঁহার পাক যাত বা পবিত্র সত্তার উপর এলমে গায়েবের হুকুম করা যদি যায়েদের কথা মত সহীহ হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য বিষয় হইল যে, এই 'গায়েব' অর্থ আংশিক গায়েব নাকি সকল গায়েব? যদি কতক গায়েবী এল্‌ম অর্থ হয়, তাহা হইলে ইহাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের বিশেষত্ব কি? এমন গায়েবী এল্‌ম তো যায়েদ ও আমর বরং প্রত্যেক বালক ও পাগল বরং সমস্ত প্রাণী ও চতুষ্পদ জন্তুদের জন্যও হাসিল বা সাব্যস্ত আছে।" [১] ] —ইসলামের মহাশত্রু ইংরেজরা ভারত ত্যাগ করিয়া সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়া আরামের নিদ্রায় জীবন যাপন করিতেছে। কিন্তু এখানকার মুসলমানেরা আরামের নিদ্রাকে হারাম করিয়া আপশে তর্ক বাহাস, মুনজারা ও মুবাহালাতে লিপ্ত রহিয়াছে।

## ইসলামের আদালতে 'হিফজুল ঈমান'

ইমাম আহমাদ রেজা আলাইহির রহমাত প্রথম অবস্থায় কোরআন, হাদীসের আলোকে 'হিফজুল ঈমান' এর উক্তির প্রতি গভীর চিন্তা করিয়াছিলেন। যখন তাঁহার নিকটে হিফজুল ঈমানের কফরী সূর্য্য অপেক্ষা অধিক প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন তিনি রেজিষ্টারী

(১) যেহেতু দেওবন্দীরা সব সময় বলিয়া থাকে যে, বেরেলবীরা তাহাদের কিতাবের অর্থ বিকৃত করিয়া থাকে। সেহেতু হিফজুল ঈমানের অনুবাদ দেওবন্দী লেখক আজীজুল হক সাহেবের 'অপবাদ ও প্রতিবাদ খণ্ডনের' ১১৫ পৃষ্ঠা হইতে নকল করিয়া দিলাম।

pdf By Syed Mostafa Sakib



পত্রের মাধ্যমে থানুবী সাহেবের সহিত যোগাযোগ করতঃ তওবা করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু থানুবী সাহেব যখন না তওবা করিলেন এবং না তাহার কুফরী বাক্যকে ব্যাখ্যা করতঃ ইসলামী বাক্য বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলেন, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সাচ্চা নায়েব ইমাম আহমাদ রেজা তাঁহার মুজাদ্দেদিয়াতের গুরু দায়িত্ব পালন করিয়া থানুবী সাহেবের প্রতি কুফরী ফতওয়া প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মুজাদ্দিদে আ'জম ইমাম আহমাদ রেজা কেবল একাই ফতওয়া প্রদান করেন নাই. বরং তিনি ইসলামের প্রাণ কেন্দ্র মক্কা, মদীনা শরীফের হানিফী, শাফয়ী প্রভৃতি মাজহাবের মহান মুফতীগণের নিকট হিফজুল ঈমানের কুফরী বাক্য এবং তাঁহার ফতওয়াকে পেশ করিয়াছিলেন। মহান মুফতীগণ গভীর চিন্তার পর শরীয়তের সুবিচার অনুযায়ী 'হিফজুল ঈমান' এর বাক্য কুফরী এবং ইমাম আহমাদ রেজার ফতওয়া সঠিক বলিয়া স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। যাহা আজও 'হুসামুল হারামাইন' নামে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করিতেছি, কেহ যেন ভুল বুঝিয়া না থাকে যে, আরবের মুফতীগণ উর্দু ভাষা জানিতেন না, তাই ইমাম আহমাদ রেজা 'হিফজুল ঈমান' এর বিকৃত অর্থ দেখাইয়া ফতওয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কারণ, যখন তথাকার মহান মুফতীগণ, ধুমধামের সহিত ইমাম আহমাদ রেজার ফতওয়ার সপক্ষে স্বাক্ষর করিতেছিলেন, তখন দেওবন্দীদের দুই দেবতা তুল্য আলেম খলীল আহমাদ আম্বেহটী ও হোসাইন আহমাদ মাদানী মক্কা ও মদীনা শরীফে উপস্থিত ছিলেন। এবং ইহারা কুফরী বাক্যগুলি ঈমানী বাক্যে পরিণত করিবার জন্য বহু অপব্যাখ্যাও করিয়াছিলেন। কেবল ইহাই নয়, বরং ইহারা প্রত্যেক আলেমের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বাক্ষর না করিবার জন্য আকুল অনুরোধ এবং সেই সাথে নজরাণা পেশ করিতে চাহিয়াছিলেন।

কিন্তু উলামায়ে হাক্কানীগণ সব কিছু প্রত্যাখ্যান করতঃ উহাদের চক্রান্তময় সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়াছিলেন। কেবল এখানেই সমাপ্ত নয়, বরং অখণ্ড ভারতের ২৬৮ জন বিজ্ঞ আলেম ও ইমাম আহমাদ রেজার ফতওয়া ও 'হুসামুল হারামাইন' এর সঠিক ও সত্যতার সমর্থনে থানুবী সাহেবকে কাফের মুর্তাদ বলিয়া ফতওয়া দিয়াছিলেন। যাহা 'আস্সাওয়ারেমুল হিন্দীয়া' নামে আজও মুদ্রিত হইতেছে। —'আরববাসী আলেমগণ উর্দু ভাষা জানিতেন না' বলিয়া যে সমস্ত দেওবন্দী আলেম ইমাম আহমাদ রেজাকে কলংক করিবার চেষ্টা করেন, তাহারা কি বলিতে পারিবেন যে, ভারতবাসী আলেমগণ উর্দু জানিতেন না। আবার ২/১ জন নয়, বরং ২৬৮ জন। আবার ইহারা একই স্থান বা একই মাদ্রাসার নয়, বরং অখণ্ড ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও বিভিন্ন ফতওয়া বিভাগের আলেম। থানুবী সাহেবের প্রতি কিসের আক্রশ ছিল যে, আরব হইতে ভারত পর্যন্ত প্রায় তিনশত আলেম বিনা বিবেচনায় তাহাকে কাফের বলিয়া ফতওয়া দিয়াছিলেন!'

pdf By Syed Mostafa Sakib



## শাহ আবুল খায়ের আলাইহির রহমাত

ইমামে রব্বানী মোজাদ্দিদে আলফে সানী শায়েখ আহমাদ সের হিন্দী আলাইহির রহমাতের সুযোগ্য সাহেবজাদা মাওলানা শাহ আবুল খায়ের আলাইহির রহমাত ইলাহী বখ্‌শ সাহেবের বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। তথায় পীর সাইয়েদ গোলাব শাহ, আশরাফ আলী থানুবী ও দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রয়াত সম্পাদককারী তৈয়ব সাহেবের পিতা হাফিজ আহমাদ সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। —"পীর গোলাব শাহ থানুবী সাহেবের কিতাব 'হিফজুল ঈমান' এর ৮ পৃষ্ঠায় পাঠ করিয়া শুনাইলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া শাহ আবুল খায়ের সাহেব থানুবী সাহেবকে বলিলেন, ইহা কি দ্বীন ইসলামের খিদমাত? তোমার বড়রা তো আমাদের তরীকায় ছিলেন। তুমি তাহাদের বিরুদ্ধাচারণ করিলে কেন? থানুবী সাহেব উত্তর ছিলেন, আমি ইহার ব্যাখ্যায় অন্য একটি পুস্তিকা লিখিয়াছি। তখন শাহ সাহেব বলিলেন, তোমার এই পুস্তিকায় বহু মানুষ গোমরাহ হইয়া গিয়াছে। আমরা অন্য পুস্তিকা নিয়া কি করিব?" ( বজমে খায়ের পৃঃ ১১, মাকামাতে খায়ের পৃঃ ২৪১ ) ইহার পর নামাজের জন্য যখন জামায়াত তৈরী হইয়া গিয়াছিল, তখন শাহ আবু খায়ের সাহেব ইমামাতের মুসাল্লাতে যাইবার সময়ে থানুবী সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া পরিস্কার বলিয়াছিলেন, আমাদের জামায়াতের মানুষ ছাড়া অন্য লোক আলাদা হইয়া থাক।

অথচ প্রথম অবস্থায় থানুবী সাহেবের আগমনে শাহ সাহেব অত্যন্ত বৃদ্ধ ও দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের বেআদবীর কারণে জামায়াতে নামাজ পর্যন্ত পড়িতে দেন নাই। ( সুন্নী দেওবন্দী ইখতে লাফাত কা মুনসিফানা জায়েজাহ পৃঃ ১১৮ )।

## মাওলানা আবুল হাসান জায়েদ

শাহ আবুল খায়ের আলাইহির রহমাতের সাহেবজাদা মাওলানা আবুল হাসান জায়েদ লিখিয়াছেন [ "হিফজুল ঈমানের উক্তি 'বারাহীনে কাতিয়ার' ( কুফরী ) উক্তি হইতেও নিকৃষ্ট।.....এই পুস্তিকাটি ছাপাতেই হিন্দুস্তানের সর্বত্রে মুসলমানদের মধ্যে চরম চাঞ্চল্যতা সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আল্লাহর নেক বান্দাগণ আশ্চর্য হইয়াছিলেন যে, মৌলবী সাহেব লিখিয়াছেন কি! কোথায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র ইল্ম, যদিও উহা একটি সরল বিষয়ের ইল্ম হউক না কেন; আর কোথায় জায়েদ, আমর এবং বালক, পাগল ও জন্তু জানেয়ারের ইল্ম! ( বজমে খায়ের পৃঃ ১২ ) ]। ইহার পর মাওলানা আবুল হাসান জায়েদ সাহেব থানুবী সাহেবের 'হিফজুল ঈমান' ও 'বাসুল বানান' এর খণ্ডনে বহু কিছু লিখিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, ইমাম আহমাদ রেজা রাদী আল্লাহু আনহুর সহিত শাহ আবুল খায়ের সাহেব ও মাওলানা আবুল হাসান জায়েদ সাহেবের না পীর ও মুরীদের সম্পর্ক ছিল, না উস্তাদ ও শাগরিদের

pdf By Syed Mostafa Sakib



সম্পর্ক ছিল। বরং ইহাদের সহিত দূর হইতে নান্থুতুবী ও গাঙ্গুহী সাহেবের সম্পর্ক ছিল। মোট কথা, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে যাহারা 'হিফজুল ঈমান' দেখিবেন, তাহাদের নিকট উহার কুফরী ও গোনরাহী দিবালোকের ন্যায় প্রকাশ হইয়া যাইবে।

## হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অসন্তুষ্ট

"'মাকামাতে খায়ের' কিতাবের ৬১৬ পৃষ্ঠার টীকাতে আছে, সাইয়েদ নাজীরুদ্দীন সাহেব তাহার দাদা পীর সাইয়েদ মোহাম্মাদ জীলানীর সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন, আমার দাদা সাইয়েদ মোহাম্মাদ জীলানী বাগদাদীর নিকট হায়দারাবাদের মানুষ মৌলবী আশরাফ আলী থান্থবীর 'হিফজুল ঈমান' আনিয়া উহার সম্পর্কে অভিমত চাহিয়াছিল। দাদাজান পুস্তিকাটি পাঠ করিয়া বলিলেন, ইল্মে গায়েব সম্পর্কে মৌলবী আশরাফ আলী অত্যন্ত খারাপ ভাষা লিখিয়াছেন। ইহার কিছুদিন পর 'মক্কা মসজিদে' মৌলবী আশরাফ আলী থানুবী বসিয়াছিলেন, আমার দাদা দাঁড়াইয়া মৌলবী আশরাফ আলীর পুস্তিকার দোষ বর্ণনা করিবার পর বলিয়াছিলেন, এই পুস্তিকা হইতে কুফরের গন্ধ আসিতেছে। ইহার কিছুদিন পর দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা কাসেম নান্থুতুবীর সাহেবজাদা হাফিজ আহমাদ সাহেবের বাড়ীতে উলামা সম্মেলন হইয়াছিল। যেহেতু আহমাদ সাহেবের সহিত আমার দাদার মুহাব্বাৎ ছিল, সেহেতু আমার দাদাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। 'হিফজুল ঈমান' সম্পর্কে উলামাগণ অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমার দাদা উক্ত পুস্তিকার দোষ বর্ণনা করতঃ উহার বিপক্ষে ফতওয়া দিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পর আমার দাদার সহিত স্বপ্নযোগে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সাক্ষাৎ হয়। হিফজুল ঈমানের প্রতিবাদ ও উহার বিরুদ্ধে ফতওয়া প্রদানের কারণে রসুলে পাক খুশী প্রকাশ করিলেন এবং হুজুর বলিলেন, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি কি চাহিতেছ? তিনি বলিলেন, আমার আশা যে, বাকী জীবন মদীনা শরীফে থাকিব এবং মদীনার পবিত্র মাটিতে কবরস্থ হইব। দাদাজানের দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়াছে। ইহার পর তিনি মদীনায় হিজরত করিয়া চলিয়া যান এবং দশ বৎসর সেখানে থাকিবার পর ১৩৬৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করিয়াছেন।"

—পীর সাইয়েদ মোহাম্মাদ জীলানীর থানুবী সাহেবের প্রতি কি দুশমনী ছিল যে, থানুবী সাহেবের সম্মুখে এবং তাঁহার বন্ধুর বাড়ীতে বসিয়া হিফজুল ঈমানের প্রতিবাদ করতঃ "উহা হইতে কুফরের গন্ধ আসিতেছে" বলিয়াছিলেন। আসল কথা ইহাই যে, 'হিফজুল ঈমান' চিনী বা জাপানী ভাষায় লেখা নয়, বরং উর্দু ভাষায় লেখা। সামান্য জ্ঞান বুদ্ধি রাখে এই প্রকার মানুষ উহা পাঠ করিলে প্রথম বারেই বলিয়া দিবে যে, নিঃসন্দেহে উহাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের অবমাননা হইয়াছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib



## 'তাজাল্লী' পত্রিকার সম্পাদক আল্লামা আমির উসমানী

আল্লামা আমির উসমানী সাহেব কোন বেরেলবী আলেম নহেন। বরং তিনি থানুবী ভক্ত সুদক্ষ দেওবন্দী আলেম। বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মুনাজির আল্লামা আরশাদুল কাদেরী সাহেব কিবলার 'জালজালাহ নামক কিতাব সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া আল্লামা আমির উসমানী সাহেব ন্যায়ের খাতিরে লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, "আমাদের নিকটে প্রাণ বাঁচাইবার একটি মাত্র রাস্তা রহিয়াছে, তাকবীয়াতুল ঈমান, ফাতাওয়ায় রশীদীয়া, ফাতাওয়ায় ইমদাদীয়া, বেহেশতী জেওর ও 'হিফজুল ঈমান' এর ন্যায় কিতাবগুলি চৌরঙ্গীতে পুড়াইয়া দিয়া পরিস্কার ঘোষণা করিয়া দেওয়া যে, ঐ কিতাবগুলিতে যাহা লেখা রহিয়াছে, তাহা কোরআন, হাদীসের খেলাফ। ( জালজালাহ ২২ পৃঃ দ্বিতীয় সংস্করণ )।

## হিফজুল ঈমান ও ফুরফুরা পন্থী

দেওবন্দী শাখা ফুরফুরা পন্থীদের সব চাইতে বড় আলেম ও লেখক মাওলানা রুহুল আমীন সাহেব 'মজমুয়া ফাতাওয়ায় আমিনিয়া' কিতাবের ৪র্থ খণ্ডে ৪৯/৫০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—[ "মাওলানা আশরাফ আলী থানবী ছাহেব হেফজোল ইমানের ৮ পৃষ্ঠায় জায়েদ, ওমর, বালক, উন্মাদ, পশু ও চতুষ্পদের এলমের সহিত হজরত নবী (ছঃ) এর এলেমের তুলনা দিয়াছেন।" ( সংগৃহীত অপবাদ ও প্রতিবাদ খণ্ডন ১০৯ পৃঃ ) ] অনুরূপ ঐ পন্থীর আরো একজন লেখক থানুবী সাহেবের 'হিফজুল ঈমানে'র ঐ অংশটুকু উদ্ধৃত করিবার পর মন্তব্য করতঃ লিখিয়াছেন—[ "এ স্থলে মাওলানা থানবী জায়েদ, ওমার, বালক, উন্মাদ, পশু ও চতুষ্পদের অদৃশ্যের জ্ঞান রাখিবার সহিত হজরতের অদৃশ্য জ্ঞান রাখিবার তুলনা দিলেন। এক্ষণে বক্তব্য আল্লাহ আয়ালা অহি এলম ও কাশফ কর্তৃক তাঁহাকে আসমান, জমিন, ভূত ভবিষ্যতের প্রাচীন ও পরবর্তী কালের বহু এলমে গায়েব শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহার এলমের সহিত উন্মাদ ও পশুকুলের এলমের তুলনা দেওয়া তাঁহার অবজ্ঞা ও অপমান করা হইল কিনা? ইহা তাঁহার শানের খেলাফ কিনা? তাই জিজ্ঞাসা করি বেরেলীদের জব্দ করিতে রছুল (ছঃ) এর প্রতি কি এই আঘাত?" ( দেওবন্দীদের কতিপয় ভ্রান্ত মতবাদ ও তার রদ্দ পৃষ্ঠা ৫, প্রথম সংস্করণ—১৯৯২ ) ]—উল্লেখিত উদ্ধৃতিগুলি হইতে পরিস্কার প্রমাণ হয় যে, 'হিফজুল ঈমান' পুস্তিকায় থানুবী সাহেব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র ইল্মকে জন্তু জানোয়ারের ইল্মের সহিত তুলনা করতঃ হুজুরকে চরম অসম্মান করিয়াছেন, ইহাতে ফুরফুরা পন্থীগণের দ্বিমত নাই।

## নির্লজ্জের মত এখনও অপবাদ

দেওবন্দী লেখক আজীজুল হক সাহেব লিখিয়াছেন—[ "পূর্বাপর সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া দেওবন্দী উলামাদের বিতর্কিত উক্তিগুলি ভুল ও খারাপ

pdf By Syed Mostafa Sakib


মনে হইতেছে। কিন্তু পরিপ্রেক্ষিত এবং পূর্বাপর সম্পর্ক বিচার করিয়া দেখিলে পরিস্কার বুঝা যায় যে উক্তিগুলি সম্পূর্ণ ঠিক এবং সত্য।" ( অপবাদ ও প্রতিবাদ খণ্ডন ১৩৫ পৃঃ ) ] —যদি তর্কের খাতিরে মুহূর্ত কালের জন্য মানিয়া নেওয়া যায় যে, ইমাম আহমাদ রেজা আলাইহির রহমাত থানুবী সাহেবের উক্তিকে পূর্বাপর সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে কলংক করিয়াছিলেন এবং আরবের আলেমগণ উর্দু ভাষা না জানিবার কারণে তাঁহার ফতওয়ার সমর্থনে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, অনুরূপ অখণ্ড ভারতের ২৬৮ জন আলেম প্রত্যেকেই ইমাম আহমাদ রেজার অনুসারী হইবার কারণে তাঁহার ফতওয়ার সপক্ষে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাহা হইলে মাওলানা রুহুল আমীন সাহেব সম্পর্কে আজীজুল হক সাহেবের ধারণা কি ? তিনি কি ইমাম আহমাদ রেজার অনুসারী ছিলেন ? তিনি কি উর্দু ভাষা জানিতেন না ? তিনিও কি থানুবী সাহেবের উক্তিকে পূর্বাপর সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে কলংক করিয়াছেন ? নির্লজ্জের মত যতই অপবাদ দিন না কেন, কোনোদিন থানুবী সাহেবকে কলংক মুক্ত করিতে পারিবেন না।

## মাওলানা আবদুল হক মুহাজিরে মক্কী

উলামায়ে দেওবন্দের পীর ও মুর্শিদ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর সুযোগ্য ও স্বনামধন্য খলীফা মাওলানা আবদুল হক এলাহাবাদী মুহাজিরে মক্কী ৮ই সফর ১৩২৪ সালে ইমাম আহমাদ রেজাকে শত প্রশংসার পর থানুবী সাহেবের কুফরীর ফতওয়াতে 'হুসামুল হারামাইন' এর সপক্ষে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ( হুসামুল হারামাইন ৪৮ পৃঃ ) যদি 'হিফজুল ঈমান' এর মধ্যে থানুবী সাহেবের অমার্জনীয় অপরাধ না হইতো এবং থানুবী সাহেবের কুফরী বাক্যকে ব্যাখ্যা করতঃ ইসলামী বাক্যে পরিণত করা সম্ভব হইতো, তাহা হইলে থানুবী সাহেবের পীর ভাই মাওলানা আবদুল হক মুহাজিরে মক্কী কোনদিন 'হুসামুল হারামাইন' এর সপক্ষে স্বাক্ষর করিতেন না। এখন আজীজুল হক সাহেব কি বলিবেন ? মাওলানা আবদুল হক সাহেবও কি ধোকায় পড়িয়াছিলেন ? না তিনি উর্দু ভাষা জানিতেন না ? না থানুবী সাহেবের প্রতি তাঁহার কোন হিংসা ছিল ?—এখনও তওবার দ্বার খোলা রহিয়াছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে শাফায়াতকারী জ্ঞান করিয়া অন্যায়ের পক্ষপাতিও করা হইতে তওবা করুন।

## 'হিফজুল ঈমান' এর পরিবর্তন চাহিয়াছিল

ইহাতে আদৌ সন্দেহ নাই যে, 'হিফজুল ঈমান' পুস্তিকায় থানুবী সাহেব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের শানে অমার্জনীয় অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছেন, যাহা দেওবন্দী আলেম হইতে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত প্রত্যেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন। তাই থানুবী ভক্ত সাধারণ দেওবন্দীগণ যদিও আল্লামা আমির উসমানীর ন্যায় দৃঢ়তার সহিত 'হিফজুল

pdf By Syed Mostafa Sakib


ঈমান' পুস্তিকাটি চৌরঙ্গীতে পুড়াইয়া দেওয়ার পরামর্শ দিতে সাহস পায় নাই। কিন্তু 'হিফজুল ঈমান' এর পরিবর্তন চাহিয়াছিল। যাহা আজীজুল হক সাহেব স্বীকার করতঃ লিখিয়াছেন—[ "হায়দ্রাবাদ হইতে হযরত থানবীর মঙ্গলকামীগণ লিখিলেন যে, 'হেফজুল ঈমান' এর ভাষা বদল করিয়া দিলে ভাল হয়।" ( অপবাদ ও প্রতিবাদ খণ্ডন ১২১ পৃঃ ) অনুরূপ উক্ত পুস্তকের ১২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"থানা ভবনে হযরত থানবীর পরিচালিত 'খানকাহে ইমদাদিয়া'র আবাসিকগণ তাঁহার নিকট আবেদন করিলেন যে, ইসলামী দুনিয়ার সরল প্রাণ মুসলমানের সংখ্যা বেশী। সূক্ষ্ম কথার গভীর মর্ম উপলব্ধি করা তাহাদের পক্ষে সহজ নহে। আর দুরভিসন্ধি লইয়া তাহাদিগকে ভুল বুঝাইবার লোকও অনেক আছে। সেইজন্য 'হেফজুল ঈমান' এর ভাষা বদল করিয়া দিলে ভাল হয়।" ] যখন 'হিফজুল ঈমান' কে কেন্দ্র করিয়া হিন্দুস্তানের সর্বত্রে গৃহ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল এবং সাধারণ হইতে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত হিফজুল ঈমানের সমালোচনা এবং থানুবীকে ধিক্কার দিতে আরম্ভ করিল, তখন চারিদিক হইতে থানুবী ভক্তরা হিফজুল ঈমানের পরিবর্তনের দাবী করিল। প্রথম অবস্থায় থানুবী সাহেব ইহাতে রাজী না হইলেও পরে পরিবর্তনের আদেশ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরিশেষে ভাষা পরিবর্তন করাও হইয়াছিল। যাহা আজীজুল হক অপবাদ ও প্রতিবাদ খণ্ডনের ১৩১ পৃষ্ঠায় স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু যাহা পুড়াইয়া দেওয়ার প্রয়োজন, তাহা পরিবর্তন করিলে হয় না। হিফজুল ঈমানের ভাষা পরিবর্তন করার পরেও কুফরী পরিবর্তন হয় নাই।

## কুফরের ব্রহ্মপাতে থানুবী বেহুঁশ

যখন উলামায়ে ইসলাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারের অপরাধী থানুবী সাহেবের মস্তকে এমনই কুফরের বজ্রপাত করিলেন যে, তিনি দীর্ঘ দশ বৎসর বেহুঁশ হইয়া রহিলেন, তখন তাঁহার পরম শিষ্য মাওলানা মোর্তাজা হাসান দারভাঙ্গী গুরুর জ্ঞান ফিরাইবার জন্য কয়েকটি প্রশ্নের কাঠি লইয়া কানে শুড়শুড়ি দিলেন। থানুবী সাহেবের হুঁশ ফিরিল বটে কিন্তু বেহুঁশের মত আবোল তাবোল বলিতে আরম্ভ করিলেন। যাহাতে নিজের কুফরের উপর নিজেই মোহর করিলেন। যথা, দারভাঙ্গীর প্রশ্ন ও থানুবীর উত্তর ছিল নিম্নোরূপ :—(১) "আপনি কি হেফজুল ঈমান বা অন্য কোন কেতাবে স্পষ্ট ভাষায় ঐ কথা লিখিয়াছে? ( অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যেমন ইল্ম ছিল, তেমন প্রত্যেক বালক, পাগল ও জন্তু জানোয়ারের ছিল ) (২) স্পষ্ট ভাষায় না হইলেও আপনার কোন বক্তব্য হইতে কি ঐ কথা প্রমাণিত হয়? (৩) অথবা ঐ কথা বলা কি আপনার উদ্দেশ্য? (৪) যদি কেহ ঐ কথা বিশ্বাস করে অথবা স্পষ্টভাবে বা ইঙ্গিতে বলে, তাহাকে আপনি মুসলমান মনে করেন নাকি কাফের? —হযরত থানবী (রঃ) উত্তরে

pdf By Syed Mostafa Sakib


লিখিয়াছিলেন যে, (১) ঐ খবীস বা নিকৃষ্ট কথা আমি কোন কেতাবে লিখি নাই। লেখা তো দূরের কথা আমার অন্তরেও কখনও ঐ কথার উদয় হয় নাই। (২) আমার কোন বক্তব্য হইতেও ঐ কথা প্রমাণিত হয় না ; যেমন আমি শেষে দেখাইব। (৩) যখন আমি ঐ কথাকে খবীস মনে করি এবং আমার মনেও কখনও ঐ কথার উদয় হয় নাই, তখন ঐ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য কি করিয়া হইতে পারে ? (৪) যে কেহ ঐ কথা বিশ্বাস করে অথবা বিনা বিশ্বাসেও স্পষ্ট ভাষায় বা ইঙ্গিতে ঐ কথা বলে তাহাকে আমি ইসলাম হইতে খারিজ মনে করি। যেহেতু সে কোরআন হাদীসের অকাট্য বাণীগুলিকে অস্বীকার করিতেছে এবং হুজুর সরওয়ারে আলম ফখরে বনি আদম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে ছোট করিয়া দেখাইতেছে"। ( বাস্তল বানান, সংগৃহীত অপবাদ ও প্রতিবাদ খণ্ডন ১১৮/১১৯ পৃষ্ঠা ) —দেওবন্দীদের হাকীমুল উম্মাৎ থানুবী সাহেবকে এখন ভিজা বিড়াল মনে হইতেছে। উপরের উদ্ধৃতিটি পাঠ করিলে প্রত্যেকেই মনে করিবেন যে, থানুবী সাহেব সত্যই একজন সরল প্রাণ নিরীহ মানুষ। তিনি নবীর শানে ঐ প্রকার খবীস বা নিকৃষ্ট ভাষা কোন সময় লিখিতে পারেন না। কিন্তু যাহারা উর্দু ভাষা সামান্য জানেন, যদি তাহারা দয়া করিয়া 'হিফজুল ঈমান' এর ৮ পৃষ্ঠা পাঠ করেন অথবা এই পত্রিকায় পূর্বে 'অপবাদ ও প্রতিবাদ খণ্ডন' এর ১১৪ ও ১১৫ পৃষ্ঠা হইতে 'হিফজুল ঈমান' এর যে অনুবাদ লিখিয়াছি, যদি তাহা পাঠ করেন, তাহা হইলে অবশ্যই উপলব্ধি করতে পারিবেন যে, থানুবী সাহেব কত বড় জালিয়াত ও মিথ্যাবাদী। থানুবী সাহেব কোরআন, হাদীসের অকাট্য দলীলের বিপরীত নবীর শানে নিকৃষ্ট বাক্য বলিবার কারণে নিজের কথা অনুযায়ী ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া গিয়াছেন।

## জিদ মানুষকে জাহান্নামে পৌঁছায়

হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, প্রতি হাজার বৎসর পর আল্লাহ পাক আদম আলাইহিস্ সালামকে জান্নাত হইতে এবং শয়তানকে জাহান্নাম হইতে বাহির করিয়া শয়তানকে সিজদা করিতে আদেশ করিবেন। সে সব সময় অস্বীকার করতঃ জাহান্নামে যাইবে কিন্তু সিজদা করিতে চাহিবে না। ( রুহুল বায়ান )—কুফরের ফতওয়া প্রাপ্ত হইবার পর প্রায় উনচল্লিশ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন থানুবী। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি না ইমাম আহমাদ রেজার, না মক্কা ও মদীনা শরীফের মুফতীগণের নিকট গিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, না উহার সঠিক ব্যাখ্যা দিয়া নির্দোষ প্রমাণ করিয়াছিলেন। পাক ভারত উপমহাদেশের উলামাগণ সব সময়ে তাঁহাকে সরাসরি মোনাজারা করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি কোনো সময় ইহাতে সম্মত হন নাই। অথচ চেলাচামণ্ডরা প্রচার করিয়া থাকেন যে, তিনি বাহাস করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু খান সাহেবের পক্ষ হইতে সাড়া পাওয়া যায় নাই। যদি

pdf By Syed Mostafa Sakib



থান্‌বী সাহেব উম্মাতে মুহাম্মাদীর মঙ্গল চাহিতেন, তাহা হইলে উহাদিগকে বিতর্কের দিকে না ঠেলিয়া দিয়া ঈমান ও ইসলামের খাতিরে 'হিফজুল ঈমান' এর কুফরী বাক্যগুলি বাজেয়াপ্ত করিয়া দিতেন। কারণ, ঐগুলি তো না কোরআনের কোন আয়াত, না বোখারীর কোন হাদীস যে, উহা বাতিল করা চলিবে না। শেষ পর্যন্ত তাঁহার তওবা করিবার তাওফীক হয় নাই। নিজের আখেরাতকে বরবাদ করিয়াছেন কিন্তু মুসলিম জাহানকে বাঁচান নাই।

## বাস্তুল বানানে থানুবীর অপব্যাখ্যা

'হিফজুল ঈমান' এর কুফরী বাক্যটির নির্দোষ প্রমাণ করিবার জন্য থান্‌বী সাহেব 'বাস্তুল বানান' পুস্তিকায় 'শারহে মাওয়াকেফ' হইতে একটি উদ্ধৃতি পেশ করিয়াছেন। যথা, [ "হে দার্শনিকগণ তোমাদের ধারণা ( যে, নবী সমস্ত গায়েব জানেন ) কয়েকটি কারণে বাতিল। কারণ, তোমরা ও আমরা ইহাতে একমত যে, সমস্ত গায়েব জানা নবীর জন্য জরুরী নয়। এই কারণে সাইয়েদুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যদি আমি ( সমস্ত ) গায়েব জানিতাম, তাহা হইলে অনেক ভালাই হাসিল করিতাম এবং আমাকে কোন খারাপ স্পর্শ করিত না। আংশিক গায়েব জানা নবীর জন্য খাস নহে।" ( হিফজুল ঈমানের সহিত বাস্তুল বানান পৃঃ ২৯ ) ]—চোরের সাক্ষি মাতালের ন্যায় থান্‌বী সাহেবের সপক্ষে আজীজুল হক সাহেব লিখিয়াছেন—[ "এই কথাটিকেই হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (বঃ) তাঁহার 'হেফজুল ঈমান' কেতাবে নিজের ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফলে বেরেলবী জামাতের দলনেতা আহমাদ রেজা খান সাহেব নবীর প্রতি বেয়াদবির অজুহাত দেখাইয়া তাঁহার উপর কাফেরী ফতওয়া দিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে তিনি 'বাসতুল বানান' নামক সংযোজনা লিখিয়া 'শারহে মাওয়াকেফ' এবং 'মাতালেউল আনজার' কেতাব দ্বয়ের হাওয়ালা প্রকাশ করেন। তাহার উত্তরে আহমাদ রেজা খান সাহেব নিজ পুত্র মোস্তফা রেজা খানের নাম দিয়া একটি পুস্তিকা লিখেন। তাহাতে অশ্লীল ভাষায় হযরত থানবীকে গালাগালি করেন বলিয়া তিনি আর তাহার উত্তর লিখেন নাই। তবে অন্য দেওবন্দী আলেমগণ লিখিতভাবে এই অসভ্যতাকের ধিক্কার জানাইয়াছেন। কিন্তু আহমাদ রেজা খান সাহেব 'শরহে মাওয়াকেফ' ও 'মাতালেউল আনজার কেতাব লেখকদের প্রতি কোন ফতওয়া জারী করা দূরের কথা টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেন নাই। অথচ সেই একই কথার জন্য হযরত থানবী সাহেবের উপর কাফেরী ফতওয়া পর্যন্ত জারী করিয়া দিয়াছেন। এমন কাফেরী ফতওয়া যে তাহাতে কেহ সন্দেহ করিলেও কাফের হইয়া যাইবে। ( অপবাদ ও প্রতিবাদ খণ্ডন ১১২ পৃষ্ঠা ) ]—যেহেতু থানবী সাহেব সাপের খোলস বদলাইবার ন্যায় 'হিফজুল ঈমান' ও 'বাসতুল বানান' ছাড়িয়া চলিয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib



গিয়াছেন, সেহেতু তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলাই বৃথা। আজীজুল হক সাহেব জানিয়া রাখিবেন, এখনও পর্যন্ত পৃথিবীতে শান্তি প্রিয়, নিরপেক্ষ ও ন্যায়ের সপক্ষে অন্যায়ের মাথায় লাথি মারিবার মত মানুষ লক্ষ লক্ষ রহিয়াছেন। (১) —যদি 'শরহে মাওয়াকেফ' ও 'হিফজুল ঈমান' এর উক্তি একই পর্য্যায়ের হইত, তাহা হইলে আরব ও অনারবের শত শত আলেম থানুবী সাহেবের মস্তকে কুফরের বজ্রপাত করতঃ বেহুঁশ করিয়া ফেলিতেন না। আপনি কি বলিতে পারিবেন যে, উহারা কেহই 'শরহে মাওয়াকেফ' পড়েন নাই। (২) —যদি 'শরহে মাওয়াকেফ' ও 'হিফজুল ঈমান' এর উক্তি একই ধরণের হইত, তাহা হইলে আপনাদের পরম বুজর্গ মাওলানা আবদুল হক এলাহাবী কখনই থানুবী সাহেবের কাফের হইবার ফতওয়ায় 'ছসামুল হারামাইন' এর সপক্ষে সাক্ষর করিতেন না। আবদুল হক এলাহাবাদী বিরুদ্ধে কি একবিন্দু কালী খরচ করিয়াছেন? (৩) —যদি 'শরহে মাওয়াকেফ' ও 'হিফজুল ঈমান' এর উক্তি একই প্রকারের হইত, তাহা হইলে থানুবী সাহেবের নামকরা নাওকার মাওলানা মঞ্জুর নোমানী তাহার 'ফায়সানা কুন মোনাজারাহ' কিতাবে নিশ্চয় উহা উল্লেখ করিতেন। আজীজুল হক সাহেব, আপনি যাহা লইয়া চিৎকার করিতেছেন, যদি উহাতে ফল হইত, তাহা হইলে নোমানী সাহেব উহা দ্বারা থানুবী সাহেবকে কুফরের হাত থেকে বাঁচাইয়া খোশহালে কবরে পাঠাইতেন। (৪) —বহু কথা এমনই রহিয়াছে, যেগুলি সার্বিকভাবে বলা জায়েজ, সত্য ও ঈমান। কিন্তু ঐ কথাগুলি ব্যাখ্যা করতঃ নির্দিষ্টভাবে বলা হারাম, বরং কুফরী। যথা, বিনা উদাহরণে বলিতেছি— আল্লাহ তাআলা সমস্ত জিনিষের সৃষ্টি কর্তা। ইহা অতি সত্য কথা, বরং ঈমান। যদি কেহ আল্লাহকে কোন একটি জিসিষের সৃষ্টি কর্তা নয় বলিয়া থাকে, তাহা হইলে সে কাফের হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি কোন মানুষ আল্লাহ পাকের প্রসংশার স্থলে বলিয়া থাকে যে, আল্লাহ তাআলা শুকর, কুকুর, ইঁদুর ও বানরের সৃষ্টি কর্তা। কথাটি নিশ্চয় সত্য কিন্তু এই প্রকার বলা কেবল হারাম নয়, বরং কুফরী। মোট কথা, 'আল্লাহ পাক সমস্ত জিনিষের স্রষ্টা' ও 'আল্লাহ শুকর, কুকুরের স্রষ্টা'। এই দুইটি বাক্যের মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে, ঠিক 'শরহে মাওয়াকেফ' ও 'হিফজুল ঈমান' এর মধ্যে সেই পার্থক্য রহিয়াছে। কারণ, 'শরহে মাওয়াকেফ' এর মধ্যে বলা হইয়াছে, "আংশিক ইল্মে গায়েব নবীর জন্য খাস নয়।" এখানে কোন নবীকে নির্দিষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। 'হিফজুল ঈমান' এর মধ্যে বলা হইয়াছে, "ইহাতে ( আংশিক ইল্মে গায়েবে ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কি বিশেষত্ব রহিয়াছে? এই প্রকার ইল্মে গায়েব তো জায়েদ, আমর ও বাকার বরং প্রত্যেক বালক, পাগল বরং সমস্ত জন্তু জানোয়ারের হাসিল রহিয়াছে"। এখানে কেবল হুজুরকে

pdf By Syed Mostafa Sakib



নির্দিষ্ট করা হয় নাই, বরং হুজুরের পবিত্র ইল্মকে নিকৃষ্ট জিনিষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। (৫) —'প্রত্যেক মানুষ আল্লার বান্দা, চাই শায়েখ হউক অথবা চামার'। এই বাক্যটি নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু যদি বলা হয়, 'আজীজুল হক কাসেমী চামারের মত বান্দা'। নিশ্চয় ইহাতে আজীজুল হক কাসেমীর অবমাননা হইবে। 'শরহে মাওয়াকেফ' এর উক্তিটি প্রথম বাক্যটির মত এবং 'হিফজুল ঈমান' এর উক্তিটি দ্বিতীয় বাক্যটির মত। ইহাতে নিশ্চয় হুজুরের অবমাননা করা হইয়াছে। (৬) —'হিফজুল ঈমান' এর বাক্যের প্রথমে আছে, "হুজুরের পবিত্র সত্তার উপর ইল্মে গায়েবের হুকুম করা যদি জায়েদের কথা অনুযায়ী সঠিক হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য বিষয় ইহাই যে, এই 'গায়েব' এর অর্থ আংশিক গায়েব অথবা সমস্ত গায়েব।" ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, থানবী সাহেব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের জন্য ইল্মে গায়েব স্বীকার করিবার পর জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, এই গায়েব হইতে আংশিক গায়েব উদ্দেশ্য, না সমস্ত গায়েব উদ্দেশ্য? অর্থাৎ হুজুর আংশিক গায়েব জানেন, না সমস্ত গায়েব জানেন? সমস্ত গায়েব জানাকে সর্বদিক দিয়া বাতিল মানিয়াছেন। এইবার হুজুরের জন্য আংশিক ইল্মে গায়েব থাকিল। হুজুরের এই আংশিক ইল্মে গায়েব সম্পর্কে লিখিয়াছেন "এমন ইল্মে গায়েব তো জায়েদ, আমর বরং প্রত্যেক বালক ও পাগল বরং সমস্ত প্রাণী ও চতুষ্পদ জন্তুদের জন্যও হাসিল আছে"। এখন বুঝা যাইতেছে যে, থানুবী সাহেব প্রথমে হুজুরের ইল্ম সম্পর্কে বিবরণ দিবার পর উক্ত ইল্মকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ সম্পর্কে ঐ নিকৃষ্ট বাক্য লিখিয়াছেন। কিন্তু 'শরহে মাওয়াকেফ' এর উক্তিটি সম্পূর্ণ ইহার বিপরীত। কারণ, উহাতে কোন নবীর ইল্মকে না ভাগ করা হইয়াছে, না কোন নবীর ইল্মকে কোন নিকৃষ্ট জিনিষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। অতএব, 'শরহে মাওয়াকেফ' ও 'হিফজুল ঈমান' এর উক্তিকে একই পর্য্যায়ের বলা চক্ষুতে ধূলা দেওয়ার নামান্তর। (৭) —'শরহে মাওয়াকেফ' এর উক্তিটি দার্শনিকদের ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডনে লেখা হইয়াছে। কিন্তু 'হিফজুল ঈমান' এর উক্তিটি এইরূপ নয়। বরং থানুবী সাহেব নিজের ধারণার কথা লিখিয়াছেন। অতএব, দুইটি উক্তি কখনই এক হইতে পারে না। (৮) —আসমান ও জমীনের মধ্যে যে ব্যবধান, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যে ব্যবধান, রাত, দিন এবং আলোক ও অন্ধকারের মধ্যে যে ব্যবধান রহিয়াছে, ঠিক সেই ব্যবধান রহিয়াছে 'শরহে মাওয়াকেফ' ও 'হিফজুল ঈমান' এর মধ্যে। আপনাদের মত বেঈমানদের বিবেক যদি ঐ ব্যবধান ও পার্থক্য বুঝিতে সক্ষম না হয় এবং উলামায়ে ইসলামকে যদি নিরপেক্ষ বলিয়া মনে না করেন, তাহা হইলে ঐ কিতাবদ্বয়ের উক্তি দুইটি কোন অমুসলিম ইহুদী অথবা হিন্দুর নিকট পেশ করিয়া মতামত সংগ্রহ করুন। (৯) —যেহেতু ইমাম আহমাদ রেজা তাঁহার খোদা প্রদত্ত দুরদর্শিতায় এবং মুজাদ্দেদিয়াতের সূক্ষ্ম

pdf By Syed Mostafa Sakib



দৃষ্টিতে যাচাই করিবার পর দেখিয়াছিলেন যে, 'হিফজুল ঈমান' এর সহিত 'শরহে মাওয়াকেফ' এর দূরের সম্পর্কও নেই, সেহেতু তিনি ঐ কিতাবের লেখকের প্রতি কাফেরী ফতওয়া প্রদান করা তো দূরের কথা টুঁ শব্দ পর্যন্ত করেন নাই। (১০) —"হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের অসম্মানকারী কাফেরকে কাফের বলিতে সন্দেহ করিলে নিজেকে কাফের হইতে হয়"। ইহা ইমাম আহমাদ রেজার ফতওয়া নয়, বরং শরীয়তের সংবিধান। যাহা 'আশ্‌শিফা' কিতাবের ছয় খণ্ডে ১১৫ পৃষ্ঠায় লেখা আছে। তাই ইমাম আহমাদ রেজা আপনার থানুবী সাহেবের প্রতি ঐ প্রকার ফতওয়া জারী করিয়াছিলেন। —আজীজুল হক সাহেব এইবার চিন্তা করিয়া দেখুন, ইংরেজদের 'লড়াও এবং রাজত্ব কর' নীতি রূপায়ণের মস্ত বড় হাতিয়ার ছিলেন কে? ইমাম আহমাদ রেজা, না আপনার বৃটিশের বেতন খোর থানুবী সাহেব। আরো একটু চিন্তা করিয়া দেখুন, হিটলারের প্রচার সচিব গোয়েবলস এর অনুসারী কারা? বেরেলবী জামায়াত, না আপনার মত দেওবন্দী দানবেরা?

## যদি থানুবী সাহেব সম্পর্কে বলা হয়

যদি থানুবী সাহেব সম্পর্কে বলা হয় যে, "আশরাফ আলীর সত্তার উপর ইল্ম সাব্যস্ত করা যদি জায়েদের কথা মত সহীহ হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য বিষয় হইল যে, এই 'ইল্ম' এর অর্থ আংশিক ইল্ম, না সমস্ত ইল্ম? যদি আংশিক 'ইল্ম' উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ইহাতে আশরাফ আলীর বিশেষত্ব কি? এই প্রকার ইল্ম তো জায়েদ, আমর বরং প্রত্যেক বালক ও পাগল বরং সমস্ত প্রাণী ও চতুষ্পদ জন্তুদের জন্যও সাব্যস্ত আছে"। —যাহারা ঈমান, ইসলামের মাথা খাইয়া বসিয়াছে, তাহারা মান সম্মানের মাথা খাইতেও প্রস্তুত রহিয়াছে। এখন যদি ঈমান শর্তে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, উল্লেখিত উক্তিতে থানুবী সাহেবের বেআদবী হইয়াছে কিনা? ইহার উত্তরে প্রত্যেকেই বলিবেন, নিশ্চয় থানুবী সাহেবের বেআদবী হইয়াছে। এমন কি থানুবী ভক্ত সাধারণ দেওবন্দীগণও ঐ কথাই বলিবেন। কিন্তু আজীজুল হক সাহেবের মত বেঈমান দেওবন্দীগণ এই বাস্তব সত্যকে স্বীকার করিতে কোনো সময় প্রস্তুত নহেন। যে বাক্যে থানুবী সাহেবের বেআদবী হয়, 'সেই বাক্যে রসুলুল্লার বেআদবী নয়' বলা কত বড় ধৃষ্টতা ও অসভ্যতা তাহা একমাত্র নিরপেক্ষগণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সত্য বলিতে কি! আমি পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন জেলাতে প্রকাশ্য সভায় সাধারণ মানুষের মতামত সংগ্রহ করিবার জন্য দেওবন্দী আলেমদের নাম না করিয়া তাহাদের একাধিক উক্তি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। সভার চারিদিক থেকে মানুষ ঐ সমস্ত উক্তির বিরুদ্ধে মতামত দিয়াছেন। কিন্তু যখন থানুবী, নানুতবী ও গাঙ্গুহীর নাম প্রকাশ করা হইয়াছে, তখন অনেকেই নিরপেক্ষতা হারাইয়া নিরব হইয়া গিয়াছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib



অনুরূপ উলামায়ে দেওবন্দের কুফরী আক্বীদাহ সম্পর্কে অবগত নহেন এই প্রকার দেওবন্দী ও ফুরফুরা পন্থী কিছু আলেমের সহিত আলোচনা করিয়াছি। উহারা প্রত্যেকেই ঐ কুফরী বাক্যগুলির বিরুদ্ধে জোরালো ভাষায় ফতওয়া দিয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণে যখন জানিতে পারিলেন যে, ঐ বাক্যগুলির বক্তা কোন অমুসলিম ইহুদী বা ইসায়ী নয়, বরং তাহাদের পরম পূজনীয় থানুবী, নানুতবী ও গাঙ্গুহী। তখন তাহারা লজ্জায় নতশির হইয়া গিয়াছেন। আল্লাহ তাআলা যাহাদের ঈমান ও ইসলামের মূল্যবোধ দিয়াছেন, আজ তাহারা নিরপেক্ষ থাকিয়া উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার চালাইতেছেন।

## উলামায়ে দেওবন্দের ড্রামা

থানুবী সাহেবের কয়েকজন পূজারী পায়খানার উপর আতর, গোলাব ছিটাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। তবে তাহা নাটকীয় ভঙ্গিমায়। উদ্দেশ্য হইল, কোনো প্রকারে গুরুকে গর্ত হইতে বাহির করা চাই মুসলিম সমাজ বিভ্রান্তির বেড়া জালে পড়িয়া দম আটকাইয়া মরুক অথবা বাঁচুক। হায় আফসুস, ইহারা ইংরেজদের নিকট হইতে এমনই আফিনের গুলি খাইয়া ফেলিয়াছেন যে, আজও নেশা কাটিতেছে না। এখানে মুসলমানদের একতার ঘর দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, আর ইংরেজরা দূর হইতে তালি বাজাইতেছে। আলেমুল গায়েব আল্লাহ ভালই জানেন, কিয়ামতের প্রাক্কাল পর্যন্ত ইহাদের হুঁশ ফিরিবে কিনা। —মাওলানা মোর্তাজা হাসান দারভাঙ্গী লিখিয়াছেন—[ প্রকাশ থাকে যে, 'এ্যায়সা' শব্দটি কেবল 'সদৃশ্য' বা 'মত' এর অর্থে ব্যবহার হয় না। বরং 'এই পরিমাণ' এর অর্থেও ব্যবহার হইয়া থাকে। এখানে এই অর্থটি নির্দিষ্ট। ( তাওজীহুল বায়ান পৃঃ ৮ ) ] —অর্থাৎ দারভাঙ্গী সাহেব বলিতে চাহিয়াছেন, 'হিফজুন ঈমান' এর মধ্যে 'এ্যায়সা' শব্দের অর্থ 'মেসাল' বা 'মত' নয়। বরং উহার অর্থ 'এতনা' বা 'এই পরিমাণ' দারভাঙ্গী সাহেব আরো লিখিয়াছেন—[ বিতর্কিত বাক্যে 'এ্যায়সা' শব্দটি 'এতনা' বা. 'এই পরিমাণ' এর অর্থে বলা হইয়াছে। অতএব তুলনা কোথায় হইয়াছে ? ( তাওজীহুল বায়ান পৃঃ ১৭ ) ] —অর্থাৎ দারভাঙ্গী সাহেব বলিতে চাহিয়াছেন, 'হিফজুল ঈমান' এর বাক্যে 'এ্যায়সা' শব্দটি 'তাশবীহ' বা 'তুলনা' এর অর্থে নয়। বরং এখানে 'এ্যায়সা' শব্দের অর্থ 'এই পরিমাণ'। এইবার দেওবন্দীদের শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানী কি লিখিয়াছেন দেখুন— [ হজরত মাওলানা 'থানুবী' তাঁহার বাক্যে 'এ্যায়সা' শব্দ বলিতেছেন, 'এতনা' শব্দ তো বলিতেছেন না। যদি 'এতনা' ( বা এই পরিমাণ ) শব্দ বলিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই ইহাই হইবার অবকাশ থাকিত যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের 'ইল্‌ম' কে অন্য জিনিষের সহিত সমান করিয়া দিয়াছেন। নাউজু বিল্লাহ। (আশ্‌শিহাবুস্ সাকিব পৃঃ ১০২) ]

pdf By Syed Mostafa Sakib



অর্থাৎ মাদানী সাহেব ? বলিতে চাহিয়াছেন, 'এ্যায়সা' শব্দটি 'মেসাল' বা উদাহরণের জন্য ব্যবহার হইয়াছে। যদি 'এতনা' বা 'এই পরিমাণ' এর অর্থে থানুবী সাহেব বলিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় কুফরী হইত। মোট কথা মাদানী সাহেবের ব্যাখ্যাটি দারভাঙ্গীর ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ বিপরীত। —মাদানী সাহেব আরো এক কদম আগে গিয়া ১০৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন [ যদি ইহা হইতে দৃষ্টি হটাইয়া নেওয়া যায়, তাহা হইলে 'এ্যায়সা' শব্দটি

---

(১) আজোও জগৎবাসীর জবানে হজরত বিলাল 'হাবশী' হইয়া রহিয়াছেন। অনুরূপ হজরত সালমান 'ফারসী' ও হজরত সুহাইব 'রুমী' হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু ভারতের অযোধ্যাবাসী হুসাইন আহমাদ দেওবন্দীদের নিকট 'মাদানী' হইয়া গিয়াছেন। হাজারে নয় শত নিরানব্বই জন মানুষ খোঁজ রাখেন না, হুসাইন আহমাদ সাহেব প্রকৃত 'মাদানী' না 'পাদানী'। এই নকল মাদানী সাহেব ১২৪৬ হিজরী অনুযায়ী ইংরাজী ১৮৭৯ সালে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ( নকশে হায়াত ১ম খণ্ড ৯ পৃষ্ঠা ) উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যার আশে পাশে তাঁহার পৈতৃক গ্রামের নাম 'টাণ্ডাহ'। হুসাইন আহমাদ টাণ্ডাবী সাহেব ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর অন্যতম সহচর এবং কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী। তিনি খদ্দরের প্রতি এমনই আশক্ত ছিলেন যে, কোন মৃত ব্যক্তির কাফন খদ্দরের না হইলে অসন্তুষ্ট হইতেন। যথা, টাণ্ডাবী সাহেবের জীবনীকার লিখিয়াছেন—[ "মাওলানা ( টাণ্ডাবী ) একটি জানাজার নামাজের সময় অত্যন্ত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, কাফন খদ্দরের ছিল না"। ( শায়খুল ইসলাম নং—৫৯ পৃঃ ) ]—মরনের পরে মাদানী সাহেব নুর হইয়া গিয়াছেন। যথা, "এখন আমরা ইহাই দেখিতেছি যে, তিনি ( মাদানী ) নুরী জগতে রহিয়াছেন। তাঁহার চক্ষুতেও নুর, তাঁহার ডানদিকে নুর, তাঁহার বামদিকে নুর, তাঁহার চারিদিকে নুর আর নুর, তিনি স্বয়ং নুর হইয়া গিয়াছেন"। ( শায়খুল ইসলাম নং—১২ পৃঃ ) ]—খদ্দরের আশক্ত, মহাত্মা গান্ধীর নিকটস্থ ও কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী হুসাইন আহমাদ নকল মাদানী সাহেব দেওবন্দী জগতের খোদা ছিলেন। যথা, [ "তোমরা কখনো খোদাকে নিজেদের মহল্লাতে চলাফেরা করিতে দেখিয়াছো ? কখনো খোদাকে তাঁহার সম্মানী আর্শের নিচে ধ্বংসশীল মানুষদের মধ্যে বিনয়ী করিতে দেখিয়াছো ? তোমরা কখনো কল্পনা করিয়াছো যে, রব্বল আলামীন ( আল্লাহ ) তাঁহার বুজর্গীর উপর পরদাহ ফেলিয়া দিয়া তোমাদের ঘরের মধ্যে আসিয়া থাকিবে" ? ( শায়খুল ইসলাম নং—৫৯ পৃঃ ) ]—প্রিয় পাঠকবৃন্দ, একবার লক্ষ্য করুন ! দেওবন্দী বেদ্বীনেরা বেরেলবীদের কবর পূজওয়া বলিয়া থাকেন। আজ তাহারা হুসাইন আহমাদ সাহেবকে খোদা বলিতেছেন। ( হাজার বার নাউজু বিল্লাহ ) দেওবন্দীদের এই খোদার পুত্র আসাদ মাদানী সাহেব জমীয়তে উলামায়ে হিন্দের সর্বভারতীয় বর্তমান নেতা।

pdf By Syed Mostafa Sakib



'তাশবীহ' বা 'তুলনা' এর শব্দ হইবে।] এখানেও নকলী মাদানী সাহেব শেষবারের মত স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছেন যে, 'এ্যায়সা' শব্দটি 'তাশবীহ' বা 'তুলনা' এর জন্য। মোট কথা, মোর্তাজা হাসান দারভাঙ্গী প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, 'এ্যায়সা' শব্দটি 'তাশবীহ' বা তুলনার জন্য নয়। বরং 'এতনা' বা 'এই পরিমাণ' এর অর্থে। অবশ্য যদি 'তাশবীহ' বা 'তুলনা' এর অর্থে হইতো, তাহা হইলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের অসম্মান হইতো। যাহা অনিবার্য্য কুফর। —হুসাইন আহমাদ মাদানী প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, 'এ্যায়সা' শব্দটি 'তাশবীহ' বা তুলনার জন্য। যদি 'এতনা' বা 'এই পরিমাণ' এর অর্থে হইতো, তাহা হইলে হুজুরের অবশ্যই অসম্মান হইতো। যাহা নিঃসন্দেহে কুফর। ফলাফল ইহাই দাঁড়াইল, দারভাঙ্গীর ব্যাখ্যা অনুযায়ী মাদানী সাহেব কাফের হইতেছেন। অনুরূপ মাদানীর ব্যাখ্যা অনুযায়ী দারভাঙ্গী সাহেব কাফের হইতেছেন। যেমন নাট্যকারেরা অভিনয়ের মার খাইতে লজ্জাবোধ করে না, তেমনই দর্শকেরাও উহাদের প্রতি বিরূপ মন্তব্য করে না। কারণ, সবাই জানিতেছে, ইহা অভিনয় মাত্র। অনুরূপ অবস্থা এখানেও ঘটিয়াছে। থানুবী সাহেবকে কেন্দ্র করিয়া অভিনয়ের ময়দানে দুই নায়ক দারভাঙ্গী ও মাদানী উভয়েই কাফের সাজিয়াছেন এবং সাধারণ দেওবন্দীগণ আজও উহাদিগকে দেবতার ন্যায় পূজা করিতেছেন। আল্লাহু আকবার। উলামায়ে দেওবন্দ কেমন বে-হায়া ও বেঈমান যে, একে অপরকে কাফের করিতে ও নিজে কাফের হইতে প্রস্তুত। কিন্তু 'হিফজুল ঈমান' পুস্তিকাটি থানুবী সাহেবের কবরের পাশে দাফন করিতে রাজী নয়। —যখন থানুবী সাহেবকে সামাল দিতে গিয়া দারভাঙ্গী ও মাদানী সাহেব বে-সামাল হইয়া পড়িয়াছেন। ঠিক এই মুহূর্তে মাওলানা মঞ্জুর নোমানী নতুন কৌশল অবলম্বন করতঃ লিখিয়াছেন—[" 'হিফজুল ঈমান' এর বাক্যে 'এ্যায়সা' (শব্দটি) 'তাশবীহ' বা তুলনার জন্য নয়। বরং উহা এখানে বিনা 'তাশবীহ' বা তুলনায় 'এতনা' এর অর্থে"। (ফাতহে বেরেলী কা দিলকাশ নাজ্জারাহ পৃঃ ৩২)] অনুরূপ নোমানী চল্লিশ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—[ 'হিফজুল ঈমান' এর বাক্যেও আমি জোরদার দলীল দিয়া প্রমাণ করিয়াছি, উহা ('এ্যায়সা' শব্দটি) বিনা 'তুলনায়' 'এই পরিমাণের' অর্থে বলা হইয়াছে।] নোমানী সাহেব উক্ত কিতাবের ৪৮ ও ৩৪ পৃষ্ঠায়ও একুই কথা লিখিয়াছেন। যেন মঞ্জুর নোমানী ও মোর্তাজা হাসান দারভাঙ্গী এই কথার প্রতি একমত যে, 'এ্যায়সা' শব্দটি তুলনার জন্য নয়। বরং 'এতনা' বা 'এই পরিমাণ' এর জন্য। সুতরাং নোমানী ৩৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—[ "যদি মানিয়া নেওয়া যায় যে, ঐ বাক্যের অর্থ উহাই, যাহা সর্দার আহমাদ সাহেব বলিতেছেন, তাহা হইলে আমাদের নিকটেও উহা কুফরী হইবে"।]—প্রকাশ থাকে যে, ১৯৩৫ সালে মঞ্জুর নোমানীর সহিত মুহাদ্দিসে আ'জমে পাকিস্তান আল্লামা সরদার আহমাদ রেজবী সাহেবের মুনাজারা

pdf By Syed Mostafa Sakib



হইয়াছিল। রেজবী সাহেব বলিতেছিলেন 'এ্যায়সা' শব্দটি তুলনার জন্য আসিয়াছে। এবং নোমানী সাহেব বলিতেছিলেন 'এ্যায়সা' শব্দের অর্থ 'এতনা' বা এই পরিমাণ। উক্ত আলোচনার দিকে ইংগিত করত নোমানী লিখিয়াছেন, "যদি ঐ বাক্যের অর্থ উহাই হয়, যাহা সরদার আহমাদ সাহেব বলিতেছেন, তাহা হইলে উহা আমাদের নিকটেও কুফরী"। —পাঠকবৃন্দ ভাল করিয়া লক্ষ্য করুন। আসল শো আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। থানুবী সাহেবকে কুফরের সমুদ্র হইতে বাঁচাইতে গিয়া দারভাঙ্গী ও দেওবন্দীদের খোদা মৌলবী মাদানী পর্যন্ত হাবুডুবু খাইতেছেন। দেওবন্দী আখড়ার বড় বাহাদুর মঞ্জুর নোমানী উপস্থিত হইয়া তাহাদের অযোগ্য খোদা মাদানীর মাথায় যেন লাথি দিয়া বলিলেন, 'এ্যায়সা' শব্দটি 'তাশবীহ' বা তুলনার জন্য নয়। বরং উহার অর্থ 'এতনা' বা 'এই পরিমাণ'। মাদানী সাহেব পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছেন, 'এ্যায়সা' না বলিয়া 'এতনা' বলিলে কুফর হইতো। এখন মনে হইতেছে, যেন থানুবীর আগে মাদানী মরঘাটিতে পৌঁছিয়াছেন। দেওবন্দী মিশনের ব্যবস্থাপনায় না ঘর বাঁচে, না পর, না পীর বাঁচে, না মুরীদ। একে অপরের তলোয়ারে সবাই আহত নিহত। ইহা মিশনের দোষ নয়। বরং রসুলুল্লার বে-আদবীর পরিণাম। আজীজুল হক সাহেব, আপনার আফিনের নেশা যদি কাটিয়া যায়, তাহা হইলে বলুন, মুসলমান কে? মঞ্জুর নোমানী, না হুসাইন আহমাদ মাদানী। যদি 'এ্যায়সা' শব্দটি তুলনার অর্থে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সেই বাহাদুর মঞ্জুরকে মরঘাটিতে দেখুন। কারণ, মাদানী সাহেব বলিয়াছেন, 'এ্যায়সা' শব্দটি তুলনার জন্য। আর যদি 'এতনা' বা এই পরিমাণের অর্থ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে দেখুন—মাদানী মরঘাটিতে পোষ্টমাটম হইয়া রহিয়াছেন।

—দেওবন্দী আখড়ার চতুর্থ পাহলাওয়ান মাওলানা আবদুশ শুকুর লাখনুবী মুংগীর জেলায় মুনাজারার ময়দানে শেষ বারের মত হুংকার ছাড়িয়া খুব গর্জন করিতে আরম্ভ করিলেন যে, [ "আমরা যে 'সিফাত' (গুণ) স্বীকার করিয়া থাকি, যদি উহা কোন নিকৃষ্ট জিনিষের সহিত তুলনা করা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় অবমাননা হইবে। কিন্তু আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের জন্য ইল্মে গায়েব স্বীকার করি না। বরং যাহারা স্বীকার করিয়া থাকে, তাহাদের নিষেধ করি। অতএব, 'ইল্মে গায়েব' এর কোন অংশকে নিকৃষ্ট জিনিষের সহিত বর্ণনা করা আদৌ অসম্মান করা হয় না।" ( নুসরতে আসমানী পৃষ্ঠা ২৭ ) ] —লাখনুবী সাহেব চাহিয়াছেন, সাপ মরিয়া যাক কিন্তু লাঠি যেন না ভাঙ্গে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের জন্য 'ইল্মে গায়েব' স্বীকার করিবার পর উহা নিকৃষ্ট জিনিষের সহিত তুলনা করিলে তাঁহার সম্মান ও অসম্মানের প্রশ্ন উঠিবে এবং 'এ্যায়সা' ও 'এতনা' ইত্যাদির বিতর্ক আরম্ভ হইবে। অন্যথায় নয়। তাই তিনি থানুবী হইতে মঞ্জুর

pdf By Syed Mostafa Sakib



নোমানী পর্যন্ত সবাইকে মরঘাট হইতে ফিরাইবার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করিলেন,—আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের জন্য মূলতঃ 'ইল্মে গায়েব' স্বীকার করি না। অতএব, 'হিফজুল ঈমান' এর বাক্যে রসুলুল্লার অসম্মান হয় নাই। এখন থানুবী, দারভাঙ্গী সবাই বেকসুর খালাস। এখন মনে হইতেছে, যেন লাখনুবী সাহেব এই ময়দানের শেষ নায়ক। তাঁহার অভিনব অভিনয়ে চিরদিনের মত 'হিফজুল ঈমান' এর নাটক সমাপ্ত হইয়া গেল। —কিন্তু, না। বিদ্যুৎ যাহাকে ধরিয়া নিয়াছে, তাহাকে বাঁচাইতে যাওয়া আদৌ নিরাপদ নয়। বরং চরম মুর্খামি ও বোকামী। লাখনুবী সাহেব যাহাদের বাঁচাইবার জন্য রসুলুল্লার 'ইল্মে গায়েব' অস্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই হুজুরের 'ইল্মে গায়েব' ছিল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যথা, থানুবী সাহেব 'হিফজুল ঈমান' এর ১৭ পৃষ্ঠায়. দারভাঙ্গী সাহেব 'তাউজীহুল বায়ান' এর ১৩ পৃষ্ঠায়, মাদানী সাহেব 'আশ্‌শিহা বুস্ সাকিব' এর ১০৬ পৃষ্ঠায় ও নোমানী সাহেব 'রুদাদ মুনাজারায় বেরেলী' এর ৮০ পৃষ্ঠায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইল্মে গায়েব ছিল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। নাদান লাখনুবী যাহাদের বাঁচাইবার জন্য গিয়াছেন, তাহাদেরই তলোয়ারে নিজের প্রাণ হারাইয়াছেন। আজীজুল হক সাহেব চিন্তা ভাবনা করিয়া আগাইবেন।০ জগৎকে দোষী করিবেন না। নিজেদের দোষগুলি খতিয়ে দেখুন। দেওবন্দের ফতওয়া বিভাগের মুফতীর অধিকার রহিয়াছে—'জায়েদ' এর স্ত্রীর প্রতিদিন তালাকে মুগালাজার ফতওয়া প্রদান করিতে পারেন। মুফতী সাহেবের বিরুদ্ধে জায়েদের চিৎকার করা উচিৎ হইবে না। বরং কেন সে তিন তালাক দিয়াছে তারজন্য দুঃখ প্রকাশ করাই উচিৎ। উলামায়ে ইসলাম থানুবী সাহেবকে কাফের বলিয়া ফতওয়া দিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার না করিয়া, থানুবী সাহেব নবীর শানে এই প্রকার অশ্লীল ভাষা কেন লিখিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করা উচিৎ। নিজেদের ভণ্ডবানামা প্রচার করতঃ 'হিফজুল ঈমান' এর ছাপা বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিৎ। থানুবী সাহেবকে বাঁচাইবার অপচেষ্টা না করিয়া নিজেদের ঈমানকে হিফাজত করা উচিৎ।

## বেরেলী শহরে ঐতিহাসিক মুনাজারাহ

আজীজুল হক সাহেব লিখিয়াছেন—

[ "তাহার পর ১৩৫৪ হিঃ ( ১৯৩৫ ইং ) সনে মওলানা মনজুর নো'মানী সাহেব খোদ বেরেলী শহরেই রেজাখানী জামাতের হেড কোয়ার্টার মাদ্রাসা জামেয়া রেজবীয়াহ তাহাদের মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস সরদার আহমাদ সাহেবের সহিত 'হিফজুল ঈমান' কেতাব সম্পর্কে বাহাস করিতে গিয়াছিলেন। এই মোনাজারায় রেজাখানীদের প্রকাশ্য পরাজয় হইয়াছিল। ফলস্বরূপ বাহাস সভার উদ্যোক্তা ও সভাপতি মুহাম্মাদ শব্‌বীর সাহেব বেরেলবী তাঁহার

 pdf By Syed Mostafa Sakib 

ফায়সালায় লিখিয়াছেন যে, উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিবার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, মাওলানা আশরাফ আলী থানুবী সাহেব এবং তাঁহার অনুসারীদের উপর কাফেরী ফতওয়া ভ্রান্তমত এবং আমার পূর্ণ বিশ্বাস হইল যে, তাঁহারা সুন্নী মুসলমান। তাঁহাদিগকে যাহারা কাফের ও ওহাবী বলে তাহারাই ভ্রান্ত"। ( অপবাদ ও প্রতিবাদ খণ্ডন পৃঃ ১২৭ / ১২৮ ) ]

ইমাম আহমাদ রেজা ১৩২০ হিজরীতে 'আল মুতামাহুল মুস্তানাদ' নামক কিতাবে বৃটিশের পাঁচজন এজেন্টকে কাফের ফতওয়া দিয়া নিজের ফরজ আদায় করিয়াছিলেন। এই এজেন্টদের মধ্যে থানুবী সাহেব অন্যতম। এ বিষয় শতাধিক বিজ্ঞাপন ও কিতাব লেখালেখি হইয়াছে। বেরেলী শরীফ হইতে কয়েকজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে দেওবন্দী আলেমদের কুফরী আক্বীদাহ সম্পর্কে কুড়িটি প্রশ্নসহ থানুবী সাহেবের নিকট পাঠানো হইয়াছিল। উদ্দেশ্য, থানুবীর কলমে উত্তর সংগ্রহ করা। থানুবী সাহেব লিখিত উত্তর দিতে অস্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন – [ "একবার নয়, হাজার বার নয়, আমাকে ক্ষমা করুন। এ বিষয়ে আমি জাহেল এবং আমার উস্তাদগণও জাহেল। যে ব্যক্তি আপনাদের জিজ্ঞাসা করিবে, তাহাকে হিদায়েত করুন। ডাক্তারের কাজ ঔষধ লিখিয়া দেওয়া। রুগীর গলায় ছুরি বসাইয়া ঔষধ পান করানো নয়। আপনারা সবাইকে নিজেদের দলে করিয়া নিন। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাই বলিব। আমাকে বন্দী করিলেও আমি উহাই বলিয়া যাইব। আমাকে ক্ষমা করুন। আপনারা জিতিয়া গিয়াছেন এবং আমি হারিয়া গিয়াছি"। ( অকুয়াতুস্ সানান পৃঃ ৬৭ ) ]

থানুবী সাহেব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কোনো মুনাজারার ময়দানে আসিতে পারেন নাই। উপরের উদ্ধৃতিটি তাহা চিৎকার করিয়া বলিতেছে। থানুবীর নওকার ও চাকরেরা বে-কায়দায় পড়িয়া একাধিক মুনাজারার উদ্যোগ নিয়াছেন। এই চাকরেরা চুরি, চালাকীতে এমনই পটু যে, মুনাজারার পূর্বে বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া দূর-দূরান্তে ছড়াইয়া দিবেন এবং মুনাজারার ময়দানে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতঃ সভা সমাপ্তির পূর্বে বিজ্ঞাপন ছড়াইতে ব্যস্ত থাকিবেন। প্রকাশ্য পরাজয়ের স্থলে বিজয়ের বিজ্ঞাপন বিতরণ করাই ইহাদের কাজ। আজীজুল হক মেদিনীপুরীও ঠিক একই পন্থা অবলম্বন করতঃ মিথ্যা বলিতে ও লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি বেরেলী বাহাসের ফলাফল সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা আদৌ সত্য নয়। উহাদের ঘরের কিতাব 'ফতহে বেরেলী কা দিলকাশ নাজ্জারাহ' হইতে সম্পূর্ণ কাল্পনিক কথা লিখিয়াছেন। বেরেলী বাহাসের বিস্তারিত বিবরণ ১৬৬ পৃষ্ঠায় 'রোদাদ মুনাজারায় বেরেলী' নামে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এই কিতাবখানা লিখিয়াছেন শাফয়ী মজহাবের মুফতী আল্লামা মোহাম্মাদ হামিদ সাহেব। আসল তথ্য সংগ্রহ করিবার

pdf By Syed Mostafa Sakib



জন্য যে কেহ এই কিতাবটি ক্রয় করিতে পারেন। আল্লামা সাহেব মূল বক্তব্য আরম্ভ করিবার পূর্বে লিখিয়াছেন—আমি আল্লাহ তাআলার পবিত্র সত্তাকে সর্বঙ্গ জানিয়া এবং হিংসা বিদ্বেষ ও পক্ষপাতিত্ব হইতে পূর্ণ পবিত্র হইয়া বেরেলী বাহাসের বিবরণ লিখিতে আরম্ভ করিলাম। —আল্লামা লিখিয়াছেন, আমাদের মহল্লা সাহসাওয়ানী টোলার জনৈক যুবক মোহাম্মাদ শাব্বির সাহেব বেশ কিছুদিন লাখনুতে ছিলেন। ওহাবী দেওবন্দী প্রভাবিত হইয়া দেশে ফিরিবার পর থানুবী সাহেব ওহাবী কিনা, এ সম্পর্কে বিতর্ক আরম্ভ হইলে বেরেলী শরীফের দরবারে লিখিত ফতওয়া তলব করা হয়। সুতরাং শায়খুল হাদীস আল্লামা সরদার আহমাদ সাহেব লিখিত ফতওয়া দিলেন যে, থানুবী সাহেব 'হিফজুল ঈমান' কিতাবে রসুলুল্লার পবিত্র ইল্মকে জানওয়ারের ইল্মের সহিত তুলনা করিবার কারণে উলামায়ে ইসলাম তাঁহাকে কাফের বলিয়া ফতওয়া দিয়াছেন। তাঁহার সহিত সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করা ঈমানী কর্তব্য। ইহার পর একুই প্রশ্ন করা হইল 'আল ফুরকান' পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা মঞ্জুর নোমানীর সহকর্মী মাওলানা রেফাকাত হোসাইন সাহেবকে। তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত ফতওয়া লিখিলেন যে, যিনি থানুবী সাহেবকে কাফের বলিবেন, তিনি গোমরাহ এবং তাঁহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম। শাব্বির সাহেব বলিলেন, যখন দুই তরফের আলেম দুই রকম ফতওয়া দিয়াছেন, তখন মুনাজারার প্রয়োজন। স্বয়ং শাব্বির সাহেব মহল্লার মানুষদের লইয়া বেরেলীর শায়খুল হাদীস সরদার আহমাদের সহিত যোগাযোগ করিলেন। আল্লামা সাহেব মুনাজারা করিতে প্রস্তুত হইলেন। যেহেতু নোমানী সাহেব দেওবন্দীদের বড় মুনাজির, সেহেতু তাঁহার সহিত যোগাযোগ করা হইলে তিনি ইহাতে অস্বীকার করেন। যখন তাঁহাকে কারণ দর্শাইতে বাধ্য করা হইল, তখন তিনি বলিলেন, সরদার আহমাদ অল্প বয়সের নতুন আলেম, তাঁহার সহিত মুনাজারা করা আমার উচিৎ হইবে না। নোমানী সাহেবের দুর্বলতা বুঝিতে পারিয়া শাব্বির সাহেব বলিলেন, যদি আপনি রাজী না হন, তাহা হইলে আমরা থানুবী সাহেবকে ওহাবী অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করিব। মোট কথা, বহু ছল চাতুরীর পর নোমানী সাহেব বাধ্য হইয়া বাহাস করিতে রাজী হইলেন। এমন কি বাহাস বয়কট করিবার জন্য বাহাসের পূর্বদিন পর্যন্ত অনেক কাণ্ডো কারখানা ঘটাইয়াছেন নোমানী। ( সারাংশ ৭ পৃষ্ঠা হইতে ২৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ) এই ঐতিহাসিক মুনাজারার ঘোষিত ফলাফল অবিকল নিম্নে নকল করিয়া দিলাম :—১৩৫৪ হিজরী ২০শে মুহার্রম হইতে ২৩শে মুহার্রম পর্যন্ত বেরেলীর পুরাতন শহরের আকবারী মসজিদে সুন্নী মৌলবী সরদার আহমাদ গুরুদাস পুরীর সহিত ওহাবী দেওবন্দী মৌলবী মঞ্জুর সাহেবের যে মুনাজারা হইয়াছিল। আমি ঐ মুনাজারাতে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত ছিলাম। আমি খুব শান্তিপূর্ণভাবে এবং মনোযোগ সহকারে উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিয়াছি। আমার

 pdf By Syed Mostafa Sakib 

নিকটে বরং সমস্ত মুসলমানের নিকটে. যাহারা উপস্থিত ছিলেন, দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে যে, নিশ্চয় ওহাবীদের নেতা মৌলবী আশরাফ আলী সাহেব থানুবী নিজ কিতাব 'হিফজুল ঈমান' এর মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রকাশ্য অবমাননা এবং চরম বেআদবী করিয়াছেন। মাওলানা সরদার আহমাদ সাহেব এবং আরব ও অনারবের 'উলামাগণ এই অবমাননার কারণে থানুবী সাহেবের প্রতি যে কুফরী ফতওয়া দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সঠিক। নিশ্চয় মৌলবী সরদার সাহেব হক্কের উপর রহিয়াছেন এবং থানবী সাহেবের প্রতিনিধি মৌলবী মঞ্জুর মিথ্যার উপর রহিয়াছেন। আমি বিভিন্ন কারণে এই ফয়সালা করিলাম। (১) মোহাম্মাদ শাব্বিরের সহিত আমার লিখিত চুক্তি হইয়াছিল যে, থানুবী সাহেবের কুফরী সম্পর্কে মুনাজারা হইবে। এতদ্সত্বেও মৌলবী মনজুর সাহেব প্রথম দিনে কোনো মতেই ঐ বিষয় মুনাজারা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। যাহা হইতে আমি এবং সমস্ত উপস্থিতগণ বুঝিলাম যে, মৌলবী মঞ্জুর সাহেব তাঁহার থানুবী সাহেবকে মুসলমান প্রমাণ করিতে অক্ষম। (১) —মৌলবী মঞ্জুর সাহেব 'হিফজুল ঈমান' এর অপবিত্র বাক্যের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, সরদার আহমাদ সাহেব তাহার দাঁত ভাঙ্গা উত্তর দিয়াছেন। কিন্তু মৌলবী সরদার আহমাদ সাহেব যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছেন, মৌলবী মঞ্জুর সাহেব সেগুলির উত্তর দিতে পারেন নাই। (৩) —মৌলবী মঞ্জুর সাহেব অক্ষম হইয়া অপ্রাসঙ্গিক আলোচনায় নিজের সময় ব্যয় করিয়াছেন। (৪) —মৌলবী মঞ্জুর সাহেব তাঁহার নিজস্ব একটি প্রশ্নের মতলব নিজেই বুঝিতে পারেন নাই। পরিশেষে অক্ষম হইয়া প্রকাশ্য সভাতে উহা কাটিয়া দিয়াছেন এবং ঐ কাটা প্রশ্নপত্রের উপর দস্তখত করিয়া মৌলবী সরদার সাহেবকে দিয়াছেন। (৫) —মৌলবী মঞ্জুর সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'হিফজুল ঈমান' এর মধ্যে 'এ্যায়সা' শব্দের অর্থ 'এতনা' বা এই পরিমাণ। অথচ দেওবন্দের প্রধান মৌলবী হোসাইন আহমাদ সাহেব তাঁহার কিতাব 'আশ্‌শিহাবুস্ সাকিব' এর মধ্যে এই অর্থকে ভুল বলিয়াছেন এবং উহাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিশ্চিত-ভাবে অবমাননা হইবে, বলিয়াছেন। (৬) —মৌলবী আশরাফ আলী সাহেব 'বাস্তুল বানান' এর মধ্যে বলিয়াছেন, যদি 'হিফজুল ঈমান' এর বাক্যে রসুলুল্লার ইল্মের সহিত বালক, পাগল ও জানোয়ারের ইল্মের সহিত কিছু কারণে তুলনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই প্রকার তুলনার প্রমাণ কোরআনেও রহিয়াছে। মৌলবী মঞ্জুর বলিয়াছেন, 'হিফজুল ঈমান' এর মধ্যে 'এ্যায়সা' শব্দটি তুলনার জন্য কুফরী। অতএব, মৌলবী মঞ্জুরের সমর্থন অনুযায়ী মৌলবী আশরাফ আলীর কুফরী প্রমাণ হইল। (৭) —অনেক সময় মৌলবী মঞ্জুর সাহেব উত্তর দিতে অক্ষম হইয়া নিজের মাথা ধরিয়া বসিয়া গিয়াছেন। (৮) —হাকীম হুরফান আলী সাহেবের বৈঠকখানায় মৌলবী মঞ্জুর সাহেব বলিয়াছেন,

pdf By Syed Mostafa Sakib



'হিফজুল ঈমান' সম্পর্কে এমন এমন প্রশ্ন উঠিতেছে যে, উহার উত্তর দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। (৯) —মৌলবী মনজুর সাহেব আসল বাহাসে অক্ষম হইয়া 'ইল্মে গায়েব' এর বাহাস আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। উহাতে না পারিয়া 'ফাতেহ' সম্পর্কে বাহাস আরম্ভ করিয়াছেন। (১০) —উভয় পক্ষের সভাপতি যখন কোনো ব্যাপারে কথোপকথন করিতেন, তখন অধিকাংশ সময়ে ওহাবী সভাপতি নিরুত্তর হইয়া মলীন অবস্থায় বসিয়া যাইতেন। —আমি এই মুনাজারাহ হইতে ফলাফল বাহির করিয়াছি যে, ওহাবী মুনাজির রসুলুল্লার শানে অত্যন্ত বদ্‌জবান ও বে-আদব। এই সমস্ত কারণে ওহাবী মুনাজির প্রথম দিন বলিয়া ছিলেন যে, 'হিফজুল ঈমান' এর বাক্যে যদি সমস্ত পৃথিবীর মানুষ 'অবমাননা' হইয়াছে বলে এবং কুফরী বলিয়া প্রমাণ করে কিন্তু আমি উহা স্বীকার করিব না। —যখন মৌলবী সরদার আহমাদ সাহেব 'তাকবীয়াতুল ঈমান' এর ঐ অপবিত্র বাক্যগুলি পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন, যাহাতে আউলিয়ায়ে কিরাম ও আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামগণের শানে অবমননা রহিয়াছে। তখন মৌলবী মঞ্জুর বলিয়াছিলেন যে, 'তাকবীয়াতুল ঈমান' এর সমস্ত বাক্য কোরআন ও হাদীসের অনুবাদ। নাউজুবিল্লাহ—মুনাজারাহ করিতে অক্ষম হইয়া যখন মৌলবী মঞ্জুর সাহেব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি আসাল্লামের প্রকাশ্য বে-আদবী করিয়াছিলেন,[১] তখন তাহাকে তওবা করিতে বলা হইয়াছিল। ঠিক এই সময়ে ওহাবী মুনাজির এবং সাধারণ ওহাবীগণ অত্যন্ত অপমান ও অসম্মানের সহিত এমনই পলায়ন করিয়াছিলেন যে, পায়ের জুতা ও কিতাব পর্যন্ত নেওয়ার সুযোগ হয় নাই। মোট কথা, আরো বহু কারণে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, মৌলবী সরদার আহমাদ সাহেব সত্যের উপর এবং মৌলবী মঞ্জুর ও সমস্ত ওহাবী অসত্যের উপর রহিয়াছেন।

বাণীয়ে মুনাজারাহ হামিদ ইয়ার খান সদরে আঞ্জুমানে
মুহাফিজে ইসলাম শহরে কাহনাহ বেরেলী
( রোদাদ মুনাজারায়ে বেরেলী পৃঃ ১৬১/১৬২ )

—দেওবন্দী আলেমগণ কোনো সময়ে সামনে আসিতে সাহস পান না। কোন কোন সময়ে সাধারণ মানুষের চাপে ময়দানে আসিলেও শেষ পর্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা আরম্ভ করিয়া গণ্ডোগোলের মাধ্যমে সভা ত্যাগ করিয়া থাকেন। বর্তমানে ইহারা পয়সা ও প্রেসের জোরে মিথ্যা প্রচারে ব্যস্ত রহিয়াছেন।

---

(১) নোমানী সাহেব বলিয়াছিলেন, আমিও ক্ষুধায় মরি এবং আমার আব্বা মোহাম্মাদ রসুলুল্লাহও ক্ষুধায় মরিতেন, আমার যে অবস্থা হইবে সেই অবস্থা তাঁহার হইবে। ( রোদাদ মুনাজারায় বেরেলী পৃঃ ১৫৯ ) ঐ কুফরী বাক্যের জন্য যখন তাহাকে তওবা করিতে জোর দেওয়া হইয়াছিল, তখন তিনি লজ্জাহীনের পলায়ন করিয়াছিলেন। ( সম্পাদক )

pdf By Syed Mostafa Sakib



আজীজুল হক সাহেব লিখিয়াছেন - [ "আহমদ রেজা খানের জন্য 'ইমাম' এবং 'রাদি' শব্দ ব্যবহার করা লক্ষণীয়।" ( অপবাদ ও প্রতিবাদ খণ্ডন পৃঃ ১১ ) ] —আজীজুল হক, আপনি সত্যিই একজন বেহায়া। নিজের কুঁড়ে ঘরের খোঁজ রাখেন না, ইমাম আহমাদ রেজার রাজবাড়ী দেখাইতেছেন। আরে নাদান, ইমাম আহমাদ রেজার মহান দরবারের খোঁজ না নিয়া নিজেদের ঠাকুর ঘরটি ভাল করিয়া পরিদর্শন করুন। আপনাদের বুংখানায় ( ঠাকুর ঘরে ) থানুবী, গাঙ্গুহী প্রভৃতি বড় বড় ঠাকুরের গলায় 'ইমাম' এর মালা পরানো রহিয়াছে। সুধী পাঠকগণও দেখুন! 'আশরাফুস্ সাওয়ানেহ্' প্রথম খণ্ডে ৫ পৃষ্ঠায় ও 'আশ্‌শিহাবুস্ সাকিব' এর ৯৭ পৃষ্ঠায় আশরাফ আলী থানুবীর নামে আগে 'ইমাম' লেখা রহিয়াছে। অনুরূপ 'আশ্‌শিহাবুস সাকিব' এর ৮০ পৃষ্ঠায় রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহীর নামের আগে 'ইমাম' লেখা রহিয়াছে। কেবল এখানেই সমাপ্ত নয়, বরং উলামায়ে দেওবন্দ তাহাদের মাদ্রাসার প্রাক্তন প্রয়াত শায়খুল হাদীস মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরীকে 'ইমাম' বলিয়া স্মরণ করিয়া থাকেন। 'ফায়জুল বারী'র সমস্ত খণ্ডগুলির টাইটেল পৃষ্ঠা দেখুন। আজীজুল হক বলুন, ঐ ঠাকুরগুলির গলায় 'ইমাম' এর মালা কাহারা দিয়াছেন? মক্কার আলেমগণ, না মদীনার আলেমগণ? আপনাদের হাতে গড়া ঠাকুরগুলির গলায় আপনারাই 'হাকীমুল উম্মাৎ' ও 'ইমামে আহলে সুন্নাত' ইত্যাদির মালা ঝুলাইয়াছেন। ছিঃ..... —আহমাদ রেজা খান বেরেলবীর নামের আগে 'ইমাম' ও নামের পরে রাদী আল্লাহু আনহু' দেখিয়া আজীজুল হক সাহেবের শরীরে শয়তানী জ্বলন আসিয়াছে। তাই তিনি থামিতে না পারিয়া সবাইকে দেখাইতে চাহিয়াছেন। আরে হিংসুক, আজাজীলের গোলাম আজীজুল হক ভাল করিয়া শুনুন এবং চোখ খুলিয়া জগৎকে দেখুন। কোন হিন্দুস্তানী ও পাকিস্তানী আলেম আহমাদ রেজাখানকে ইমাম উপাধী দেন নাই। বরং সেই মহান মক্কী ও মাদানী মুফতীগণ তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়া 'ইমাম' এর তাজখানি মাথায় পরাইয়াছিলেন। আজীজুল হক, আপনি বদ্‌নিয়াতে "হুসামুল হারামাইন" বহুবার পড়িয়াছেন। কিন্তু ভাল নিয়াতে একবার পাঠ করিলে ৮৩ | ৯৫ | ৯৭ | ১২১ পৃষ্ঠায় আহমাদ রেজা খানকে ইমাম' দেখিতে পাইবেন। আর যদি সৌভাগ্যক্রমে 'আদ্‌দাওলাতুল মাক্কীয়া'র ৪৬২ পৃষ্ঠায় দেখেন, তাহা হইলে ইমাম আহমাদ রেজাকে 'ইমামুল আয়েম্মা' দেখিতে পাইবেন। যেহেতু 'বাদী আল্লাহু আনহু' সম্পর্কে 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকার ২য় সংখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি, সেহেতু এখানে ইতি করিলাম। —হে আল্লাহর বান্দাগণ, আল্লাহ ও তাহার রসুলকে সামনে রাখিয়া এবং কবর ও হাশরের কথা মনে করিয়া নিরপেক্ষ হইয়া চিন্তা করুন যে, থানুবী সাহেবকে কি মুসলমান বলিবেন? এবং উলামায়ে দেওবন্দের সহিত সম্পর্ক কায়েম করা কি জায়েজ হইবে? উহাদের পশ্চাতে

pdf By Syed Mostafa Sakib



নামাজ পড়া এবং উহাদের মাদ্রাসা মক্তবে দান দেওয়া কি জায়েজ হইবে? বর্তমানে এই পুরাতন শিকারী উলামায়ে দেওবন্দ তাবলিগী জামাতের নতুন জাল লইয়া আপনাদের সামনে উপস্থিত হইয়াছেন। অতএব এ বিষয়ে আরো একটু চিন্তা করিবেন। —আমার পরম শ্রদ্ধেয়, প্রাক্তন শায়খুল হাদীস মাওলানা মোমতাজুদ্দীন সাহেব কিবলা 'আলমোমেনীনাল কামেলীন' নামক একখানি বই দিয়াছিলেন। বইটির লেখক মালদহ জেলার জনৈক মৌলবী সাহেব। মাওলানা উর্দুভাষী হইবার কারণে বইটির খণ্ডন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। দুঃখের বিষয়, বইটি পোকার খাদ্য হইয়া গিয়াছে। লেখক বইটিতে নূতনত্ব আলোচনা কিছু করিতে পারেন নাই। কেবল থানুবী সাহেবের 'হিফজুল ঈমান' এর অনুবাদ করিয়াছিলেন মাত্র। সেই কারণে আমার বর্তমান কলমে বইটির চুলচেরা জওয়ার হইয়া গিয়াছে বলিয়া আশা করি।

---

## উসমান গণীর 'গীতি মালা'

উসমান গণী সাহেব খোদাকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছেন :—

তুমি আঁধার তুমি আলো, তুমি মন্দ তুমি ভালো
তুমি চালাও তুমি চলো, তাই দেখিয়া সন্দেহ হয়
তুমি বাদশাহ হয়ে তক্তে বস, কিষাণ হয়ে জমি চষ
তুমি বৈদ্য হয়ে রোগ বিনাশ, রোগী হয়ে রও শয্যায়
তুমি গায়ক হয়ে গাওনা ধর, শ্রোতা হয়ে শ্রবণ কর
তুমি ভক্ষক হয়ে ভক্ষণ কর, তুমিই রক্ষক শোনা যায়
আমি আলেমের মুখেতে শুনি, খাওনা দয়াল দানা পানি
তুমি দানা তুমি পানি, এভেদ তত্ত্ব বুঝা দায়।

( গীতি মালা পৃষ্ঠা-২ )

আল্লাহ তাআলার জাত বা সত্তা সমস্ত প্রকার দোষ ও মানব গুণ হইতে পবিত্র। তাঁহাকে আঁধার, মন্দ, কিষাণ, গায়ক, শ্রোতা ও ভক্ষক ইত্যাদি বলা কুফরী। এক কথায় কবিতাটির বাক্যগুলি সবই কুফরী। উসমান গণী সাহেব ভ্রম বশতঃ রচনা করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহার জন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখিত। এমন কি তওবা পর্যন্ত করিয়াছেন। পাঠকবৃন্দকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, আপনারা ঐ কবিতাটি পাঠ করিবেন না। যাহাদের নিকট 'গীতি মালা' রহিয়াছে। তাহারা ঐ কবিতাটির উপর কাগজ মারিয়া দিবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib


# মোবাহালার জবাব নেই কেন ?

কয়েক বৎসর হইতে দেওবন্দী আলেমগণ একটি চ্যালেঞ্জ পত্র ছড়াইতেছেন। যথাক্রমে চ্যালেঞ্জ পত্রটির নাম—'মোবাহালা বা হক ও বাতেল নির্ণয়ে খোদায়ী ফায়সালা গ্রহণের চ্যালেঞ্জ'। চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন, আমীর আলী, পোঃ বক্স নং—৭০৬, মদীনা মোনাওয়ারা, সউদী আরব। চ্যালেঞ্জ পত্রে লিখিয়াছেন - আমি দেওবন্দের আলেম বুজর্গদের নগণ্য খাদেম। আমি ইহাদের বড় বড় অলী আল্লাহ বলেও বিশ্বাস করি। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার ডার্বান শহরের বেরেলী পন্থী শাহ আহমাদ নুরানী ও তাঁর দলবলেরা দেওবন্দের বুজর্গদের কাফের বলিয়া মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতেছেন। সেইহেতু আমি সারা দুনইয়াকে মোবাহালা করিবার চ্যালেঞ্জ জানাইতেছি. আপনারা আমার সহিত আসুন! দেওবন্দী বুজর্গদের কবরে যাইব। আমি দোয়া করিতে থাকিব। আপনারা আমীন আমীন করিতে থাকিবেন। ইহাদের কবর হইতে জিকিরের শব্দ শোনা যাইবে এবং আতর গোলাপের সুগন্ধি বাহির হইবে। অতঃপর বেরেলী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মৌলবী আহমাদ রেজা খান সাহেবের কবরে যাইব। তাহার কবর হইতে বিভৎস আওয়াজ ও দুর্গন্ধ বাহির হইবে। যদি এইরূপ না হয়, তাহা হইলে আমাকে গুলি করা হউক। ( সারাংশ )—ঐ মোবাহালার মিথ্যা চ্যালেঞ্জটি কিছু ভাষা পরিবর্তন করিয়া আজীজুল হক কাসেমী সাহেব তাহার 'হাজের নাজের প্রসঙ্গ' পুস্তকের ২০১ পৃষ্ঠায় প্রচার করিয়াছেন। আমি ৩১। ১। ৮৯ সালে 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকায় দেওবন্দী আলেমদের গোলাম ভণ্ড আমীর আলীর মোবাহালার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়াছিলাম। আজ পর্যন্ত বেদ্বীনের দলেরা মুর্দার ন্যায় নিরব হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু বেদ্বীনেরা এখনও পর্যন্ত প্রচারে পিছপা হইতেছেন না। সেইহেতু পুনরায় চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতঃ বলিতেছি, উলামায়ে দেওবন্দ যদি ঈমানদার হইয়া চ্যালেঞ্জ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইমাম আহমাদ রেজা আলাইহির রহমাতের রওজা পাকে আসিবার দিন ধার্য করতঃ মাত্র দশদিন পূর্বে আমাকে জানানো হউক। আমরা মোবাহালা করিতে প্রস্তুত রহিয়াছি। —যেহেতু দেওবন্দী আলমদের কফরী আক্বীদার কারণে উলামায়ে ইসলাম কাফের বলিয়া ফতওয়া দিয়াছেন। তাই উহারা নিজেদের কলংক মুছিবার জন্য বহু চক্রান্ত করিয়াছেন। ইহাও একটি চক্রান্ত। উহাদের উচিৎ. এই প্রকার জঘন্য চক্রান্তে লিপ্ত না থাকিয়া 'হিফজুল ঈমান' ও 'তাহজীরুন্নাস' এবং 'বারাহীনে কাতিয়া' প্রভৃতি কিতাবগুলি যথাক্রমে আশরাফ আলী থানুবী, কাসেম নানুতুবী, রশিদ আহমাদ গাংগুহী ও খলীল আহমাদ আম্বেহটীর কবরের পাশে দাফন করিয়া দেওয়া অথবা কোন চৌরঙ্গীতে পুড়াইয়া দেওয়া। কারণ, ঐ কিতাবগুলি লিখিবার কারণে উহাদের প্রতি কাফেরের ফতওয়া প্রদান করা হইয়াছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib



## ইরাণের আয়াতুল্লাহ

আয়াতুল্লাহ খোমেনী একজন প্রখ্যাত শিয়া ছিলেন। শিয়া সম্প্রদায় নিঃসন্দেহে গোমরাহ। 'তোহফায়ে ইসনা আশারিয়া' নামক কিতাবে শিয়াদের গোমরাহী সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় মুসলমান নয়। শিয়া সম্প্রদায়ের কোন মানুষের নামের পর 'রাহমাতুল্লাহি আলাইহি' বলা বা লেখা জায়েজ নয়। বর্তমানে কিছু আলেম আয়াতুল্লাহ খোমেনীর নামের পর 'রাহমা তুল্লাহি আলাইহি' বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা তাহাদের চরম অজ্ঞতার পরিচয়। আয়াতুল্লাহ ইসলাম বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ করিতেন। যথা, তিনি লিখিয়াছেন—হুঁজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইন্তেকালের পর জিব্রাইল গায়েবের সংবাদ লইয়া ফাতেমার নিকটে আসিতেন। অতঃপর আমীরুল মুমেনীর হজরত আলী উহা লিপিবদ্ধ করিতেন। যাহাকে 'মাসহাফে ফাতেমা' বলা হইয়া থাকে। (কাশফুল আসরার ১৪৩ পৃঃ —প্রত্যেক মুসলমানের ধারণা যে, হুজুর আল্লার শেষ নবী এবং কোরআন আল্লার শেষ অহী। যাহারা হুজুরের পর কোন নবী এবং কোরআনের পর কোন কিতাব স্বীকার করিবে, তাহারা কাফের। আয়াতুল্লাহ খোমেনী হজরত আলীকে শেষ নবী এবং 'মাসহাফে ফাতেমা' কে শেষ কিতাব বলিয়া ধারণা করিতেন। অনুরূপ' খোমেনী বলিয়াছেন—আমরা এই হাদীসের প্রারাম্ভে প্রমাণ করিয়া দিয়াছি যে, নবী এই ভয়ে কোরআন হইতে ইমামাত সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে পিছপা হইয়াছেন যে, তাঁহার অবর্তমানে কোরআন বিকৃত হইয়া যাইবে অথবা মুসলমানদের মধ্যে 'খিলাফত' বিষয়টি চরম রূপ ধারণ করিবে। যাহার প্রভাব ইসলামের উপর পড়িবে। (কাশফুল আসরার ১৪৯ পৃঃ) খোমেনী আরো বলিয়াছেন—ইতিহাসের কিতাবগুলি ইংগিত করিতেছে যে, উমার বিন খাত্তাব হইতে কুফরী প্রকাশ পাইয়াছে। অবশ্য এই বিষয়ে তাহাকে অনেকেই সহায়তা করিয়াছে। ইহারা নবীকেও পর্যন্ত ক্ষমা করে নাই যে, তাঁহার ইচ্ছামত কিছু লিখিতে দেয় নাই। উমার স্বীকার করিয়াছেন যে, হজরত আলীর ইমামাত সম্পর্কে নবী কিছু লিখিতে চাহিয়াছিলেন। (কাশফুল আসরার ১৭৬ পৃঃ) তিনি আরো লিখিয়াছেন—আমাদের ধর্মের জরুরী বিষয় ইহাই যে, আমাদের ইমামগণের জন্য এমনই স্থান রহিয়াছে, যেখানে কোন নিকটস্থ ফিরিশতা ও কোন প্রেরিত নবী পৌঁছিতে পারেন না। (আল্ হুকুমাতুল ইসলামীয়া ৫২ পৃঃ)—আয়াতুল্লাহ খোমেনীর মধ্যে এই প্রকার আরো অনেক কুফরী ধারণা ছিল। এই শিয়া সম্প্রদায়ের পূর্ব সমর্থক জামাতে ইসলাম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

# কাদিয়ানী সম্প্রদায় মুসলমান নয়

আল্লাহ রব্বুল আলামীন হজরত আদম আলাইহিস সালাম হইতে হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত ধারাবাহিক যুগে যুগে নবী প্রেরণ করিয়াছেন। পবিত্র কোরআনে হজরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে 'খাতামান্নাবীন' বলিয়া নবুওয়াত ও রিসালাতের দ্বার চিরতরে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নিজেকে শেষ নবী এবং তাঁহার পরে কোন নবী আসিবে না বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ( মিশকাত পৃঃ ' যাহারা হুজুরের পর নবী ও রসুল আসিতে পারিবে বলিয়া ধারণা রাখে অথবা নিজেকে নবী অথবা রসুল বলিয়া দাবী করে অথবা কাহার নবী অথবা রসুল বলিয়া সমর্থন করে, তাহারা নিঃসন্দেহে কাফের। উহাদের কাফের বলিতে যাহারা সন্দেহ করিবে, তাহারাও কাফের হইবে। প্রকাশ থাকে যে, দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা কাসেম নানুতুবী সাহেব সর্বপ্রথম কোরআন ও হাদীসের বিপরীত মত পোষণ করতঃ লিখিয়াছেন--হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহিস্ সালাম শেষ নবী, ইহা সাধারণ মানুষের ধারণা। ( তাহজীরুন্ নাস পৃঃ ৩ ) অনুরূপ তিনি আরো লিখিয়াছেন—যদি মানিয়া নেওয়া যায়, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যুগের পর কোন নবী পয়দা হইবে, তাহা হইলেও হুজুরের শেষত্বে কোন পার্থক্য আসিবে না। ( তাহজীরুন্নাস ২৮ পৃঃ ) দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রাক্তন ও প্রয়াত কারী তৈয়ব সাহেব লিখিয়াছেন—'খতমে নবুওয়াত' এর এই অর্থ গ্রহণ করা যে, 'নবুওয়াতের দরওয়াজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে'—ইহা জগৎকে ধোকা দেওয়া। ( খুতবাতে হাকিমুল ইসলাম ৫০ পৃঃ )—উলামায়ে দেওবন্দ নবুওয়াতের অবরুদ্ধ দ্বারকে উন্মুক্ত করিয়াছেন। যাহাতে মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নবী দাবী করিবার যথেষ্ট প্রেরণা পাইয়াছেন। মির্জা সাহেব লিখিয়াছেন,—ইহা কত বড় বাতিল ধারণা যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পরে অহীর দরওয়াজা চিরতরে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ( বারাহীনে আহমাদীয়ার সংযোজনা খঃ ৮ পৃঃ ১৮২ ) তিনি আরো লিখিয়াছেন,—আমাদের মাজহাব তো ইহাই যে, যে ধর্মের নবুওয়াতের সিলসিলা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সে ধর্ম মুর্দা। আমরা ইহুদী, ঈসায়ী ও হিন্দুদের ধর্মকে এই কারণে মুর্দা বলিয়া থাকি যে, উহাদের মধ্যে আর কোনো নবী হইবে না। যদি এই অবস্থা ইসলামের হয়, তাহা হইলে অন্য ধর্মের থেকে ইসলাম কেমন করিয়া বড় হইল? ( হাকীকাতুন্ নবুওয়াত ২৭২ পৃঃ ) ইহার মির্জা সাহেব নিজেকে নবী ও রসুল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ( এক্ গলতী কা ইজালা )—কাদিয়ানী সম্প্রদায় মুসলমান নয়। অনুরূপ যাহারা উহাদের ইন্ধন যোগাইয়াছে, তাহারাও মুসলমান নয়। মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ও কাসেম নানুতুবীকে যাহারা কাফের বলিতে

pdf By Syed Mostafa Sakib



সন্দেহ করিবে, তাহারা মুসলমান নয়। মক্কা ও মদীনা শরীফের মুফতীগণ এবং ভারত ও পাকিস্তানের উলামাগণ উহাদের কাফের বলিয়া ফতওয়া প্রদান করিয়াছেন। (হোসামুল হারামাইন, আস্‌সারে মুল হিন্দীয়া)।

## একসঙ্গে তিন তালাকে বিচ্ছেদ

জানিয়া রাখা উচিৎ যে, মুসলমানদের কোন ধর্মীয় বিষয়ে যেমন কোন অমুসলিম ইহুদী ও ঈসায়ীর কিছু বলিবার অধিকার নাই, তেমনই ওহাবী, দেওবন্দী, জামাতে ইসলামী ও আহলে হাদীস প্রভৃতি বাতিল ফিরকাগুলিরও কিছু বলিবার অধিকার নাই। ইসলামী নাম রাখিলে, খাৎনা করিলে, গো-মাংস ভক্ষণ করিলে, দাড়ী রাখিলে, নামাজ, রোজা ইত্যাদির নকল করিলে মুসলমান হইবে না। ইসলামের জরুরী বিষয়গুলি আন্তরিক ভাবে মানিলে মুসলমান হইবে। ইসলামের সঠিক অর্থে তথাকথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায় মুসলমান নয়। মুসলমানদের কোন আ' মাল ও আহকাম সম্পর্কে উহাদের সমালোচনা করিবার আইনতঃ অধিকার নাই। উহাদের কোন ফতওয়ায় মুললমানদের বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। একসঙ্গে তিন তালাকে বিচ্ছেদ হইবে না বলিয়া গোমরাহ লামাজহাবী সম্প্রদায়ের একটি ভ্রান্ত ফতওয়া ভারতের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ব্যাপক প্রচার চালান হইয়াছে। যাহাতে বহু মুসলমান বিশেষ করিয়া হানিফী সম্প্রদায়ের একাংশ বিভ্রান্ত হইয়াছে: এই বিভ্রান্তির অবসানের জন্য কোরআন, হাদীস ও উলামায়ে ইসলামের কিছু উক্তি নকল করিতেছি। —বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবার পর স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন করিবার নাম 'তালাক'। তালাকের জন্য কিছু শব্দ নির্দিষ্ট রহিয়াছে। আজকাল সামান্য ঝগড়ায় ও তুচ্ছ ব্যাপারে কথায় কথায় তালাক দেওয়ার ব্যাধি হইয়া গিয়াছে। তালাক দেওয়া সব চাইতে নিকৃষ্টতম হালাল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন— যে স্ত্রীলোক বিনা কারণে স্বামীর নিকট তালাক চায়, তাহার প্রতি জান্নাতে সুগন্ধটুকুও হারাম। (দারিমী শরীফ ২য় খঃ ৮৫ পৃঃ) – ইসলাম তালাক দেওয়ার নিয়ম বলিয়া দিয়াছে। তালাকের সুন্নাত তরীকা ইহাই যে, প্রত্যেক মাসে মাসিকের পর পবিত্র অবস্থায় সঙ্গম করিবার পূর্বে এক তালাক দিবে। অনুরূপ দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসে মাসিক হইতে পবিত্র হইবার পর সহবাস না করিয়া এক তালাক করিয়া দিবে। ইহাতে ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটে। কিন্তু একসঙ্গে তিন তালাক দিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে কিনা, এ বিষয় ইসলামে কি বিধান রহিয়াছে, তাহা জানা জরুরী। —একসঙ্গে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই হইয়া স্ত্রী হারাম হইয়া যাইবে। ইহাই কোরআন, হাদীস ও উলামায়ে ইসলামের অভিমত। যথা, 'সুরা তালাকে' আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন, "যে আল্লার সীমা অতিক্রম করিয়াছে, সে নিজের আত্মার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে।" এখানে আল্লার সীমা

pdf By Syed Mostafa Sakib


বলিতে একসঙ্গে তিন তালাক দেওয়া। সত্যই অধিকাংশ মানুষ একসঙ্গে তিন তালাক দিয়া পরে অত্যন্ত অনুতপ্ত হয় এবং স্ত্রীকে লইবার জন্য অবৈধ পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকে। তাই কোরআনে উহাকে জালেম বলা হইয়াছে। যদি একসঙ্গে তিন তালাক না হইতো, তাহা উহাকে জালেম বলা হইত না। —হজরত আবু সালমা বলিয়াছেন—হজরত আবু উমার বিন হাফ্স বিন মুগীরাহ তাঁহার স্ত্রী ফাতিমা বিনতে কায়েস কে হুঁজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যুগে একই শব্দে তিন তালাক দিয়াছিলেন। হুজুর ফাতিমাকে তাহার স্বামীর থেকে পৃথক করিয়া দিয়াছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা একথা শুনি নাই যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু অ লাইহি অ সাল্লাম উহাকে দোষারূপ করিয়াছিলেন। ( দারু কুত্নী খঃ ৪ পৃঃ ১২ )—হজরত উবাদাই বিন সামাতের পিতা তাহার স্ত্রীকে একসঙ্গে এক হাজার তালাক দিয়াছিলেন। তখন তাহার সন্তানেরা হুঁজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন রাখিয়াছিলেন, হে আল্লার রসুল! আমাদের পিতা আমাদের মাতাকে একসঙ্গে হাজার তালাক দিয়াছেন। ইহা হইতে বাহির হইবার কি কোন রাস্তা রহিয়াছে? হুজুর বলিলেন, তোমাদের পিতা আল্লাহকে ভয় করে নাই। আল্লাহ তাহার জন্য কি রাস্তা পয়দা করিবেন। সুন্নাতের বিপরীত পন্থায় উহার স্ত্রী তিন তালাক হইয়া পৃথক হইয়া গিয়াছে। বাকী নয় শত সাতানব্বইটি তালাকের গোনাহ উহার উপর রহিয়াছে। ( দারু কুতনী ৪র্থ খঃ ২০ পৃঃ. দুর্রে মনসুর ২য় খঃ ২৩৩ পৃঃ )—হজরত আবদুল্লাহ বিন উমার রাদী আল্লাহু আনহুমা বলিয়াছেন—আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, যদি আমি আমার স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক প্রদান করি এবং তাহাকে গ্রহণ করিতে চাই, তাহা হইলে সে আমার জন্য হালাল থাকিবে কিনা? তিনি বলিলেন, না। সে তোমার থেকে পৃথক হইয়া যাইবে এবং তুমি গোনাহগার হইয়া যাইবে। ( দারু কুতনী ৪র্থ খঃ ৩১ পৃঃ )—হজরত ইমাম হাসান রাদী আল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন—আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দিবে—প্রত্যেক পবিত্র অবস্থায় একটি করিয়া অথবা প্রত্যেক মাসের প্রথমে একটি করিয়া অথবা একসঙ্গে তিন তালাক। উহার স্ত্রী উহার প্রতি হালাল হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য স্বামীর সহিত বিবাহ না করিবে। ( দারু কুতনী ৪র্থ খঃ ৩১ পৃঃ )—হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—তিনটি জিনিব সর্ব অবস্থায় কার্য্যকর হইয়া থাকে। নিকাহ, তালাক ও রুজু। ( মোসনাদে ইমাম আ'জম মুর্তাজাম পৃঃ ২৭৪ )—হজরত নাফে, রাদী আল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন—জনৈক ব্যক্তি হজরত আবদুল্লাহ বিন উমার রাদী আল্লাহু আনহুমাকে মাসিকের অবস্থায় তালাক দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের উক্তি শুনাইয়াছিলেন

pdf By Syed Mostafa Sakib



যে, যদি তুমি তোমার স্ত্রীকে এক তালাক অথবা দুই তালাক একসঙ্গে দাও, তাহা হইলে নিশ্চয় রসুলে পাক আমাকে ফিরাইয়া লইতে আদেশ করিয়াছেন। আর যদি তুমি একসঙ্গে তিন তালাক দাও, তাহা হইলে নিশ্চয় তোমার স্ত্রী তোমার প্রতি হারাম হইয়া গিয়াছে। যতক্ষণ সে অন্য স্বামীর সহিত বিবাহ না করে। ( ততক্ষণ তোমার জন্য হালাল হইবে না ) কিন্তু নিশ্চয় তুমি একসঙ্গে তিন তালাক দিয়া তালাক সম্পর্কে খোদার আদেশের অমান্য করিয়াছ। ( বোখারী ২য় খঃ ৭৯২ পৃঃ, মোসলেম ১ম খঃ ৪৭৬ পৃঃ )—একসঙ্গে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই হইয়া যাইবে। ইহাতে চার ইমাম এক মত রহিয়াছেন। সুন্নী মুসলমানগণ, লা-মাজহাবী সম্প্রদায় হইতে সাবধান! ঐ গোমরাহ সম্প্রদায়ের কোন ফতওয়া হানিফীদিগের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়।

### মাওদুদী সাহেবের ভ্রান্ত মতবাদ

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওদুদী সাহেব ইসলামের নামে নতুন ফিরকার জন্ম দিয়াছেন। এ পর্যন্ত উম্মাতে মুহাম্মাদী আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের প্রতি, আম্বিয়া ও আউলিয়াগণের প্রতি, ইসলাম ও কোরআনের প্রতি যে ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছেন। মাওদুদী সাহেব সেই পবিত্র আক্বীদাহ—ধারণাগুলি অন্ ইসলামীক ধারণা বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। মাওদুদী সাহেবের ভ্রান্ত মতবাদের খণ্ডনে উলামায়ে ইসলাম বহু পুস্তকাদি লিখিয়াছেন। যথা, 'জামাতে ইসলামী' ( লেখক আল্লামা আর্‌শাদুল কাদেরী ) 'জামাতে ইসলাম কা শীশ মহল' ( লেখক আল্লামা মশ্‌তাক আহমাদ নিজামী ) ইসলাম কা নজরীয়ায় ইবাদাত আওর মাওদুদী সাহেব, ( লেখক আলামা সাইয়েদ মাদানী ) প্রভৃতি। এমন কি হোসায়েন আহমাদ মাদানী দেওবন্দী জামাতে ইসলামীকে জাহান্নামী দল বলিয়াছেন। ( শায়খুল ইসলাম নং—১৫৯ পৃঃ )—এখন মাওদুদী সাহেবের কতিপয় ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি। যথা, সমস্ত মুসলমান হজরত ইমাম মাহদীর আগমনে অটল বিশ্বাসী। এই বিশ্বাস কেবল কাল্পনিক নয়। বরং হাদীসের আলোকে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যখন সমস্ত পৃথিবীতে কুফরে পূর্ণ হইয়া যাইবে, তখন সমস্ত আউলিয়াগণ মক্কা ও মদীনা শরীফে উপস্থিত হইয়া যাইবেন। ইমাম মাহদী বরকায় আবৃত হইয়া কা'বা শরীফ তওয়াফ করিবেন। আউলিয়াগণ অন্ত চক্ষু দিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া বায়েত গ্রহণ করিবার জন্য আবেদন করিবেন। তিনি যখন অস্বীকার করিবেন, তখন গায়েব হইতে আওয়াজ আসিবে—ইনি আল্লাহর খলীফা মাহদী। তোমরা উহার অনুসরণ করতঃ চলো। তখন তিনি বায়েত নিবেন। ঐ সময় পৃথিবীতে চরম শান্তি চলিয়া আসিবে। ( বাহারে শরীয়ত ১ম খঃ ২৩ পৃঃ )—মাওদুদী সাহেবের ধারণায় ইমাম মাহদীর আগমন মিথ্যা। তবে তিনি ইহাকে সরাসরি মিথ্যা না বলিয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib



নতুন কৌশল অবলম্বনে বলিয়াছেন। যথা, আমার বিশ্বাস হয় না যে, ( ইমাম মাহদী সম্পর্কে ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এইরূপ সংবাদ দিয়াছেন। ( রসায়েল ও মাসায়েল ১ম খঃ ৫০ পৃঃ ) মাওদুদী সাহেব যে বাক চাতুরী অবলম্বনে ইমাম মাহদীর আগমন অস্বীকার করিয়াছেন। যদি ঐ প্রকার বাক চাতুরী অবলম্বন করা যায়, তাহা হইলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সমস্ত ভবিষ্যতবাণী তথা সমস্ত হাদীসকে অস্বীকার করা যাইবে। যখন কোন হাদীসকে অস্বীকার করা যাইবে। যখন কোন হাদীস নিজের মনমত না হইবে তখন বলিয়া দিতে হইবে, আমার বিশ্বাস হয় না যে, হুজুর এই কথা বলিয়াছেন। সমস্ত উম্মাতে মুহাম্মাদী হাদীসের আলোকে ধারণা রাখেন যে, শেষ যুগে দাজ্জাল বাহির হইবে। এ সম্পর্কে মাওদুদী সাহেবের ধারণা ইহাই যে, দাজ্জাল সম্পর্কে নবী যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার আনুমানিক কথা। ( রসায়েল ও মাসায়েল ১ম খঃ ৩৭ পৃঃ ) —উলামায়ে আহলে সুন্নাতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাইতে মাওদুদী গোষ্ঠীর লোকেরা খুবই সোচ্চার। ইহারা অপপ্রচার চালাইয়া থাকেন যে, সুন্নী আলেমগণ সমস্ত দুনিয়ার মানুষকে কাফের বলিয়া থাকেন। ( শতবার নাউজুবিল্লাহ )।

উলামায়ে আহলে সুন্নাত পৃথিবীর একজন মুসলমানকে কাফের বলেন নাই। অবশ্য যাহারা দ্বীন-ইসলামের মৌলিক বিষয়কে অস্বীকার করিবার কারণে ইসলামের বিধান অনুযায়ী ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের সুন্নী আলেমগণ কাফের বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহা কি অপরাধ ? —এইবার মাওদুদী সাহেবের কুফরের মেশিনগানে কেমন মুসলিম নিধন হইতেছে দেখুন ! যথা, মাওদুদী সাহেব লিখিয়াছেন—"যে নামাজ না পড়ে সে মুসলমান নয়।" ( হক্কীকতে সওম ও সলাত ১৮ পৃঃ ) পাঠকবৃন্দ একবার বিবেচনা করিয়া বলুন, যদি নামাজ না পড়িলে মুসলমান না থাকে, তাহা হইলে শতকরা কয়জন মুসলমান পাইবেন ? মাওদুদী ক্যাডাররা অধিকাংশই নামাজ পড়ে না। এই অমুসলমানগুলি আবার ইসলামের ধারক বাহক হইতে চাহিতেছেন। তবে মাওদুদী সাহেবের ধারণায় যে নামাজীগণ মুসলমান না থাকিলেও তিনি তাহাদের সামনে এমন চাটনী দিয়াছেন, যাহাতে তাহার প্রতি কেহ অসন্তুষ্ট হইতে না পারেন। যথা, তিনি বলিয়াছেন—"সিনেমা দেখা জায়েজ।" ( রসায়েল ও মাসায়েল খঃ ২ পৃঃ ২৭৪ )—'ফিরিশ্‌তা' সম্পর্কে মুসলমানের ধারণা যে, উহারা নূরের সৃষ্টি। কিন্তু মাওদুদী সাহেবের ধারণা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। যথা, তিনি লিখিয়াছেন—"ইসলামের পরিভাষায় যাহাকে ফিরিশ্‌তা বলা হয়, উহা ঐ জিনিষ, যাহাকে ইউনান ও হিন্দুস্তান ইত্যাদি দেশের মুশরিকরা দেবী ও দেবতা বলিয়া থাকে।" ( তাজদীদ ও এহিয়ায় দ্বীন, ১ম সংস্করণ ৩৬ পৃঃ ) ( আস্তাগ ফিরুল্লাহ )—নিরপেক্ষ পাঠক বলুন ! প্রকৃত ফিৎনা কাহাকে বলা হয় ?

pdf By Syed Mostafa Sakib



এই সমস্ত ইসলাম বিরোধী কথা লেখা ও প্রচার করাটাই ফিৎনা, না আমাদের প্রতিবাদ করাটাই ফিৎনা? যদি মাওদুদী সাহেব ঐ সমস্ত ভ্রান্ত কথা না লিখিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা প্রতিবাদ করিবার সুযোগ পাইতাম না। আমরা তো আল্লার অয়াস্তে সাধারণ মানুষকে সাবধান করিতেছি। আল্লাহ পাক সবাইকে বুঝিবার তাওফীক দান করেন।

## বাংলার বাতিল ফিরকা 'ফুরফুরা

ইহাতে আদৌ সন্দেহ নাই, ফুরফুরা সিলসিলা বাংলার বাতিল ফিরকা। এই সিলসিলার গোমরাহী সম্পর্কে আমার 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যার 'সমীক্ষায়' ও তৃতীয় সংখ্যায় 'দিশেহারা ফুরফুরা' শিরোনাম দিয়া বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। আল্ হামদু লিল্লাহ, যাহারা ঈমান ও ইসলামের যথার্থ মূল্য দিয়া থাকেন; এই প্রকার শত শত মানুষ উহাদের গোমরাহী চরিত্র সম্পর্কে সম অবগত হইয়া সিলসিলার সহিত সর্বপ্রকার সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া উলামায়ে আহলে সন্নাত বেরেলবীদের পাশে আশ্রয় নিয়াছেন। আজ পর্যন্ত ঐ সিলসিলার সব চাইতে বড় আলেম মাওলানা আবু জাফর সিদ্দিকী সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ পীর বংশের কোনো সাহেবজাদা পর্যন্ত আমার পত্রিকার বিরুদ্ধে কলম ধরিয়া নিজেদের সিলসিলাকে গোমরাহী মুক্ত করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহারা আমার বিরুদ্ধে বিষোদগার করিতে কিছু কম করিতেছেন না। অবশ্য ঐ সিলসিলার আধ্‌পড়ুয়া ও হাফ মুন্‌শী মানুষ মোহাম্মাদ আয়নুদ্দীন গোবিন্দপুরী সাহেব যেন নেংটি মারিয়া কলম ধরিয়াছেন। 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকার বিরুদ্ধে 'আহমাদ রেজার অসারতা' নাম দিয়া তিনি একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। এই বৃদ্ধ মানুষটির খুব পরিশ্রমের পুস্তিকাটি বাজারে ভালভাবে প্রচার না হইতেই আমি 'আয়নুদ্দীন গোবিন্দপুরীর অসারতা' নাম দিয়া একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া দিয়াছি। আমার পুস্তিকাটি যেন তাঁহার পুস্তিকার মাথায় শত চাটি মারিয়া উপযুক্ত শিক্ষা দিয়াছে এবং গোবিন্দপুরীর চরিত্রকে উলঙ্গ করিয়া ফুরফুরা পন্থীদের দেখাইয়া দিয়াছে যে, গোবিন্দপুরী স্বয়ং ফুরফুরার পীর সাহেবগণকে গোমরাহ বলিয়াছেন। যাহাদের নিকট ঈমান ও আকীদার মূল্য খুব কম এবং অন্ধ ভক্তি যাহাদের মূলধন, এই প্রকার মানুষেরা আমার চরম সমালোচনা করিয়া থাকেন। তাই ঐ পন্থীর পুস্তকাদী হইতে আরো একবার তাহাদের বাতিল প্রমাণ করা হইতেছে। —অধিকাংশ ফুরফুরা পন্থী জানেন না যে, তাহাদের সিলসিলার স্বরূপ কি! মাওলানা

pdf By Syed Mostafa Sakib



কুতুবদ্দিন সিদ্দিকী সাহেব 'ফুরফুরা শরীফের সিলসিলার পরিচয়' নাম দিয়া একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—"(১) বিদ্‌য়াতে হাসানার অস্তিত্ব স্বীকার করা (২) মহফিলে ওয়াজ ও তদুপলক্ষে ইসালে সওয়াব করা (৩) মীলাদ ও কিয়াম করা (৪) বুজর্গ ও হাক্কানী আলেমগণের কবর পাকা ও গুম্বজ করা জায়েজ (৫) কবর জিয়ারত করা (৬) এল্‌মে জাহের ও বাতেন শিক্ষা করা জায়েজ ধারণা করা (৭) যাহার মধ্যে জাহেরী এবং বাতেনী এল্‌ম নাই, তাহাকে পীর ধারণা করা নাজায়েজ (৮) মজলিশে উচ্চ শব্দে দরূদ পড়া (৯ কোন অলীর মাজার জিয়ারতের জন্য ভ্রমণে যাওয়া (১০) আখেরী জোহর নামাজ পড়া (১১) গ্রামে জুমার নামাজ পড়া (১২) গোল টুপি পরিধান করা (১৩) জুমার আজানদ্বয়ের ও অক্তিয়া আজানের শেষে হাত উঠাইয়া দোআ চাওয়া (১৪) নামাজে দোয়াল্লীন পড়া (১৫) বুজুর্গগণের অসীলা দিয়া দোআ চাওয়া (১৬) জুমা ও ঈদের খুৎবাদ্বয় আরবী ভাষায় পড়া ও উহার অনুবাদ না করা (১৭) মুরুব্বী, বয়স্ক ও বুজর্গ ব্যক্তির পায়ে হাত দিয়া চুম্বন দেওয়া (১৮) নূতন কবরে খেজুরের কাঁচা ডাল পোঁতা।" —এই ১৮টি কাঁচা ইট হইল ফুরফুরা সিলসিলার বুনিয়াদ। উক্ত ১৮ দফা দাবীর ভিত্তিতে ফুরফুরা পন্থী আলেমগণ উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে অনশন করিয়া চলিয়াছেন। যদি দেওবন্দীরা মন নরম করিয়া ইহাদের এই দাবীগুলি মানেন, তাহা হইলে বেচারারা অনশন ভাঙ্গিয়া উহাদের পাশে গিয়া শান্তিতে বসেন। দেওবন্দীরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে সামান্য নমনীয়তা ভাব দেখাইলেও ফুরফুরা পন্থীরা আসলেই অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন। এই পন্থীর সাধারণ মানুষ এবং একাংশ আলেম মর্মে মর্মে উপলব্ধী করিতেছেন যে, তাহাদের দাবীগুলি অত্যন্ত ক্ষীণ। এই দুর্বল দাবীগুলির ভিত্তিতে একটি বৃহৎ জামাতের বাহিরে থাকা মোটেই উচিৎ নয়। তাই ইহারা ব্যাপকভাবে দেওবন্দী মুখী হইয়া গিয়াছেন। মোট কথা, দেওবন্দীদের সহিত ফুরফুরাবীদের কোন মৌলিক বিষয়ে মতভেদ নাই। অথচ ইহারা একে অপরকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাফের মোশ্‌রেক প্রমাণ করিয়াছেন। এটাই হইল এই সিলসিলার গোমরাহী এবং বাতিল ফিরকা হইবার মূল কারণ।

### রুহুল আমীন সাহেবের 'ইসলাম দর্শন'

মাওলানা রুহুল আমীন সাহেব ফুরফুরাবীদের প্রাণ। লেখনীর ময়দানে তিনিই প্রধান। ফুরফুরাবীদের সাবধান করতঃ মাওলানা লিখিয়াছেন,—[ "মযহাব দ্রোহী দল আরব হইতে বিতাড়িত হইয়া কাবুল প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে, পরে তথা হইতে বিতাড়িত হইয়া ভারতে আগমন পূর্ব্বক গুপ্তভাবে অবস্থান করিতে থাকে। উহাদের সঙ্গে যে সকল গ্রন্থ আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে 'কেতাবুত তাউহীদ' অন্যতম। উহাদের প্রসিদ্ধ আলেম

pdf By Syed Mostafa Sakib



মৌলভী ইসমাঈল উক্ত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া উহার ভাষ্য এবং ঐ গ্রন্থের অনুকুল প্রতিপোষক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করে, উক্ত গ্রন্থের নাম 'তকবিয়াতুল ইমান'। —ঐ গ্রন্থ অনুযায়ী প্রণয়নকারীর শিক্ষকগণ হইতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পর্যন্ত কেহই শের্কিয়াতের মহাপাপ হইতে নির্লিপ্ত থাকিতে পারেন নাই। যাহারা ঐ সমস্ত গ্রন্থ ও পূর্ব্ব বর্ণিত মযহাব দ্রোহীগণের মতামতগুলিকে সত্য বলিয়া জানে, উহাদের আকিদা পোষণ করে' ও মতামত গ্রহণ করে, তাহারা প্রকৃত পক্ষে ওহাবী ও লা-মযহাবী। ইহারা ঘোর ধর্ম্মদ্রোহী, এই মযহাব অমান্যকারীগণ এখন ওহাবী, লা-মযহাবী, গায়েব মোকাল্লেদ, আহলে হাদীস, মুহম্মদী ও দেওবন্দী কাসেমী। উহারা নানা দলে বিভক্ত হইয়াছে, উহারা নিজেকে সুন্নত জামায়াত এমনকি হানাফী বলিয়া পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত নহে। কিন্তু উহাদের আকিদা সম্পূর্ণরূপে সুন্নতুল জামায়াতের চারি মযহাবের বিপরীত। সুন্নতুল জামাতের আলেমগণ উহাদের ভ্রান্ত ধারণা ও কুমত সমূহের অখণ্ডনীয় যুক্তি ও দলীলের সহিত জ্বলন্ত ভাষায় অক্ষরে অক্ষরে খণ্ডন করিয়াছেন। উহারা যে পথভ্রষ্ট ধর্মদ্রোহী তাহা উহাদের ২০টি গ্রন্থ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। ঐ দলগুলির সঙ্গে সকল প্রকার সম্বন্ধ ছিন্ন করা অত্যাবশ্যক।" [ইসলাম দর্শন, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৭২ সাল, সংগৃহীত অভিশপ্ত মযহাব পৃঃ ১১৬/১১৭]

ফুরফুরা পন্থীগণ, উদ্ধৃতিটি আরো একবার শান্ত মস্তিষ্কে পাঠ করিয়া বলুন! ওহাবীরা কি মুসলমান? বর্তমানে এই ওহাবী সম্প্রদায় 'আহলে হাদীস' ও 'দেওবন্দী' প্রভৃতি দলে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে, যাহা আপনাদের মাওলানা চিহ্নিত করিয়াছেন। অথচ রুহুল আমীন সাহেব স্বয়ং দেওবন্দীদের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন এবং ফুরফুরার বড় হুজুর মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী সাহেব আহলে হাদীসদের ভাই বলিয়াছেন, ও বর্তমানে ঐ পন্থীর সমস্ত আলেম ওহাবী দেওবন্দী সম্প্রদায়কে আহলে সুন্নাত বলিতেছেন। যাহা পরে, আপনাদের দেখান হইবে। এইবার অন্ধ ভক্তি পাশে রাখিয়া ঈমান হার্তে বলুন, ইহাদের প্রতি আপনাদের ধারণা কি? যদি অন্ধ ভক্তির কারণে আপনারা নিরব থাকেন কিন্তু জগৎ নিরব থাকিবে না।

## 'মজমুয়া ফাতাওয়ায় আমিনিয়া'

রুহুল আমীন সাহেবের 'মজমুয়া ফাতাওয়ায় আমিনিয়া' এর ৪র্থ খণ্ড ৪৯ পৃষ্ঠার প্রশ্ন ও উত্তর নিম্নে প্রদান করা হইল :—

"প্রশ্ন : দেওবন্দ মাদ্রাসা অহাবীদের নাকি? মৌলানা আশরাফ আলি থানাবী, মৌঃ রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী, মৌঃ সৈয়দ আহমদ বেরেলবী, মৌঃ কাসেম, মৌঃ খলিলোর রহমান, মৌঃ কেরামত আলি জৌনপুরী, মৌঃ এছমাইল শহিদ সাহেবগণ অহাবী কিম্বা ছুন্নি? অহাবীদের উৎপত্তি কোথা হইতে এবং তাহাদের চিহ্ন কি?— উত্তর :—দেওবন্দ মাদ্রাসা

pdf By Syed Mostafa Sakib



অহাবীদের মাদ্রাসা নহে। যাহারা মজহাব অমান্য করিয়া থাকে, এমামগণের মজহাব মান্য করা শের্‌ক বলে, তাহারা অহাবী। উল্লেখিত আলেমগণ কেহই এই শ্রেণী ভুক্ত নহেন। মাওলানা এছমাইল শহিদ সাহেব প্রথমে অহাবী ছিলেন। সেই সময় তিনি তন্‌বিরোল আত্রনায়েন ইত্যাদি কেতাব লিখিয়াছিলেন, তৎপরে তিনি হজরত ছৈয়দ আহমদ মোজাদ্দেদে বেরেলবীর নিকট মুরিদ হইয়া তরিকত পন্থী হন এবং তাঁহার উপদেশ মতে তিনি অহাবী মত পরিত্যাগ করতঃ হানাফী হইয়াছিলেন। মাওলানা কারামত আলি জৌনপুরী সাহেব খাঁটী ছুন্নি ছিলেন, তিনি মজহাব অমান্যকারী অহাবীদের সহিত লেখনী যুদ্ধ করিতে করিতে জীবন লীলা সম্বরণ করিয়া গিয়াছেন। দেওবন্দী মাওলানাগণের সহিত আমাদের কয়েকটি ফরুয়াত মছলা লইয়া মতভেদ রহিয়াছে। আমরা মিলাদ শরীফের কেয়াম করা মোস্তাহাব বলি, তাঁহারা নাজায়েজ, হারাম ও শেরক বলেন.....মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি অহাবীদের প্রশংসা করিয়াছেন, আমরা তাহাদিগকে বেদয়াতি জানি। মাওলানা আশরাফ আলি থানাবী ছাহেব হেফজোল ঈমানের ৮ পৃষ্ঠায়—জয়েদ, বক্কর, বালক, উন্মাদ, পশু ও চতুষ্পদের এলমের সহিত হজরত নবি ( ছাঃ ) এর এলমের তুলনা দিয়াছেন। মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি ছাহেব ফাতাওয়ায় মিলাদ শরিফের ১৩ পৃষ্ঠায় নবি ( ছাঃ ) এর মিলাদ শরিফকে হিন্দুদের শ্রীকৃষ্ণের সঙ করার সহিত তুলনা দিয়াছেন। মাওলানা খলিল আহমাদ ছাহেব বারাহিনে কাতেয়ার ৫১ পৃষ্ঠায় শয়তানের এলম নবি ( ছাঃ ) এর এলম অপেক্ষা অধিকতর বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ আরও কতিপয় মছলাতে তাঁহারা দুনিয়ার বিরাট ছুন্নি আলেমদের বিপরীত মত ধারণ করিয়াছেন, এই জন্য হয়ত হিন্দুস্তানের একদল আলেম তাঁহাদের উপর কাফেরী ফৎওয়া দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। আমরা বলি মানুষ মাত্রেই ভুল ভ্রান্তি আছে, তাঁহাদের ভ্রান্তিমূলক মছলাগুলির উপর আমরা আমল করি না কিন্তু তাহাদিগকে কাফের অহাবী ইত্যাদি বলিয়া নিজের রসনাকে কলুষিত করা উচিৎ নহে।" ] —ফুরফুরা পন্থীগণ, আপনাদের এই সেই জগৎ বিখ্যাত রুহুল আমীন সাহেব। যিনি ওহাবীদের সম্পর্কে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করতঃ ধর্মদ্রোহী, গোমরাহ বলিয়াছেন এবং দেওবন্দীদের ওহাবী বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। আজ তিনি 'দেওবন্দীরা' ওহাবী নয় বলিয়া গোমরাহ হইলেন কিনা? ইসমাঈল দেহলবীর তওবা সম্পর্কে রুহুল সাহেব ডাহা মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। কোনো কিতাবে তাঁহার তওবানামার নকল নাই। আজ পর্যন্ত কোন দেওবন্দী আলেম তাঁহার তওবার কথা স্বীকার করেন না। আর সত্যই যদি তিনি তওবা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আজ পর্যন্ত ফুরফুরা পন্থীগণ তাঁহার বিরুদ্ধে বিষদ্গার করিয়া বেঈমান হইতেছেন কেন? চোরের স্বীকার উক্তির পর যে চোরকে চোর বলিতে রাজী নয় অথবা চোরকে চোর নয় বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি চোর

pdf By Syed Mostafa Sakib 

অপেক্ষা দোষী কম নয়। বরং সেও চোর এবং চোর অপেক্ষা অপরাধী। রুহুল আমীন সাহেব 'ওহাবী' নয় বলিয়া যাহাদের সাফাই গাহিয়াছেন, তাহারা নিজেরাই 'ওহাবী' বলিয়া জোর গলায় স্বীকার করিয়াছেন। যাহা এই পত্রিকার অন্যত্রে প্রমাণ করানো হইয়াছে। এইবার বলুন, রুহুল আমীন সাহেব কে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র ইল্মকে জানোয়ারের ইল্মের সহিত তুলনা করা, হুজুরের ইল্ম অপেক্ষা শয়তানের ইল্ম বেশি ছিল বলা ও কিয়াম করাকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ বলা, যদি অপরাধ ও কুফরী না হয়, তাহা হইলে কোন্ কর্ম ও কোন্ কথা কুফরী হইবে? দেওবন্দীদের থেকে ওহাবীদের আরো কি জঘন্য অপরাধ ছিল, যাহার কারণে তাহাদের কাফের বলা হইয়া থাকে? জগৎ বিখ্যাত আলেমগণ যখন ঐ সমস্ত কথার কারণে থানুবী, গাংগুহী ও খলীল আহমাদ আম্বেহটীকে কাফের মোরতাদ বলিয়া ফতওয়া দিয়াছিলেন, তখন রুহুল আমীন সাহেব কোথায় ছিলেন? কেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন নাই? কুফরের ফতওয়ায় নেকামো চলে? 'হয়ত' বলিয়া তিনি নেকামো করিয়াছেন কেন? আর সত্যই যদি ঐ কথাগুলি দোষের না হয়, তাহা হইলে ফুরফুরা পন্থী আলেমগণ সেগুলি উদ্‌যাপন করতঃ দেওবন্দীদের বিরুদ্ধে বিষদ্‌গার করিয়া শয়তানী করিতেছেন কেন? স্বয়ং রুহুল আমীন সাহেবও কিশোরগঞ্জের কিয়ামের বাহাসে থানুবী সাহেবের কাফেরের ফতওয়া উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন কেন? বাহাসে জয়লাভ করিবার জন্য নাকি? রুহুল আমীন সাহেবের দ্বিমুখী মুনাফেকী নীতি অনুসরণ করিতে হইলে ইসলামের একটি বিরাট অধ্যায় বাদ পড়িয়া যাইবে। নবীর সম্পর্কে যে যতই বেআদবী করুক না কেন, অনুরূপ কোরআন ও ইসলাম সম্পর্কে যতই বিরূপ মন্তব্য করুক না কেন, কাহারো কাফের বলা যাইবে না। নাউজু বিল্লাহ। —রুহুল আমীন সাহেবের আধ পড়ুয়া শিষ্য আয়নুদ্দীন গোবিন্দপুরী আজীজুল হক সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—[ "আলামা রুহুল আমিন সাহেব মাওলানা আহমাদ রেজা খান ছাহেবের শাগরেদগণকে খাঁটি ছন্নি বলায় এত বিরক্তির কারণ কি। যে সময় দেওবন্দী কতিপয় আলেমকে অহাবী কাফের ইত্যাদি ফতওয়া প্রচার করিয়া বাংলা আসামে মহা হৈ চই হইতেছিল। জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ বাংলা আসামে প্রসার লাভ করিতে পারিতেছিল না ফুরফুরার মহামান্য পীর ছাহেব কেবলা জমিয়তে ওলামায়ে সমর্থন করায় আলামা রুহুল আমিন ছাহেবের প্রাণপণ চেষ্টা ও প্রচারের ফলে বাংলা আসামে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের প্রসার প্রতিপত্তি পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিয়াছিল এবং ফতওয়া প্রচার করিলেন যে, দেওবন্দী আলেমগণ অহাবী কাফের নয়। তখন তাঁহাদের উপর হইতে উক্ত কলঙ্ক দূরীভূত হইয়াছিল। আজ সেই দলের অকৃতজ্ঞ ছোক্‌রা তাঁহার লেখনীর সমালোচনা করিতেছে।" ( তরদিদে এয়াদাতে হাফাওয়াতে কাছেমী পৃঃ ১২৯ ]—ফুরফুরা

 pdf By Syed Mostafa Sakib 

পন্থীগণ, রুহুল আমিন সাহেবের কাণ্ড কারবার দেখুন এবং তিনি ওহাবীদের কতবড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাহা উপলব্ধি করুন! দেওবন্দীদের বৃহৎ শাখার নাম জমীয়তে উলামায়ে হিন্দ। বর্তমানে জমীয়তের সর্ব ভারতীয় নেতা আসাদ মাদানী হইতে আরম্ভ করিয়া উহার প্রতিটি সদস্য অহাবী দেওবন্দী। অথচ এই জমীয়তের প্রসারের জন্য পীর ও মুরীদ প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালাইলেন এবং উহারা অহাবী কাফের নয় বলিয়া সার্টিফিকেট দিলেন কেন? এই মৌলিক প্রশ্নের উত্তরে আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারি যে, যেহেতু ফুরফুরাবী ও দেওবন্দীদের ঊর্ধতন পীর সাইয়েদ আহমাদ সাহেব 'ওহাবী' ছিলেন, সেহেতু যদি দেওবন্দীরা ওহাবী কাফের বলিয়া প্রমাণিত হইয়া যায়, তাহা হইলে ফুরফুরাবীরাও এই কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়া যাইবেন। তাই ইহারা প্রথমে দেওবন্দীদের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু অনেক চিন্তা ভাবনার পর পীর ও মুরীদ উভয়েই হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়াছেন—"ইহারা ওহাবী কাফের নয়।" গোবিন্দপুরী সাহেব, আপনি অকৃতজ্ঞ ছোক্‌রা বলিয়া ছোবল মারিতেছেন কেন? আপনি বুঢ্‌ঢা হইয়া গিয়াছেন তবু জানেন না? অন্যায়ের প্রশ্রয় দিলে অন্যায় ঘাড়ে বসিয়া মাথায় চড় চাপায়। আজীজুল হক সাহেব তো অনেক কৃতজ্ঞ। বেচারা এখনও পর্যন্ত রুহুল আমীন সাহেবের নামের পর অনেক সময় (রঃ) লিখিয়া ফুরফুরা পন্থীদের কাছে টানিবার চেষ্টা করিতেছেন।

পীর আবু বাকার সিদ্দিকী সাহেব রুহুল আমীন সাহেবকে বলিয়াছিলেন,—[ "বাবা তুমি যদি না থাকিতে তবে বঙ্গ আসামের মুসলমানগণ ওহাবী, কাদিয়ানি, শিয়া, বেদ্‌য়াতি ও গোমরাহ হইয়া যাইত।" ( ধোকা ভঞ্জন পৃঃ ৩৫ ) ]—ধন্য পীর ও ধন্য পীরের মুরীদ। পীর ও মুরীদ উভয়েই প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালাইয়া বাংলা, আসামে ওহাবীদের রাজত্বকে সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। আবার বলিতেছেন, বাবা তুমি না থাকিলে সবাই ওহাবী হইয়া যাইত। ইহা তো বড় আশ্চর্যের কথা! দেওবন্দীরা যদি ওহাবী না হয় এবং আহলে হাদীসরা যদি ফুরফুরাবাদীদের ভাই হয়, তাহা হইলে রুহুল আমীন সাহেব যে ওহাবী নামের জন্ত জানোয়ারের সহিত ডজনখানেক বাহাস করিয়াছিলেন, সেই জানোয়ারগুলি ভারতবর্ষের কোন্ জঙ্গলে বাস করে? জানিতে পারিলে দেখিতে যাইতাম। চিড়িয়াখানায় তো ওহাবী নামের কোন জানোয়ার দেখা যায় না।

## আয়নুদ্দীন গোবিন্দপুরীর গোমরাহী

আমি 'ইমান আহমাদ রেজা' পত্রিকায় লিখিয়াছি, মাওলানা রুহুল আমীন সাহেব বেরেলবীদিগকে খাঁটী আহলে সুন্নাত বলিয়াছিলেন। অতএব, দেওবন্দীদের আহলে সুন্নাত বলা তাঁহার মারাত্মক ভুল হইয়াছে। কারণ, বেরেলবীদিগের সহিত দেওবন্দীদের মৌলিক মতভেদ রহিয়াছে। উভয়েই আহলে সুন্নাত হইতে পারে না। অনুরূপ কারণে আজীজুল

pdf By Syed Mostafa Sakib



হক সাহেবও বলিয়াছেন যে, বেরেলবীদিগের খাঁটী আহলে সুন্নাত বলা রুহুল আমীন সাহেবের মারাত্মক ভুল হইয়াছে। রুহুল আমীন সাহেব যেন যাঁতার মধ্যে পড়িয়া পেষাই হইতেছেন। গোবিন্দপুরী সাহেব লেজে গোবরে হইয়া গুরুকে বাঁচাইবার জন্য লিখিয়াছেন, —[ মজমুয়া ফাতাওয়ায় আমিনিয়া ৪র্থ ভাগ ৫১ পৃষ্ঠা ১১৮৭ নদ'মছলা. প্রশ্ন :—মৌলানা আহমাদ রেজা খাঁ সাহেব কেমন আলেম ছিলেন, তাঁহার মাদ্রাসাতে পড়া কি? উত্তর :— তিনি অদ্বিতীয় আলেম ছিলেন, তিনি মিলাদের কেয়াম জায়েজ বলিতেন, আমাদের অনেক মতের সহিত তাঁহার মতের মিল ছিল, তাঁহার শাগরেদগণের মধ্যে বড় বড় প্রসিদ্ধ আলেম আছেন। তাঁহারা খাঁটী ছুন্নি ছিলেন। দেওবন্দীদিগের কতক আলেমকে তিনি কাফের হওয়ার ফতওয়া দিয়াছেন, আমরা কিন্তু তাঁহার এই ফতওয়ার প্রতি আমল করি না। আমরা দেওবন্দী আলেমগণের উক্ত প্রকার ভ্রান্তিকে এজতেহাদী ভ্রমের তুল্য ধারণা করি। ( এইবার গোবিন্দপুরী লিখিতেছেন ) বসিরহাটের হজরত বেরেলী মতাবলম্বীগণকে কোথায় খাঁটী আহলে সুন্নাত বলিয়াছেন। তিনি তো বলিয়াছেন, আহমাদ রেজা খাঁর শাগরেদগণের মধ্যে বড় বড় প্রসিদ্ধ আলেম আছেন। তাঁহারা খাঁটী ছুন্নি ছিলেন। তিনি সমস্ত বেরেলী মতাবলম্বীগণ খাঁটী ছুন্নি একথা বলেন নাই বরং মাওঃ আহমাদ রেজা খাঁ সাহেবের শাগরেদ-গণের কথা বলিয়াছেন। বাংলা ভাষা পড়িয়া আসিয়া তারপর বসিরহাট হজরতের কেতাব হইতে মত প্রকাশ করিবেন অন্যথায় নয়। ঠিক ঐরূপ দেওবন্দী আজীজুল হকেরও বাংলা ভাষায় জ্ঞান কম থাকার জন্য আবল তাবল বসিরহাট হজরতের কেতাব সম্বন্ধে বলিয়াছেন।" ( আহমদ রেজার অসারতা পৃঃ ২১ )—পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্ভবতঃ গোবিন্দপুরী সাহেবের খোঁজ পান নাই। অন্যথায় তাঁহার মত বাংলার সুপণ্ডিতকে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য করিয়া দিতেন। তাহা হইলে বেচারার বৃদ্ধ বয়সে হামদার্দের ঔষধ বিক্রয় করিয়া খাইতে হইত না। সত্য বলিতে কি! বাংলা ভাষার উপর আমার দখল খুবই কম। কেবল কোনো প্রকারে মনের ভাবটি সাধারণ মানুষকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া থাকি। তবে আজীজুল হক সাহেব আপনার মত পণ্ডিতকে পায়ের গোড়ায় বসাইয়া বাংলা ভাষা বহুদিন পড়াইতে পারিবেন বলিয়া তাঁহার বই পুস্তক হইতে ইংগিত পাওয়া যায়। গোবিন্দপুরীর ভক্তরা তাহার পুস্তকাদী বেশি নাড়া চাড়া করে না। অনেককে বলিতে শুনিয়াছি, গোবিন্দপুরীর ভাষা জ্ঞান না থাকিবার কারণে তাহার বইয়ের মাথামুণ্ডু বুঝা যায় না। রুহুল আমীন সাহেবের বই বুঝিবার জন্য বাংলায় মাষ্টার ডিগ্রী করিতে হইবে তাহাও নয়। কারণ তাঁহার বইগুলি একেবারেই ব্যাকরণ অনুযায়ী না হইলেও খুব সরল ভাষায় লেখা। —প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য হইল ইমাম আহমাদ রেজা সুন্নী কিনা এবং তাঁহার মাদ্রাসায় পড়া যাইবে কিনা, জানা। ইহার উত্তরে রুহুল আমীন সাহেব বলিয়াছেন, "তিনি অদ্বিতীয়

pdf By Syed Mostafa Sakib



আলেম ছিলেন। .....তাঁহার শাগরেদগণের মধ্যে বড় বড় প্রসিদ্ধ আলেম আছেন। তাঁহারা খাঁটি ছুন্নি ছিলেন।" এখন গোবিন্দপুরীর বুড়ো বুঝ অনুযায়ী যদি ধরা যায় যে, রুহুল আমীন সাহেব ইমাম আহমাদ রেজাকে সুন্নী বলেন নাই। বরং তাঁহার শাগরেদগণকে বলিয়াছেন। তাহা হইলে প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর হইল না। কারণ, প্রশ্নকারী ইমাম আহমাদ রেজার সম্পর্কে জানিতে চাহিয়াছেন। শাগরেদগণের সম্পর্কে নয়। গোবিন্দপুরী আপনি তো ঘোষ নন যে, হুঁশে কম। মাশা আল্লাহ, বয়স তো সত্তরের ঘরে। বয়সের কারণে যদি হুঁশ জ্ঞানে কম হয়, তাহা হইলে কলম ধরা বন্ধ করুন। দেখুন, আপনার বুঝ অনুযায়ী আপনার গুরুর বুঝ বেশ কম দেখা যাইতেছে। কারণ, তিনি না বুঝিয়া প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর দিতে পারেন নাই। যদি বলেন, ইমাম আহমাদ রেজার পরিচয়ের জন্য 'অদ্বিতীয় আলেম' বলা যথেষ্ট। এইবার বলুন, যদি কোন অদ্বিতীয় কাদিয়ানী আলেম মাদ্রাসা তৈরী করেন, তাহা হইলে কি উহার মাদ্রাসায় পড়া জায়েজ হইবে? বুঝা গেল, অদ্বিতীয় আলেম হইলে হইবে না। বরং সুন্নী হইতে হইবে। ইমাম আহমাদ রেজা 'অদ্বিতীয় আলেম' বলিয়া প্রমাণ হইল। কিন্তু সুন্নী ছিলেন কিনা জানা গেল না। প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য সাধন হইল না। গোবিন্দপুরী বলুন, আপনার কথামত রুহুল আমীন সাহেবের উত্তর প্রসঙ্গ ছাড়া হইল কিনা? আরো বুড়ো নাদান, ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করুন! রুহুল আমীন সাহেবের উত্তর যথার্থ ঠিক হইয়াছে। "তাঁহার শাগরেদগণের মধ্যে বড় বড় প্রসিদ্ধ আলেম আছেন।" বলিয়া পূর্ণছেদ দিয়াছেন। তারপর বলিয়াছেন, "তাঁহারা খাঁটী ছুন্নি ছিলেন।" 'আছেন' শব্দটি বর্তমান এবং 'ছিলেন' শব্দটি অতীত। 'আছেন' এর পর 'ছিলেন' হয় না। রুহুল আমীন সাহেব প্রথম বাক্যে ইমাম আহমাদ রেজার শাগরেদগণকে বড় বড় আলেম বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং দ্বিতীয় বাক্যে ইমাম আহমাদ রেজা এবং তাঁহার সমস্ত শাগরেদগণের আকায়েদ সম্পর্কে পরিচয় দিয়াছেন, 'তাঁহারা খাঁটী ছুন্নি ছিলেন'। অর্থাৎ ইমাম আহমাদ রেজা তথা বেরেলীগণ খাঁটী আহলে সুন্নাত এবং তাঁহার মাদ্রাসায় পড়া জায়েজ। যদি এই ব্যাখ্যা সঠিক না হয়, তাহা হইলে আবার প্রমাণ হইয়া যাইবে যে, রুহুল আমীন সাহেব আবোল, তাবল উত্তর দিয়াছেন। কারণ, প্রশ্নকারী ইমাম আহমাদ রেজার মাদ্রাসায় পড়া জায়েজ কিনা জানিতে চাহিয়াছেন। অথচ উত্তরের মধ্যে মাদ্রাসার সম্পর্কে কোনো কথাই নাই। —ইহার পরও যদি গোবিন্দপুরী গণ্ডো মুর্খের মত বলেন যে, রুহুল আমীন সাহেব ইমাম আহমাদ রেজা তথা বেরেলবী জামাতকে সুন্নী বলেন নাই। বরং তাঁহার বড় বড় শিষ্যদের বলিয়াছেন। এইবার বলুন, ঐ সমস্ত বড় বড় সুন্নী শিষ্যগণ কি ইমাম আহমাদ রেজার মতের বাহিরে ছিলেন? না বর্তমানে বেরেলবী জামাত তাঁহার মতের বাহিরে আছেন? ইমাম আহমাদ রেজার

pdf By Syed Mostafa Sakib



যে মত ছিল, তাঁহার শাগরেদগণ সেই মত পোষণ করিতেন এবং বর্তমানে বেরেলবী জামাত সেই মতের উপর হিমালয়ের ন্যায় অটল রহিয়াছে। ইমাম আহমাদ রেজা ও বর্তমান বেরেলবী জামাত সুন্নী নহেন, কেবল মাঝখান থেকে তাঁহার কতিপয় শাগরেদগণ সুন্নী ছিলেন, বলা কত বড় মুর্খামি হইবে তাহা কাণ্ডো জ্ঞানহীন গোমরাহ গোবিন্দপুরী বুঝিতে পারিবেন না। গোবিন্দপুরী হুঁশ করিয়া জবাব দিন, ইমাম আহমাদ রেজার সুন্নী "শাগরেদ-গণের নাম কি? তাঁহার সঙ্গে উহাদের কি মতপার্থক্য ছিল? যাহারা কারণে উহারা সুন্নী ছিলেন এবং তিনি সুন্নী ছিলেন না। গোবিন্দপুরী যদি নিজের গুরুর ভাষা বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলে কোন জ্ঞানীর মাধ্যমে গুরুর বাক্য বুঝিবার চেষ্টা করুন। —ইমাম আহমাদ রেজার সমস্ত মতের সহিত আপনাদের মিল থাকা আদৌ সম্ভব নয়। কারণ, তিনি খাঁটি সুন্নী এবং আপনারা দূর হইতে দেওবন্দী ওহাবী। গোবিন্দপুরী আপনি লিখিয়াছেন— ["আলামা রুহুল আমীন ছাহেবের মত আলেম পৃথিবীতে বিরল।" (তরদিদ পৃঃ ৪৪)] —রুহুল আমীন সাহেবের সমসাময়িক ভারতের বিশিষ্ট আলেমগণ তাঁহাকে চিনিতেন কিনা সন্দেহ। যদি কেহ নিজের ল্যাম্পকে সূর্য বলিয়া সন্তুষ্ট হয়, তাহাতে কাহারো কিছু বলিবার নাই। কিন্তু এই প্রকার নির্বোধেরা মানুষের কাছে উপহাসের পাত্র হইয়া যায়। গোবিন্দপুরী বাড়াবাড়ি করিয়া সিলসিলার বড় আলেম হইতে চান। তিনি যেভাবে রুহুল আমীন সাহেবকে আকাশ ছোঁয়া করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন, আসলে কিন্তু তিনি ঐ ধরণের আলেম ছিলেন না। এ বিষয়ে কথা না বাড়াইয়া কেবল গোবিন্দপুরীকে স্মরণ করাইয়া দিব যে, রুহুল আমীন সাহেব 'মজমুয়া ফাতাওয়ায় আমিনিয়া' ১ম খঃ ৬ পৃষ্ঠায় জিহারের একটি সাধারণ মসলায় মারাত্মক ভুল উত্তর লিখিয়াছেন। এই ভুলটি সর্বপ্রথম ধরিয়াছেন, আপনার ভাষায় সেই অকৃতজ্ঞ ছোকরা আজীজুল হক কাসেমী। কাসেমী সাহেব 'রক্তে রাঙা বালাকোট' এর ২৪৫ পৃষ্ঠায় গোবিন্দপুরী তথা ফুরফুরা পন্থীদের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছেন যে, রুহুল সাহেবের ভুল রহিয়াছে। ভুবন বিখ্যাত আলেম রুহুল আমীন সাহেবের ভুলটি আজ পর্যন্ত বিনা সংশধনে ছাপাইতে লজ্জাবোধ হইতেছে না? গোবিন্দপুরী আপনি তো আজীজুল হক সাহেবকে হুমকী দিয়া লিখিয়াছেন—["দেওবন্দীদের গোড়ার কথা আভ্যন্তরীণ ব্যাপার ক্রটী বিচ্যুতি যদি আমি প্রকাশ করিয়া দেই তাহা হইলে ত্বকহীন অবস্থায় অন্ধকারে থাকিতে হইবে।" (তরদিদে ১০৯ পৃষ্ঠা)]—গোবিন্দপুরী সাহেব, আপনার গুরু রুহুল আমীন সাহেব তো 'দেওবন্দীরা অহাবী কাফের নয়' বলিয়া উহাদের বাঁচাইয়া লইয়াছেন এবং উহাদের কুফরী বাক্যগুলি 'এজতেহাদী ভুল' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইহার পরেও উহাদের গোড়ায় কি গলদ রহিয়াছে, যাহা প্রকাশ করিয়া দিলে উহারা মুখ দেখাইতে পারিবে না। আপনি কি বলিতে চান! দেওবন্দীদের

pdf By Syed Mostafa Sakib



জন্মে গলদ রহিয়াছে। ইসলামের বিধানে যে ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ব্যক্তিত্বে অথবা তাঁহার গুনে কোনো প্রকার অসম্মানজনক উক্তি প্রকাশ করে, ইচ্ছাকৃত হউক অথবা অনিচ্ছাকৃত হউক সে ব্যক্তি কাফের। উহার তওবা কবুল হইবে না এবং উহাকে কতল করা অয়াজিব। খোলাসাতুল ফাতাওয়া ( ৪র্থ খঃ ৩৮৬ পৃঃ ) উলামায়ে ইসলাম আরো বলিয়াছেন, যাহারা ঐ ব্যক্তিকে কাফের বলিতে সন্দেহ করিবে তাহারাও কাফের হইবে। (আশশিফা ২য় খঃ ১১৫ ও ১১৬ পৃঃ )—দেওবন্দী আলেমদের কুফরী বাক্যগুলিকে 'এজতেহাদী ভুল' বলা রুহুল আমীন সাহেবের কতবড় গোমরাহী হইয়াছে, গোবিন্দপুরী তাহা ভাল করিয়া বুঝুন। রুহুল আমীন সাহেব যেগুলিকে ভুল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, আবার সেগুলির কথা উদ্‌যাপন করতঃ হুমকী দেওয়া গোবিন্দপুরীর গোমরাহী। মোট কথা গুরু শিষ্য কেহ গোমরাহীতে কম নন।

## 'সুন্নাত-অল-জামায়াতের বৈশিষ্ট্য'

উপরোক্ত বিজ্ঞাপনটি ফুরফুরা পন্থী 'বাহুড়িয়া আহলে সুন্নাতুল জামায়াত' কর্ত্তৃক প্রচারিত। বিজ্ঞাপনের একাংশ পাঠ করুন ঃ—[ "যেমন আহলে হাদিস, আজানগাছী, কাদিয়ানী, দেওবন্দী, বেরেলী, জামায়াতে ইসলামী, এস-আই-ও, এস-আই-এম. তবলিগী জামায়াত। প্রত্যেকেই তার মতবাদটাই সত্য ও সঠিক বলে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু প্রকৃত সত্য ও ন্যায়ের মাপকাঠিতে কারা সেই দল. তার নির্দ্দেশ প্রদানই এই ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপনের অবতারণা। এক্ষণে আমরা তাদের কতিপয় মতবাদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি যেরূপ দেওবন্দী, ইহারা সুন্নি কিন্তু কতিপয় মসলাতে তাঁদের সহিত আমাদের মতপার্থক্য আছে যেরূপ মিলাদ শরীফের কেয়ামকে আমরা মোস্তাহাসান বলি তারা শেরক পর্যন্ত বলেন, ···তারা নবী (ছঃ) এর এলমের তুলনায় শয়তানের এলেমকে বেশি বলেন আমরা নবী (ছঃ) এলেমকে বেশি বলি। তারা হুজুর (ছঃ) এর এলমে গায়েবকে চতুষ্পদ জন্তুর এলমে গায়েবের সঙ্গে তুলনা করেছেন আমরা ইহাকে অবমাননাকর মনে করি। পক্ষান্তরে এর সম্পূর্ণ বিরোধী বেরেলী দল তারা কেয়ামকে ফরজ মনে করে, হুজুর (ছঃ) এলমে গায়েব কুল্লি ( তথা গায়েবের সমস্ত এলম ) জানতেন মনে করেন। উপরন্তু কবরে ফুল চড়ান, লাল কাপড় চড়ান, সেজদা করেন, কবরে আজান দেওয়া সুন্নত বলেন ইত্যাদি। আহলে সুন্নত অল জামায়াত উপরোক্ত বিষয়গুলিতে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে থাকেন যাহা সর্ব্বক্ষেত্রেই প্রশংসনীয় আহলে হাদিস—ইহারা বলেন যে, কোন ইমামের তকলিদ করা তথা মজহাব মান্য করা না জায়েজ। ইমাম আবু হানিফার অনুসারীদেরকে তারা কাফের ধারণা করেন, তারা এজমা কেয়াছকে শরীয়তের দলিল বলে মানেন না।" ]—উল্লেখিত উদ্ধৃতি হইতে

pdf By Syed Mostafa Sakib



প্রমাণ হইতেছে যে, ১)—দেওবন্দীরা সুন্নী ২)—দেওবন্দীরা কেয়াম করা শির্ক বলে ৩)—দেওবন্দীরা রসুলুল্লার ইল্‌ম অপেক্ষা শয়তানের ইল্‌ম বেশি বলে ৪)—দেওবন্দীরা হুজুরের ইল্‌মকে জানোয়ারের ইল্‌মের সহিত তুলনা করিয়াছে ৫)—বেরেলবীরা কেয়ামকে ফরজ মনে করে ৬)—বেরেলবীরা রসুলুল্লার সমস্ত ইল্‌মে গায়েব আছে মনে করে ৭)—বেরেলবীরা কবরে ফুল, চাদর দিয়া থাকে এবং সিজদা করে ৮)—বেরেলবীরা কবরে আজান দেওয়া সুন্নাত বলে ৯)—আহলে হাদীস সম্প্রদায় ইমাম আবু হানিফার অনুসরণকারীদের কাফের বলে ১০)—ফুরফুরাবীরা মধ্যপন্থী।

—ফুরফুরা সিলসিলার প্রথম ও প্রধান গোমরাহ রুহুল আমীন সাহেব। তিনি সিলসিলাকে গোমরাহ করতঃ এমন অধঃপতনের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছেন যে, আজ পর্যন্ত সিলসিলার কোনো আলেম উলামা, পীর, দরবেশ তাহা কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। বর্তমানে ফুরফুরাবী আলেমগণের চিন্তা ভাবনা করিবার অবসর নাই। ইহারা তোতা পাখির ন্যায় রুহুল আমীন সাহেবের শেখানো বুলি বলিয়া থাকেন। ১)—প্রথম কথা, ফুরফুরাবীরা দেওবন্দী, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহাদের সুন্নী বলিয়া সার্টিফিকেট দিয়াছে, আবার তাহাদের গামরাহ প্রমাণ করিতে যাওয়া চরম গোমরাহী। ২)—দেওবন্দীদের ধারণা অনুযায়ী ফুরফুরা পন্থীরা মুশরিক। এই মুশরিকরা নাকী আহলে সুন্নাত। ৩)—ফুরফুরাবীরা শয়তানের দল। তাই উহারা নবী অপেক্ষা শয়তানের ইলম অধিক বলা সত্বেও দেওবন্দীদের সুন্নী বলিয়াছেন। ৪)—হুজুরের পবিত্র ইল্‌মকে জীবজন্তুর ইলমের সহিত তুলনা করিবার কারণে উলামায়ে ইসলাম দেওবন্দীদের কাফের বলিয়াছেন। ফুরফুরা পন্থীরা দেওবন্দীদের সুন্নী বলিয়া উলামায়ে ইসলামের ফতওয়া নিজেদের ঘাড়ে চাপাইতেছেন কিনা বিবেচনা করিয়া দেখুন। ৫)—ফুরফুরা পন্থীরা চরম মিথ্যাবাদী। বেরেলবীরা কোন্ কিতাবে কেয়াম ফরজ লিখিয়াছেন? ৬)—ফুরফুরাবীদের শয়তানী অপপ্রচার। অন্যথায় বেরেলবীদের কোনো কিতাবে লেখা নাই যে, হুজুরের সমস্ত ইলমে গায়েব ছিল। ৭)—ফাতাওয়ায় আলামগিরী ও শামী কিতাব দেখিবার সৌভাগ্য যাহাদের হয় নাই, তাহারা কবরে ফুল চাদর দেওয়ায় জ্বলিয়া মরে। বেরেলবীরা সমস্ত কিতাবে কবর সিজদা হারাম বলিয়াছে। এতদ্ সত্বেও যাহারা অপবাদ ছড়ায়, তাহারা নিঃসন্দেহে শয়তানের শিষ্য। ৮)—বেরেলবীরা কবরে আজান দেওয়া সুন্নাত বলে না বরং মোস্তাহাব বলিয়া থাকে। যাহা শামী কিতাবে রহিয়াছে। ৯)—যে আহলে হাদীস সম্প্রদায় হানিফীদের কাফের বলিয়া থাকে, তাহারা ফুরফুরাবীদের ভাই। ফুরফুরার বড় হুজুর আবদুল হাই সিদ্দিকী সাহেব ১৯৭৫ সালে ২২শে ফাল্গুন সন্ধ্যার পর হাজার হাজার মানুষের সম্মুখে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, আমরা এতদিন চার ভাই ছিলাম, হানিফী, শাফয়ী,

pdf By Syed Mostafa Sakib



মালিকী ও হাম্বলী। এখন আমরা পাঁচ ভাই হইলাম, আহলে হাদীসরাও আমাদের ভাই। অবশ্য মেজো হুজুর মাওলানা আবু জাফর সিদ্দিকী সাহেব ঐ কথার চরম প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এর পরদিন সকালে উহাদের কাফের বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ১০)— ঈমান ও কুফরের মাঝখানে তৃতীয় কোনো পন্থা নাই। অতএব, ফুরফুরাবীরা মধ্যপন্থী নহেন, বরং মোনাফেক পন্থী।

## "গোঁজামিল ধর্ম্মের প্রতিবাদ"

উপরের পুস্তিকাটি প্রকাশ করিয়াছেন পীর সাহেবদের বিশিষ্ট মুরীদ মহাম্মদ মোকসেদ আলি লস্কর। লস্কর সাহেব লিখিয়াছেন—[ তবলীগ জামাত কোরাণ হাদীশের খেলাফ জামাত। প্রত্যেক মুসলমানকে তবলীগে যোগ দিতে হবে এরূপ নির্দেশ শরিয়তে নাই। কোরাণ হাদীস এজমা কেয়াস এমন কি দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইমাম মোহাদ্দেশ মোজতাহেদ ফকিহ এবং গওস কুতুব ও বোজর্গানে দ্বীন আওলিয়ায়ে কেরাম পীরে কামেলগণের রায় অনুসারে প্রমাণ করা হয়েছে যে. ছয় ওসুলের তবলীগের কোন প্রমাণ বা দলিল নেই। সমালোচনার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, এই তবলিগী আন্দোলন ধর্ম্মের নামে এক ভ্রান্তিকর প্রচার মাত্র। তবলীগ জামাতে ভ্রমণ করা কঠিন নাজায়েজ। সুন্নত অল জামাতের আকিদার খেলাফী দল। হাজার হাজার সুন্নত অল জামাতের অন্তর্ভূক্ত বোজর্গানে দ্বীনগণের পথ ও মত এবং জামাত পরিত্যাগ করে তথাকথিত মনগড়া নব আবিষ্কৃত বাতেল ফেরকায় তবলীগ জামাতের ফতোয়ার অনুসরণ করে নিজের আখেরাতকে বরবাদ করা উচিত হবে কি ? ( গোঁজামিল পৃষ্ঠা ৮/৯ ) ]—অনুরূপ ১৯৯০ সালে ৯ই আগষ্ট মোজাদ্দেদ পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করা হইয়াছে। উক্ত বিজ্ঞানের একাংশ পাঠ করুন ঃ— "ফেৎনাবাজ তাবলীগ জামাতে যোগ দেওয়া চলিবে না। ···এবার আমি দেওবন্দী সমর্থিত ওহাবী মতাবলম্বী তবলীগ জামাতের কয়েকটি নমুনা সংক্ষেপে নিম্নে পেশ করিলাম ঃ— প্রত্যেক সৃষ্টি ছোট হউক কিংবা বড়, নবী হউক কিংবা না হউক সকলেই আল্লাহের শানের নিকট চামার অপেক্ষাও অধিক নিকৃষ্ট ( খারাপ )। ( তাকবিয়াতুল ঈমান, লেখক মৌঃ ইসমাইল দেহলবী ) হুজুর রসুলে করীম (সঃ) কে ভাই বলা জায়েজ, কেন না তিনিও মানুষ। ( তকবিয়াতুল ঈমান ও বারাহীনে কাতেয়া, লেখক ইসমাইল দেহলবী ও খলিল আহমাদ আম্বেহটী ) যে ব্যক্তি রসুলুল্লাহকে শাফায়াৎকারী জ্ঞান করে, সে মুশরিক। যে ব্যক্তি কোন নবী ও অলীর কূপের পানিকে তাবারক জ্ঞান করিয়া আনে সে মুশরিক। যে ব্যক্তি দূর দেশ হইতে কোন নবী ও অলীর বাড়ীতে কিংবা মাজারে যাইবার জন্য নিয়ত করিয়া যাত্রা শুরু করে, সে মুশরিক। যে ব্যক্তি কোন রওজা ( মাজার ) হইতে ফিরিবার সময় পিঠ না দেখাইয়া ভক্তি সহকারে পিছনের দিকে হাঁটে, সে মুশরিক। ( তকবিয়াতুল ঈমান )

pdf By Syed Mostafa Sakib



উক্ত পুস্তকে তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ইয়া রসুলাল্লাহ (সঃ) বলে সে কাফের। ( তকবিয়াতুল ঈমান ) যে ব্যক্তি মিলাদ শরীফে কেয়াম করে, সে কাফের। ...মাদ্রাসা দেওবন্দের আলেমগণের সংস্পর্শে আসিয়া হুজুর রাসুলে করীম উর্দু ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ( বারাহীনে কাতেয়া লেখক খলিল আহমাদ, পৃঃ ৩০ · আমলের দিক দিয়া উম্মতি নবীর সমান হইয়া যায়, আবার কখনও বাড়িয়া যায়। ( তাহজীরুন্নাস, লেখক মৌঃ কাসেম নানুতুবী ) আমি হুজুর রসুলে করীমকে স্বপ্নে দেখিলাম তিনি পড়িয়া যাইতেছেন ( দোজখে ), আমি তাহাকে পতন হইতে রক্ষা করিলাম। ( বালা গাতুল হায়রান, লেখক মৌঃ হোসেন আলী ) ( মুজাদ্দিদ পৃঃ ৪, ৯ই আগষ্ট, ১৯৯০ সাল ) ] - ফুরাফুরা পন্থী আলেমগণ তাবলীগ জামাতের বিরুদ্ধে প্রায় ডজনাধিক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া মাওলানা সায়ফুদ্দীন সিদ্দিকী সাহেব বাংলার ৮০ জন আলেমের সমর্থনে একটি পুস্তিকা প্রচার করতঃ তাবলীগ জামাতকে বেদ্আত ও নাজায়েজ প্রমাণ করিয়াছেন। অনুরূপ মাওলানা আবু জাফর সিদ্দিকী সাহেবের বিশিষ্ট মরীদ মাওলানা আবদুল খালেক সাহেব ভারতবর্ষের আলেমদের ফতওয়া সংকলন করতঃ একটি পুস্তিকা প্রচার করিয়া তাবলীগ জামাতকে হারাম প্রমাণ করিয়াছেন। মোট কথা, তাবলীগ জামাতের বিরুদ্ধে ফুরফুরাবীদের হাতিয়ার শেষ হইয়া গিয়াছে বলিলে চলে। আমার নিরপেক্ষ পাঠকগণকে উপরের উদ্ধৃতিগুলি আরো একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। এইবার ঈমান শর্তে বলুন! উলামায়ে দেওবন্দ তথা তাবলীগ জামাত কি মুসলমানদের দল? কোনো অমুসলিম ইহুদী ও ঈসায়ী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রতি কি এই প্রকার জঘন্য ধারণা রাখে?

এইবার বিবেচনা করিয়া বলুন! দেওবন্দী আলেম ও তাবলিগী জামাতের সহিত যোগ দেওয়া কি মুসলমানের কাজ হইবে? ফুরফুরা পন্থী আলেমগণ দেওবন্দী ও তাবলিগীদের উলঙ্গ করিয়া উহাদের কলংক চিত্রকে দেখাইয়া সাধারণ মানুষকে সাবধান করিতেছেন। হায় আফসোস, সাধারণ মানুষ কেমন করিয়া সাবধান হইবেন! যাহারা সাবধান করিতেছেন, তাহারাই তো বেশি অসাবধান। এখন সাবধান হইতে হইলে প্রথমে সাবধানকারীদের থেকে সাবধান হওয়া অত্যাবশ্যক হইয়া যায়। দেওবন্দী—তাবলিগীদের থেকে যত দূরে থাকার প্রয়োজন, উহা অপেক্ষা বেশি ফুরফুরাবীদের থেকে দূরে থাকা প্রয়োজন। অনেক সময়ে বে-কায়দায় পড়িয়া চোরও চোর, চোর বলিয়া চিৎকার করিয়া থাকে। অনুরূপ অবস্থা ফুরফুরা পন্থী আলেমদের। ইহারা 'ওহাবী, দেওবন্দী ও তাবলিগী' বলিয়া চিৎকার করিতেছেন। কিন্তু নিজেরাই ওহাবী, দেওবন্দী ও তাবলিগী হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। প্রকাশ্যে শত্রুতা করিলে সাবধান হওয়া সম্ভব। কিন্তু দোস্তের বেশে দুশমনী

pdf By Syed Mostafa Sakib


করিলে সাবধান হওয়া অসম্ভব। ওহাবী, দেওবন্দী ও তাবলিগীদের থেকে বাঁচা সহজ। কিন্তু ফুরফুরাবীদের থেকে বাঁচা কঠিন। কারণ, ইহারা 'রাহনুমা' ( পথপ্রদর্শক ) হইয়া 'রাহজান' ( ডাকাত ) এর ভূমিকায় রহিয়াছেন। যাহারা দেওবন্দী তাবলিগীদের থেকে দূরে থাকিবার জন্য শতবার সাবধান করিতেছেন, আবার তাহারাই উহাদের সর্বস্তরে সাহায্য করিতেছেন। ইহারা দেওবন্দীদের মাদ্রাসার উন্নতিকল্পে গলা বাজাইয়া আদায় করিয়া থাকেন। এই শয়তানের শিষ্যরা নিজেদের সভায় সাতবার কিয়াম করিয়া থাকেন। কিন্তু দেওবন্দীদের সভায় ভুলিয়াও একবার করেন না। অধিকাংশ স্থানে ইহারা নিজেদের সন্তানকে দেওবন্দে এবং দেওবন্দী মাদ্রাসায় পড়াইতেছেন। ইহারা দেওবন্দীদের পুস্তকাদী ব্যাপক বিক্রয় করিতেছেন। আবার দেওবন্দীদের পীর সাজাইয়া সাধারণ মানুষকে উহাদের হাতে মুরীদও করাইতেছেন। ইহারা বহু স্থানে তাবলীগের মারকাজ করিয়াছেন। এক কথায়, ইহারা দাজ্জালীতে দেওবন্দীদের ছাড়িয়া গিয়াছেন।

## আবু জাফর সাহেবের প্রধান খলীফা

ফুরফুরার মেজো হুজুর মাওলানা আবু জাফর সিদ্দিকী সাহেব বর্তমানে সর্বদিক দিয়া ফুরফুরাবীদের প্রধান। তিনি বহু বই-পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি প্রথম জীবন হইতেই বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেওবন্দী ও তাবলিগী জামাতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন। আজও তিনি উহাদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া রহিয়াছেন। হয়তো অনেকেই জানেন না, আবু জাফর সাহেবের জীবনী প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। উক্ত জীবনীতে তাঁহার খলীফাগণের তালিকায় প্রথম স্থান আধিকার করিয়াছেন মাওলানা নুরুল হক সাহেব। ইনি আমার এক কালের উস্তাদ। যখন হইতে ইনি ওহাবী দেওবন্দী তাবলিগী জামাতের পিছনে ছায়ার ন্যায় চলিতে আরম্ভ করিলেন, তখন হইতে ইহার সহিত আমার মত বিরোধের সূত্রপাত হয়, পরে ইহা চরম রূপ ধারণ করতঃ ১৯৮৭ সালের ১৩ই জুন মোনাজারার দিন ধার্য হইয়া যায়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সরকারী পক্ষ হইতে বাহাস বয়কট হইয়াছিল। যাই হোক, এই সমস্ত কারণে আমি তাঁহার সহিত গুরু শিষ্যের সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছি। —নুরুল হক সাহেব আর পৃথিবীতে নাই। তিনি ১৯৯৩ সালের ৫ই জুলাই ইন্তেকাল করিয়াছেন। তাঁহার এক বিশেষ আত্মীয় অত্যন্ত তড়িঘড়ির মধ্যে তাঁহার জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত জীবনী হইতে কিছু কিছু অংশের উপর আলোকপাত করিতেছি, যাহাতে আবু জাফর সিদ্দিকী সাহেবের সংগ্রামের সত্যতা সাধারণ মানুষ সহজে বুঝিতে পারেন। জীবনীকার লিখিয়াছেন :—"হুজুর ফুরফুরা শরীফের পীর সিলসিলার অনুরাগী ছিলেন, ইহা সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া কেবলমাত্র

pdf By Syed Mostafa Sakib



খানকাহ, শরীফের এল্‌মে তাসাউফকে মানুষের মধ্যে সংক্রামিত করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। একদিকে যেমন তিনি ছিলেন হজরত বড় পীর সাহেব আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ), হজরত দাদা হুজুর কেবলা (রহঃ) এবং তাঁহার সন্তান সন্ততিগণের 'পীর' সিলসিলার অনুরাগী, অপরদিকে তেমনি ছিলেন শায়খুল হাদিস হজরত জাকারিয়া (রহঃ) হজরত ইলিয়াস (রহঃ) দের ভক্ত। তাঁহাদের সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে, রমজান মাসে তাঁহাদের সহিত একত্রে এতেকাফ করিবার জন্য, তিনি ছুটিয়া যাইতেন সাহারানপুরে। একদিকে যেমন তিনি আজীবন চালাইয়াছেন মজলিসে হালকায়ে জেকের। অগণিত মানুষকে মুরিদ করিয়া চার তরিকার সবক দিয়াছেন। জিন্দা রাখিয়াছেন ফুরফুরা শরীফের বাতেনী শিক্ষার ভাবধারাকে, অপরদিকে তেমনি পুরা মাত্রায় চালাইয়া গিয়াছেন তবলীগের কাজ। সংগ্রামপুরে চলিয়া আসিবার পর প্রতিদিন এশার নামাজের শেষে দ্বীনি তা'লীমে তিনি স্বয়ং বয়ান করিতেন। চিল্লার জন্য তাশ্‌কীলে অংশ নিতেন। প্রতি সোমবার মহল্লায় গাশ্‌তে বাহির হইতেন। প্রতি শুক্রবার হাজির হইতেন মগরাহাট মারকাজে। ..... 'আকীদাহ' সম্বন্ধে তাঁহার এ রকম সূক্ষ্ম 'ফিকির' ছিল বলিয়াই তিনি পীর তবলীগের বিবাদের লিপ্ত হন নাই। মিলাদের দরুদ পাঠে কখনো 'কেয়াম' করিয়াছেন, কখনো বসিয়া দরুদ পড়িয়াছেন। ধর্ম সম্বন্ধে কখনোই কোনও প্রকার গোঁড়ামি তাঁহার ছিল না। ( জীবনী ৩১/৩২/৩৩ পৃষ্ঠা ) ]—ফুরফুরা পন্থীগণ, গভীরভাবে চিন্তা করুন! আপনাদের দলনেতা মাওলানা আবু জাফর সিদ্দিকী সাহেবের সাধারণ মুরীদ নন, বরং প্রধান খলীফা মাওলানা নুরুল হক সাহেব। তিনি কেবল মাওলানা জাকারিয়া সাহেব ও মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের ভক্ত ছিলেন না, বরং উহাদের সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে সুদূর সাহারানপুর ছুটিয়া যাইতেন। আল্লাহু আকবার! জাকিরিয়া সাহেব, যিনি নিজেকে ওহাবী বলিয়া গৌরব করিতেন এবং ইলিয়াস সাহেব, যিনি ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম, দ্বীনের নামে বে-দ্বীনি ও মিলনের নামে বিচ্ছেদের আগুন জ্বালাইয়াছেন। যাহাদের বিরুদ্ধে আবু জাফর সাহেব শয্যাশায়ী অবস্থায় আজও সংগ্রাম করিতেছেন। সেই আবু জাফর সাহেবের প্রথম সারির সেরা শিষ্য পীরের জীবদ্দশায় পরদুয়ারী হইয়া সাহারানপুর যাইতেন কেন? মুর্শিদের নিকট কি মুরীদের উপযুক্ত খোরাক ছিল না? না মুরীদ মুর্শিদের উপযুক্ত খোরাক পাইয়াও পরিতৃপ্ত হইতেন না? দুইটিই হইল মারেফাতের ময়দানে মারাত্মক ক্ষতিকর।

যদি মুর্শিদ মুরীদের উপযুক্ত আহার প্রদান করিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে তিনি মুর্শিদ নন। অনুরূপ মুরীদ যদি মুর্শিদের আহারে আত্মাকে শান্তনা দিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে তিনিও মুরীদ নন। আবু জাফর সিদ্দিকী সাহেব তথা সমস্ত ফুরফুরা পন্থী আলেমগণ যে 'চিল্লার' বিরুদ্ধে চিৎকার করিতেছেন। নুরুল হক সাহেব সেই 'চিল্লার'

pdf By Syed Mostafa Sakib



সপক্ষে প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালাইতেন। আবার প্রতি শুক্রবার হাজির হইতেন মগরাহাট মার কাজে। আমাদের এলাকায় দেওবন্দীদের সহিত ফুরফুরাবীদের মতপার্থক্যের সুদৃঢ় দেওয়ালটি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন নুরুল হক সাহেব। যাহার কারণে এলাকার মানুষ বাঁধ ভাঙ্গা স্রোতের ন্যায় দেওবন্দী ও তাবলিগী মুখি হইয়া পড়েন। ঠিক এই সময়ে আমি আবু জাফর সিদ্দিকী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়াছিলাম—যেই রক্ষক সেই ভক্ষক। আপনি যাহার উপর এলাকার দায়িত্ব দিয়াছেন, তিনি তাবলিগী জামাতের আমির হইয়াছেন। তিনি বেশ কিছুক্ষণ গম্ভীর থাকিবার পর বলিলেন, ওনাকে তো সেভাবের বোঝা যায় না। মাস দুয়েক পর যখন আবার সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম, তখন তিনি নিজেই আমাকে বলিলেন, কি গো? নুরুল হক সাহেব সম্পূর্ণ অস্বীকার করতঃ বলিলেন যে, তাবলিগী জামাতের সহিত আমার কোনো সম্পর্ক নাই এবং আমি মগরাহাটে যাই না। তখন আমি মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিলাম, আপনি এলাকার সাধারণ মানুষের নিকট হইতে আসল সংবাদ সংগ্রহ করুন। আল্ হামদু লিল্লাহ, প্রায় এক যুগ পর নুরুল হক সাহেবের জীবনীকার তাঁহার তাবলিগী খিদমাত সম্বন্ধে যথার্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শেষ জীবনে নুরুল হক সাহেব তাবলীগের কাজে খুব ঝাঁপাইয়া পড়িলেও প্রথম জীবন হইতে দেওবন্দীদের সহিত তাঁহার সুসম্পর্ক ছিল। যথা, জীবনীকার লিখিয়াছেন—[ " ১৯৪৭ সালে হুজুর প্রথম বার হজ যাত্রা করেন হজ যাত্রার প্রাক্কালে তিনি মগরাহাট নিবাসী স্বনামধন্য হজরত আবদুল হক (রহঃ) সাহেবকে তাঁহার স্থলে শিক্ষকতার কার্যে নিযুক্ত করিয়া যান।" ( জীবনী ২৬ পৃঃ ) অনুরূপ ১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা মোল্লার চক নিবাসী আলহাজ মাওলানা ইয়াহিয়া মল্লিক সাহেব একজন একনিষ্ঠ দ্বীনদার খোদা ভক্ত মানুষ। তবলীগের কাজে তিনি সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।" ]—মুর্শিদের সহিত মুরীদের সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম বিষয়ে মতভেদ ঘটিলে আধ্যাত্মিক যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়। আবু জাফর সিদ্দিকী সাহেব যেখানে যাইতেন, যে কাজ করিতে ও যাহাদের সহিত মিসিতে কঠোর নিষেধ করিতেছেন, নুরুল হক সাহেব বে-লাগাম হইয়া সেই সমস্ত কাজে গভীর আগ্রহে অগ্রসর হইয়াছেন। 'আকীদাহ' সম্বন্ধে তাঁহার সূক্ষ্ম 'ফিকির' ছিল বলিয়াই নাকী তিনি পীর-তবলীগের বিবাদে লিপ্ত হন নাই। তাহা হইলে কি আবু জাফর সাহেবের মধ্যে 'আকীদাহ' সম্বন্ধে সূক্ষ্ম ফিকির নাই বলিয়াই তিনি পীর-তবলীগের বিবাদে লিপ্ত হইয়া গোঁড়ামো করিতেছেন? ইসলামের মা'মুলী বিষয়কে নয়, বরং মৌলিক বিষয়কে 'আকীদাহ' বলা হয়। যাহার মধ্যে 'আকীদাহ' সম্পর্কে সূক্ষ্ম জ্ঞান নাই অথবা 'আকীদার' উপর দৃঢ়তার সহিত দাঁড়াইতে পারেন না, তিনি আদৌ পীর নহেন। অনুরূপ এই প্রকার ব্যক্তিকে মুরীদ করতঃ খিলাফত প্রদান করা আদৌ উচিৎ নয়। উলামায়ে দেওবন্দ মূলতঃ

pdf By Syed Mostafa Sakib



'কেয়াম' করাকে শির্ক বলিয়া থাকেন। নুরুল হক সাহেব উহা বসিয়া করুন অথবা দাঁড়াইয়া করুন, দেওবন্দীদের ধারণা অনুযায়ী তাঁহার স্থান কোথায়, তাহা বুঝিবার মত সূক্ষ্ম ফিকির যদি থাকিত, তাহা হইলে তিনি ওহাবী দেওবন্দীদের সহিত সুসম্পর্ক গড়িতেন না এবং ওহাবীদের আড্ডাখানা মগরাহাট হইতে সাহারানপুর পর্যন্ত দৌড়াদৌড়ি করিতেন না। তিনি নাকী সকল প্রশ্নের উর্দ্ধে থাকিয়া যেখানে যেটুকু উত্তম দেখিতেন, ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। যদি এই কথা সত্য হয়, তাহা হইলে জামাতে ইসলামীর মধ্যে কি কোনো উত্তম কাজ ছিল না? দ্বীনের খিদমাতে তাহাদের পাশে ঝাঁপাইয়া পড়েন নাই কেন? বেরেলবীরা কি সর্বস্তরে আগুন লাগাইয়া রাখিয়াছেন? তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত তাহাদের বিরুদ্ধে বিষদ্‌গার করিয়া গিয়াছেন কেন? আমরা যথেষ্ট উপলব্ধি করিয়াছি, তাঁহার মধ্যে 'আক্বীদাহ' সম্বন্ধে সূক্ষ্ম ফিকির তো দূরের কথা, সাধারণ ফিকিরটুকু ছিল না। উপরোন্ত বাস্তব জ্ঞানের চরম অভাব ছিল। তিনি পরের মুখে ঝাল খাইতেন। ১৯৮৪ সালে যখন তিনি আমার সম্পর্কে চরম অপপ্রচার করিতেছিলেন, তখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া অতি বিনয়ীর সহিত ইহার কারণ জানিতে চাহিলে. তিনি এক গাল হাঁসিয়া বলিয়াছিলেন, তুমি আমাকে না বলিয়া হজ করিতে গিয়াছিলে কেন? —হুজুর বিশেষ কারণে উহা সম্ভব হয় নাই বলিয়া আপনি যেগুলি বলিতেছেন, সেগুলি কি সত্য? —'আমি যাহা শুনি, তাহাই বলিয়া থাকি।'—লা হাউলা অলা কু আতা ইল্লা বিল্লাহ।

জীবনীকার লিখিয়াছেন—[ "হজরত মোহাম্মদ নুরুল হক (রহঃ) সাহেব ছিলেন একজন সার্থক আল্লাহর ওলী। পৃথিবীতে অমন মানুষ খুব কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।" ] তিনি আরো লিখিয়াছেন—"হুজুর আর নাই! কথাটি যেন নিমেষ মধ্যে কেমন করিয়া চারিদিকে দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়িল। যেমন ভাবে শওয়ালের চাঁদ রমজানের বিদায়ের সংবাদ বিশ্বময় ছড়াইয়া দেয়, যেমন ভাবে ইস্রাফিলের (আঃ) বাঁশী কেয়ামতের সংবাদ বিশ্বময় ছড়াইয়া দিবে—যেন তেমনি ভাবেই হুজুরের এন্তেকালের সংবাদ চারিদিকে বাতাসের গতিতে ছড়াইয়া পড়িল।" ( জীবনী ৬ ও ৮২ পৃষ্ঠা ) ] জীবনীকার ধরাকে সরা মনে করিয়াছেন, তিল্‌কে তাল করিবার ব্যাপার করিয়াছেন। নুরুল হক সাহেব যাহাই থাকুন না কেন, 'তাঁহার মত মানুষ পৃথিবীতে খুব কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন' বলা কলমের কালী অপচয়ের নামান্তর। জীবনীকারের ধারণায় যদি তাঁহার মত মানুষ পৃথিবীতে খুব কমই জন্ম নিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে 'দক্ষিণবঙ্গের কামেল পীর' বলিয়া উপাধী না দিয়া দুনয়ার কামেল পীর বলিলেই তো ভাল হইত। কিসের সহিত কিসের তুলনা! শওয়ালের চাঁদ উঠিলে জগৎ জুড়ে প্রতিক্রিয়া হয় এবং হজরত ইস্রাফীল আলাইহিস্ সালামের মহা বাঁশীর মহা শব্দে মহা প্রলয় ঘটিবে। এই সমস্ত খোদাই জিনিষের সহিত নুরুল হক সাহেবের

pdf By Syed Mostafa Sakib



মৃত্যু সংবাদের তুলনা করিতে যাওয়া নিছক আহমকী ছাড়া কিছুই নয়। মৃত্যু সংবাদ বাতাসের গতিতে ছড়াইয়া পড়িবার পরও মাইকিং করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল কেন? যাক, কেহ নিজের চেরাগকে সূর্য বলিলে কাহারো কিছু করিবার নাই। —ফুরফুরা পন্থীগণ, আবু জাফর সিদ্দিকী সাহেবের সংগ্রামের সত্যতা উপলব্ধি করুন! তিনি যে দেওবন্দী ও তাবলিগীদের বিরুদ্ধে মরিয়া হইয়া সংগ্রাম করিতেছেন, নুরুল হক সাহেব মরিয়া হইয়া সেই দেওবন্দী ও তাবলিগীদের খিদ্‌মত করিয়া গিয়াছেন। অথচ পীরি মুরিদী অটুট। কই নুরুল হক সাহেবের খিলাফত তো বাতিল হয় নাই। এইবার বলুন, ফুরফুরাবীগণ তাবলীগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছেন, না শয়তানী করিতেছেন? যদি উহাদের সংগ্রাম সত্য হয়, তাহা হইলে নুরুল হক সাহেবের খিলাফত বাতিল করিয়া দেওয়া তাহাদের ঈমানী কর্তব্য হইয়া যায়। অন্যথায় বাংলার মানুষকে বিভ্রান্ত না করিয়া তাবলীগের বিরুদ্ধে বিষদ্‌গার বন্ধ করা উচিৎ। ধন্যবাদ সেই মোনাফিক আহমাদুল্লাহ মেদিনীপুরী সাহেবের। যিনি সারা জীবন দেওবন্দীদের বিপক্ষে থাকিয়া জীবনের শেষে সপক্ষে হইয়া ইং ৬-১১-৮৮ সালে দেওবন্দীদের সহিত একমত হইয়া 'যৌথ বিবৃতি' নামে একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করতঃ উহাদের আহলে সুন্নাত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আজ পর্যন্ত আবু জাফর সিদ্দিকী সাহেব আহমাদুল্লাহ সাহেবের বিরুদ্ধে টু শব্দ করেন নাই। এক কথায়, ইহাদের নীতি নৈতিকতা বলিয়া কিছুই নাই। যখন যেমন তখন তেমন. যেখানে যেমন সেখানে তেমন করিয়া কোনো প্রকারে নিজেদের ব্যবসা বহাল রাখিবার চেষ্টায় রহিয়াছেন।

## 'দেওবন্দীদের কতিপয় ভ্রান্ত মতবাদ ও তার রদ্দ'

উপরের পুস্তিকাটি প্রণয়ন করিয়াছেন ফুরফুরা পন্থী আলেম মোঃ আবদুল কাইউম সাহেব। লেখক দেওবন্দী আলেমদের গোমরাহী সম্পর্কে উহাদের কিতাব হইতে যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছেন। পুস্তিকাটি প্রত্যেক পাঠকের পড়াইবার ইচ্ছা থাকিলেও স্থানাভাবে সম্ভব নয়। আশাকরি কিছু কিছু অংশের উদ্ধৃতি পাঠ করিলে পাঠকবৃন্দ উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে. গোমরাহীতে ফুরফুরাবীরা দেওবন্দীদের থেকে খুব পিছিয়ে নয়। আবদুল কাইউম সাহেব লিখিয়াছেন—[একথা সকলেই জানেন যে, আমাদের এদেশে ফুরফুরা ও দেওবন্দীদের মধ্যে আকায়েদ ও কিছু আমল সংক্রান্ত বিষয়ে এক বিশেষ মতভেদ আছে। ...এমনকি ফুরফুরা পন্থী বহু ব্যক্তি পরীক্ষামূলক স্বাদ গ্রহণ করিতে যাইয়া একেবারে উহাতে ডুবিয়া গিয়াছে। শেষ অবধি অজ্ঞান বশতঃ পূর্বেকার মানিত ফুরফুরা সেলসেলাকে তুচ্ছ জ্ঞান করতঃ উক্ত সেলসেলার মুকুটমণি মোজাদ্দেদে জামান দাদা হুজুর কেবলা (রঃ) কে ছোট জ্ঞান করতঃ তাচ্ছিল্য বশতঃ তাঁর মোজাদ্দেদিয়াতের অস্বীকার

pdf By Syed Mostafa Sakib


করিতে বসিয়াছে। আর সেই সাথে তাঁহার নায়েব উক্ত সেলসেলার ও হানাফী মজহাবের ব্যারিষ্টার, বিখ্যাত ফকীহ, আলামায় বাংলা বসিরহাট হুজুর (রঃ) কেও তাহারা একহাত নিতেছে। এক কথায় বর্তমান দেওবন্দীদের তৎপরতায় ও তবলিগী জামায়াতের বাড়াবাড়ীতে আমাদের এদেশে ফেৎনা খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। সে কারণ আমরা এতদিন যে সমস্ত বিষয় জানা সত্বেও সমাজের কাছে প্রকাশ করেনি। এক্ষণে সত্যের খাতিরে দেওবন্দীদের সহিত ফুরফুরা পন্থীদের মতবিরোধ ও মতভেদের কারণগুলি কি তাহা ব্যক্ত ও অবগত করাইতে বাধ্য হইতেছি, যাহাতে সমাজের মানুষের সত্যাসত্য নির্বাচন করা সহজ হয়। বিশেষত এই পুস্তিকার আর এক মহৎ উদ্দেশ্য দেওবন্দীদের সেই সমস্ত বদ আকিদা ও মসলা হইতে মানুষকে সতর্ক করা যে সমস্ত বিষয়ে গোটা বিশ্ব আহলে সুন্নত অল জামায়াত একমত কিন্তু দেওবন্দীগণ তাহার বিপক্ষে! .....সুতরাং দেওবন্দীদের গোপন রহস্য জানিতে ও তাহাদের থেকে সতর্ক হইতে এবং খাঁটি আহলে সুন্নত অল জামায়াতের উপর এস্তেকামাত ( অবিচল ) থাকিতে এ পুস্তিকা আপনার এবং সকল মুসলমান ভাইয়ের একান্ত হাতিয়ার। ( পৃঃ ১।২ ) ]—মাজহাবের মৌলিক বিষয়গুলিকে 'আকায়েদ' বলা হয়। আবদুল কাইউম সাহেব স্বীকার করিয়াছেন যে, দেওবন্দীদের সহিত ফুরফুরাবীদের আকায়েদে মতভেদ রহিয়াছে। যাহাদের 'আকায়েদ' খারাপ হইয়া গিয়াছে, তাহারা গোমরাহ। যাহারা পথভ্রষ্ট-গোমরাহ, তাহারা কোনোদিন আহলে-সুন্নাত হইতে পারে না। আবদুল কাইউম সাহেব যে দেওবন্দীদের গোমরাহ প্রমাণ করতঃ সাধারণ মানুষকে সাবধান করিতেছেন, সেই গোমরাহ দেওবন্দীদের আহলে সুন্নাত বলিয়া মাওলানা রুহুল আমীন সাহেব ও আহমাদুল্লাহ সাহেব সার্টিফিকেট দিয়াছেন। আহলে সুন্নাতকে গোমরাহ বলা গোমরাহী। অনুরূপ গোমরাহদের আহলে সুন্নাত বলা গোমরাহী। আবদুল কাইউম সাহেব জাগ্রত বিবেকে জবাব দিন! রুহুল আমীন সাহেব গোমরাহ-দেওবন্দীদের আহলে সুন্নাত বলিয়া গোমরাহ হইয়াছেন, না আপনি আহলে সুন্নাত-দেওবন্দীদের গোমরাহ বলিয়া গোমরাহ হইতেছেন? আপনার ভাষায় মাজহাবের ব্যারিষ্টার রুহুল আমীন সাহেব যাহাদের আহলে সুন্নাত বলিয়াছেন, তাহাদের গোমরাহ প্রমাণ করিতে যাওয়া আপনার চরম গোমরাহী হইতেছে। মানুষ বিষ খাইলে নিজেই মরিয়া যায়। কিন্তু বিশ্বাস খাইলে তাহার বংশ মরিয়া যায়। ওহাবীদের তরফদার রুহুল আমীন সাহেব হানিফী মাজহাবের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া গিয়াছেন। আজও আপনারা বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছেন। যাহার কারণে আপনাদের সিলসিলা বাতিল হইতে চলিয়াছে। রুহুল আমীন সাহেব হইতে আপনাদের সবার দ্বিমুখী মুনাফেকী নীতির কারণে শত শত সাধারণ মানুষের ঈমান ও ইসলামের ভরাডুবি হইয়াছে। রব্বুল আ'লামীন আল্লাহ, যাহাদের প্রতি করুণা

pdf By Syed Mostafa Sakib 

করিয়াছেন, তাহারা সিলসিলাকে তুচ্ছ জ্ঞান করতঃ ঈমানের হিফাজতের জন্য আহলে সুন্নাত-বেরেলবীদের পাশে আশ্রয় নিয়াছেন। —দেওবন্দীদের গোপন রহস্য—বদ্ আকীদাহ জানা সত্বেও এতদিন প্রকাশ করেন নাই। আজ সত্যের খাতিরে প্রকাশ করিতেছেন. না বেঈমান ব্যবসিকদের ব্যবসা ঢিলঢাল হইয়া যাইবার কারণে প্রকাশ করিতেছেন। যুরফুরা পন্থীগণ. ভাল করিয়া বুঝুন !

আবদুল কাইউম সাহেব লিখিয়াছেন—[ * আল্লাহ পাক সম্পর্কে দেওবন্দীদের আকিদা * আল্লাহ পাক মিথ্যা বলিতে পারেন। চুরি করিতে পারেন। অত্যাচার করিতে পারেন। এক কথায় বান্দারা যত রকম কাজ করিতে পারেন আল্লাহ পাক হইতেও সেই সমস্ত কাজ সম্পন্ন হওয়া সম্ভব। এবং এই সমস্ত কাজ করাতে আল্লাহ পাকের জাতে কোন ঘাটতি আসিবে না। ····* হুজুর (ছঃ) সম্পর্কে দেওবন্দীদের আকিদা * যদি মেনে নেওয়া হয় যে, হুজুরের যুগে অথবা হুজুরের পরের যুগে কোন নবী আসিবে তাহা হইলে হুজুর (ছঃ), এঁর শেষ নবী হওয়ায় কোন পার্থক্য আসিবে না বরং তাঁর শেষ নবী হওয়া বাকী থাকিবে। ···মন্তব্য ঃ—এখানে হুজুরের পরে নবী আসা সম্ভব তাহা স্বীকার করা হইল। ইহাতে মিথ্যুক নবী দাবীদারগণ শক্তিশালী হইল। এবং কোরআন হাদিস পরিবর্তন করা সহজ হইল। ইহাতে হিংসুক ভণ্ডদের হাত থেকে ইসলাম রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িল। একথা মানিলে এবং কেতাবে লেখা থাকিলে ইসলাম বাঁচিবে তো ? ( পৃষ্ঠা ৩। ৪ ) ]—ইসলাম বাঁচিবে কিনা. আবদুল কাইউম সাহেব জিজ্ঞাসা করিতেছেন কাহাকে ? ইসলাম মরিয়া গেলেই কি আপনাদের শোক হইবে ? যাহাদের দ্বারায় ইসলাম মরিবে বলিয়া আপনি আশঙ্কা করিতেছেন, তাহাদের সম্পর্কে তো আপনার ব্যারিষ্টার বাবু আহলে সুন্নাত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আহলে সুন্নাতদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে তাতাইয়া ব্যবসার বাজার গরম করিতে চাহিতেছেন ? —আবদুল কাইউম সাহেব লিখিয়াছেন—[ * হুজুর (ছঃ) এলমে গায়েব সম্পর্কে দেওবন্দীদের আকিদা * মাওলানা থানুবী সাহেব লিখিত হেফজুল ঈমান ৮ পৃষ্ঠা +·····মন্তব্য ঃ— এ স্থলে মাওলানা থানুবী (ছাঃ) জায়েদ, ওমার বালক, উন্মাদ, পশু ও চতুষ্পদের অদৃশ্যের জ্ঞান রাখিবার সহিত হুজরতের অদৃশ্য জ্ঞান রাখিবার তুলনা দিলেন। এক্ষণে বক্তব্য আল্লাহ তায়ালা অহি এলম ও কাশফ কর্তৃক তাহাকে আসমান, জমিন, ভূত ভবিষ্যতের প্রাচীন ও পরবর্ত্তী কালের বহু এলমে গায়েব শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহার এলমের সহিত উন্মাদ ও পশুকুলের এলমের তুলনা দেওয়া তাঁহার অবজ্ঞা ও অপমান করা হইল কিনা ? ইহা তাঁহার শানের খেলাপ কিনা ? তাই জিজ্ঞাসা করি বেরেলীদের জব্দ করিতে রছুল (ছঃ) এর প্রতি কি এই আঘাত ? ( পৃষ্ঠা ৪। ৫ ) ]—প্রথমে লেখককে জিজ্ঞাসা করিতেছি—আপনি 'থানুবী (ছাঃ)' লিখিয়াছেন, ইহার অর্থ কি ?

pdf By Syed Mostafa Sakib



আপনিও কি দেওবন্দীদের ন্যায় থানুবী সাহেবকে নবী ও রাসুল বলিয়া মানেন ? —আবদুল কাইউম সাহেব সত্যই যদি আপনার ধারণায় থানুবী সাহেবের উক্তিতে হুজুরের অবজ্ঞা ও অপমান করা হইয়া থাকে এবং তাঁহার শানে আঘাত হানা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই থানুবী সাহেবকে আহলে সুন্নাত বলা কি বেঈমানী নয় ? রুহুল আমীন সাহেবকে অপমান সূচক কথা বলিলে নিশ্চয় আপনি ক্ষমা করিবেন না। এইবার বলুন. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের অপমানকারীকে যিনি ক্ষমা করতঃ আহলে সুন্নাত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তিনি কি হানিফী মাজহাবের ব্যারিষ্টার, না বেঈমান ?—আর যখন ব্যারিষ্টার বাবুর বিচারে আসামী বেকসুর খালাস হইয়া গিয়াছেন, তখন আবার আসামীর অপরাধের কথা উদ্‌যাপন করতঃ রায়ের অবমাননা করিতেছেন কেন ? —আবদুল কাইউম সাহেব লিখিয়াছেন—[ * রসুল পাকের জ্ঞান সম্পর্কে দেওবন্দীদের আকিদা * রসুল পাকের জ্ঞান শয়তান ও মালাকুল মওতের জ্ঞান হইতে কম, তথা শয়তানের জ্ঞান রসুল পাকের থেকে বেশি। ··· মন্তব্য :— রসুল পাকের তুলনায় শয়তানের এলম বেশি বলিলে আকিদা ঠিক থাকিবে তো ? সাধারণ অজ্ঞ মানুষের নিকট রসুল পাকের ইজ্জত বাঁচিবে তো ? মানুষ শয়তানী কাজ বন্ধ করবে না বেশি করবে ? ( পৃষ্ঠা ৫ । ৬ ) ]—আক্বীদাহ ঠিক থাকুক অথবা নাই থাকুক, রসুল পাকের ইজ্জত বাঁচুক অথবা নাই বাঁচুক, শয়তানী কাজ বন্ধ করুক অথবা নাই করুক, তাহাদের দেওবন্দীদের কি যায় বা আসে ? আপনাদের বালচেরা ব্যারিষ্টারের চুলচেরা বিচারে তো তাহারা আহলে সুন্নাত। ছিঃ ছিঃ, সুন্নীদের বিরুদ্ধে নির্লজ্জের মত কলম ধরিয়াছেন ! আবদুল কাইউম সাহেব আরো লিখিয়াছেন—[ প্রিয় পাঠক এই কথার মধ্যে লেখক বেরেলী হিংসায় মাতিয়া উঠিয়া সুস্থ মস্তিষ্ক হারাইয়া সারা দুনিয়ার পীর, পয়গম্বর, রসুল, অলি, গওছ, কুতুব এমন ধারায় খোদা পাকের মাহবুব বান্দাদের এবং শেষ পর্যন্ত খোদা পাকের নিকটতম ফেরেস্তাদেরকেও সমাজের নিচু জাতের মানুষ মুচির তুলনায়ও আরো লাঞ্ছিত অপমানিত, ঘৃণিত বললেন। নবী (ছঃ) ইহা হইতে ব্যতিক্রম নন কারণ এখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে বলা হইয়াছে। ভাবিয়া দেখিবেন :—সজ্ঞান, বিবেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি এদের সংস্পর্শ অবলম্বন করিতে পারে কি ? ( পৃষ্ঠা ৭ ) ]—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। নিরপেক্ষ পাঠক, ঈমান শর্তে বলুন ! যাহারা আউলিয়া ও আম্বিয়াগণকে মুচি অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলেন, তাহারা মুসলমান ? অনুরূপ যাহারা এই বেঈমানদের আহলে সুন্নাত বলিয়া থাকেন, তাহারা কি মুসলমান ? আবদুল কাইউম সাহেব, কাহারো ভাবিবার পরামর্শ না দিয়া নিজেই ভাবিয়া দেখুন ! আপনার কলমের প্রতি আপনার বিশ্বাস আছে কিনা। আবদুল কাইউম সাহেব লিখিয়াছেন—[ * নামাজে রসুল পাকের খেয়াল আসা সম্পর্কে দেওবন্দীদের আকিদা * নামাজে রসুল

pdf By Syed Mostafa Sakib

পাকের খেয়াল আসা নিজের গরু গাধার আকৃতিতে ডুবিয়া যাওয়ার তুলনায় আরো খারাপ। ···মন্তব্য :— ভাবিবার বিষয় ইহারা রসুল পাককে কোন দরজায় আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। নবী (ছঃ) এর ধ্যান ধারণাকে গাধা গরুর ধ্যান ধারণার তুলনায় নিকৃষ্ট বলিতে এদের অন্তর একবার কাঁপিল না ( পৃষ্ঠা ৮ ) ]—আরে নির্বোধ, হত্যা করিবার সময় যদি হত্যাকারীর অন্তর কাঁপিত, তাহা হইলে সে হত্যা করিতে পারিত না! হত্যাকারীর মধ্যে বিশেষ এক উত্তেজনা থাকিবার কারণে সে পাথরের ন্যায় শক্ত হইয়া হত্যাকাণ্ড করিয়া ফেলে। দেওবন্দী আলেমদের মধ্যে ছিল পার্থিব সার্থসিদ্ধির উত্তেজনা। তাই তাহারা পাষাণ হইয়া রসুলুল্লার ইজ্জতে আঘাত করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন আপনারা স্বাভাবিক অবস্থায় সুস্থ বিবেকে বিচার করিয়াছিলেন, তখন এই অপরাধীদের নিরাপরাধ প্রমাণ করতঃ আহলে সুন্নাত বলিতে একবার অন্তর কাঁপিয়াছিল না কেন? আবদুল কাইউম সাহেব লিখিয়াছেন [ বেরেলীদের তরফ হইতে দেওবন্দীদের কাফের বলিবার কারণ - তাহারা তাহাদের একাধিক গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন কথায় রসুল পাক (ছঃ) কে অপমান ও ছোট করিয়াছে ( যাহার কতিপয় এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। এবং এইরূপ আরও কিছু বিষয় আছে )·····নবী (ছঃ) বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি তাহার কোন ভাইয়ের কাফের বলিলে ঐ কোফরী দুজনের মধ্যে যে কোন একজনের উপর বর্তাইবে। ( তথা যে ব্যক্তি যাহাকে কাফের বলিল সে প্রকৃত কাফের না হইলে ঐ কোফরী তাহার উপর উল্টাইয়া আসিবে )। ···আমরা ( ফুরফুরা পন্থীগণ ) কাহাকেও কাফের বলিয়া আমাদের জবান ও লেখনীকে কলুষিত করতঃ হাদিস পাকের শিকার হইয়া আল্লাহ পাকের নিকট ধৃত হইতে চাহি না। ( পৃষ্ঠা ২৬। ২৭ ) ] আবদুল কাইউম ও আয়নুদ্দীন গোবিন্দীপুরীর মত ফুরফুরা পন্থী লেখকদের পাগলা গারদে রাখিলে হইবে না, বরং জন্তু-জানোয়ারের সহিত চিড়িয়া-খানায় রাখিবার প্রয়োজন। ইহারা রুহুল আমীন সাহেবের নিকট হইতে এমনই গুরুমন্ত্র শিখিয়াছেন যে, যাহাই বলুন ও করুন কেন, আসল মন্ত্র ভুলিবেন না।

আবদুল কাইউম সাহেব, আপনাদের সিলসিলায় কি শুকর, কুকুরকে কাফের বলা হয়? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে অপমান ও ছোট করিবার পরও দেওবন্দীদের যদি কাফের না বলেন, তাহা হইলে কোন্ অপরাধে কোন্ জন্তু-জানোয়ারকে কাফের বলিবেন? আপনাদের বড় হুজুর আবদুল হাই সিদ্দিকী সাহেব বলিয়াছেন— "পীর, ওলী, নবী ও আল্লার প্রতি ওহাবী কাসেমীদের ( দেওবন্দীদের ) যেভাবের আকায়েদ দেখা যায়, তাহাতে উহারা নিশ্চয়ই কাফের, কাফের, কাফের।" ( ওয়াজে বে' নযির ৩২ পৃষ্ঠা ) অনুরূপ বড় হুজুরের উক্ত ফতওয়াটি 'গোঁজামিল ধর্মের প্রতিবাদ' নামক পুস্তিকার ১০ পৃষ্ঠায় ও 'গোমরাহী যুগ' নামক বিজ্ঞাপনের ২ পৃষ্ঠার প্রচার করা হইয়াছে। আবদুল কাইউম

pdf By Syed Mostafa Sakib


সাহেব বলুন, বড় হুজুর কি শুকর, কুকুরকে কাফের বলিলেন? এই কুফরী ফতওয়া উল্টাইয়া বড় হুজুরের বুকে বসে নাই তো? কেন তিনি কাফের বলিয়া জবান কলুষিত করতঃ হাদীসের শিকার হইলেন? আরে শয়তানের শিষ্য, হাদীস বুঝিবার মত বোধ আপনাদের নাই। বিনা কারণে কাহারো কাফের বলা নিষেধ। যদি কেহ বলে, তাহা হইলে সে নিজেই কাফের হইয়া যাইবে। আর যদি শরীয়তের সংবিধান অনুযায়ী কেহ কাফের হইয়া যায়, তাহাকে কাফের বলিতেই হইবে। অন্যথায় নিজেই কাফের হইয়া যাইবে। যেমন আপনারা কাদিয়ানীদের কাফের বলিয়া থাকেন। আপনারা কাদিয়ানীদেরও কি কাফের বলেন না? আবদুল কাইউম সাহেব লিখিয়াছেন—[ বেরেলীদের রসুল পাক (ছঃ) কে হাজের নাজের জানা, হুজুর (ছঃ) এঁর সমস্ত গায়েব জানার বিশ্বাসী হওয়া,··· যাহা সমস্ত আহলে সুন্নত অল জামায়াতের বহির্ভূত কার্য্য সুতরাং ফুরফুরা পন্থীগণ খাঁটি ও মধ্যপন্থী হওয়ায় বেরেলীদের ইত্যাদি বিষয়ের সহিত একমত নন। ( পৃষ্ঠা ২৬ )]— দেওবন্দী লেখক আজীজুল হক সাহেব তাঁহার পুস্তকগুলিতে একাধিক স্থানে কখন নরমে কখন গরমে কখন চম্বন দিয়া কখন চাটি মারিয়া ফুরফুরা পন্থীদের বুঝাইবার বহু চেষ্টা করিয়াছেন যে, ফুরফুরা সিল্‌সিলা দওবন্দীদের থেকে আদৌ পৃথক নয়। কথাটি আসলই সত্য। শয়তানের দলেরা এই সত্যকে স্বীকার করিলে আমরা আরাম পাইতাম। কিন্তু উহাদের মধ্যপন্থী' বলিয়া দাবী করায় আমাদের জন্য বিপদের কারণ হইয়া গিয়াছে। আবদুল কাইউম সাহেব, আপনারা মোনাফেক সাজিয়া মধ্যপন্থী বলিয়া দাবী করিতেছেন কেন? আরে জাহেল, হুজুরকে 'হাজের নাজের' জানা যদি আহলে সুন্নাতের বহির্ভূত কার্য্য হয়, তাহা হইলে আহমাদুল্লাহ মেদিনীপুরীকে সিলসিলা হইতে ছাটাই করিতেছেন না কেন? তিনি তো 'হকীকতে মোহাম্মাদী' পুস্তকে ১৮৩ পৃষ্ঠায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে হাজের নাজের বলিয়াছেন। বেরেলবীরা কোন্ কিতাবে হুজুরের সমস্ত ইল্‌মে গায়েব ছিল বলিয়াছেন? আরে মিথ্যাবাদী! আগামীতে কলম ধরিলে কিতাবের উদ্ধৃতি দিবেন। —ফুরফুরা পন্থীগণ, আপনাদের সিলসিলার অবস্থা দেখুন এবং উহা বাতিল কিনা, তাহা উপলব্ধি করুন। নিশ্চয় আপনারা ওহাবী দেওবন্দীদের আকীদার সহিত একমত নন। এখন যদি আল্লাহ ও তাঁহার রসুল সব চাইতে প্রিয় হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় উহাদের সংস্রব হইতে সরিয়া এবং আহলে সুন্নাত বেরেলবীদিগের দামান ধরিয়া ঈমান ও ইসলাম রক্ষা করিবেন।

## মহিউদ্দিন পীর, না পুরোহিত?

বর্তমান ১৯৯৪ সালের ২২শে জুলাই শুক্রবার সন্ধ্যায় 'কিংবদন্তী পুরুষ' নামক একটি পুস্তিকা পাইলাম। লেখক দীনবন্ধু দাস। পুস্তিকার টাইটেল পাতায় রহিয়াছে এক

pdf By Syed Mostafa Sakib



ঋষীর ছবি। নিচে লেখা আছে 'পীর হজরত মৌলানা শাহ মহম্মদ মহিউদ্দিন কাদেরী চিস্তী।' আসলই লোকটি পীর, না পুরোহিত জানিবার জন্য পাতা উল্টাইয়া ৪ পৃষ্ঠায় দেখিলাম, মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘী থানার অধীন হড়ঃড়ি গ্রামের সেই মহিউদ্দিন সাহেব। যাঁহার সহিত ১৪। ১৫ বৎসর পূর্বে সভা করিয়াছিলাম। এইবার চিন্তায় পড়িয়া গেলাম, তিনি স্ব-ইচ্ছায় ছবি দিয়াছেন, না লেখক তাঁহার অগোচরে ছবি নিয়াছেন। হঠাৎ ১৫ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইলাম, তাঁহার আরো একটি ছবি। মহিউদ্দিন সাহেবের সামনে বসিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার মুরীদ মারহুদ হাজী হাসমত ও ভক্ত শ্রীকালিদাস শীল। আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, মহিউদ্দিন সাহেব পুরোহিত হইয়াছেন এবং তিনি স্ব-ইচ্ছায় যোগী ও ঋষী রূপী হইয়া ছবি প্রদান করিয়াছেন। যথা, জীবনীকার লিখিয়াছেন—[ "শীল বাবু নীরবতা ভঙ্গ করে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বলে উঠেন—বাপজি, আজ আমি আপনার কাছে একটি জিনিষ প্রার্থনা করব, আপনি না বলতে পারবেন না। পীর সাহেব বললেন—বলুন। তখন শীল বাবু বললেন—আমি জানি মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ছবি রাখার প্রচলন নাই। তবুও আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আমাকে আপনার একটি ছবি দিতে হবে। ···কথা শুনে পীর সাহেব মৌন রইলেন। বেশ কিছুক্ষণ নীরবে কাটার পর শীল বাবু আবার বললেন—আমরা জানি সাধুজন বলেছেন—"মৌনং সম্মতির লক্ষণম্।" আমি ধরে নিচ্ছি আপনি অনুমতি দিচ্ছেন। এমন সময় হাজী সাহেব বলে উঠলেন—আচ্ছা-আচ্ছা হবে, এখন আসুন। পরদিনই ফটোগ্রাফার সহ হাজির হলেন শীল বাবু। ছবিও তোলা হল। এমন কি প্রিয় মুরিদ হাজী হাসমত সাহেব এবং শীল বাবুকে সঙ্গে নিয়ে একটি পৃথক ছবি তোলা হল। তিনি ভক্তের প্রথম ইচ্ছা পূরণ করলেন।" ( পৃষ্ঠা ১৪/১৫ ) —পীর হইবার জন্য কয়েকটি মৌলিক শর্ত রহিয়াছে। যথা, (১) আলেম হওয়া (২) সুন্নী সহীহুল আকীদাহ হওয়া (৩) সিলসিলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছানো (৪) ফাসেকে মৌলিন না হওয়া অর্থাৎ প্রকাশ্যে গোনাহে কাবীরাহ না করা। উপরের শর্তগুলি যাহার মধ্যে পূর্ণভাবে পাওয়া না যাইবে তিনি পীর নহেন। এই প্রকার ব্যক্তির নিকটে মুরিদ হওয়া হারাম। ঈমান যাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। ইসলাম মূর্তি পূজার ঘোর বিরোধী। ছবি উঠানো মূর্তি পূজার নামান্তর। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ছবি তৈরী করিতে কঠিন নিষেধ করিয়াছেন। ছবি উঠানো হারাম। প্রকাশ্যে যে হারাম কাজ করে, তাহাকে ফাসেকে মো'লিন বলা হয়। ফাসেকে মো'লিন পীর হইতে পারে না। মহিউদ্দিন সাহেব স্ব-ইচ্ছায় ছবি দিয়া ফাসেকে মো'লিন হইয়াছেন। ফাসেকে মো'লিনের হাতে মুরিদ হওয়া হারাম। জীবনীকার লিখিয়াছেন—[ "জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি শুধুমাত্র ভারতবর্ষের মধ্যেই আবদ্ধ থাকেন নি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে

pdf By Syed Mostafa Sakib



সেখানকার আচার সংস্কৃতি বিষয়ে সঠিক জ্ঞান অর্জন করেন। আরব দুনিয়া সহ আফ্রিকা, ইরাক, বাহারিন প্রভৃতি দেশে দীর্ঘদিন অবস্থান করে ইসলাম ধর্মে অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করে দেশে ফিরে আসেন। ইসলাম ধর্ম্মের পবিত্র তীর্থভূমি মক্কায় কয়েকবার গমন করেন।" ( পৃষ্ঠা ৫ ) ]—লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, আমি মহিউদ্দিন সাহেবের গ্রামে বহুবার যাতায়াত করিয়াছি। বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে অবগত হইয়াছি, তিনি ভারতের বাহিরে কোনো দেশে যান নাই। পবিত্র হজ্ব করিবার সৌভাগ্য তাঁহার হয় নাই। কত বড় মিথ্যাবাদী বুঝুন! এই প্রকার মিথ্যাবাদী ভণ্ড মানুষ কোনদিন পীর হইতে পারেন! জীবনীকার আরো লিখিয়াছেন—[ দূরদর্শী পীর সাহেব একদিন তাঁর প্রিয় মুরিদ হাজী হাসমত সাহেবকে বললেন—হাসমত এই স্থানটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে এই স্থানের মর্য্যাদা রক্ষা করবে। তোমার মনে আছে শীলবাবু একদিন বলেছিলেন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করছে একমাত্র 'গরু'। তুমি স্থানটিকে ঐ বস্তু থেকে দূরে রেখো, যাতে তাদের মনে কোন প্রকার সংশয় উপস্থিত না হয়। ( পৃষ্ঠা ১৭ ) ]—'নাউজু বিল্লাহি মিন হাজাল কওলিল কুফর'। গো-মাংস ভক্ষণ করা ও না করা ইসলাম ধর্মের মৌলিক বিষয় নয়। আমার মনে হয়, হিন্দু ধর্মেরও মৌলিক বিষয় নয়। মহিউদ্দিন সাহেবের উক্তি অনুযায়ী প্রমাণ হইতেছে যে, গো-মাংস ভক্ষণ করিবার নামই ইসলাম ধর্ম। অনুরূপ উহা ভক্ষণ না কবিবার নামই সনাতন ধর্ম। গুরুর ধারণায় গরুই হইল দুই ধর্মের ব্যবধান সৃষ্টিকারী। তাই তিনি অপবিত্র স্থানকে পবিত্র করিবার জন্য গরুকে দূরে রাখিবার উপদেশ দিয়াছেন। এইবার বিবেচনা করিয়া বলুন, মহিউদ্দিন সাহেব পীর, না পুরোহিত? —পরিশেষে মহিউদ্দিন সাহেবকে আন্তরিকতার সহিত তওবা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি। আল্লাহ পাক তাওফীক দান করেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib



# নকল 'পরশমণি' হইতে সাবধান

মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে পাইলাম 'পরশমণি' নামে একটি ছোট পুস্তক। পুস্তকটি পাঠ করিয়া কয়েকটি বিষয় উপলব্ধি করিয়াছি। যথা, লেখক 'পরশমণি' পুস্তকে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, খুৎবার আজান মসজিদের ভিতরে ইমামের সামনে প্রথম লাইনে দেওয়া সুন্নাত এবং দাফনের পর কবরের নিকট আজান দেওয়া একেবারেই অবৈধ-বিদআত ২) লেখক স্বয়ং গোমরাহ হইয়াছেন এবং শত শত মানুষকে গোমরাহ করিবার ভূমিকা নিয়াছেন ৩) পুস্তক প্রণয়নে লেখক নিজের শ্রম অপেক্ষা বেশি শয়তানের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন ৪) পুস্তকটি পাঠ করিয়া কেহ চিনিতে পারিবেন যে, লেখক সুন্নী, না ওহাবী-দেওবন্দী, না কাদিয়ানী ইত্যাদি।

—আলিমুল গায়েব আল্লাহকে হাজের-নাজের জানিয়া বলিতেছি, লেখকের প্রতি আমার কোন ব্যক্তি হিংসা নাই, না তাঁহার সম্পদ ও সন্তানদের প্রতি আমার হিংসা, না তাঁহার দোকান ও দোতলার প্রতি আমার হিংসা। কেবল সাধারণ মানুষকে গোমরাহী থেকে বাঁচাইবার পবিত্র উদ্দেশ্য 'কলম ধরিতে বাধ্য হইলাম। অবশ্য এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনার জন্য স্বতন্ত্র পুস্তক প্রণয়নের প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু সময়ের অভাবে খুব তড়িঘড়ির মধ্যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি।

লেখক লিখিয়াছেন—"ইদানীং দেখা যাইতেছে কেহ কেহ পরহেজগারীর বহর ছড়াইয়া জামে মসজিদ পরিত্যাগ করতঃ ৩ / ৪ জন মুসল্লি সহ বৈঠকের বাহিরে আজান আওড়াইয়া জুমআর নামাজ আদায় করিয়া চলিয়াছে ; কেহ বা গ্রাম হইতে বিতাড়িত হইয়া যেখানে সেখানে 'সুন্নাতের জেন্দাহ' নামে অপপ্রচার করিয়া বেড়াইতেছে ; কেহবা আশে পাশে স্থান না পাইয়া দুর দুরান্তে খুড়িয়ে এমাম সাজিয়াছে। —প্রকাশ থাকে যে, যাহারা জামে মাসজিদ পরিত্যাগ করতঃ বৈঠকে, ভিন্ন গ্রামের মসজিদে কিংবা দুর দুরান্তে জুমার নামাজ আদায় করিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা কোরআন ও হাদীসের আলোকে কোন্ পর্য্যায়ে পড়িবে শরীয়তের অনুকুলে না প্রতিকুলে ? প্রিয় পাঠকবৃন্দের বিচারাধীন রহিল।" ( পরশমণি ১০। ১১ পৃঃ )—আবার উক্ত পুস্তক ৮৯। ৮০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"পাঠকবৃন্দ ! এরূপ বিশুদ্ধ, সিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য প্রামাণ্য গ্রন্থাদীর তথ্য প্রকাশ হইবার পরেও যদি কেহ ইহার বিরুদ্ধাচরণ করেন বা বিপরীত পথে চলেন, তাহা হইলে অনায়াসে আহলে সুন্নাত অল জামাত হইতে খারীজ হইয়া গোমরাহ দলের অন্তর্ভুক্ত হইবেন। তাঁহাদের পিছনে নামাজ পড়া, সালাম বিনিময় করা ও ভালবাসা রাখা হারাম হইবে।"

pdf By Syed Mostafa Sakib


এখন পরশমণির লেখককে বলিতে চাই, আপনার ধারণায় যাহাদের পিছনে নামাজ পড়া হারাম। যদি এই প্রকার মানুষ আপনার মসজিদের ইমাম হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি কি করিবেন? —যদি আপনার নিকটে দ্বীন ইসলামের কোন মূল্য না থাকে, তাহা হইলে ঐ ইমামের পশ্চাতে মোনাফেকদের ন্যায় নামাজ পড়িয়া নিবেন। আর যদি আপনি নামাজের যথার্থ মূল্য দিয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয় ঐ ইমানের পশ্চাতে নামাজ না পড়িয়া নিজের বৈঠকখানার বাহিরে আজান দাওড়াইয়া পিতা পুত্র ৩। ৪ জন মিলিয়া নামাজ আদায় করিবেন। অথবা অন্য গ্রামে গিয়া খুড়িয়ে ইমাম সাজিয়া অথবা মোক্তাদী হইয়া নামাজ আদায় করিবেন। এইবার বলুন! যাহাদের ধারণায় আপনি গোমরাহ হইয়া গিয়াছেন, তাহারা কি আপনার পশ্চাতে নামাজ পড়িতে বাধ্য? সেই সমস্ত দ্বীনদার পরহিজ্‌গার মুত্তাকী মুমিন, যাঁহাদের কলংক করিবার অপবিত্র মন লইয়া কলমের কালী ব্যয় করিয়াছেন, তাহাদের অভিযোগ শুনিয়া সমস্যা সমাধানের জন্য কি কোনদিন ঈমান্‌দারের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন? এই ফিৎনার যুগে নিজেদের ঈমানকে হিফাজত করিবার জন্য তাঁহারা তো সঠিক পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহাদের অপরাধ কোথায়? আপনি দুনিয়ার পরিবর্তে দ্বীনকে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া কি সবাই তাহাই করিবে? প্রিয় পাঠকগণ যদি তাঁহাদের বিচার করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় আপনারও বিচার করিবেন।

## মুর্খামী, না মুনাফেকী?

ইমাম আহমাদ রেজা ফাজেলে বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি স্বতন্ত্র পুস্তক প্রণয়ন করতঃ কোরআন, হাদীসের আলোকে প্রমাণ করিয়াছেন যে, সমস্ত আজান মসজিদের বাহিরে দেওয়া সুন্নাত। আজ উলামায়ে আহলে সুন্নাত বেরেলবীগণ তাঁহার ফতওয়াকে বাস্তবায়িত করতঃ মসজিদের ভিতরে আজান দেওয়ার বেদআত প্রথাকে উঠাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে পরশমণির লেখক জ্বলিয়া পুড়িয়া শোকে তাপে জর্জরিত হইয়া বেরেলবী জামায়াতকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভ্রান্তকারী গোমরাহ, এমন কি কাফের প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। আবার নিজ পুস্তকের ৬৮। ৬৯ পৃষ্ঠায় অতি আদবের সহিত ইমাম আহমাদ রেজার নামের পর '(রঃ)' লিখিয়াছেন। ইহা কি লেখকের মুর্খামী, না মুনাফেকী? অবশ্য তাঁহার মুনাফেকীতে বেরেলবী জামায়াত ধোকায় পড়িবেন না। কারণ, তাঁহার ছদ্মবেশি চরিত্র উলঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

 pdf By Syed Mostafa Sakib 

### লেখক কাফের বলিতে অভ্যস্ত

"কেহ কেহ মুর্খের মত বলিয়া থাকেন যে, হেশাম এবনো আবদুল মালেক অত্যাচারী খলিফা ছিলেন, তাঁহার অত্যাচারের ভয়ে তাবেয়ী ও ইমামগণ উক্ত পরিবর্ত্তিত নিয়ম পদ্ধতিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাবেয়ীগণ তথা তদানীন্তন কালের মুজতাহেদগণ কাহারও অত্যাচারে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া ইসলাম বিরোধী কার্য্যকলাপকে স্বীকার করিয়া লইবেন, এমন দৃষ্টান্ত বিরল! উপরোক্ত মহা মনীষীগণের চরিত্রের ও ব্যক্তিত্বের উপর এইরূপ অপবাদ খাড়া করা একমাত্র কাফের সম্প্রদায়ের দ্বারাই শোভা পায়।" (পরশমণি ৭৪ পৃষ্ঠা)।

কাফের সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করিয়া দেওয়াই ঈমানদারের কাজ। কোন্ মুর্খ হিশাম বিন আবদুল মালিককে অত্যাচারী খলিফা বলিয়াছেন? কোন্ কাফের সম্প্রদায় মহা মনীষী মুজতাহিদগণের চরিত্রের উপর অপবাদ খাড়া করিয়াছেন? আপনি যাহাদের লক্ষ্য করিয়া কুফরের তীর মারিয়াছেন, আলহামদু লিল্লাহ, তাহারা এ বিষয় অত্যন্ত পাক পবিত্র। হিশাম বিন আবদুল মালিককে কেহ জালেম বলেন নাই। বরং আপনি আপনার অন্তরের গ্লানি বাহির করিবার উদ্দেশ্যে ঐ ধরণের উক্তি নিজেই উৎপাদন করিয়া একটি সম্প্রদায়কে কাফের বলিয়া নিয়াছেন। লেখকের কথা অনুযায়ী যদি কেহ হিশামকে অত্যাচারী বলিয়া থাকে, তাহা হইলে কি একটি সম্প্রদায়কে কাফের বলা যাইবে? লেখক কাফের বলিতে কেমন অভ্যস্ত চিন্তা করুন! আবার এই লেখক সাধুর সাধু সাজিয়া সুন্নী আলেমদের দিকে ইংগীত করতঃ পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"শীর্ষস্থানীয় বুজর্গানে দীনদের শানে কাফের, ওহাবী ও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা যেন তাঁহাদের জন্মগত অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" —শীর্ষস্থানীয় বুজর্গদের নাম প্রকাশ করতঃ লেখকের বলা উচিৎ ছিল যে, আমার শীর্ষস্থানীয় পরম বুজর্গ আশরাফ আলী থানুবী, রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী, খলীল আহমাদ আম্বেহটী ও কাসেম নানুতুবীকে বেরেলবী জামায়াত ওহাবী কাফের বলিয়া থাকেন। তাহা হইলে কেসটি খুব ভারী হইত এবং সাধারণ মানুষ আপনাকে ভালই সালামী দিতেন। লেখকের বুজর্গরা যেখানে শরীয়তের সুবিচারে কলংক হইয়াছেন এবং উলামায়ে ইসলাম উহাদের ওহাবী বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন, সেখানে জন্মের কথা তুলিবার কারণ কি! যেখানে সেখানে জন্মের কথা উঠানো কি ভাল স্বভাব!

### সাধারণ নিয়ম ভুলিয়া গিয়াছেন

"মাকরুহ তাহরিমী মানে যদি নাজায়েজ বা হারাম হইত, তাহা হইলে গাড়ির গাড়ি গ্রন্থে মাকরুহ তাহরিমীর স্থলে মাঃ তাহরিমী ও হারামের স্থলে হারাম লিখিয়া অযথা গ্রন্থকারগণ কাগজ কলম ও সময় অপচয় করিতেন না। ওয়াজেব মানে যদি ফরজ হইত,

pdf By Syed Mostafa Sakib



সুন্নাতে মুয়াক্কাদা মানে যদি ওয়াজেব হইত, তাহা হইলে ফোকাহায়ে কেরাম তাহাই লিখিতেন ; কিন্তু কোথাও তাহার নজীর মিলেনা। সেই হেতু হ্যাণ্ডবিলে বা পত্রিকায় উল্লেখিত "নাজায়েজ বা হারাম" কথাটা একেবারেই বাতুল।" ( পরশমণি ২২ পৃঃ )

যে বিজ্ঞাপন বা পত্রিকায় 'মাকরুহ তাহরিমী' মানে হারাম এবং 'সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ' মানে অয়াজিব বলা হইয়াছে, সেগুলির নাম প্রকাশ করা উচিত ছিল। 'মাকরুহ তাহরিমী' মানে হারাম নয় ; কিন্তু নাজায়েজ অবশ্যই। লেখক 'মাকরুহ তাহরিমী' মানে 'নাজায়েজ' হওয়া অস্বীকার করিয়াছেন। অতএব, লেখকের উচিত ছিল, উহার অর্থ লিখিয়া দেওয়া। শরহে বিকাইয়া ১ম খঃ ১৫২ পৃষ্ঠায় জামায়াতের অধ্যায়ে বলা হইয়াছে ; মহিলাদের জামায়াত করা এবং পুরুষের জামায়াতে মহিলাদের অংশগ্রহণ করা 'মাকরুহ তাহরিমী'। এই সাধারণ মসলাটি নিশ্চয় লেখক অবগত রহিয়াছেন। এখন যদি 'মাকরুহ তাহরিমী' মানে 'নাজায়েজ' না হয়, তাহা হইলে মহিলাদের জামায়াত করা এবং পুরুষের জামাতে উহাদের শরীক হওয়া কি জায়েজ হইবে ? এ বিষয় লেখকের ফতওয়া কি ? অনুরূপ উক্ত অধ্যায়ে ফাসেকের পশ্চাতে নামাজ পড়া 'মাকরুহ তাহরিমী' বলা হইয়াছে। যদি উহার অর্থ নাজায়েজ না হয়, তাহা হইলে ফাসেকের পশ্চাতে কি নামাজ পড়া জায়েজ হইবে ? পুস্তক লেখায় সবে মাত্র হাতে খড়ি হইয়াছে। আমার মনে হয়, আরো দুই একটি বই লিখিলে বলিয়া ফেলিবেন—'হারাম' মানে নাজায়েজ নয়। 'সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ' মানে অয়াজিব নয় ; কিন্তু অয়াজিবের নিকটবর্তী বলা হইয়াছে। দয়া করিয়া জামায়াতের অধ্যায়টি দেখিয়া নিবেন।

গাড়ির গাড়ি কিতাব দোকানে থাকিলে হইবে না। পড়িবার প্রয়োজন রহিয়াছে। ইমামগণ 'অয়াজিব' বলিয়া 'ফরজ' এর অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন ; ইহা একটি মামুলী বিষয়। যাহা সমস্ত অসুলের কিতাবে লেখা রহিয়াছে। যথা, জামউল জাওয়ামে ১ খঃ ৩৭৬ পৃষ্ঠায় উহা লেখা রহিয়াছে। সম্ভবতঃ নয়, নিশ্চয় এই কিতাবখানা লেখকের নজরে পড়ে নাই। কমপক্ষে 'নুরুল আনওয়ার' ৩১ পৃষ্ঠায় 'আমর' বা 'আদেশ' অধ্যায়টি খুলিয়া দেখুন। সেখানে নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাত অয়াজিব বলা হইয়াছে। অথচ এই জিনিষগুলি সবই ফরজ। অনুরূপ 'উসুলে শাশী' ৮১ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে, প্রত্যেক মানুষের উপর ঈমান আনা অয়াজিব। এখানে অয়াজিবের অর্থ হইল ফরজ। এই প্রাথমিক কিতাবটি যদি গাড়ির গাড়ি কিতাবের তলায় পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে কষ্ট করিয়া বাহির করতঃ দেখিয়া লইবেন। উসুলের এই সাধারণ নিয়মটি যদি স্মৃতিলেস হইয়া যায়, তাহা হইলে আশাকরি এইবার মনে পড়িয়া গিয়াছে। আর যদি বুঝিতে অসুবিধা থাকে, তাহা হইলে যে সমস্ত দেওবন্দী দানবদের সহিত দহরম মহরম আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাদের সহিত

pdf By Syed Mostafa Sakib



আলোচনা করিবেন। ইহার পরেও যদি দ্বিমত থাকে, তাহা হইলে কোন সুন্নী আলেমের পাশে পড়িলে ইনশাল্লাহ বুঝাইয়া দিবেন এবং উহার নজীরও দেখাইয়া দিবেন।

## সমাজে বহু ভুল রহিয়াছে

"বহু বিষয় এমনও আছে, যাহা একা বা নির্জনে আমল করিতে হয়, সেই বিষয়ের কোন ত্রুটি-থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু জুম আর নামাজ কোন কালে কখনই ২/১ জনে পড়েনা বা নির্জন গোপনেও পড়েনা বরং যেখানেই মসজিদ সেখানেই সমাজের সকলে ১০ / ৫০ / ১০০ / ৫০০ / ১০০০ জন মিলিয়াই নামাজ পড়িয়া থাকে। এমন একটা প্রকাশ্য বা সমষ্টিগত এবাদতে আজ চৌদ্দ শত ধরিয়া নামাজীরা মসজিদে দ্বিতীয় আজান দিয়া হারাম কার্য্য করিয়া আসিতেছেন? ভাবিতে অবাক লাগে!" (পরশমণি ২৪ পৃষ্ঠা)

মানুষকে গোমরাহ করিবার জন্য লেখকের ল্যাংড়া যুক্তিটি হইয়াছে ভাল। আবার ল্যাংড়া যুক্তিটি পেশ করিবার পর লেখক এমনই অবাক হইয়াছেন যে, তাঁহার অবাকে আমরাও অবাক হইয়া পড়িয়াছি। সামাজিক ভুল থাকিতে পারেনা বলা চরম আহমকী। সামাজিক ভুল বহু রহিয়াছে। উহার একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদান করিতেছি। যথা মুর্দাকে কাইত করিয়া শোয়ানো সর্বসম্মতিক্রমে সুন্নাত। কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ স্থানে মুর্দাকে চিং করিয়া শোয়াইয়া কেবল মুখটি কিবলার দিকে ঘুরাইয়া দেওয়া হয়। অথচ এই নিয়মটি একেবারেই সুন্নাতের বিপরীত। ইহাতে কাহারো দ্বিমত নাই। এমনকি লেখকেরও দ্বিমত নাই। এইবার বলুন, সামাজিকভাবে এই ভুলটি প্রচলন হইয়া রহিয়াছে কেন? আপনি কি অস্বীকার করিতে পারিবেন যে, কাইত করিয়া শোয়ানো সুন্নাত নয়। তবে বলা যায় না. আপনি অস্বীকার করিতেও পারেন, কারণ, আপনি একটি মসলা মানিবার পর; এমনকি প্রচার করিবার পর রাতারাতি কিতাবের কীট সাজিয়া বিপরীত মসলা লিখিবার হিম্মত রাখেন। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আপনার সাধের 'পরশমণি'। আপনি খুত বার আজান বাহিরে দেওয়া সুন্নাত বলিয়া কেবল মানিয়াছিলেন না; বরং প্রচার করিতেও আরম্ভ করিয়াছিলেন। হঠাৎ যেন রাতারাতি দুনিয়ার কিতাবগুলি পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। আপনার পরশমণির প্রকাশের পর এলাকার বহু মানুষ চমকিয়া গিয়াছেন। এমন কি অনেককে বলিতে শোনা গিয়াছে, লেখকের মুখ আর কলম এক নয়। যাক, সামাজিকভাবে ভুল হইবার অনেক কারণ রহিয়াছে যথা হয়তো কোন এলাকায় উপযুক্ত আলেম ছিলেন না। অথবা ছিলেন কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য পড়ে নাই। অথবা ইহা হইতে পারে যে, আলেম ছিলেন কিন্তু মসলা তাঁহার জানা ছিল না। অথবা বিশেষ কোন কারণে বলেন নাই ইত্যাদি। কিন্তু জুমার আজানের ব্যাপারে লেখক অবাক

pdf By Syed Mostafa Sakib



হইয়া চমক লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন ; ব্যাপারটি কিন্তু তাহা নয়। সুতরাং আজান কোন কোন এলাকায় ব্যাপকভাবে বাহিরে রহিয়াছে। আবার কোন কোন এলাকায় ব্যাপকভাবে ভিতরে রহিয়াছে। মোট কথা, দেওবন্দী প্রভাবিত এলাকায় আজান ভিতরে হইয়া থাকে কলিকাতায় শতাধিক মসজিদে আজান বাহিরে দেওয়া হয়। উত্তরবঙ্গে শত শত স্থানে আজান বাহিরে হইয়া থাকে। সারা ভারত ধরিলে হাজার হাজার মসজিদে আজান বাহিরে হইয়া থাকে। আমরা মসজিদের ভিতরে আজান দেওয়া মাকরুহ তাহরিমী বলিয়া থাকি। আপনি তাহা হারাম বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। অপ-প্রচারে আপনার ভালই পারদর্শিতা রহিয়াছে!

## সুন্নাত পরিবর্তন করা জায়েজ ?

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র যুগ হইতে হজরত উসমান গণী রাদী আল্লাহু আনহুর প্রথম যুগ পর্যন্ত মাত্র একটি আজান হইয়া থাকে। যাহা খুতবার আগে দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাতে কাহারো দ্বিমত নাই। যখন হজরত উসমানের যুগে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি হইয়া গেল ; তখন তিনি খুতবার আজানের আগে আরো একটি আজান দেওয়া আরম্ভ করিলেন। আজও হানিফী সম্প্রদায় উক্ত আজানটি বহাল রাখিয়াছেন। অবশ্য আমাদের দেশের লা-মাজহাবী সম্প্রদায় আজানে উসমানীকে বিদ্আত বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন। উহারা কেবল খুতবার আজানটি দিয়া থাকেন। অবশ্য উহারা এই আজানটি মসজিদের বাহিবে উচ্চ স্বরে দিয়া থাকেন। কিন্তু এই আজানটি দেওবন্দীরা মসজিদের ভিতরে ইমামের সামনে প্রথম লাইনে খুব আস্তে আস্তে দিয়া থাকেন। পাঠকগণ, নিরপেক্ষ হইয়া ঈমান শর্তে বলুন ! যদি রসুলুল্লাহর যুগ হইতে হজরত উসমানের প্রথম যুগ পর্যন্ত আজান মসজিদের ভিতরে ইমানের সামনে প্রথম লাইনে আস্তে আস্তে হইত, তাহা হইলে মানুষ কেমন করিয়া উপস্থিত হইতেন ? আশাকরি আপনার ঈমান চিৎকার করিয়া বলিবে ; নিশ্চয় আজান মসজিদের বাহিরে উচ্চস্বরে হইত। প্রমাণ হইয়া গেল, মসজিদের বাহিরে উচ্চস্বরে আজান দেওয়া সুন্নাত। যদি বলেন, যেহেতু প্রথম আজানে মসজিদে মানুষ চলিয়া আসিয়াছে, সেহেতু মসজিদের বাহিরে উচ্চস্বরে আজান দেওয়ার প্রয়োজন নাই। এইবার বলুন, ইহাতে কি রসুলুল্লাহর সুন্নাত নিপাত হইয়া গেল না ? হুজুরের সুন্নাত পরিবর্ত্তন করা জায়েজ ? পরশমণির লেখক ইহার কি নজীর পেশ করিতে পারিবেন ? যদি আপনার ভিতর ঈমান থাকে, তাহা হইলে ঈমানের আয়নাতে নিজেকে লক্ষ্য করুন ; গোমরাহীর কত গভীরে পৌঁছিয়া গিয়াছেন এবং সেখান হইতে 'পরশমণি' দিয়া মানুষকে গোমরাহীর দিকে আহ্বান করিয়াছেন। জানিয়া রাখিবেন ! প্রয়োজন না

pdf By Syed Mostafa Sakib



কিলেও সুন্নাত পরিবর্ত্তন করা জায়েজ নয়। যথা, আজান দেওয়া সুন্নাত। যদি সময়ের পূর্বে সমস্ত মানুষ মসজিদে উপস্থিত হইয়া যায়, তাহা হইলে কি আজান দিতে হইবে না? এখন তো ঘড়ি ঘণ্টার যুগ। যদি সমস্ত দেশবাসী সিদ্ধান্ত করে যে, আজান না দিয়া নির্দিষ্ট সময় সবাই উপস্থিত হইব, তাহা হইলে কি জায়েজ হইবে? জানিনা, কোন মডার্ণ মৌলবী জায়েজ বলিবেন কিনা। সাহাবাগণ এবং মুহাদ্দিসগণ হাদীস বর্ণনা করিতে গিয়া কোন সময় হাসিয়া ফেলিতেন, কোন সময় আঙ্গুল উঠাইতেন ইত্যাদি। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তাঁহারা উত্তর দিয়াছেন—এই স্থলে হুজুর এই প্রকার করিয়াছিলেন। এইবার বলুন, সাহাবাগণ ও ইমামগণ কি রসুলুল্লাহর সুন্নাতকে কতল করিয়াছেন? পাঠকগণ, আরো একবার ঈমান শর্তে বলুন! আপনি কি চান? সাহাবার সুন্নাত মসজিদের বাহিরে প্রকাশ্যে উচ্চস্বরে হইবে, আর রসুলুল্লাহর সুন্নাত মসজিদের ভিতরে গোপনে আস্তে আস্তে হইবে? যেহেতু পরশমণির লেখক স্বইচ্ছায় গোমরাহীতে ঝাঁপ দিয়াছেন; সেহেতু তিনি মনে মনে বুঝিলেও মুখে স্বীকার করিবেন না। নিশ্চয় তিনি কোরআন, হাদীসের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নিশ্চয় তাঁহার ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রমাণ হইতেছে, সাহাবা ও ইমামগণ যাহারা প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় নবীর সুন্নাতকে ভালবাসিতেন; তাঁহারা আজানে উসমানীর পর হইতে রসুলুল্লাহর সুন্নাতকে পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন। ইহা কি তাঁহাদের প্রতি অপবাদ নয়?

## আজান কোথায় হইত?

হুজুরের যুগ হইতে হজরত উসমানের প্রথম যুগ পর্যন্ত খুতবার আজানটি কোথায় হইত? এ সম্পর্কে 'আবু দাউদ' ১ খঃ ১৬২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। যথা, "হজরত সায়েব বিন ইয়াজিদ রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন—যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম জুমার দিন মিম্বারে বসিতেন, তখন তাঁহার সামনে মসজিদের দরওয়াজায় আজান দেওয়া হইত। অনুরূপ হজরত আবু বাকার ও উমার রাদী আল্লাহু আনহুমার যুগে দেওয়া হইত।" —বর্ণিত হাদীসে সামনে বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন—'আলা বাবিল মসজিদ' অর্থাৎ মসজিদের দরওয়াজায়। ইহাতে পরশমণির লেখক কেমন মাথা ঠুকিতে আরম্ভ করিয়াছেন দেখুন! তিনি লিখিয়াছেন—মোহাম্মাদ এবনো ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত হাদিসেই 'আলা বাবিল মসজিদ' কথাটি অতিরিক্ত উল্লেখিত হইয়াছে। আবু দাউদ শরীফ ব্যতিত আরো পাঁচখানা 'সেহাহ সেত্তা' হাদিসের মধ্যে অন্যান্য রাবীদিগের বর্ণনায় উক্ত কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায় না। সেই জন্য মোহাদ্দেসীনে কেরাম 'আলা বাবিল মসজিদ' কথাটিকে দোষাশ্রিত সাব্যস্ত করিয়াছেন। ( পরশমণি ৩০ পৃষ্ঠা ) —লেখকের উক্তি কয়েকটি কারণে বাতিল। (১) 'সেহাহসেত্তা' বা ছয়খানা সহীহ কিতাবের মধ্যে আবু দাউদ শরীফও একটি।

pdf By Syed Mostafa Sakib



যদি 'আলা বাবিল মসজিদ' কথাটি দোষাশ্রিত হইত, তাহা হইলে তিনি উহা গ্রহণ করিতেন না। অথবা হাদীসটি নকল করিবার পর বলিয়া দিতেন, ইহার উপর আমল করা চলিবে না। (২) ইহা কোন সংবিধান নয় যে, একুই কথা সমস্ত কিতাবে না আসিলে গ্রহণযোগ্য হইবে না। (৩) আবু দাউদের বর্ণনাটি অন্য বর্ণনাগুলির বিপরীত নয়; বরং ব্যাখ্যা। বিপরীত হইলে বিবেচনা করিবার বিষয় ছিল। যেমন পাঁচজন মানুষ বলিল—জায়েদ পাগড়ী পরিধান করিতেন; আর এক ব্যক্তি বলিল— তিনি সাদা পাগড়ী ব্যবহার করিতেন। এখানে 'সাদা' কথাটি পাগড়ীর ব্যাখ্যা ধরিতে হইবে। পাঁচজনের কথার বিপরীত হইয়াছে বলিয়া মাথা ঠুকিলে হইবে না! (৪) যখন কোন হাদীসে 'সামনে' বলিয়া মসজিদের ভিতরে প্রথম লাইন বলিয়া উল্লেখ নাই; তখন 'দরওয়াজা' কথাটি সামনের বিপরীত ধরা বোকামী নয় কি? লেখকের কথা অনুযায়ী যদি মানিয়া নেওয়া হয় যে, 'সামনে' মানে ভিতরে প্রথম লাইনে, তাহা হইলে মানুষ আসিত কেমন করিয়া? ঐ আজানটি ছাড়া দ্বিতীয় কোন আজান তো ছিল না। (৫) 'আলা বাবিল মসজিদ' কথাটি আরো পাঁচখানা কিতাবে উল্লেখ হয় নাই বলিয়া মোহাদ্দেসগণ দোষাশ্রিত সাব্যস্ত করিয়াছেন ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। লেখক নিজ কথার স্বপক্ষে পরশমণির ৩১ পৃষ্ঠায় কেকহে আশারে সুনান হইতে এক লাইন আরবী উদ্ধৃত করিয়া অনুবাদ করিয়াছেন—তাইমোবি বলিয়াছেন —'মসজিদের দরজার উপর আজান হওয়ার কথা সঠিক নয়!' লেখক নিজের তালে ঢোল বাজাইতে চাহিয়াছেন। কারণ, তিনি ইচ্ছামত অনুবাদ করিয়াছেন। দেখুন, আল্লামা তাইমোবী 'গায়রু মাহফুজ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যাহার অর্থ হইল 'হিফাজত নয়' বা 'রক্ষিত নয়'। 'সঠিক নয়' আর 'রক্ষিত নয়' দুইটি কথার মধ্যে আসমান ও জমীনের পার্থক্য রহিয়াছে। অর্থাৎ তাইমোবী বলিতে চাহিয়াছেন, 'দরজার' কথাটি অন্য বর্ণনাকারীর নিকটে সুরক্ষিত নয়। ইহাকে বলা হয় কিতাব চুরি! (৬) —আল্লার রসুল দাজ্জাল সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন; কোন পয়গম্বর তাহা বলেন নাই। এখন হুজুরের কথা কি পয়গম্বরদিগের বিপরীত ধরিতে হইবে? কোরআনে একটি সুরাতে যাহা আলোচনা করা হইয়াছে; অন্য সুরায় তাহা আলোচনা করা হয় নাই। এখন উহাকি অন্য সুরার বিপরীত ধরিতে হইবে? একুই হাদীস ভাষা পরিবর্ত্তন হইয়া বিভিন্ন কিতাবে আসিয়াছে। তাহা হইলে ঐগুলি কি বিপরীত ধরিয়া ত্যাগ করিতে হইবে? ইমাম জোহরীর নিকট হইতে মোহাম্মাদ ইবনো ইসহাক ছাড়া কোন বর্ণনাকারী 'বাইনা ইয়া দাইহে' বা 'সামনে' শব্দটি বর্ণনা করেন নাই। এখন আপনার জাগ্রত বিবেককে জিজ্ঞাসা করুন, কি করিবেন।

## 'আলা বাবিল মসজিদ' এর অর্থ

'আজিজুল ফতোয়া গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে— .....'আলা বাবিল মসজিদ'

pdf By Syed Mostafa Sakib



বাক্য দ্বারা মসজিদের বাহির সাব্যস্ত করা যাইবে না, কেন না কুরবে বাবকেও আলাল বাব বলা হইয়া থাকে। অর্থাৎ 'আলা বাবিল মসজিদ' মানে হইল 'দরজার নিকটে'। প্রথমাবস্থায় মসজিদ অতি সংকীর্ণ ছিল। মোয়াজ্জেন যখন খতিবের সম্মুখে দাঁড়াইতেন, তখন মেম্বারও নিকটে হইত, পিছনে দরজাও কাছাকাছি হইত সংকীর্ণতার কারণে। তাই রাবি বলিয়া দিয়াছেন—'আলা বাবিল মসজিদ' দরজার নিকটে। সুতরাং উক্ত হাদিস দ্বারা বাহিরে আজান দেওয়া অকাট্য প্রমাণ করা যাইবে না। 'আলা বাবিল মসজিদ' শব্দের কতিপয় ব্যাখ্যা হইবে, যদি দরজার উপর ছাদ বিশিষ্ট হওয়া প্রমাণিত হয়। (১) দরজার উপর যদি ছাদ বিশিষ্ট হয় তাহার উপরে কিংবা প্রাচীরের উপরে (২) দরজার কাছাকাছি মসজিদের ভিতর (৩) দরজার কাছাকাছি মসজিদের বাহির।' ( পরশমণি ৩৩/৩৪ পৃঃ )

'আজিজুল ফতোয়া' বলিয়া স্বতন্ত্র কোন কিতাব নাই। বরং উহা 'ফাতাওয়ায় দারুল উলুম দেওবন্দ' এর একটি অংশ। লেখক মূল কিতাবের নাম উল্লেখ না করিয়া কেবল 'আজিজুল ফতোয়া' বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। যাহাতে তাঁহাকে কেহ দেওবন্দী বলিয়া চিনিতে না পারেন। প্রকাশ থাকে যে, লেখক 'ফাতাওয়ায় দারুল উলুম দেওবন্দ' হইতে যে বক্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন ; উহার স্বপক্ষে কোন কিতাবের উদ্ধৃতি নাই। কেবল উহা দেওবন্দীদের কাল্পনিক কথা। যাইহোক, লেখক 'আলা বাবিল মসজিদ' এর তিনটি অর্থ লিখিয়াছেন। প্রথমটি সাদ বা প্রাচীরের উপর, দ্বিতীয়টি মসজিদের ভিতর দরজার কাছাকাছি, তৃতীয়টি হইল মসজিদের বাহিরে দরজার কাছাকাছি। দ্বিতীয় অর্থটি সম্পূর্ণ বিবেক বিরুদ্ধ। কারণ, মসজিদের ভিতর দরজার কাছাকাছি যদি হুজুরের যুগে আজান হইত, তাহা হইলে লোক আসিত কেমন করিয়া ? যদি বলা হয়, এখন উহার পূর্বে একটি আজান হইয়া যাইতেছে ; সেইহেতু লোক আসিবার প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু ইহাতে একটি সুন্নাত মুরদা হইয়া যাইবে। যাহা জায়েজ নয়। অতএব, মসজিদের বাহিরে দরজার নিকটে আজান হওয়াই সঠিক। যাহা 'আলা বাবিল মসজিদ' এর একটি বিশেষ অর্থ হিসাবে লেখক নিজেই লিখিয়াছেন। —"প্রথম অবস্থায় মসজিদ অতি সংকীর্ণ ছিল।" লেখকের কথা অনুযায়ী মনে হইতেছে, যেন মসজিদের ভিতরে কোন প্রকারে একটি লাইন হইত। যেহেতু লেখক বর্তমানে খুব কিতাব পত্র নাড়াচাড়া করিতেছেন, সেই হেতু আশারাখি আগামী দিনে তিনি মসজিদে নবুবীর লম্বাই এবং চওড়াই সম্পর্কে বিবরণ দিবেন। আপাততঃ তাঁহাকে নজরানা স্বরূপ একটি উদ্ধৃতি প্রদান করিতেছি। —হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যুগে মসজিদ একশত হাত লম্বা ও একশত হাত চওড়া ছিল। ( নুজহাতুল কারী শরহে বোখারী খঃ ৩ পৃঃ ৩৫১ ) যদি মেম্বারের জন্য দুই তিন হাত বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইলেও প্রমাণ হইতেছে যে, হুজুরের যুগে ৯৭/৯৮ হাত দূরে আজান

pdf By Syed Mostafa Sakib



হইত। আপনি সেই আজানকে খিঁচিয়া ইমামের সামনে দুই হাত দূরে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। মাশা আল্লাহ, হজ তো করিয়া আসিয়াছেন, বলুন! কাবা শরীফে অথবা মসজিদে নবুবীতে ইমামের সামনে দুই হাত দূরে আজান হইয়া থাকে, না অনেক দূরে হইয়া থাকে? কাবা শরীফে কয়েক শত হাত দূরে আজান হইয়া থাকে এবং মসজিদে নবুরীতে প্রায় একশত হাত দূরে হইয়া থাকে। ইহার পরেও সারা পৃথিবীতে আজান মসজিদের ভিতর হইতেছে বলিয়া চিৎকার করতঃ কানে তালা লাগাইবার ব্যর্থোর করিয়াছেন! পরিশেষে আপনার সেই শীর্ষ স্থানীয় বুজর্গ; যাহাদের নাম প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করিয়াছেন। মাওলানা খলীল আহমাদ আম্বেহঠী সাহেব কি লিখিয়াছেন দেখুন! —"এই হাদীস হইতে দলীল গ্রহণ করা হইয়াছে যে, মসজিদে আজান দেওয়া মাকরুহ। উহারা বলিয়াছেন—মসজিদের দরওয়াজা মসজিদ হইতে বাহিরে ছিল এবং আজান দরওয়াজার উপর হইত। এই কারণে মসজিদের ভিতর আজান দেওয়া মাকরুহ।" (বজলুল মাজহুদ খঃ ২ পৃঃ ১৮০) অনুরূপ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী লিখিয়াছেন—"কিন্তু আবু দাউদ শরীফে ১৫৫ পৃষ্ঠায় যে হাদীস রহিয়াছে; উহা হইতে প্রমাণ হয় যে, খুতবার আজান মসজিদের বাহিরে দরওয়াজায় হইবে।" (উরফুশ, শাজী খঃ ১ পৃঃ ১:৬)

লেখক পরশমণি ৩৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—'প্রকাশ থাকে যে, মসজিদের বাহিরে বলিতে মেম্বর বরাবর দরজার সামনে মসজিদের বারান্দায় যাঁহারা খোতবার আজান দেওয়া সুন্নাত বলিয়া মাতামাতি করিতেছেন। তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাস্য—মসজিদের বারান্দা কি মসজিদ হইতে পৃথক? .....নিঃসন্দেহে উত্তর আসিবে না।" —লেখককে ঈমানদারীর সহিত উত্তরটি শুনিতে অনুরোধ করিতেছি। 'আলা বাবিল মসজিদ' এর প্রকৃত অর্থ হইল—বারান্দা বিশিষ্ট মসজিদে বারান্দায় উঠিবার দরওয়াজা। ঘরের মধ্যে ঢুকিবার দরওয়াজা নয়। আর যে মসজিদের বারান্দা নাই; সেই মসজিদে ঘরের মধ্যে ঢুকিবার দরওয়াজা। আশাকরি আপনি নিঃসন্দেহে উত্তর পাইয়া গিয়াছেন। ইহার পরেও যদি আপনার সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে শায়দাপুর অথবা রঘুনাথগঞ্জ মাদ্রাসার মসজিদগুলি দেখিয়া আসুন—সেখানে আজান কোন্ দরওয়াজার বাহিরে হইতেছে।

## 'বাইনা ইয়াদাই' শব্দের অর্থ

'বাইনা ইয়াদাই' শব্দের অর্থ হইল—'সামনে'। যে সমস্ত মুর্খ 'সামনে' মানে কেবল দুই হাত দূর জানিয়া রাখিয়াছেন; সেই সমস্ত মুর্খদের 'সামনে' এর ব্যাপক অর্থ বুঝাইবার জন্য উলামায়ে আহলে সুন্নাত কোরআন, হাদীস হইতে বহু দলীল পেশ করিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, প্রত্যেক ঈমানদার কোরআন, হাদীসের দলীলকে প্রাধান্য দিয়া থাকেন। কিন্তু পরশমণির লেখক ব্যাঙ্গ করিয়া লিখিয়াছেন—"বিভ্রান্তকারীরা বগলে কাঁচি রাখিয়া

 pdf By Syed Mostafa Sakib 

লৌকিকতার তাগিদে সুদূর জেরুজালেম তথা আসমান-জমীন এমন কি কেয়ামত পর্য্যন্ত পাড়ি দিয়া ঘুরপাক খাইয়া বেড়াইয়াছেন। অথচ দেখুন, যে মসজিদে নাবাবীতে 'বাইনা ইয়াদাই' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, উক্ত মসজিদেই পবিত্র হাদীস দ্বারা নিষ্পত্তি করাও হইয়াছে। যেমন—'বাইনা ইয়াদাই' অর্থাৎ সম্মুখ বলিতে ইহার দূরত্ব কতটুকু তাহা দেখুন ঃ—মেশকাত শরীফ ৭৪ পৃঃ আস্‌সুতরাহ অধ্যায়ে বর্ণিত ঃ—হজরত আয়েশা রাদী আল্লাহু আনহা বলেন— 'আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সম্মুখে ঘুমাইতাম, আমার পা দুখানা তাঁহার কেবলার দিকে থাকিত, তিনি যখন সেজদাহে যাইতেন তখন পবিত্র হাত দ্বারা ঠুকা মারিতেন, আমি পা দুখানা গুটাইয়া লইতাম। আবার যখন তিনি দাঁড়াইতেন, তখন পা বিছাইয়া দিতাম।" উক্ত হাদীসে 'বাইনা ইয়াদাই' শব্দের দূরত্ব কতটুকু প্রমাণ হইল, তাহা লিখিবার প্রয়োজন মনে করিতেছি না।" ( পরশমণি পৃঃ ৫৫/৫৬ )।

নিরপেক্ষ পাঠক, বিবেচনা করিয়া বলুন? বিভ্রান্তকারী কে? —লেখক, না উলামায়ে আহলে সুন্নাত। 'উৎপত্তি' শব্দের অর্থ আরম্ভ এবং 'নিষ্পত্তি' শব্দের অর্থ সমাপ্ত ; যাহার পরে কিছুর অবকাশ থাকে না। লেখক হজরত আয়শা সিদ্দিকার হাদীস দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, 'বাইনা ইয়াদাই' এর অর্থ দুই হাত দূরত্ব এবং ইহাই হইল উহার শেষ অর্থ। আবার তিনি স্বীকারও করিয়াছেন—'বাইনা ইয়াদাই' শব্দের অর্থ উপরুক্ত আয়াত সমূহে সঠিকই রহিয়াছে।" ইহা কি লেখকের বিভ্রান্তিকর উক্তি নয়? দুই হাত দূরত্ব অর্থে যখন নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, আবার উহার অর্থ কিয়ামত পর্যন্ত কেমন করিয়া হইতে পারে? লেখক মুর্খামি করিয়া অথবা মানুষকে গোমরাহ করিবার উদ্দেশ্যে 'উৎপত্তি' অর্থের হাদীসটি 'নিষ্পত্তি' অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ 'বাইনা ইয়াদাই' বা 'সামনে' মানে পায়ের নিকট হইতে আরম্ভ করিয়া কিয়ামত পর্যন্ত। এইবার কোরআন, হাদীসের অর্থ যথাস্থানে সঠিক হইবে। —লেখক উলামায়ে আহলে সুন্নাতের বগলে কাঁচি দেখিতে পাইয়াছেন। লেখক কি কাঁচি পাছাতে ভরিয়া সারা পৃথিবী ঘুরপাক খাইয়া বেড়াইয়াছেন? তিনি একাধিক স্থানে বলিয়াছেন, সারা পৃথিবীতে আজান মসজিদের ভিতর হইয়া থাকে। যাইহোক, এখন প্রমাণ হইল 'সামনে' শব্দের অর্থটি ব্যাপক। পায়ের নিকট হইতে কিয়ামত পর্যন্ত সবই সামনে ; অবশ্য 'সামনে' বলিয়া যতটুকু দূরত্ব প্রয়োজন, ততটুকু গ্রহণ করিতে হইবে। এখন ইমামের সামনে বলিতে মসজিদের ঘরের মধ্যে সামনে হইবে, না ঘরের বাহিরে সামনে হইবে। যদি বলা হয়, ঘরের মধ্যে সামনে, তাহা হইলে আজানের অর্থ ও উদ্দেশ্য বৃথা হইয়া যায়। সেই হেতু সামনের ব্যাখ্যা হাদীসে মসজিদের দরওয়াজা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ বারান্দায় প্রবেশ করিবার দরওয়াজা। এবং উলামায়ে

pdf By Syed Mostafa Sakib



ইসলাম 'সামনে' মানে বাহির বলিয়া দিয়াছেন— যেমন 'উমদাতুর রেয়াআ' শহরে বিকাইয়ার ১খঃ ২০২ পৃষ্ঠার ১নং টীকায় বলা হইয়াছে—"সামনের অর্থ দুইটি; মসজিদের বাহিরটি সুন্নাত।" 'উমদাতুর রেয়াআ'র উক্তিকে ব্যক্তিগত অভিমত বলিয়া পালাইবার রাস্তা তলব করা গোমরাহী। যাহা সুন্নাত নয়, সেই জিনিষকে সুন্নাত বলা মানেই প্রকৃত সুন্নাতের মর্য্যাদাহানী করা। লেখক ৫০ পৃষ্ঠায় 'উমদাতুর রেয়াআ' এর উক্তিকে মাওলানা আবদুল হাই লাখনুবীর নিজস্ব মত ছিল বলিয়া লাখনুবী সাহেবকে কলংক করিয়াছেন। লেখক ৭৭পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"আরবী ভাষায় 'বাইনা' মানে 'মাঝে বা মধ্যে' 'ইয়া দাই' মানে 'দুই হাত' অর্থাৎ 'বাইনা ইয়া দাই' মানে হইল দুই হাতের মধ্যে। সারমর্ম হইল যে—মোয়াজ্জেন আজান দিবেন খতিবের সামনে দুই হাত দুরে।" —কোরআন, হাদিসের বিকৃত অর্থ করিতে বসিলে পদে পদে পদস্খলন হইয়া থাকে। লেখক 'বাইনা' শব্দের মানে 'মধ্যে' লিখিয়া দম শেষ না হইতেই আবার লিখিয়াছেন—'দুরে'। 'মধ্যে' ও 'দুরে' এক কথা নয়। লেখকের কথা অনুযায়ী 'বাইনা ইয়া দাই' মানে 'দুই হাতের মধ্যে'। ইহা যথার্থভাবে পালন করিতে হইলে মোয়াজ্জেনকে দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিতে হইবে এবং আজান শেষ হইবার পর ছাড়িয়া খুতবা দিতে দাঁড়াইবে। লেখক যদি এই প্রকার করেন, তাহা হইলে একটি নতুন নজীর তৈরী হইয়া যায়।

## কেবল হিন্দুস্তানে হইয়া থাকে

"পৃথিবীর সর্বত্রে খোতবার আজান মসজিদের ভিতরেই হইয়া থাকে;" (পরশমনি ৮পৃঃ)

পরশমনির লেখক ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়াছেন। মনে হয় তিনি ইসলামপুরের মতিলাল তলাকে পৃথিবী মনে করিয়া থাকেন। একমাত্র হিন্দুস্তান ছাড়া পৃথিবীর কোন দেশে মসজিদের ভিতর আজান দেওয়ার বিদআত প্রথা চালু নাই। আবার হিন্দুস্তানের সর্বত্রে এই বিদআত প্রথাটিও চালু নাই। ভারতের রাজধানী দিল্লীর জামে মসজিদেও চালু নাই। এতদ্ সত্বেও লেখক সারা পথিবী বলিয়া মানুষকে ধোকা দেওয়ার অপচেষ্টা করিয়াছেন। এবিষয়ে কথা না বাড়াইয়া আবু দাউদ শরীফের অন্যতম আরবী ব্যাখ্যাকার শায়েখ শামসুল হক আজীমাবাদীর একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি। শায়খ তাঁহার প্রসিদ্ধ কিতাব 'অউনুল মা' বুদ' এর প্রথম খণ্ড ৪২৪ পৃষ্ঠায় জুমার আজান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিবার পর লিখিয়াছেন :— "'বাইনা ইয়াদাই' বা 'সামনে' শব্দটি নিকট ও দুর সব জায়গায় ব্যবহার হইয়া থাকে। অর্থ হইল যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসালাম জুমার দিবস মিম্বারের উপর বসিতেন, তখন হজরত বিলাল রাদী আল্লাহু আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি আসাল্লামের সামনে আজান দিতেন। কিন্তু হুজুরের সামনে মিম্বারের কাছাকাছি—নিকটে আজান দিতেন না; যেমন হিন্দুস্তানের অধিকাংশ স্থানে প্রচলন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু হিন্দুস্তানে যাহাদের আল্লাহ তাআলা বাঁচাইয়াছেন, তাহারা এই প্রকার মিম্বারের কাছাকাছি আজান দেন না। কারণ, মিম্বারের নিকটবর্ত্তী স্থানটি আজানের স্থান নয়। ঐ স্থানে আজান দিলে আজনের উপকারীতা নষ্ট হইয়া যায়।" শায়েখ

pdf By Syed Mostafa Sakib

আরো লিখিয়াছেন—"ইমামের সামনে মসজিদের দরওয়াজায় আজান দেওয়াই সঠিক। ইমামের সামনে মিম্বারের নিকটে বর্তমানে আজান দেওয়ার যে প্রচলন হইয়াছে, এবিষয়ে এক হরফ প্রমান নাই।" —লেখকের চিন্তা করা উচিৎ যে পৃথিবী বলিয়া হাঁক ছাড়িলেই ময়দান জয় করা যাইবে না।

## মোহাম্মাদ ইবনো ইসহাক

আবু দাউদ শরীফে মসজিদের দরওয়াজায় আজান দেওয়ার যে হাদিসটি বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত হাদীসের একজন বর্ণনাকারীর নাম মোহম্মদ ইবনো ইসহাক রাহ্‌মতুল্লাহি আলাইহি। পরশমনির লেখক মোহাম্মাদ ইবনো ইসহাককে মিথ্যাবাদী প্রমান করতঃ উক্ত হাদিসটি অস্বীকার করিবার উদ্দেশ্যে লিখিয়াছেন:— "হজরত ইমাম মালেক (রঃ) একদা রাগান্বিত অবস্থায় মোহাম্মাদ এবনো ইসহাককে ইংগিত করিয়া বলিয়াছিলেন—দাজ্জালকে দেখ? আরো কিছু সংখ্যক মোহাদ্দেসীন মোহাম্মাদ ইবনো ইসহাককে "কাদারিয়া হিসাবে গন্য করিয়াছেন।" প্রকাশ থাকে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি আসল্লাম এর জামনার কোন জিনিষের উপর মোহাম্মাদ ইবনো ইসলাম ছিলেন এবং তিনি হালাল—হারাম মানিতেন না। হেশাম এবনো ওরওয়াহ (রঃ) মোহাম্মাদ এবনো ইসহাককে কাজ্জাব (মিথ্যা-বাদী) পর্যন্ত বলিয়াছেন।" (পরশমনি ৩৩পৃঃ)

ইমাম মোহাম্মাদ ইবনো ইসহাক একজন বিশ্বাসস্ত ও নির্ভরযোগ্য হাদিস বর্ণনাকারী ছিলেন। তিনি ইমাম আবু হানিফার অন্যতম শিষ্য মোহাম্মাদের উস্তাদ এবং ইমাম আবু ইউসুফের উস্তাদের উস্তাদ ছিলেন। হানিফী মাজহাবের সমস্ত ইমাম ও মোহাদ্দিসগন তাঁহার নিকট হইতে হাদিস গ্রহন করিয়াছেন। এক কথায় হানিফী মাজহাবের কোন ইমাম, কোন মোহাদ্দিস ও কোন ফকীহ মোহাম্মাদ ইবনো ইসহাককে কোন বিষয়ে অভিযুক্ত করেন নাই। অনুরূপ বোখারী শরীফ হইতে আরম্ভ করিয়া ছয়খানা সহীহ গ্রন্থের মধ্যে মোহাম্মদ ইবনো ইসহাকের সনদে বা সূত্রে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। —মিথ্যাবাদী ও দাজ্জালের নিকট হইতে হাদীস সংগ্রহ করা কি জায়েজ? লেখকের কথা অনুযায়ী প্রমান হয় যে, হানিফী মাজহাবের বুনিয়াদে মিথ্যাবাদী, দাজ্জাল রহিয়াছে। কারন, হানিফী মাজহাবের ইমামগন মোহাম্মাদ ইবনো ইসহাক হইতে বর্ণিত শতশত হাদিস গ্রহন করিয়াছেন। গায়ের মুকাল্লিদ—লামাজ-হাব সম্প্রদায় লেখককে শত সাবাস দিবেন এবং প্রান ভরিয়ে প্রসংশাও করিবেন। কারন, লেখকের কথা অনুযায়ী প্রমান হইতেছে—হানিফী মাজহাবের মুহাদ্দিস মিথ্যাবাদী—দাজ্জাল। আপনি আজানের ময়দান জিতিবার জন্য হানিফী মাজহাবকে কতল করিয়া ফেলিলেন? মিথ্যাবাদী দাজ্জালের শিষ্যত্ব গ্রহন করা জায়েজ? আপনি হানিফী মাজহাবের বড় বড় ইমাম মোহাম্মাদ ইবনো ইসহাকের শিষ্য ছিলেন। যদি মোহাম্মাদ ইবনো ইসহাকের বর্ণিত হাদিস পাওয়া যাইত না। উলামায়ে ইসলাম যে ছয়খানা গ্রন্থকে সহীহ বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন; আপনার কথা অনুযায়ী সেগুলি কলংক হইয়া গেল। চোখে ধূলা দিয়া করবার করিলে বেশি দিন চলে না। মিথ্যাবাদী দাজ্জালের জন্য কি দোয়া করা

 pdf By Syed Mostafa Sakib 

জায়েজ ? যে মোহাম্মাদ ইবনো ইসহাককে আপনি মিথ্যাবাদী দাজ্জাল প্রমান করিয়াছেন আবার ৩০পষ্ঠায় তাঁহার নামের পর ( রঃ ) লিখিয়াছেন।

## উলায়ামে ইসলামের অভিমত

মোহাম্মাদ ইনবো ইসহাক রহমা তুল্লাহি আলাইহির জীবন চরিত এবং উলামায়ে ইসলামের অভিমতগুলি একত্রিত করিলে একটি সতন্ত্র পুস্তক হইয়া যাইবে। এখানে কেবল নমুনা প্রদান করা হইতেছে। —(১) 'মীজানুল ইতেদাল' দ্বিতীয়খঃ ৩৪৩/৩৪৫পৃষ্ঠায় লিখিয়াছে—মোহাম্মাদ ইবনো ইসহাক মাদানী বিখ্যাত ইমামগনের অন্তরভুক্ত। তিনি আনাস বিনমালেক রাদী আল্লাহু আনহুকে দেখিয়াছেন। (২) ইমাম ইসহাকের হাদীস হাসান ( উত্তম )। (৩) ইমাম বোখারীর উস্তাদ ইমাম এদিয়া বিন মুঈন বলিয়াছেন—মোহাম্মাদ ইবনো ইসহাক বিশ্বসস্ত নির্ভরযোগ্য। (৪) ইমাম বোখারীর উস্তাদ ইমাম আলী বিন মাদানী বলিয়াছেন— ইবনো ইসহাকের হাদীস আমার নিকটে সদীহ। (৫) ইমাম শওবা বলিয়াছেন— ইবনো ইসহাক হাদীস শাস্ত্রে সমস্ত মুসলমানদের সরদার। তিনি আরো বলিয়াছেন— ইবনো ইসহাক অত্যন্ত সত্যবাদী। (৬) ইমাম শাফয়ী ও ইমাম সুফিয়ান সাওরী ইমাম জহরীর নিকট হইতে বর্ননা করিয়াছেন—যতদিন পর্যন্ত মোহাম্মাদ ইবনো ইসহাক মদীনা শরীফে থাকিবেন, ততদিন পর্যন্ত সেখানে ইলম্ থাকিবে। (৭) ইমাম শওবা বলিয়াছেন— যদি আমার নিকটে বাদশাদী থাকিত, তাহা হইলে আমি অবশ্যই মোহাম্মাদ ইবনো ইসহাককে মুদাদ্দিসদের সর্দার করিয়া দিতাম। (৮) ইমাম ইবনো আদী বলিয়াছেন— ইমামগন ইবনো ইসহাকের নিকট হইতে হাদীস সংগ্রহ করিতে পিছপা হন নাই। ইবনো ইসহাকের মধো কোন দোষ ছিলনা। (৯) ইয়াকুব বিন শায়রা বলিয়াছেন—আমি ইমাম ইবনুল মাদানীকে মোহাম্মাদ ইবনো ইসহাক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, আমার নিকটে তাঁহার হাদীস সহীহ। আমি আবার বলিলাম—ইমাম মালেক তাঁহার সম্বন্ধে বদনাম করিয়াছেন। উত্তরে তিনি বলিয়াছেন—ইমাম না তাঁহার সঙ্গ পাইয়াছেন, না, তাঁহার চিনিয়াছেন। (১০) ইমাম আহমাদ আজলী বলিয়াছেন—ইবনো ইসহাক বিশ্বসস্ত। (১১) ইমাম বোখারী জইফ বর্ননাকারীদের সম্পর্কে যে কিতাব খানা লিখিয়াছেন, তাহাতে ইবনো ইসহাকের নাম নাই। (১২) ইমাম তিরমিজী ইবনো ইসহাক হইতে বর্নিত হাদীস কে সহীহ বলিয়াছেন। 'তাহজীবুত্ তাহজীব' কিতাবে মোহাম্মাদ ইবনো ইসহাক সম্পর্কে বলা হইয়াছে—(১৩) ইমাম ইবনো মুঈন বলিয়াছেন, মোহাম্মাদ ইবনো ইসহাক নির্ভরযোগ্য ছিলেন এবং উহার হাদীস হাসান। (১৪) ইমাম ইবনো মাদানী বলিয়াছেন—রসুলুল্লাহর হাদীসের ভিত্তি ছয়জন ইমামের উপর। আবার ঐ ছয়জনের ইলম্ বারো জনের নিকটে আসিয়াছে। উহাদের মধ্যে একজন মোহাম্মাদ ইবনো ইসহাক। (১৫) ইমাম আসিম বলিয়াছেন—যতদিন ইবনো ইসহাক জীবিত থাকিবেন ততদিন মানুষের নিকটে ইলম থাকিবে। (১৬) ইমাম সুফিয়ান বিন উত্তয়াইনিয়া বলিয়াছেন ৭০ বৎসরের বেশি হইল, যখন

pdf By Syed Mostafa Sakib



হইতে আমি ইবনো ইসহাকের নিকটে বসিতেছি। মদীনা বাসীদের মধ্যে কেহ তাহাকে বদনাম করে নাই। (১৭) আবু মুয়াবিয়া বলিয়া ইবনো ইসহাক অত্যন্ত স্মৃতি শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, যদি কাহারো নিকটে পাঁচটি অথবা উহার বেশি হাদীস থাকে, তাহা হইলে যেন সেগুলি ইবনো ইসহাকের নিকটে সমর্পণ করিয়া দেয়। ইহাতে ঐ হাদীসগুলি উম্মাতের নিকটে পৌঁছিবে। (১৮) ইমাম আহমাদ বলিয়াছেন—মোহাম্মাদ ইবনো ইসহাকের হাদীস হাসান। (১৯) ইমাম বোখারী বলিয়াছেন —আমি আলী বিন আব্দুল্লাহকে দেখিয়াছি; তিনি ইবনো ইসহাকের হাদীসকে হুজ্জাত প্রমাণ করিয়াছেন। (২০) ইমাম বোখারী বলিয়াছেন—ইবনো ইসহাক সম্পর্কে ইমাম মালেকের অভিযোগ প্রমাণিত নয়। তিনি আরো বলিয়াছেন—ইমাম মালেকের চাচাতো ভাই এবং বহিনের ছেলে ইবনো ইসহাকের কিতাব হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। (২১) ইমাম বোখারী বলিয়াছেন—আমাকে ইব্রাহীম বিন হামজা বলিয়াছেন, ইবনো ইসহাকের বর্ণিত হাদীস ইমাম ইব্রাহীমের নিকটে প্রায় সত্তের হাজার ছিল। ইমাম বোখারী আরো বলিয়াছেন – ইমাম শওবা ইবনো ইসহাকের স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে বলিয়াছেন, তিনি সমস্ত মুসলমানদের সর্দার। (২২) ইমাম ইবনো মুঈন বলিয়াছেন—ইবনো ইসহাক নির্ভরযোগ্য ছিলেন। (২৩) ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারক বলিয়াছেন—আমি ইবনো ইসহাককে সত্যবাদী পাইয়াছি, সত্যবাদী পাইয়াছি, সত্যবাদী পাইয়াছি। (২৪) ইমাম ইবনো হিব্বান বলিয়াছেন —সারা মদীনার মধ্যে কেহ ইল্‌সে ইবনো ইসহাকের সমতুল্য নাই। (২৫) ইমাম এহিয়া বিন এহিয়া ইবনো ইসহাককে নির্ভরযোগ্য বলিয়াছেন। (২৬) ইমাম আবু ইয়ালা বলিয়াছেন—মোহাম্মাদ ইবনো ইসহাক নির্ভরযোগ্য আলেম ছিলেন। (২৭) ইমাম আবু জারয়া বলিয়াছেন—ইবনো ইসহাক অত্যন্ত সত্যবাদী।

অনুরূপ তারগীব ও তারহীব কিভাবে মোহাম্মাদ ইবনো ইসহাক সম্পর্কে বলা হইয়াছে—(২৮) ইবনো ইসহাক বিখ্যাত ইমাম ছিলেন। তাঁহার হাদীস হাসান। (২৯) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল বলিয়াছেন—ইবনো ইসহাকের হাদীস হাসান। (৩০) ইমাম আলী বিন মাদানী বলিয়াছেন—ইবনো ইসহাকের হাদীস আমার নিকটে সহীহ। (৩১) ইমাম শওবা বলিয়াছেন—হাদীসে ইবনো ইসহাক সমস্ত মুসলমানদের বাদশা। (৩২) ইমাম ইবনো খুজাইমা নিজ মসনাদের মধ্যে ইবনো ইসহাককে হুজ্জাত বলিয়াছেন।

'জাওহারুন্নুকা' কিতাবে ইবনো ইসহাক সম্পর্কে বলা হইয়াছে—(৩৩) নিশ্চয় ইমাম তিরমিজী ইবনো ইসহাকের নিকট হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়া সহীহ বলিয়াছেন। (৩৪) অনুরূপ আবু দাউদ ইবনো ইসহাক হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়া নীরব হইয়াছেন। —আবু দাউদ বলিয়াছেন—আমি আমার মসনাদে সহীহ হাদীস বর্ণনা করিয়াছি। ফতহুল মুগীস কিতাবে বলা হইয়াছে—আবু দাউদ যে হাদীস বর্ণনা করিবার পর নিরব থাকিবেন; সে হাদীসকে সহীহ বলিয়া গণ্য হইবে। (৩৫) ইবনো হিব্বান কিতাবুস্ সিকাতের মধ্যে বলিয়াছেন—ইবনো ইসহাক সম্পর্কে হিশামের অভিযোগ গ্রহণযোগ্য

pdf By Syed Mostafa Sakib


নয়। (৩৬) 'মিজানুল ইতেদল' কিতাবে আছে ইবনো ইসহাক সম্পর্কে হিশামের অভিযোগ সঠিক নয়। কারণ, সলাইমান বলিয়াছেন—এহিয়া কাত্তান ইবনো ইসহাককে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছেন—আমি অহীবের নিকট হইতে শুনিয়াছি। আমি অহীবকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছেন—আমি মালেক বিন আনাসের নিকট হইতে শুনিয়াছি। আমি মালেককে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছেন—আমি হিশামকে বলিতে শুনিয়াছি। আমি হিশামকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছেন—ইবনো ইসহাক আমার বিবি ফাতেমার নিকট হইতে হাদীস বর্ণনা করিতেছে। অথচ আমি যখন উহাকে বিবাহ করিয়া আমার বাড়ীতে আনিয়াছি ; তখন উহার বয়স মাত্র নয় বৎসর। সে মৃত্যু পর্যন্ত কোন পুরুষের মুখ দেখে নাই। —ইবনো ইসহাকের বদনামের মূল কারণ হইল ইহাই। উলামায়ে ইসলাম উহার বহু উত্তর দিয়াছেন —(১) ইহা হইতে পারে যে, হিশামের অনউপস্থিতে ইবনো ইসহাক আসিয়া অনুমতি নিয়ে পরদার আড়াল হইতে ফাতেমার থেকে হাদীস শুনিয়াছেন। (২) ইহা হইতে পারে যে, ইবনো ইসহাক নাবালেগ অবস্থায় ফাতেমার নিকট হইতে হাদীস শুনিয়া পরে বর্ণনা করিয়াছেন। (৩) ইহা হইতে পারে যে, পূর্ব যুগে মহিলাগণ পরদার সহিত মসজিদে আসিত। ইবনো ইসহাক মসজিদে ফাতেমার নিকটে হাদীস শুনিয়াছেন। যাহা হিশামের জানা ছিল না ইত্যাদি। —মোহাম্মাদ ইবনো ইসহাক সম্পর্কে বিস্তারিত জানিতে হইলে 'বিকাইয়াতু আহলিস্ সুন্নাত', 'তাজাল্লীয়াতে মুকতীয়ে আ'জমে হিন্দ' ও আজানে খুতবা কাঁহা হো' পাঠ করুন।

## যেহেতু বদ্‌নিয়াতে কলম ধরিয়াছেন

"আরো লক্ষ্যের বিষয় হইল যে, বেরেলী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা আ'লা হজরত মাওলানা আহমাদ রেজা খান (রঃ) তাঁহার রচিত "ফতোয়ায়ে রেজবীয়া" গ্রন্থের ৫/৬৩ পৃঃ এবং ৫/৪৩৯ পৃঃ উল্লেখ করিয়াছেন·····সারমর্ম হইল যে, মোহাম্মাদ ইবনো এসহাক দাজ্জাল মিথ্যাবাদী ছিলেন। উপরোক্ত উক্তি প্রকৃতপক্ষে হজরত এমাম মালেক (রঃ) ও এমাম হেশাম এবনো উরয়াহ (রঃ) এমামদ্বয়ের। উক্ত এমামদ্বয়ের উক্তিকে স্বীকার ও সমর্থন করিয়া জনাব আ'লা হজরত (রঃ) বোখারী শরীফে উল্লেখিত তালাকের এক হাদীসকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। অথচ আমাদের দেশের তাঁহার ধ্বজা মার্কা অনুসারীরা আ'লা হজরতের স্বীকার উক্তি অনুযায়ী দাজ্জাল কাজ্জাব মোহাম্মাদ ইবনো এসহাক কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসের অংশ—"আলা বাবিল মসজিদ" —"মসজিদের দরজার উপর" কে লইয়া আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছেন।" (পরশমণি ৬৮/৬৯ পৃঃ) যেহেতু লেখক বদনিয়াতে কলম

pdf By Syed Mostafa Sakib



ধরিয়াছেন; সেহেতু ইমাম আহমাদ রেজা ফাজেলে বেরেলবীর ভাষা বুঝিবার তাওফীক হয় নাই। ইমাম আহমাদ রেজা আজানের হাদীস বর্ণনাকারী মোহাম্মাদ ইবনো ইসহাককে কোন সময় দাজ্জাল কাজ্জাব স্বীকার করেন নাই। কেবল তিনি গায়ের মুকাল্লিদ—লামাজহাবী সম্প্রদায়কে নিরুত্তর করিবার জন্য ইমাম মালেক ও হিশামের কথার উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন যে, লা-মাজহাবী সম্প্রদায় সুবিধাবাদী। ইমাম আহমাদ রেজা ইমাম মালেক ও হিশামের যে উক্তি নকল করিয়াছেন, তাহাতো হানিফী মাজহাব বিরোধী নয়। আপনি খুঁড়িয়ে হানিফী সাজিয়াছেন। আবার ইমাম মালেকের আশ্রয় গ্রহন করিয়া জল ঘোলা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন কেন? উলামায়ে ইসলাম তো ইমাম মালেক ও হিশামের উক্তিকে অকাট্যভাবে খণ্ডম করিয়া দিয়াছেন। যাহা পূর্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইয়াছে। জানিয়া রাখিবেন! বর্তমান বেরেলবীগণ ইমাম আহমাদ রেজার ধ্বজা মার্কা অনুসারী নন। বরং আপনি ধ্বজা মার্কা লেখক; কিতাব না বুঝিয়া কলম ধরিয়াছেন।

## চোর হইয়া চোখ রাঙানী!

পরশমণি লেখক ৪১/৪২ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন:—"খোতবার আজান আহ্বানের জন্য প্রযোজ্য নহে। সেইহেতু খোতবার আজান বাহিরে দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। অথচ বিভ্রান্তকারীরা বাহিরে আজান প্রমাণ করিতে গিয়া হানিফী মাজহাবের সু-প্রসিদ্ধ স্বীকৃত ও গ্রহনযোগ্য ফেকা শাস্ত্রবিদগণের প্রকাশ্য উক্তি 'সাহ্হা' বা 'অতিসিদ্ধ' শব্দকে গোপন রাখিবার প্রয়াসে এমাম তাহাবী ও শাইখুল ইসলাম (বঃ)র নামের উদ্ধৃতি দ্বারা খোতবার আজান ও আহ্বানের জন্য প্রযোজ্য সাব্যস্ত করিবার অপকৌশলে "কেতাব চোর" সাজিতে একটুও কুন্ঠিত হন নি।"—লেখক যে সমস্ত উদ্ধৃতি প্রদানের পর উলামায়ে আহলে সুন্নাতকে 'কেতাব চোর' প্রমাণ করিয়াছেন; সেই সমস্ত উদ্ধৃতিতে আদৌ প্রমাণ হয় না যে, খোতবার আজান আহ্বানের জন্য নয়। বরং উদ্ধৃতিগুলি হইতে কেবল প্রমাণ হয় যে, প্রথম আজান আরম্ভ হইলে দুনিয়াবী সমস্ত কারবার ত্যাগ করতঃ মসজিদে আসা অয়াজিব। খোতবার আজান নিশ্চয় আহ্বানের জন্য। এবিষয় পরে আলোচনা করিব। এখন লেখকের কিতাব চুরির কয়েকটি নমুনা প্রদান করিতেছি:—(১) লেখক ৩৭ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন—"আল্লামা তাহতাবী কাহাস্তানী হইতে মাকরূহ কথাটির উল্লেখ করিয়াছেন। কাহাস্তানী সম্পর্কে আল্লামা শামী (রঃ) রদ্দুল মোহতার ১/৭০ পৃঃ উল্লেখ করিয়াছেন কাহাস্তানীর অবস্থা অবগত হওয়া যায় না, সুতরাং উহা হইতে ফতওয়া দেওয়া ঠিক হইবে না।" লেখক আল্লামা শামীর উক্তি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করেন নাই। আল্লামা শামী বলিয়াছেন

pdf By Syed Mostafa Sakib



—"নহর, কাণ্ড ও দুরে মুখতার ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত কিতাব হইতে ফতওয়া দেওয়া জায়েজ নয়। অনুরূপ যে সমস্ত লেখকের অবস্থা জানা নাই ; তাহাদের কিতাব হইতে ফতওয়া দেওয়া জায়েজ নয়। অনুরূপ যে সমস্ত কিতাবে দুর্বল উক্তি নকল করা হইয়াছে ; সেই সমস্ত কিতাব হইতে ফতওয়া দেওয়া জায়েজ নয়। যেমন মোল্লা মিসকীনের শরহুল কাণ্ড ও কাহাস্তানীর শরহুন্ নিকাইয়া। কিন্তু যখন জানা যাইবে যে, উহারা অমুক কিতাব হইতে মসলা গ্রহন করিয়াছেন ; তখন উহাদের মসলা গ্রহনযোগ্য হইবে।"—লেখকের হজমশক্তি খুবই ভাল। আল্লামা শামীর শেষ কথাগুলি হজম করিয়া ফেলিয়াছেন। এইবার কাহাস্তানীর উক্তি গ্রহনযোগ্য কিনা দেখুন। আল্লামা কাহাস্তানী 'নজম' কিতাব হইতে উদ্ধৃত করতঃ বলিয়াছেন—মসজিদের ভিতরে আজান দেওয়া মাকরূহ। অতএব, শামীর কথা অনুযায়ী আল্লামা কাহাস্তানীর মসলা গ্রহনযোগ্য হইয়া গেল। —লেখক বলিয়াছেন —"আল্লামা তাহতাবী কাহাস্তানী হইতে 'মকরূহ' কথাটি উল্লেখ করিয়াছেন।" ইহা লেখকের বুঝিবার ভুল। আল্লামা তাহতাবীর মতে মসজিদের ভিতরে আজান দেওয়া মকরূহ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কাহাস্তানীর কথা উল্লেখ করিয়াছে। অন্যথায় কাহাস্তানীর কথা নকল করিবার পর উহার খণ্ডন করিতেন। (২) লেখক ৩৭ পৃষ্ঠায় দুই লাইন আরবী উদ্ধৃত করতঃ আল্লামা শামীর উক্তি বলিয়া যে অনুবাদ করিয়াছেন। প্রথমতঃ উহা আল্লামা শামীর ভাষা নয়। বরং উহা আল্লামা হাসকাফীর ভাষা। দ্বিতীয়তঃ অনুবাদটি সম্পূর্ণ বিকৃত করিয়াছেন। লেখকের অনুবাদ –"আজান অভিধানিক অর্থে জানানো বা জ্ঞাত করানো। এবং শারীয়াতের পরিভাষায় –নির্দিষ্ট শব্দ বা বাক্য দ্বারা নামাজের ওয়াক্ত বা সময় অবগত করানো।"—সঠিক অর্থ ইহাই যে, "আজানের শাব্দিক অর্থ জ্ঞাত করানো এবং ইসলামিক অর্থ বিশেষভাবে জ্ঞাত করানো। সময় জ্ঞাত করিবার জন্য নয়। যাহাতে কাজা নামাজের এবং খতীবের সামনের আজান আজানের মধ্যে গণ্য হইয়া যায়। মোট কথা আজান অয়াক্ত জ্ঞাত করিবার জন্য নয়। বরং অনুপস্থিতকে নামাজের জন্য জ্ঞাত করানো। তাই আল্লামা হাসকাফী ও আল্লামা শামী পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন যে, আজান সময় অবগত করানোর জন্য নয়। অন্যথায় কাজা নামাজের আজান এবং খতীবের সামনের আজান ; আজান বলিয়া গণ্য হইবে না। কারণ, কাজা নামাজের আজান তো যথা সময় দেওয়া হয় না। অনুরূপ খুতবার আজানের বহু পূর্বে অয়াক্ত আসিয়া যায়। (৩) লেখক ৪৮ পৃষ্ঠায় কাজী খানের আরবী উদ্ধৃত করিয়া অনুবাদ করিয়াছেন—"মসজিদে আজান দিবে না।" লেখক 'দিবে না' এর অর্থ করিয়াছেন 'সমীচীন নয়'। কিন্তু উহার প্রকৃত অর্থ হইল 'নাজায়েজ'। কারণ আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী 'না' শব্দটি নিষেধের অর্থে ব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন শরহে বিকাইয়া ১ম খঃ ১৫০ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে—মুক্তাদী ( ইমামের

 pdf By Syed Mostafa Sakib 

পশ্চাতে ) কিরাত পাঠ করিবে না। প্রকাশ থাকে যে, হানিফী মাজহাবে ইমামের পশ্চাতে কিরাত পড়ামাকরূহ তাহরিমী। লেখকের কথা মত মুক্তাদীর জন্য কিরাত পড়া সমীচীন নয় বলিলে হানিফী মাজহাব তো কাত্ হইয়া পড়িবে। লেখকের কিতাব চুরির নমুনা সম্ভব হইলে পরে আরো দুই একটি দেখাইয়া দিব।

## খুতবার আজানের উদ্দেশ্য

আজানের শাব্দিক ও ইসলামিক অর্থ অনুযায়ী প্রমাণ হইয়াছে যে, অনুপস্থিতকে অবগত করানো। অতএব, খুতবার আজানের উদ্দেশ্য অনুপস্থিতকে অবগত করানো। অন্যথায় খুতবার আজান ; আজান বলিয়া গণ্য হইবে না। উলামায়ে দেওবন্দের পরম বুজর্গ আব্দুল হাই লাখনুবী 'উমদাতুর রিয়াআ' কিতাবে লিখিয়াছেন—"খুতবার আজান উপস্থিতগণকে জ্ঞাত এবং মসজিদ হইতে অনুপস্থিতগণকে উপস্থিত করিবার জন্য।" ( শরহে বিকায়া ১ খঃ ২০১ পৃঃ টিকা নং ৪ ) প্রকাশ থাকে যে, আব্দুল হাই লাখনুবী 'উমদাতুর রেয়াআ' লিখিবার পূর্বে 'সায়ায়া' নামক কিতাব লিখিয়াছেন। সেইহেতু 'সায়ায়া' কিতাবের কথা গ্রহনযোগ্য নয়। যাহা লেখক ৪৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। —বাহরুর রায়েক ১ম খঃ ২৭৮ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে—"একাধিক আজান শরীয়ত সম্মত। যেমন জুমার আজান। কারণ, আজান হইল অনুপস্থিতকে জ্ঞাত করানো। সুতরাং একাধিক আজান উপকারী। কারণ, হইতে পারে যে, প্রথম আজান কিছু মানুষ শুনিতে পায় নাই।"—বাদাউস্ সানায়ে ২৭০ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে—"জুমার দিন যখন ইমাম মিম্বারে উঠিবেন এবং মুয়াজ্জিন উহার সামনে আজান দিবে, তখন ক্রয় বিক্রয় মাকরূহ।" প্রমাণ হইল যে, খুতবার আজান অনুপস্থিতকে জ্ঞাত করিবার জন্য। অন্যথায় কেনা বেচার কোন প্রশ্নই উঠে না কারণ, মসজিদে কেহ কেনা বেচা করে না। আরো প্রমাণ হইয়া গেল যে, ইমামগণের যুগে খুতবার আজানও বাহিরে হইত। অন্যথায় শহরের লোক কেমন করিয়া শুনিত এবং ক্রয় বিক্রয় কেমন করিয়া ত্যাগ করিত !· অবশ্য সুবিধার জন্য অনেক ফকীহ প্রথম আজানের পর ক্রয় বিক্রয় ত্যাগ করিবার কথা বলিয়াছেন। যেহেতু ফকীহগণের উক্তি অনুযায়ী প্রমাণ হইল যে, খুতবার আজান অনুপস্থিতগণের জন্য ; সেইহেতু উহা মসজিদের মধ্যে দেওয়া মাকরূহ বলিয়াছেন।—

## দাফনের পর আজান

উলামায়ে আহলে সুন্নাত দাফনের পর কবরের নিকটে আজান দেওয়া মুস্তাহাব বলিয়া থাকেন। ইমাম আহমাদ রেজা দাফনের পর আজান সম্পর্কে একটি সতন্ত্র কিতাব

 pdf By Syed Mostafa Sakib 

লিখিয়াছেন। যথাক্রমে কিতাবটির নাম 'ইজানুল আজার ফি আজানিল কবর'। উহাতে তিনি কোরআন্ হাদীস হইতে ৩৬টি দলীল পেশ করিয়াছেন। আল্হমদু লিল্লাহ আমিও 'দাফনের পূর্বাপর ও বালাকোটে কাল্পনিক কবর' নামক কিতাবে আজান সম্পর্কে উলামায়ে আহলে সুন্নাতের উক্তিগুলি নকল করিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছি যে, দাফনের পর আজানে মুর্দার বহু উপকার হইয়া থাকে। পরশমণির লেখক ৮৮ পৃষ্ঠায় কবর তালকীনের একটি হাদীস নকল করিবার পর লিখিয়াছেন—"বিভ্রান্তকারী কি উপরোক্ত হাদীসের প্রতি সন্দিহান রহিয়াছেন? অন্যথায় শয়তানকে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যে কবরে আজান দেওয়ায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কেন? প্রকাশ থাকে যে, পূর্বোল্লিখিত হাদিসানুসারে শয়তান আবির্ভাবের কোন অবকাশই থাকিতেছে না। সুতরাং প্রমাণ হইল যে, তালকীনের পরে আজান দেওয়া নিছক জেহালতী বৈ কিছু নহে।"

মিশকাত ৬৬ পৃষ্ঠায় হজরত জাবির রাদী আল্লাহ আনহু হইতে বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছে—"শয়তান আজান শুনিয়া ৩৬ মাইল দূরে পলায়ন করিয়া থাকে।" পরশমণির লেখককে যেন ৭২ মাইল দূরে দেখা যাইতেছে। লেখকের নকল করা হাদীসের প্রতিটি হরফের উপর আমাদের ঈমান রহিয়াছে। উলামায়ে আহলে সুন্নাত সমস্ত কিতাবে উক্ত হাদীসটি নকল করিয়াছেন। যদি আমরা বলিতাম—আজান কেবল শয়তান বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যে দিয়া থাকি, তাহা হইলে লেখকের প্রশ্ন যথার্থ হইত এবং আমাদের জেহালতী হইত। আজানের বহু ফজীলাত রহিয়াছে। তালকীনের হাদীস হইতে একটি ফজীলাত হাসেল হইয়া গেলেই যে আজান দেওয়ার প্রয়োজন থাকিবে না এমন কথা নহে। যেমন হাদীসে বলা হইয়াছে—জুমার দিবস ইন্তেকাল করিলে কবরের ফিৎনা, আজাব ও মুনকার, নাকীরের প্রশ্ন হইতে নিরাপদ হইয়া যাইবে। তাই বলিয়া কি জুমার দিন ইন্তেকাল করিলে দাফনের পর দোয়া করিতে হইবে না! —লেখক আল্লামা শামীর 'রদ্দুল মুহতার' হইতে পাঁচ লাইন আরবী উদ্ধৃত করিবার পর লিখিয়াছেন—"পাঠকবৃন্দ! আল্লামা শামী (রঃ) হানিফী মাজহারের একজন প্রখ্যাত ফেকা শাস্ত্রবিদ। তিনি (উপদেশ) পরিচ্ছেদে কবরের আজান সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"কবরে আজান দেওয়া সুন্নাত নয়"। এবং ইবনো হাজার আসকালানী রঃ এঁর উদ্ধৃতি দ্বারা উক্ত আজানকে "বেদআত" সাব্যস্ত করিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, আল্লামা এবনো আসকালানী (রঃ) শাফিউল মাজহাব হইলেও আল্লামা শামী (রঃ) উক্ত মন্তব্যকে সমর্থন করিয়া সমাধান করিয়াছেন যে, "কবরে আজান দেওয়া 'বেদআত'।"

প্রকাশ থাকে যে, আল্লামা শামী রদ্দুল মুহঁতার ১ম খঃ ৩৮৫ পৃষ্ঠায় দাফনের পর আজান দেওয়া মুস্তাহাব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবার ২য় খঃ ২৩৫ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন

 pdf By Syed Mostafa Sakib 

—"কবরে মুর্দাকে প্রবেশ করাইবার সময় আজান দেওয়া সুন্নাত নয়। যেমন এখন প্রচলন হইয়া গিয়াছে। অবশ্য ইবনো হাজার আসকালানী তাঁহার ফতওয়ায় উহা বিদআত বলিয়াছেন। আরো বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি উহা সুন্নাত ধারণা করে; তাহার ধারণা ঠিক নয়।"

পূর্ব্ব যুগের ইহুদী ও ঈসায়ীরা ইচ্ছামত তাওরাত, জবুরের অর্থ করিত। বর্তমান যুগের একদল ফোকাবাজ একমাল দেখাইয়া অন্য মাল দিয়া থাকে। পরশমণির লেখক 'রদ্দুল মুহতার' হইতে পাঁচ লাইন আরবী উদ্ধৃত করিয়া নিজের ইচ্ছামত বিকৃত অর্থ করিয়াছেন। লেখক যদি ঈমানদারীর সহিত তাঁহার উদ্ধৃত করা পাঁচ লাইন আরবীর সঠিক অনুবাদ করিয়া দিতেন, তাহা হইলে আল্লামা শামী ও ইবনো হাজার আসকালীর অভিমত কি কাহারো বুঝিতে বিলম্ব হইত না। লেখক নিজ কিতাবে একাধিক স্থানে কোন কিতাব হইতে উদ্ধৃ, আরবী উদ্ধৃত করিবার পর নিজের বক্তব্য এমন ভাবে লিখিয়াছেন যে, সাধারণ মানুর ধারণা করিবে-এটাই উল্লেখিত উদ্ধৃ, আরবীর অনুবাদ। প্রকৃত পক্ষে এটাই হইল কিতাব চুরি।—প্রকাশ থাকে যে 'সুন্নাত নয়' এবং 'জায়েজ নয়' এই দুইটি কথার মধ্যে আসমান ও জমীনের ব্যবধান রহিয়াছে। বহু জিনিব জায়েজ হইতে পারে কিন্তু সুন্নাত নয়। যেমন ভাল ভাল জিনিব পানাহার করা জায়েজ কিন্তু সুন্নাত নয়। আল্লামা শামী পরিষ্কার বলিয়াছেন—বর্তমানে কবরের নিকটে আজান দেওয়ার যে প্রচলন হইয়াছে উহা সুন্নাত নয়। নাজায়েজ হইলে তিনি বলিতেন—জায়েজ নয়। শামীর উক্তি হইতে আরো প্রমাণ হয় যে, তাঁহার যুগে আজানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। যেহেতু আল্লামা শামী আজান সুন্নাত হওয়া অস্বীকার করিয়াছেন; সেইহেতু তাঁহার স্বপক্ষে ইবনো হাজার আসকালানীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—ইবনো হাজার উক্ত আজানকে বিদ্আত বলিয়াছেন এবং তিনি আরো বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি উক্ত আজানকে সুন্নাত ধারণা করে; তাহার ধারণা ঠিক নয়। ইবনো হাজার যদি বিদ্আত বলিয়া 'নাজায়েজ'—'হারাম' মনে করিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় বলিতেন—যে ব্যক্তি উক্ত আজানকে জায়েজ ধারণা করে; তাহার ধারণা ঠিক নয়। বরং তিনি বলিয়াছেন—যে সুন্নাত ধারণা করে তাহার ধারণা ঠিক নয়। মোটকথা, আল্লামা শামী ও ইবনো হাজার আসকালানী সব সময় সুন্নাত হইবার বিরোধিতা করিয়াছেন। আমরাও কোন সময় সুন্নাত বলি না। শামী কিতাব বুঝিবার জন্য ঈমানের প্রয়োজন রহিয়াছে। জানিনা লেখক কেমন বোঝা বুঝিয়াছেন!—লেখক দাফনের পর আজান দেওয়া একটি নতুন ফতওয়া বলিয়া খুব চিৎকার করিয়াছেন। অথচ ইবনো হাজার আসকালানী, যিনি উক্ত আজানের সুন্নাত হওয়া অস্বীকার করিয়াছেন; তাঁহার জন্ম ৭৭৩

pdf By Syed Mostafa Sakib



হিজরীতে। যে আজান যুগ যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে ; যদিও আমাদের দেশে উহার প্রচলন নাই, সেই আজানের মসলাকে নতুন মসলা বলিয়া সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করা কি ঈমানদারের কাজ ? লেখক তালকীনের হাদীস নকল করিয়া কবরের উপর থেকে মনকার নাকীরের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কথা বলিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে উহা হাদীসেও রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে চালু নাই বলিয়া তালকীন প্রথাকে নতুন মসলা বলিয়া সমাজের মানুষকে উত্তেজিত করা কি ঈমানদারের কাজ হইবে ? লেখক উলামায়ে আহলে সুন্নাতকে লক্ষ্য করিয়া বার বার বিভ্রান্তকারী বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত বিভ্রান্তকারী কারা ? উলামায়ে আহলে সুন্নাত নিজেদের দায়িত্ব পালন করিয়া শরীয়তের একটি মসলা বলিয়া দিয়াছেন মাত্র। ইহাতে বিভ্রান্তকারী হইবার কি রহিয়াছে। লেখক নিজেই তো বিভ্রান্তকারী। কারণ, তাঁহার এলাকায় যে সমস্ত সুন্নী আলেম তাঁহার ধারণা অনুযায়ী নতুন নতুন মসলা বলিয়া বিভ্রান্ত করিতেছিলেন ; তাঁহাদের সহিত এলাকা বিশেষ বসিয়া সমস্যা সমাধান করিলেন না কেন ? সুন্নী আলেমদের মসলা বলায় মানুষ যত বিভ্রান্ত না হইয়াছেন ; তদোপেক্ষা বেশি বিভ্রান্ত হইয়াছেন লেখকের পুস্তক লেখায়। হয়তো বলিবেন—সুন্নী আলেমেরা পত্রিকা ও পুস্তিকাতে মসলা বলিয়াছেন ; তাই বই লিখিবার প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু এলাকা বিশেষ মানুষের বিভ্রান্তি অবসানের জন্য প্রাথমিক ভাবে বসিবার প্রয়োজন ছিল। যাইহোক, পাঠকবৃন্দের সমীপে শেষ আবেদন যে, তাঁহারা যেন নকল পরশমনি দেখিয়া বিভ্রান্ত হইয়া না পড়েন। খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে পরশমনির খোলস খুলিয়া দিলাম। আপনারা আল্লাহর অয়াস্তে মসলা মানিয়া নিবেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন—ফিৎনার সময় আমার মর্দা সুন্নাতকে জিন্দা করিলে একশত শহীদের সওয়াব পাইবে। খুতবার আজানের সুন্নাত অধিকাংশ স্থানে মুর্দা হইয়া গিয়াছে। এমনকি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আজানও অধিকাংশ স্থানে মসজিদের ভিতর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যাহা সম্পূর্ণ সুন্নাত বিরোধী। ইনশাল্লাহ, বাহিরে চালু করিলে একশত শহীদের সওয়াব পাইবেন। —দাফনের পর আজান দেওয়া যদি ফরজ, অয়াজিব নয়। মুস্তাহাব মাত্র। কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই মৃত্যুর কবলে পড়িব এবং কবর হইবে সব চাইতে কঠিন মঞ্জিল। যখন উলামায়ে ইসলাম কবরের আজানে মুর্দার উপকার হইবে বলিতেছেন ; তখন আপত্তি না করাই কি উচিত নয়! আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সমর্থন করিবার তওফীক দান করেন। আমীন ইয়া রব্বান আলামীন বেজাহে সাইয়েদিল মুরসালীন।

pdf By Syed Mostafa Sakib



# পীর সাহেবের সহিত সরাসরি সাক্ষাৎ

১৩-৩-৯৫, বীরভূম জেলায় কুতুবপুর গ্রামে সভা করিতে গিয়া জানিতে পারিলাম যে, হড়হড়ীর পীর জনাব মহিউদ্দীন সাহেব এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। ইহা শুনিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম এবং সরাসরি তাঁহার সহিত সাক্ষাত করতঃ প্রশ্ন করিলাম—ছবি উঠানো জায়েজ কিনা? তিনি উত্তরে কয়েকবার বলিলেন—নাজায়েজ। পুনরায় প্রশ্ন করিলাম—আপনার জীবনীকার কালীদাস শীলকে ছবি উঠানোর অনুমতি দিয়াছেন কেন? সঙ্গে সঙ্গে পীর সাহেব অস্বীকার করতঃ বলিলেন—আমি উহা জানি না। আমি কাহারো ছবি নিতে অনুমতি দিই নাই। আমি বলিলাম—যেহেতু ইসলামে ছবি উঠানো অবৈধ, সেইহেতু আমার পত্রিকায় আপনার সমালোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি। আপনি আমার প্রতি দুঃখ করিবেন না। অবশ্য আপনার এ ব্যাপারে একটি বিজ্ঞাপন দিয়া দিব। ইহা শুনিয়া পীর সাহেব খুব হাসিলেন এবং বলিলেন, আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। ইহাতে আমার কোন দুঃখ নাই। অতপর আমার মাথায় হাত রাখিয়া অনেক দোয়া দিয়াছেনা। যখন পীর সাহেবের সহিত আমার আলোচনা হইতেছিল, তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন উক্ত কুতুবপুর গ্রামের মাওলানা আব্দুল মান্নান ক্বাদেরী সাহেব, মালদার ওলীটোলার মাওলানা সায়ফুদ্দীন রেজবী সাহেব ও মুর্শিদাবাদ, কানুপুর গ্রামের মাওলানা আশরাফ আলী রেজবী সাহেব।

pdf By Syed Mostafa Sakib

# সম্পাদকের কলমে প্রকাশিত ঃ—

(১) 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (২) 'আনওয়ারে শরীয়ত' এর বঙ্গানুবাদ (৩) 'আল্‌মিসবাহুল জাদীদ' এর বঙ্গানুবাদ। ইহার সহিত রহিয়াছে—'আয়নুদ্দীন গোবিন্দপুরীর অসারতা' ও 'শয়তানের সেনাপতি' (৪) দাফনের পূর্বাপর ও বালাকোটে কাল্পনিক কবর (৫) মোহাম্মদ নূরুল্লাহ আলাইহিস্ সালাম ও নারীদের প্রতি এক কলম (৬) তোহফায়ে ছামদানী বা মাসায়েলে কুরবাণী (৭ তাম্বিহুল আওয়াম বর সলাতে অস্‌সালাম।

## কয়েকটি বিজ্ঞাপন

(১) শেষ সমাধি (২) সুন্নাতে নবাবী ও সাহাবী ২০ রাকয়াত তারাবীহ (৩) অপ-প্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না (৪) আমি চ্যালেঞ্জ করছি, দেওবন্দী তাবলিগীরা ওহাবী (৫) কানুন মোতাবিক হউক (৬) হক ও বাতিলের লড়াই (৭) সপ্তগ্রাম বাহাস কামিটির প্রতি (৮) অপ-প্রচার বন্ধ করুন (৯) চলুন মোনাজারাতে যাই (১০) বাহাসের চূড়ান্ত ফলাফল (১১) দেওবন্দী বিশ্বাসঘাতকদের চিনে নিন (১২) একসঙ্গে তিন তালাক (১৩) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতে নিরাপদ (১৪) বিশেষ বিজ্ঞপ্তি (১৫) জামায়াতে ইসলামী বাতিল ফিরকাহ (১৬) একদিনের চূড়ান্ত মোনাজারাহ (১৭) ফুরফুরাবীদের ধারণায় তাবলিগী জামায়াত (১৮) কবরে সাজদা করা কি জায়েজ ?

**প্রকাশের পথে**—(১) তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য (২) সলাতে মুস্তাফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা (৩) মুহাক্কানা ফায়সালার বঙ্গানুবাদ (৪) ফুরফুরা পন্থীগণ, ঈমান শর্তে বলুন !

অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি—(১) 'মোসনাদে ইমাম আজম' এর বঙ্গানুবাদ (২) 'আনওয়ারুল হাদীস' এর বঙ্গানুবাদ (৩) বাশারিয়াতে মুস্তাফা (৪) সেই মহানায়ক কে ? (৫) ভবিষ্যৎ বক্তা।

## মুর্শিদাবাদে দাওরায়ে হাদীসের দুইটি মাদ্রাসা

মাদ্রাসা রাজ্জাকীয়া কালিমীয়া ও মাদ্রাসা গওসীয়া রেজবীয়া। দাওরার ছাত্রদের জন্য বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয়। ১০ই শওয়ালের পূর্বে যোগাযোগ করুন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

# পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলী

(১) মুফতীয়ে আ'জমে হিন্দ আল্লামা আখতার রেজা আজহারী সাহেব কিবলা ('বেরেলী শরীফ) (২) মুফতী মতীউর রহমান রেজবী (৩) আল্লামা জহুর আলাম রেজবী (শায়খুল হাদীস) (৪) আল্লামা শামসুদ্দীন কাদেরী (পি, এইচ, ডি,) (৫) আল্লামা আবুল কাসেম (শায়খুল হাদীস) (৬) মুফতী জাফর হাসানাইল (৭) হাফিজ মুস্তাকীম রেজবী (৮) মোমতাজুদ্দীন আশরাফী (প্রাক্তন শায়খুল হাদীস) (৯) মুফতী নইমুদ্দীন রেজবী (১০) লোকমান আশরাফী (প্রাক্তন শায়খুল হাদীস) (১১) পীরে তরীকাত মাওলানা নূরুল মঈা চিশ্‌তী (কলিকাতা কানখুলী শরীফ) মুফতী খয়রুদ্দীন রেজবী (১২) পীরে তরীকাত মাওলানা কুতবুদ্দীন আখতার আল কাদেরী (কলিকাতা খানকা শরীফ) (১৩) মুফতী অয়েজুল হক কাদ্বেরী (১৪) মুফতী আলীমুদ্দীন রেজবী (১৫) কারী সায়ফুদ্দীন রেজবী (১৬) মাওলানা আবদুল হাকীম রেজবী (১৭) মাওলানা নূরল ইসলাম চতুর্বেদী (১৮) মাওলানা মুজাহিদুল কাদেরী (১৯) মাওলানা তালেব আলী (ফাজেলে ফুরফুরা) (২০) আফজাল হুসাইল (ফাজেলে ফুরফুর) (২১) আলিমুদ্দীন সাহেব (কাজেলে ফুরফুরা) (২২) হাশিম রেজা রেজবী (২৩) মোহসেন আলী রেজবী (২৪) ইসমাঈল নুরী (২৫) রফীক আলাম রেজবী (২৬) আবুল খায়ের রেজবী (২৭) ইসলাম উদ্দীন নেপালী (২৮) রবীউল ইসলাম কাদ্বেরী (২৯) আবদুল জাব্বার আশরাফী (৩০) কারী সিরাজুম মুনীর কাদ্বেরী।

**সম্পাদকের পথ নির্দেশ ঃ—**

কলিকাতা শিয়ালদহ হইতে ডায়মণ্ডহারবার ট্রেনযোগে সংগ্রামপুর ষ্টেশনে নামিয়া উত্তরে ১৫ মিনিটের পথ। বহরমপুর বাসষ্ট্যাণ্ড হইতে করিমপুর, গোপালপুর, সাগরপাড়া ইত্যাদি লাইনের বাসযোগে ছয়ঘরী হাটে নামিয়া ২ মিনিটের পথ।

**—ঃ উরুবা শরীফ ঃ—**

প্রতি বৎসর ১৭ই ফাল্গুন দক্ষিণ ২৪ পরগণার অন্তরগত কানখুলী শরীফে পীর শাহ জালালী বাবা রহমা তুল্লাহি আলাইহির উরুস শরীফ অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবাংলা তথা ভারতের বড় বড় আলেম উপস্থিত হইয়া থাকেন। বর্তমান গদ্দীনশীন রহিয়াছেন পীরজাদা মাওলানা নুরুল মঈন চিশ্‌তী সাহেব কিবলা। —পথ নির্দেশ ঃ—শিয়ালদহ হইতে বজবজ ট্রেনযোগে সন্তোষপুর নামিয়া মাত্র ৩/৪ মিঃ পথ।

প্রকাশনায়—
মাদ্রাসা গাওসীয়া রেজবীয়া (দাওরায় হাদীস)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

মুদ্রণে—বহরমপুর মুদ্রণ কর্মী সমবায় সমিতি লিঃ, মুর্শিদাবাদ, ফোন ঃ ২০৫৬৪।